বোধিচর্য্যাবতার

আচার্য্য শান্তিদেব

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আচার্য্য শান্তি দেব

বোধিচর্যাবতার

জ্যোতি পাল স্থবির
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বাএ ৮১৭
প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৮৪
জুলাই, ১৯৭৭

প্রকাশন
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয়-মুদ্রণ বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণ
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৭/২, সিদ্দিক বাজার
ঢাকা-২

প্রচ্ছদ
শচীন বড়ুয়া

মূল্য : কুড়ি টাকা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গ্রন্থকার পরিচিতি

আচার্য্য শান্তিদেব (৭ম শতাব্দী)

শিক্ষা সমুচ্চয়, বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মহাযানী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিদেব আনুমানিক খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে তিনি সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান গুজরাত) রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেক কাল উপস্থিত হইলে উপাস্যা তারা দেবীর প্রত্যাদেশ মতে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যান। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী যোগী বেশে আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। শান্তিদেব অসাধারণ যোগ-বিভূতি আয়ত্ত করেন এবং কিছু কালের জন্য রাজা পঞ্চ-সিংহের মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিশেষে শান্তিদেব ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নালন্দা মহাবিহারের পীঠ-স্থবির ধর্মপালের পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য জয়দেবের শিষ্য ছিলেন। লামা তারানাথের মতে শান্তিদেব শিক্ষা-সমুচ্চয়, সূত্র-সমুচ্চয় এবং বোধিচর্যাবতার এই তিনখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাগ্-সাম-জোন-জাং নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায়: শান্তিদেবের বাল্য নাম ছিল শান্তি বর্মা, তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ বর্মা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-শালায় চতুর্দশ শতাব্দীর একখানি নেপালী পুঁথিতে (পুথি নং ৯৯৯০/৫২) শান্তিদেবের যে জীবন চরিত আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নানা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ ধারাবাহিক জীবন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।*

শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত জীবন চরিতের সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করেন;

1. Indian Antiquary, 1913. PP 49-52.
2. Journal of Behar & Orissa Research Society, 1919, PP 501-05.
3. বৌদ্ধ গান ও দোহা—ভূমিকা।

শান্তিদেব রাজার ছেলে। রাজা শান্তিদেবকে যুবরাজ করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু শান্তি দেবের জননী গোপনে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'তুমি রাজ্য ভোগে লিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ পাপে ডুবিবে। যদি আত্ম-কল্যাণ সাধন করিতে চাও, তবে যে দেশে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরা আছেন সেই দেশে সত্বর চলিয়া যাও। যদি মঞ্জু বজ্রের কাছে উপদেশ লইতে পার, তোমার ধর্মে উন্নতি হইবে।' মায়ের এই উপদেশ শুনিয়া রাজকুমার অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্বারোহণ করিতে করিতে রাজকুমার এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বনের মধ্যে একটি সুন্দরী বালিকা তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল এবং তাঁহাকে নামিতে বলিল। বালিকাটি নিকটবর্তী আশ্রমে নিয়া তাঁহাকে সৎকার করাইল। পরিচয়ে জানা গেল, ঐ বালিকাটি মঞ্জুবজ্রের শিষ্যা। মঞ্জুবজ্রের নাম শুনিয়াই শান্তিদেব শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন আমি ইহার নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। তখন উভয়ে মঞ্জুবজ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মঞ্জুবজ্র শান্তিদেবকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বার বৎসর শিক্ষা দিলেন। শান্তিদেব তাঁহার নিকট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন। বার বৎসর পরে গুরু শান্তিদেবকে মধ্যদেশে যাইতে আদেশ করিলেন।

শান্তিদেব মধ্যদেশে যাইয়া মগধের 'রাউত' অর্থাৎ সেনাপতি পদ লাভ করিলেন। 'রাউত' হইয়া শান্তিদেবের নাম হইল অচল সেন। তাঁহার একখানি দৈবশক্তিসম্পন্ন দেবদারু কাঠের তরবারি ছিল; তাহা তিনি কাহাকেও দেখাইতেন না। ক্রমে তিনি রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন, ইহাতে অন্যান্য রাউতেরা তাঁহাকে হিংসা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা টের পাইল যে অচল সেনের তরবারি কাষ্ঠ নির্মিত। তাহারা রাজাকে বলিল, আপনি অচল সেনকে সেনাপতি করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তিনি কি করিয়া যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার তরবারি ত কাঠের। একদিন রাজা সকল রাউতের তরবারি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই তরবারি দেখাইল—অচল সেন কিছুতেই রাজী হইলেন না। রাজা জিদ

করিতে লাগিলেন, তখন অচল সেন বলিলেন, আমার তরবারির তেজে আপনি অন্ধ হইয়া যাইবেন। যদি নিত্যন্ত দেখিতে চাহেন, এক চক্ষু বাঁধিয়া রাখিয়া অপর চক্ষে দেখুন। রাজা তাহাই করিলেন, ইহাতে তাহার এক চক্ষু কানা হইয়া গেল। রাজা অচল সেনের দৈব-শক্তিতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচল সেন অতঃপর রাউতের পদ ত্যাগ করিলেন এবং নালন্দা মহাবিহারে গিয়া ভিক্ষু হইলেন। তিনি নালন্দার এক প্রান্তে একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি পণ্ডিতদের নিকট ত্রিপিটক ব্যাখ্যা শুনিতেন। কুটিরে বসিয়া যোগাভ্যাস ও গ্রন্থ রচনা করিতেন। সর্বদা শান্তভাবে থাকিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'শান্তিদেব' বলিত। নালন্দার ভিক্ষু সঙ্ঘে তাঁহার আর একটি নাম হইয়াছিল 'ভুসুকু'। কারণ তিনি 'ভুসুকু' নামক সমাধিতে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

'ভুঞ্জানোজপি প্রভাস্বরঃ সুপ্তোজপি কুটিং গতোজপি তদেবেতি
ভুসুকু সমাধি সমাপন্নত্বাৎ ভুসুকু নামখ্যাতিং সঙ্ঘেজপি।"

ভুসুকু নামক সমাধিতে অভিজ্ঞ হওয়াতে ভোজনের সময় তাঁহার মূর্তি উজ্জ্বল থাকিত। শয়নের সময় উজ্জ্বল থাকিত এবং কুটিরে বসিয়া থাকিলেও উজ্জ্বল থাকিত। এই জন্য তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘে 'ভুসুকু' নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন।

নালন্দায় শান্তিদেব কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্তা বা মেলামেশা করিতেন না। আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহার সহিত দুষ্টামি আরম্ভ করিল। তাহাদের ধারণা হইল তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। ভাল করিয়া কথা বলিতেও পারেন না। সুতরাং এক দিন তাঁহাকে জব্দ করিতে হইবে। নালন্দা মহাবিহারের রীতি ছিল জৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা। নালন্দার বড় বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণে এক প্রকাণ্ড ধর্মশালা ছিল, পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য সেই ধর্মশালা সাজানো হইত। সব পণ্ডিতেরা সেখানে আসিতেন এবং ছাত্রেরাও বাহিরের লোকজন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে উপস্থিত হইত। একদিন যখন সভা বসিয়াছে, পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন, সব প্রস্তুত; তখন ছাত্রেরা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

শান্তিদেবকে ধরিয়া বসিল। আজ আপনাকে ধর্ম-সভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তিদেব যতই আপত্তি জানান ছাত্রেরা ততই জিদ করে; শেষে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, আজ আপনাকে ধর্মসভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শান্তিদেব যতই আপত্তি জানান, ছাত্রেরা ততই জিদ করিতে থাকে; অবশেষে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বেদিতে বসাইয়া দিল। তাহারা মনে করিল, তিনি ত একটা কথাও বলিতে পারিবেন না, আমরা হাসিব এবং হাততালি দিয়া বেশ মজা করিব।

শান্তিদেব আসনে বসিয়া কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হইলেন, হঠাৎ দিব্য প্রভায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পরে তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কিং আর্ষং পঠামি, অর্থার্ষং বা।" 'আর্য পাঠ করিব? না অর্থার্য পাঠ করিব'? তাহা শুনিয়াই পণ্ডিত সকল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা এতকাল আর্ষ শুনিয়াছেন, অর্থার্ষ শুনেন নাই। তাঁহারা শান্তিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুয়ে প্রভেদ কি? শান্তিদেব বলিলেন—পরমার্থ জ্ঞানীর নাম ঋষি অর্থাৎ 'তিনি বুদ্ধ' তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আর্ষ।

যদর্থবদ্ ধর্মপদোপ সংহিতং ত্রিধাতু সংক্লেশ নির্বহণং বচঃ।
ভবেচ্চ যচ্ছান্ত্যনু শংস দর্শকং তদুক্তমার্ষং বিপরীত মন্যথা।।

—(প্রজ্ঞাকরমতি কৃত বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা ধৃত, পৃঃ ৪৩২)

যে বচন অর্থযুক্ত, ধর্মপদ দ্বারা সম্বদ্ধ, রাগ-দ্বেষ-মোহরূপী ত্রিধাতুজনিত ক্লেশ সমূহ নাশ করিয়া থাকে, যাহা শান্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহাই 'আর্ষ' অর্থাৎ বুদ্ধ-বচন বলিয়া কথিত হয়। যাহা ইহার বিপরীত তাহা আর্ষ অর্থাৎ বুদ্ধ-বচন নহে।

আর্ষ গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতগণ যাহা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন তাহাই 'অর্থার্ষ'। পণ্ডিতেরা বলিলেন, আমরা আর্ষ অনেক শুনিয়াছি। তোমার কাছে কিছু অর্থার্ষ শুনিব।

ইতিপূর্বেই শান্তিদেব শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার নামে তিনখানি অর্থার্ষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া বোধিচর্যাবতার পাঠ আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতেরা স্তব্ধ হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। বোধিচর্যাবতারের ভাব যেমন গভীর ও উদার, ভাষাও

তেমনি সুললিত ; শান্তিদেবের বাচনভঙ্গীও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল, লোকটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু ফল হইল বিপরীত ; তাঁহারাও ভক্তিতে আপ্লুত ও তন্ময় হইয়া পাঠ শুনিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে মহাযানের গূঢ়তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। শান্তিদেব মধুর স্বরে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ঃ—

'যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্য ভাবেন নিরালম্বা প্রশাম্যতি ॥

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৯।৩৫)

যখন ভাব বা অভাব বুদ্ধির অগ্রে থাকে না, তখন অন্য গতির অভাবে বুদ্ধি নিরালম্বা হইয়া প্রশমিত বা নিরুদ্ধ হয়। 'ভাব' অর্থে রূপাদিস্কন্ধ। 'অভাব' অর্থে উহারা নাই, এরূপ মনসিকার।

হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, আর উজ্জ্বল বর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া ও শরীর প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মর্ত্যলোকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে তিনি শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিমানে তুলিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা দেবতা। তিনি গ্রন্থ ও কৃপাণধারী এবং পদ্ম বা সিংহের উপর উপবিষ্ট। শান্তিদেব ইহার উপাসক ছিলেন। বোধিচর্যাবতারের উপসংহারে মঞ্জুশ্রীর উদ্দেশ্য গ্রন্থকারের বন্দনা ও প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

শান্তিদেবের স্বর্গারোহণের পর পণ্ডিতেরা তাঁহার কুটীরে গিয়া তাঁহার রচিত শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার এই তিনখানি পুথি পাইলেন এবং তাহা প্রচার করিয়া ছিলেন।

আধুনিক পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে আচার্য্য শান্তিদেব রচিত শিক্ষা-সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার গ্রন্থদ্বয় আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সূত্র সমুচ্চয় গ্রন্থখানি অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন, শান্তিদেব নেপালে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের নিকট একটি গুহায় অবস্থান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই

গুহ্য স্বয়ম্ভূনাথের বজ্রাচার্যগণ দর্শকগণকে দেখাইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শান্তিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষা সমুচ্চয় সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন।

নেপালী পুথিতে প্রাপ্ত শান্তিদেবের পূর্বোক্ত জীবনবৃত্তান্তে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও ঐতিহাসিক অংশটুকু লামা তারানাথের বিবরণের প্রায় অনুরূপ। শান্তিদেবের উক্ত জীবনচরিত পরবর্তী কালে আনুমানিক চতুর্দশ শতকের কোনও তান্ত্রিক বৌদ্ধ পণ্ডিত কর্তৃক রচিত বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাযানী বৌদ্ধাচার্য, বোধিচর্যাবতার ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা শান্তিদেব ব্যতীত আর একজন শান্তিদেবের নামও তিব্বতীয় ত্যাঙ্গুর গ্রন্থ তালিকায় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বজ্রযানী তান্ত্রিক আচার্য্য, তাঁহার রচিত তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) শ্রী গুহ্য সমাজ-মহাযোগ-তন্ত্রবলি বিধি, (২) সহজ গীতি এবং (৩) চিত্ত চৈতন্য-শমনোপায়। তাঁহার বাড়ী ছিল জাহোরে (বা সাহোরে)। জাহোর বা সাহোরকে কেহ কেহ মনে করেন লাহোর, কেহ বলেন পাঞ্জাবের মণ্ডি। কেহ মনে করেন, বাংলার যশোর বা ঢাকা জেলার সাভার। আবার কেহ কেহ মনে করেন,-সমগ্র হিন্দুস্থানেরই নাম জাহোর বা সাহোর। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক সুম্‌পা বলেন, তান্ত্রিক শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল—ভুসুকু বা রাউতু। চর্য্যাগীতি গ্রন্থের কয়েকটি গীতির রচয়িতা ছিলেন সহজ সিদ্ধাচার্য জনৈক ভুসুকু। এই ভুসুকু যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ একটা গানে তিনি বলিতেছেন ঃ

"আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিত্য ঘরিনি চণ্ডালী লেলী॥"

রে ভুসু, আজ তুমি সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলে, যেহেতু নিজ ঘরিনীকে চণ্ডালী করিয়া লইলে।

বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব ও বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একই ব্যক্তি কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। চর্যাগীতিতে দেখিতে পাই,—শান্তিপা বা শান্তিপাদ নামে আর একজন বাঙ্গালী গীত রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল 'রত্নাকর শান্তি' এবং

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ত্যাঙ্গুর গ্রন্থ তালিকায় দেখা যায়, তিনি 'সুখ-দুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আরও ১৮টি তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনি ছিলেন প্রণেতা। তারানাথ বলিয়াছেন, রত্নাকর শান্তির বাড়ী ছিল মগধে ; বিক্রমশীল মহা বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য এবং তিনি সাত বৎসর সিংহলে ধর্ম প্রচারের কার্যে নিরত ছিলেন।

শান্তিদেব নামীয় বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, "মহাযানী শান্তিদেব ও বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব যে দুই ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ কম। তবে তান্ত্রিক শান্তিদেব ও ভুসুকু একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন, উভয়েই একাদশ শতকের লোক। চর্যাগীতির শান্তিদেব ও ত্যাঙ্গুরের রত্নাকর শান্তিও বোধ হয় একই ব্যক্তি।"

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মানবতার সাধনায় আচার্য্য শান্তিদেব

আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া কিভাবে মানুষ নির্বিবাদে সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারে, কি করিয়া শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতিগত স্বার্থ-পরতা ও ভেদ-বৈষম্য বিসর্জন দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষ এক মহা মিলন তীর্থে মিলিত হইতে পারে; বিভিন্ন দেশের মানব-প্রেমিক মনীষীগণ এই সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানাভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত চিন্তা নায়কগণের মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিদেব (সপ্তম শতাব্দী) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

শান্তিদেব রচিত 'বোধিচর্যাবতার' মানবতার সাধনা বিষয়ে অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই গ্রন্থের চীনা, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদ হয়। আধুনিক কালেও ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লুইস দেলা-ভালে পুঁসে (Prof. Louisdela Vallee Poussin) প্রজ্ঞাকর মতির ভাষ্য সহ 'বোধিচর্যাবতার' বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে (Asiatic Society of Bengal, Cálcutta 1902-14) প্রকাশ করেন। শান্তিদেবের অপর গ্রন্থ—'শিক্ষা সমুচ্চয়' সেসিল বেণ্ডাল (Prof. Cecil Bendal) সম্পাদন করিয়া সেণ্ট পিটার্স বার্গ হইতে প্রকাশিত করেন (১৮৯৭-১৯০২ খ্রীঃ)। তিনি ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও পরে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শান্তিদেবের 'রত্ন সমুচ্চয়' গ্রন্থখানি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বোধিচর্যাবতারের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আচার্য্য শান্তিদেব তাঁহার 'শিক্ষা সমুচ্চয়' ও 'রত্ন সমুচ্চয়' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

"শিক্ষা সমুচ্চয় গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবে। কারণ ঐ গ্রন্থে বোধিসত্ত্বগণের সদাচার বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্র সমুচ্চয় বা রত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থও দেখিতে পার। ইহাতে ঐ সদাচারের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।"

বোধিচর্যাবতারে মানবতার সুসমাচার যেভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এতকালের ব্যবধানে আসিয়া আজিও পাঠককে তাহা উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। আধুনিক সভ্যতার সংকটে যুগ সমস্যার কণ্টকিত গ্রহণপথে তাঁহার বাণী আমাদিগকে আলোক প্রদর্শন করিতে পারে।

প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন ঃ পৃথিবীতে অশুভ বা অন্যায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহার শক্তি প্রবল। বহু প্রকার শুভ প্রচেষ্টাও অবশ্য পৃথিবীতে রহিয়াছে; কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর অন্যায়কে জয় করিবার শক্তি কাহারও নাই। তাহাকে জয় করিতে পারে 'মৈত্রী'। পরলোক, মোক্ষ বা নির্বাণ তো দূরের কথা, ইহা না থাকিলে সংসারই যে অচল হইয়া যায়।

আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ

আচার্য্য শান্তিদেব বলেন,—এই দুঃখময় পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জনরূপে না দেখিয়া এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণীলোক হিসাবেই দেখিতে হইবে। দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ—এই ভাবে বিচ্ছিন্ন না দেখিয়া এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। নচেৎ পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না। মোহ-মুগ্ধ জনগণ নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ আহরণের চেষ্টায় একে অন্যকে দুঃখ দিয়া প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছেন।

নানা অবয়বযুক্ত হইলেও আমাদের এই দেহ যেমন এক বা অখণ্ড, দেশ, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষ তাহার অবয়ব মাত্র। কর-চরণ মস্তকাদি নানা অঙ্গ ভেদে বহুরূপ বিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে

করিয়া পালন করিতে হয়। সমান সুখ-দুঃখান্বিত জীব জগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। কর-চরণাদির সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের নিকট ভিন্ন নহে—এক; সমস্ত জগতের সুখ-দুঃখও সেইরূপ ভিন্ন নহে—এক।

হস্তাদি ভেদেন বহু প্রকারঃ
কায়ো যথৈকঃ পরিপালনীয়ঃ।
তথা জগদ্ ভিন্ন মভিন্ন দুঃখ-সুখাত্মকং
সর্ব্ব মিদংতথৈব ।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৮।৯১)

হস্তাদি ভেদে কায় বহু অঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও তাহা যেমন এক ভাবিয়া প্রতিপালন করিতে হয়, সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও ইহাকে নিজের সহিত অভিন্ন এবং অভিন্ন সুখ-দুঃখাত্মক ভাবিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে। এইরূপ অখণ্ডিত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিলে সর্বত্র যাহাতে সমান সুখ হয়, সর্বত্র যাহাতে সমান পুষ্টি হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য আসিবে। কেবলমাত্র দেহের কোন অঙ্গ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিলে যেমন তাহা অনর্থের কারণ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ কোন দেশ বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের মাত্র উন্নতি ও পুষ্টি হইলে তাহাকে অনর্থের কারণ বলিয়া মনে করতঃ সেই পুষ্টি বা সম্পদ সর্বত্র সমানভাবে বণ্টন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবেই সংসারে 'সুখোৎসবের' সৃষ্টি হয় এবং সেই সুখোৎসবে সকলেই সমান অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না। শান্তিদেবের মতে, নিজ নিজ সুখার্জন বর্জনের দ্বারাই ইহলোক এবং পরলোকে 'সুখোৎসবের' সৃষ্টি হয়। মোহ-মুগ্ধ জনগণ একে অন্যকে দুঃখ দিয়াই ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছে। এই সংসারে যত কিছু উপদ্রব, যত কিছু দুঃখ, যত কিছু ভয়—সমস্তই এই 'আমিকে' আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য। সুতরাং আমার এই 'আমিকে' আঁকড়াইয়া ধরিয়া লাভ কী? অগ্নিকে ত্যাগ না করিয়া যেমন দাহ ত্যাগ সম্ভব নহে, সেইরূপ 'আমিকে' ত্যাগ না করিয়া দুঃখ বর্জনও সম্ভব নহে।

'যদি দেই খাইব কী'—এইভাবে নিজের জন্য চিন্তা করিয়া মানুষ পিশাচ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হইয়া পড়ে। 'যদি খাই দিব কী'—এইভাবে পরের সেবায় মানুষ দেবাতি দেবে পরিণত হয়। নিজের জন্য পরকে পীড়ন করিয়া নরকাদিতে দুঃখ পাইতে হয়। আর পরের জন্য নিজকে পীড়ন করিলে সর্ব সম্পদ লাভ হয়। এই সংসারে যাহারা সুখী হইয়া থাকে, তাহারা পরের সুখাকাঙ্ক্ষাতেই সুখী হয়। এই বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? স্বার্থাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত জন ও পরার্থকারী মুনিজনের পার্থক্য দর্শন কর। 'অন্যের দুঃখের দ্বারা নিজের সুখ'—ইহার পরিবর্তন না করিলে অর্থাৎ 'নিজের দুঃখের দ্বারা অন্যের সুখ'—এই ভাবধারা গ্রহণ না করিলে বুদ্ধত্ব সিদ্ধি তো পরের কথা, এই সংসারেই বা সুখ কোথায়? পরলোকের কথা দূরে থাক, পরার্থ বুদ্ধি ভিন্ন প্রত্যক্ষ এই জগতের কার্যও অচল হইয়া যায়।

(বোধিচর্যাবতারঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

আচার্য্য শান্তিদেব চরিত্রে মানবতার বিকাশের জন্য দুইটি ধ্যানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যথা ঃ— (১) পরাত্ম সমতা ধ্যান অর্থাৎ পরকে ও নিজকে সমান বা এক বলিয়া ধ্যান করা; (২) পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান অর্থাৎ পরকে নিজ ও নিজকে পর বলিয়া ধ্যান করা। এই দুইটি ভাবনার মধ্যে যে যে পরিমাণে গভীরতা লাভ করিবে, তাহার জীবনে তত অধিক পরিমাণে মানবতার বিকাশ ঘটিবে।

(১) পরাত্ম সমতা ধ্যান

শান্তিদেব এই ধ্যানের প্রণালী বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

পরাত্ম সমতা মাদৌ ভাবয়ে দেব মাদরাৎ।
সম দুঃখ সুখাঃ সর্বে পালনীয়া ময়াত্মবৎ ॥

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৮।৯০)

প্রথমতঃ পরম অভিনিবেশসহকারে 'পরাত্ম সমতা' বিষয়ে এইভাবে চিন্তা করিতে হইবে; আমার সুখ বা দুঃখ আমার মনে যে ভাব উৎপন্ন করে, অন্যের সুখ বা দুঃখও তাহার মনে সেই ভাবই সৃষ্টি করে। অতএব যখন সুখ-দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের ন্যায় পালন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করিতে হইবে। এই ধ্যানের দ্বারা যখন সাধকের চিত্ত ভাবিত হয়, তখন তিনি অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে পরহিতার্থে যে কোন দুঃখ বরণ করিতে পারেন।

এবং ভাবিত্ব সংতানা পর দুঃখ সমপ্রিয়াঃ
অবীচি মব গাহন্তে হংসাঃ পদ্মবনং যথা ॥
(৮।১০৭)

এইরূপে 'পরাত্ম সমতা' দ্বারা যাহাদের চিত্ত ভাবিত, অপরের দুঃখের জন্য নিজের সুখও যাঁহাদের নিকট দুঃখের ন্যায় প্রতীত হয়; হংস যেমন সানন্দে পদ্মবনে প্রবেশ করে, তাহারাও সেইরূপ অন্যের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সানন্দে অবীচি নরকেও অবতরণ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতোক্ত ধ্যান-যোগেও 'পরাত্ম সমতা' ধ্যানের মহিমা এইভাবে কীর্তিত হইয়াছে ঃ—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমো মতঃ ॥
(গীতা ঃ ৬।৩২)

হে অর্জুন! সুখই হউক অথবা দুঃখই হউক, যে ব্যক্তি আত্ম সাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী হন, সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার মত।

(২) পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান

এই ধ্যানের উদ্দেশ্য নিজেকে পর বলিয়া জ্ঞান করতঃ স্বার্থ-বুদ্ধি বিসর্জন করা এবং পরকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করা। এই ধ্যান কালে সাধককে এইরূপ ভাবনা করিতে হয় ঃ— 'নিজের এবং পরের উভয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি আমার এই 'আমিকে' অন্যকে দান করিতেছি এবং অন্যকে 'আমির' ন্যায় গ্রহণ করিতেছি'। 'আমি অন্যের'—হে মন! ইহাই তোমার সিদ্ধান্ত হউক। সর্ব জীবের স্বার্থ সিদ্ধি ভিন্ন এখন তুমি আর অন্য কিছু চিন্তা করিও না। যদি তুমি এই কর্ম (পরাত্ম পরিবর্তন) পূর্বে করিতে, তাহা হইলে তোমার এইরূপ দশা হইত না। বুদ্ধত্ব অবস্থার সম্যক সুখ তোমার লাভ হইত। এতদিন তুমি তোমাতে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

'আমিত্ব' আরোপ করিয়াছিলে, এখন হইতে সেইরূপ অন্যজনে আমিত্ব আরোপ কর, অন্য জনকে এখন তুমি 'আমি' বলিয়া মনে কর। তোমার এই 'তুমি'কে সুখ হইতে বিচ্যুত কর। পরের দুঃখের ভার গ্রহণ করাও, নিকৃষ্ট দাসের ন্যায় ইহাকে জনসেবায় খাটাইয়া লও। তোমার এই 'তুমি'র জন্য অপরের যাহা কিছু অপকার করিয়াছ, পরের উপকারের জন্য আজ সেই সমস্ত দুঃখ-বিপদ তোমার এই 'তুমি'র উপর নিক্ষেপ কর। হে চিত্ত! অতীতের দুঃখরাশির কথা চিন্তা করিয়া আমি তোমাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছি। প্রমাদবশতঃ, তোমায় যদি আমি জীবগণকে না দিই, তাহা হইলে তুমি আমাকে নরকপালগণকে দান করিবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে বহুবার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তুমি আমাকে দীর্ঘকাল দুঃখ দিয়াছ। সেই শত্রুতার বিষয় স্মরণ করিয়া হে স্বার্থ দাস! আমি তোমাকে বধ করিব। যদি যথার্থই আত্মপ্রীতি থাকে, তবে আত্মাকে প্রীতি করিও না। যদি যথার্থই আত্মরক্ষা চাও তবে আত্মাকে রক্ষা করিও না। জগতের হিতের জন্য আমি এই দেহকে নিরাসক্ত হইয়া দান করিয়াছি বলিয়াই বহু দোষে দুষ্ট হইলেও কর্মের যন্ত্র বা উপকরণ স্বরূপ ইহাকেই আমি ধারণ করিতেছি।

আচার্য্য শান্তিদেব বলেনঃ যিনি নিজের এবং পরের সত্বর পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার এই পরম গুহ্য 'পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান' অভ্যাস করা উচিত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বোধিচিত্ত ও বোধিচর্যা

বৌদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত প্রথমে 'বোধিচিত্ত' উৎপাদন করিতে হইবে। সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর সর্ব দুঃখ দূর করিবার জন্য বুদ্ধ হইব—এইরূপ যে সংকল্প এবং উক্ত সংকল্প সাধনের জন্য যে প্রাণপণ প্রয়াস, 'বোধিচিত্ত' বলিতে তাহাই বুঝায়। এই বোধি-চিত্ত উৎপাদনপূর্বক বোধি বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে চর্যা বা বিশেষ সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহার নাম 'বোধিচর্যা'।

মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তায় মগ্ন। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরকে পীড়া দিতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরার্থে আত্মদানের যে সংকল্প ও প্রয়াস—ইহাই মানবতার সাধনা। এই সাধনায় যে ব্যক্তি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, সে ততটা মনুষ্য পদ-বাচ্য স্বার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র জীবন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব জীবের দুঃখ নিরাকরণের জন্য যে বৃহত্তর জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ—ইহাকেই বৌদ্ধ শাস্ত্রে "বোধি-চিত্ত পরিগ্রহ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে সাধক 'বোধিচিত্ত' বরণ করেন ; সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর হিত সুখ বিধানের জন্য নিজের সর্বস্ব, নিজের জীবন, এমন কি নিজের সমস্ত কুশল কর্মের ফল পর্যন্ত দান করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। ইহাকে ব্যাপকভাবে মানবতার সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

(ক) বোধিচিত্ত

আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচিত্তের মহিমা সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন ঃ

ভব দুঃখ শতানি তর্তু কামৈরপি
সত্ত্ব ব্যসনানি হর্তু কামৈঃ।

বহু সৌখ্য শতানি ভোক্তু কামৈর্ন
বিমোচ্যং হি সদৈব বোধি চিত্তম্ ।।
(বোধিচর্যাবতার : ১।৮)

যাঁহারা সংসারে অসংখ্য দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন, যাঁহারা জীবনের দুঃখ-শোক দূর করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই 'বোধিচিত্ত' অপরিহার্য।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিচিত্তের দ্বিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—(১) বোধি প্রণিধি চিত্ত এবং (২ বোধি প্রস্থান চিত্ত। সর্ব জগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব, উঠিতে বসিতে, আহারে-বিহারে শয়নে-স্বপনে, সর্বদা অন্তরে এই প্রার্থনা বা সংকল্পকে জাগ্রত করা—ইহাকে 'বোধি প্রণিধি-চিত্ত' বলা হইয়া থাকে। বোধি প্রাপ্তির জন্য কেবল সংকল্প মাত্র নহে, পরন্তু জীব-সেবাদি দ্বারা তাহা প্রাপ্তির জন্য যে সক্রিয় উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা তাহাকে 'বোধি প্রস্থান চিত্ত' বলে। বোধি প্রণিধি চিত্তকে গমনকামী এবং বোধি প্রস্থান চিত্তকে গমনকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

যে সাধক ক্ষুদ্র স্বার্থপূর্ণ জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া 'বোধিচিত্ত পরিগ্রহ' মানবতার সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন, আচার্য্য শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে তাঁহার মহিমা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, "সংসার বন্ধনাগারে বদ্ধ হতভাগ্য মানব 'বোধিচিত্ত' বরণ করিবা মাত্র সুগত গণের সুত সংজ্ঞায় অভিহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি নরলোক ও দেবলোকের বন্দনীয় হইয়া থাকে। বোধিচিত্ত এই অশুচি দেহকে জিন রত্ন দেহে পরিণত করে। অতএব এই বোধিচিত্ত রূপ অন্তর্ভেদী রসৌষধি যাহা স্পর্শমণির ন্যায় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে, তাহাকে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর। মানব যে মুহূর্তে অনন্ত আকাশব্যাপী জীব জগতের সর্ব প্রকার দুঃখ বিমোচনের জন্য অপরাজ্ঞ-চিত্তে বোধিচিত্ত বরণ করেন, সেই মুহূর্ত হইতে সুপ্ত, প্রমত্ত-সর্বাবস্থাতেই প্রতি ক্ষণে বারংবার আকাশ প্রমাণ অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ ধারা বহিতে থাকে। যিনি বোধিচিত্ত বরণ করেন, পরের জন্য তিনি যত চিন্তা করেন, অন্য কোন ব্যক্তি নিজের জন্যও তত চিন্তা করে না"।

(বোধিচর্যাবতার : প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আচার্য্য শান্তিদেব বলেন,—সংসারে সকলেই দুঃখ দূর করিতে চায় এবং সকলেই সুখ চায়। কিন্তু কেমন ভাবে তাহা লাভ হইবে; তাহার যথার্থ পদ্ধতি তাহাদের জানা নাই। সেই জন্য দুঃখ হইতে বাহিরে আসিতে গিয়া ও দুঃখের মধ্যেই তাহারা প্রবেশ করিতেছে, সুখের চেষ্টায় মূঢ়তাবশতঃ নিজের সুখকেই শত্রুর ন্যায় ধ্বংস করিতেছে। জগতের সর্ব দুঃখ দূর করিতে হইলে, জগৎকে সকল সুখে সুখী করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই বোধিচিত্ত পরিগ্রহ করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন শান্তির অন্য কোন পথ নাই।

জগদানন্দ বীজস্য জগদ্দুঃখৌষধস্য চ।
চিত্তরত্নস্য যৎ পুন্যং তৎ কথং হি প্রমীয়মতাম্।।
(বোধিচর্যাবতারঃ ১।২৬)

জগতের সর্ব জীবের সর্বপ্রকার আনন্দের হেতু, জগতের সর্ব জীবের সর্বপ্রকার দুঃখের মহৌষধ, এই বোধিচিত্তরত্নের যাহা পুণ্য তাহার পরিমাপ কিরূপে সম্ভব ?

(খ) বোধিচিত্তের প্রার্থনা

যে সাধক মানবতার সাধনায় দীক্ষিত হইয়া বোধিচিত্তকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার কিরূপ চিন্তা ও চেষ্টা, কী বা তাঁহার অন্তরের প্রার্থনা, বোধিচর্যাবতারে শান্তিদেব তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—

গ্লানা নামস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এবচ।
তদুপস্থায় কশ্চৈব যাবদ্ রোগোজপুনর্ভবঃ।।
ক্ষুৎপিপাসা ব্যথাং জন্যা ময় পান প্রবর্ষ নৈঃ।
দুর্ভিক্ষান্তর কল্পেষু ভবেয়ং পান ভোজনম্।।
দরিদ্রানাং চ সত্ত্বানং নিধিঃ স্যামমক্ষয়ঃ।
না নো পকর না কারৈ রূপ তিষ্ঠেয় সগ্রতঃ।।
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৩।৭-৯)

আতুর যাহারা, রোগী যাহারা, আমি যেন তাহাদের ঔষধ ও বৈদ্য হইতে পারি। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন তাহাদের পরিচারক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হই। অন্ন ও পানীয় বিতরণের দ্বারা আমি যেন প্রাণীদের ক্ষুধা ও পিপাসার ব্যথা দূর করিতে পারি। দুর্ভিক্ষে আমিই যেন সকলের খাদ্য ও পানীয়ের জন্য আশ্রয় স্থল হই। দরিদ্র জনগণের জন্য আমি যেন অক্ষয় ধন ভাণ্ডার স্বরূপ হই। নানা উপকরণ লইয়া আমি যেন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকি।

অনাথা না মহং নাথঃ সার্থ বহশ্চ যায়িনাং।
প্যারে প্সূনাং চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এবচ॥
দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনা মহম্।
দাসার্থিনা মহং দাসো ভবেয়ং সর্বদেহি নাম্॥

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৩।১৭-১৮)

আমি যেন অনাথদের নাথ, পথিকগণের পথ প্রদর্শক, অপর তীরে গমনেচ্ছুদের নৌকা ও সেতুস্বরূপ হইতে পারি। আমি যেন দীপাকাঙ্ক্ষী জনগণের দীপ, শয্যা প্রার্থীদের শয্যা এবং দাস প্রার্থী সকলের দাস হইতে পারি।

(গ) সত্ত্বারাধনা (জীব-সেবা)

যিনি 'বোধিচিত্ত' লাভে ধন্য হইয়াছেন, তিনি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জীব জগতের সেবা করিয়া থাকেন? তাঁহার মতে—তদীয় আরাধ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণই জীবরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং সত্ত্বারাধনা বা জীব-সেবাই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের পূজা।

'দৃশ্যন্তে এতে ননু সত্ত্ব রূপাস্ত এব নাথাঃ কিমনাদরোঽত্র'।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ৩৭)

প্রভু বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণই এই সকল জীবরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহাদের অনাদর করি কিরূপে? বোধিচর্য বতার গ্রন্থ বর্ণিত হইয়াছে,—"জীব-সেবা ভিন্ন এই অকৃত্রিম বন্ধু, অপরিমেয় উপকারী বুদ্ধ ও বোধি-সত্ত্বগণের ঋণ আর কিভাবে পরিশোধ করা যাইবে? যে জীবগণের জন্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করেন,

২—

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তাহাদের উদ্ধারের জন্য নরকে পর্যন্ত প্রবেশ করেন, সেই জীবগণের হিতার্থে তুমি যাহা করিবে তাহাই সার্থক হইবে। অতএব, এই জীবগণ তোমার মহা অপকারী হইলেও তুমি সর্ব প্রকারে ইহাদের কল্যাণ বিধান করিবে"।

তথাগতা রাধন মেতদেব
স্বার্থস্য সংসাধন মেতদেব।
লোকস্য দুঃখা পহ মেতদেব
তস্মান্মে মাস্তু ব্রত মেতদেব ।।

(বোধিচর্য্যাবতার ঃ ৬।১২৭)

এই সত্ত্বারাধনা বা জীব-সেবাই তথাগতের প্রকৃত আরাধনা, ইহাই স্বকীয় পরমার্থ বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং ইহাই জগতের দুঃখ হানিকর। অতএব, এই জীব-সেবাই আমার ব্রত হউক।

সাধককে সর্বদা ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবগণকে ব্যথা দিলে কখনও বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পূজা সার্থক হইতে পারে না।

আদীপ্ত কায়স্য যথা সমন্তাৎ
ন সর্ব কামৈরপি সৌমনস্যম্ ।
সত্ত্ব ব্যথায়ামপি তদ্বদেব
ন প্রীত্যুপায়োজস্তি দয়া ময়ানাম্ ।।

(৬।১২৩)

যাহার শরীর সকল দিকে প্রজ্জলিত হইতেছে, তাহার যেমন সমস্ত কাম্য বস্তু পাইলেও মনে প্রফুল্লতা আসে না, সেইরূপ জীবগণ ব্যথা পাইলে কোন উপায়েই দয়াময় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রীতি উৎপাদন করা যায় না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বোধিসত্ত্ব ও মানবতার আদর্শ

বৌদ্ধ ধর্মে সাধকের রুচি ও অধিকার ভেদে ত্রিবিধ যান বা সাধন-মার্গ প্রচলিত আছে। যথা—(১) শ্রাবক যান, (২) প্রত্যেক বুদ্ধ যান এবং (৩) বোধিসত্ত্ব যান। শ্রাবক যানের সাধক স্বীয় দুঃখ বিমুক্তির জন্য যোগ্য কল্যাণ-মিত্র বা গুরুর নিকট সাধনা গ্রহণ করিয়া অর্হৎ পদ লাভে সচেষ্ট হন। বোধি বা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বকীয় দুঃখ নিবৃত্তি সম্পাদন—ইহাই তাঁহার সাধনার মূল লক্ষ্য। যে সাধক গুরুর উপদেশ ব্যতীত নিজস্ব প্রাতিভ-জ্ঞান বলেই সাধন পথে অগ্রসর হইয়া বোধি লাভে সমর্থ হন, তিনি প্রত্যেক বুদ্ধ (পচ্চেক বুদ্ধ) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সাধক সিদ্ধি লাভ করিয়া ও দুঃখ-দ্বন্দ্বময় সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নির্জনে ধ্যান সমাহিত অবস্থায় বিমুক্তি রস সম্ভোগে রত থাকেন, লোক সমাজে ফিরিয়া আসিয়া জনগণকে বোধিমার্গে প্রবর্তিত করিবার জন্য বাহ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন না।

"পচ্চেক-বুদ্ধা সয়মেব বুজ্ঝন্তি, পরে ন বোধেন্তি"। প্রত্যেক বুদ্ধগণ নিজেরাই বোধি লাভ করেন; অপরকে বোধির উপদেশ দিয়া প্রবুদ্ধ করেন না। বোধিসত্ত্ব যানের সাধক শুধু নিজের দুঃখ বিমুক্তির জন্য বুদ্ধত্ব লাভ করিতে চাহেন না। সর্ব জীবের ক্লেশ নাশের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তপস্যা করিয়া থাকেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি 'সত্ত্বার্থ ক্রিয়া' বা সর্ব জীবের হিত সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। বোধিসত্ত্ব যান অবলম্বনে যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

'বুদ্ধা সয়মেব বুজ্ঝন্তি, পরে চ বোধেন্তি'। বুদ্ধগণ নিজেরাও বোধি লাভ করেন এবং অপরকেও বোধির উপদেশ দিয়া প্রবুদ্ধ করেন।

শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধ যান সাধারণতঃ 'হীন যান' নামে এবং বোধিসত্ত্ব

যান 'মহা যান' নামে আখ্যাত হয়। এতদুভয়ের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আদর্শ স্পষ্টীকরণের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধার করা যাইতেছে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ভগবান শ্রীনৃসিংহ দেবকে বলিতেছেন ঃ—

প্রায়েন দেব মুনয় স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ নিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপাণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং তদস্য শরণং ভ্রমতোজনুপশ্যে।।

(ভাগবতম্ ৭-৯-৪৪)

'হে দেব, মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব মুক্তি কামনা করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্বক বিজনে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরার্থ-সম্পাদনে নিষ্ঠাযুক্ত নহেন। এই সমস্ত দীনজনকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। এই সংসারে মানুষ নানা অবস্থার ভিতর পড়িয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, এইরূপ বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের তুমি বিনা আর কোন আশ্রয় দাতা নাই'।

এই শ্লোকে উল্লিখিত মুনিগণ যাঁহারা স্ব স্ব মুক্তি কামনায় সাধন-পরায়ণ; কিন্তু পরার্থ-নিষ্ঠ নহেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই শ্রেণীর সাধকই শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধ নামে অভিহিত। আর যাঁহারা একাকী মুক্তি লাভ করিতে চাহেন না, অধিকন্তু সর্ব প্রাণীর দুঃখ নিবারণে প্রযত্নশীল, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহারাই বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যাত। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বোধিসত্ত্ব সংকল্প গ্রহণ করেন ঃ

"বুদ্ধো বোধেয়্যং, মুত্তো মোচেয়্যং, তিন্নো তরেয়্যং"। আমি বুদ্ধ হইয়া অন্যকেও বোধি লাভে সাহায্য করিব, নিজে মুক্ত হইয়া অন্যকেও মুক্ত করিব, নিজে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অন্যকেও উত্তীর্ণ করিব।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধ প্রাপ্তির পূর্বে বহু জন্ম-জন্মান্তর "বোধি সত্ত্ব" (ভাবী বুদ্ধ) অবস্থায় ছিলেন। এই সকল জন্মে তিনি জীবের হিত সুখ বিধানের জন্য নানাভাবে স্বার্থ ত্যাগ, এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন। 'জাতক' গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের পূর্ব জন্মের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আখ্যানসমূহ হইতে বোধিসত্ত্বের আদর্শের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের মহা যান শাখায় বোধিসত্ত্বের আদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং বোধিসত্ত্ব মানবতার আদর্শরূপে স্থাপিত হইয়াছেন।

আচার্য্য শান্তিদেব রচিত 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থের টীকায় প্রজ্ঞাকরমতি 'বোধিসত্ত্ব'—শব্দের এইরূপ অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন ঃ—

"বোধৌ জ্ঞানে সত্ত্বম্ অভিপ্রায়োজস্যেতি বোধিসত্ত্বঃ"।

(বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা ঃ পৃঃ ৪২১)

বোধি অর্থাৎ পরমার্থ জ্ঞানের প্রাপ্তিতে যাঁহার সত্ত্ব বা অভিপ্রায়, তিনিই 'বোধিসত্ত্ব'। বোধিকারক ধর্মসমূহ মধ্যে 'মহাকরুণাকে' সর্ব প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে বোধিসত্ত্বের প্রথম চর্যা বা আচরণীয় হইতেছে 'মহাকরুণা'। 'আর্য্য গয়া শীর্ষ' নামক মহা যান সূত্র গ্রন্থে এইরূপ এক প্রশ্ন আছে ঃ—

'হে মঞ্জুশ্রী! বোধিসত্ত্বদের চর্যার আরম্ভ কিরূপ, উহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবলম্বন কী?'

"মঞ্জুশ্রী রাহ—মহাকরুণারম্ভা দেবপুত্র বোধিসত্ত্বাণাং চর্যা, সত্ত্বাধিষ্ঠানেতি বিস্তরঃ"। মঞ্জুশ্রী উত্তর দিলেন, হে দেবপুত্র! বোধিসত্ত্বদের চর্যা—মহাকরুণা দিয়া আরম্ভ হয় এবং দুঃখার্ত জীবগণকে আলম্বন করিয়া এই করুণার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

'আর্য্য ধর্ম সংগীতি' নামক মহাযান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—'বোধিসত্ত্বের পক্ষে বহু ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ অনাবশ্যক, বোধিসত্ত্বের একটি মাত্র ধর্ম স্বায়ত্ত করা আবশ্যক। উহা হস্তগত হইলে সমস্ত বুদ্ধ-ধর্মই হস্তগত হইয়া থাকে। যে দিকে মহাকরুণার প্রবৃত্তি হয়, সেই দিকেই সমস্ত বুদ্ধ ধর্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন—জীবিতেন্দ্রীয় (প্রাণ) বর্তমান থাকিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তি হয়, তেমনি 'মহাকরুণা' বর্তমান থাকিলে বোধিকারক অথবা বোধি পাক্ষিক ধর্মসমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে'।

(বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা ঃ পৃঃ—৪৮৬-৪৮৭)

সর্বজীবের হিত সুখ সম্পাদনই বোধিসত্ত্বের জীবন ব্রত। জীবের দুঃখেই তাঁহার দুঃখ, জীবের সুখেই তাঁহার সুখ। পরের দুঃখ নিরাবণের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বোধিসত্ত্ব চরম আত্মত্যাগের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। মহাযান শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রী অদ্যাবধি বোধিসত্ত্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, সর্ব জীবকে নির্বাণের পথে সহায়তা করিবার জন্য। বিশ্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীটিরও দুঃখ বিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব নিজের মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। আচার্য্য শান্তি দেব (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষা সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শ ও সাধনার গভীর ও উদাত্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং বোধিসত্ত্বের মহামৈত্রী ও মহাকরুণার আদর্শকে মানবতা বিকাশের পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মহামৈত্রী ও মহাকরুণার স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য শান্তিদেব বলিতেছেন ঃ—

"কতমা বোধিসত্ত্বানং মহামৈত্রী? আহ যৎকায় জীবিতংচ সর্ব্ব কুশল মূলং চ সর্ব্ব সত্ত্বা নাং নির্য্যাতয়ন্তি নচ প্রতি প্রতিকারং কাঙ্ক্ষন্তি। কতমা বোধিসত্ত্বানাং মহাকরুণা? যৎ পূর্ব তরং সত্ত্বানাং বোধিমিচ্ছতি, নাত্মন ইতি"।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ৪)

বোধিসত্ত্বগণের মহামৈত্রী কি? যাহার মধ্যে এই মহামৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সকল কুশলের মূল পর্যন্ত জীব-জগৎকে দান করেন; অথচ তাহার কোন প্রতিকার আকাঙ্ক্ষা করেন না। বোধিসত্ত্বগণের মহাকরুণা কি? তাঁহারা সর্ব প্রথম জগতের সমস্ত প্রাণীর জন্য বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন; নিজের জন্য নহে।

এই মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বদের সমস্তই পরার্থে উৎসর্গকৃত 'বোধিসত্ত্বের ধর্ম জীবন, তাহার চরিত্র রক্ষা—স্বর্গের জন্য বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নহে। নিজের কোনও ভোগ, কোনও ঐশ্বর্য, দেহের বর্ণ, রূপ বা সৌন্দর্য লাভের জন্য নহে, যশের জন্য নহে। সর্ব জীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য তাঁহার ধর্ম-জীবন, চরিত্র রক্ষা"।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ—৭)

সর্ব জীবের প্রতি বোধিসত্ত্বের প্রেমের গভীরতা কিরূপ—তাহা বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে ঃ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

"যথাপি নাম শ্রেষ্ঠিনো বাঁ গৃহপতে বা এক পুত্রকে
গুণবতি মজ্জাগতং প্রেম, এবমেব মহাকরুণা
প্রতিলব্ধস্য বোধিসত্ত্বস্য সর্ব সত্ত্বেষু মজ্জাগতং প্রেমেতি"।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ১৬)

গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর কোনও শ্রেষ্ঠী বা গৃহস্বামীর যেমন মজ্জাগত প্রেম, মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীব জগতের উপর তেমনি মজ্জাগত প্রেম।

মহাকরুণার আবেশে বোধিসত্ত্ব সর্ব জীবের উদ্ধারব্রত গ্রহণ করেন এবং ঐ ব্রত উদ্‌যাপন কল্পে তাঁহাকে যে অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন-ভোগ, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে হইবে, তাহা জানিয়াও তিনি ভীত বা বিচলিত হন না এবং গৃহীত ব্রত পরিত্যাগ করেন না। সেইজন্য যখন তাঁহার দেহ ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও তিনি সর্ব প্রাণীর উপর মৈত্রী বিস্তার করেন। যাহারা তাঁহার দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে থাকে তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি শান্তভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন। বোধিসত্ত্ব এইরূপ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

"অহং চ দুঃখোপাদানম্ উপাদদামি। ন নিবর্তে, ন পলায়ামি, নোত্রস্যামি, ন সংত্রস্যামি, ন বিভেমি, ন প্রত্যুদাবর্তে, ন বিষীদামি"।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ১৬)

আমি সকলের দুঃখের ভাগ গ্রহণ করিতেছি। কিছুতেই আমি এই কার্য হইতে নিবৃত্ত হইব না, পলায়ন করিব না, ত্রাস পাইব না, সন্ত্রস্ত হইব না, ভয় পাইব না, কিছুতেই আমি এই পথ হইতে ফিরিয়া যাইব না, বিষণ্ণ হইব না।

"ময়া সর্বসত্ত্বাঃ পরিমোচয়িতব্যাঃ। ময়া সর্ব্ব জগৎ সমুত্তারয়িতব্যম্ জাতি-কান্তারাৎ, জরাকান্তারাৎ, ব্যাধিকান্তারাৎ, সর্ব্বাপায়-কান্তারাৎ, অজ্ঞান সমুত্থিতকান্তারাৎ, ময়া সর্ব্ব সত্ত্বাঃ সর্ব্ব কান্তারেভ্যঃ পরিমোচয়িতব্যাঃ"।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ১৬)

জগতের সমস্ত প্রাণীকে আমার মুক্ত করিতে হইবে, সমগ্র জগতকে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উদ্ধার করিতে হইবে। জন্ম-মৃত্যুর অকুল পাথার হইতে, জরা-ব্যাধির গহন অরণ্য হইতে, কলুষ হইতে, বিনাশ হইতে, অজ্ঞানোত্থিত অন্ধকারের গহন গহ্বর হইতে সর্ব প্রকারের দুরূহ দুর্গম কান্তার হইতে সর্ব জীবজগতকে আমার মুক্ত করিতে হইবে।

কতকাল পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব এই জীবোদ্ধারের ব্রত পরিপালন করিবেন?

এবমাকাশ নিষ্ঠস্য সত্ত্ব ধাতোর নেকধা।
ভবেয় মুপজীব্যোজহং যাবৎ সর্ব্বে ন নির্ব্বৃতাঃ।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৩।২১)

অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, যত দিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব মুক্তি লাভ না করে, তৎকাল পর্যন্ত আমি এইভাবে তাদের সেবা করিয়া যাইব।

"পরান্ত কোটিং স্থাস্যামি সত্ত্বস্যৈ কস্য কারণাৎ"।।

(শিক্ষা সমুচ্চয় ঃ ১)

একটি প্রাণীর জন্যও সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত কোটি কোটি বৎসর এই জগতে অবস্থান করিব।

পরমকারুণিক বোধিসত্ত্বগণ স্বীয় মোক্ষ পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কি প্রকারে এইভাবে জীবোদ্ধার-ব্রত পরিপালন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের এই অপূর্ব শক্তির উৎস কোথায়, সে রহস্য তাঁহারা নিজেরাই উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন ঃ

মুচ্য মানেষু সত্ত্বেষু যে তে প্রামোদ্য সাগরাঃ।
তৈরেব ননু পর্য্যাপ্তং মোক্ষেণার সিকেন কিম্।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৮।১০৮)

জীবগণ যখন দুঃখ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন বোধিসত্ত্বের প্রাণে যে আনন্দ-সাগরের সৃষ্টি হয়, তাহাই তো পর্যাপ্ত। রসহীন শুষ্ক মোক্ষে কী প্রয়োজন?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মানবতার বিকাশে পারমিতা সাধনা

বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহার নাম 'পারমিতা সাধনা'। 'পারমিতা' শব্দের অর্থ যাহা পারে গিয়াছে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত দান, শীল ইত্যাদি দান-পারমিতা, শীল-পারমিতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত 'পারমিতা' শব্দটি পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'পারমী' নামে কথিত হয়। এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—গৌতম বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মে নিম্নলিখিত দশবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করিতে করিতে গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে 'দশ পারমিতা' পূর্ণ করিয়া সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। পালি বৌদ্ধ-শাস্ত্রের দশ পারমিতা (পারমী) যথা—(১) দান, (২) শীল, (৩) নৈষ্কর্ম্য, (৪) প্রজ্ঞা, (৫) বীর্য, (৬) ক্ষান্তি, (৭) সত্য, (৮) অধিষ্ঠান (দৃঢ় নিশ্চয়), (৯) মৈত্রী এবং (১০) উপেক্ষা। জাতক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—বোধিসত্ত্ব গৌতম ৫৫০ জন্মের ভিতর দিয়া দশ পারমিতা পূর্ণ করিয়া সম্যক সম্বোধিরূপ লোকোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধ গ্রন্থে দশ পারমিতা স্থলে ষট্ পারমিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—(১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষান্তি, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান এবং (৬) প্রজ্ঞা। মহাযানী সাধকেরা 'বোধিচিত্ত' গ্রহণের পর ষট্-পারমিতা সাধনাকে আবশ্যক চর্যারূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পারমিতা সাধনা ব্যতিরেকে মানবতার সম্যক বিকাশ কখনও সম্ভবপর নহে। আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১. দান পারমিতা

মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর, দানের অনুশীলন দ্বারা তাহার স্বার্থ বুদ্ধি দূর হয় এবং আত্মপ্রসার সাধিত হয়। সর্ব জীবের নিমিত্ত সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা এবং তৎসঙ্গে দান-ফলও পরিত্যাগ করা—ইহাই 'দান পারমিতা'র সাধনা। 'রত্ন মেঘ' নামক মহাযান সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"দানং হি বোধি সত্বস্য বোধিঃ"। বোধিসত্বের বোধি দানেই প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে বস্তুর প্রয়োজন, কোনও প্রকার শোক না করিয়া তাহাকে সেই বস্তু প্রদান করিব, বোধিসত্বকে এইরূপ সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়।

"অশোচন্ন বিপ্রতিসারী অবিপাক-প্রতিকাঙ্ক্ষী পরিত্যক্ষ্যামি"।

(শিক্ষা সমুচ্চয়ঃ)

দান পারমিতা চিত্ত-প্রধান। কেবল অত্যধিক বাহ্য দানে দান-পারমিতা-সাধনা সম্পাদিত হয় না। চিত্ত-শুদ্ধির উৎকর্ষাপকর্ষ হেতু দানের গুণাগুণ নিরূপিত হইয়া থাকে। দান-পারমিতার মানস লক্ষণ সম্বন্ধে আচার্য্য শান্তিদেব তাঁহার 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে উক্তি করিয়াছেনঃ—

ফলেন সহ সর্বস্ব ত্যাগ চিত্তাজ্জনেজ খিলে।
দান-পারমিতা প্রোক্তা তস্মাৎ সা চিত্ত মেব তু॥

(বোধিচর্যাবতারঃ ৫।১০)

চিত্ত হইতে সর্ব কাম্য বস্তু সর্বজনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের যে ফল (স্বর্গাদি) তাহাও সর্বজনকে দান করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমাগত দান অভ্যাসের দ্বারা যে মাৎসর্য-বিহীন, নির্মল, নিরাসক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়; তাহাই 'দান-পারমিতা' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং চিত্তই অর্থাৎ চিত্তের অবস্থা বিশেষই 'দান-পারমিতা'। দান-পারমিতার সাধক বোধিসত্ব এইরূপ বিচার করিয়া থাকেনঃ

সর্ব ত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থি চ মে মনঃ।
ত্যক্তব্যং চেন্ময়া সর্বং বরং সত্ত্বেষু দীয়তাম্॥

(বোধিচর্যাবতারঃ ৩-১১)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নির্বাণ লাভ করিতে হইলে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হয়। আমার মন নির্বাণ-কামী ; অতএব সমস্তই যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন তাহা প্রাণীগণকে দান করাই শ্রেয়।

এইরূপ বিচার করিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের শরীর পর্যন্ত সকল প্রাণীর সেবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় সানন্দে দান করিয়া থাকেন ঃ

যথা সুখী কৃত শ্চাত্মা ময়ায়ং সর্ব দেহিনাম্ ।
ঘ্নন্তু নিন্দন্তু বা নিত্যম্ আকিরন্তু চ পাংসুভিঃ ।।
ক্রীড়ন্তু মম কায়েন হসন্তু বিলসন্তু চ।
দত্ত স্তেভ্যো ময়া কায়শ্চিন্তয়া কিং মমানয়া।
কারয়ন্তু চ কর্মাণি যানি তেষাং সুখা বহম্ ।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৩।১২-১৪)

সকল জীবের যথেচ্ছ সুখ লাভের নিমিত্ত আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা ইহাকে আচ্ছন্ন করুক, ইহা দ্বারা ক্রীড়া-হাস্য-বিলাসাদি তাহাদের সুখকর যে কোন কার্য করুক, তাহাদিগকেই আমি আমার এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি ; নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তায় আর আমার কী অধিকার ?

'বুদ্ধ বংসো' (বুদ্ধ বংশ) নামক পালি গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়,—গৌতম সিদ্ধার্থ ৫৫০ জন্মের পূর্বে যখন সুমেধ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তখনই তিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য 'দান-পারমিতা' সাধনা পূর্ণ করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। সেই সময় বোধিসত্ত্ব সুমেধ 'দান-পারমিতা' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন ঃ

যথাপি কুম্ভো সম্পুন্নো যস্ স কস্ সচি অধোকতো,
বমতে উদকং নিস্ সেসং ন তথ পরিরক্খতি ।
তথেব যাচকে দিস্বা হীন-মুক্কট্ঠ-মজ্ ঝিমে,
দদাহি দানং নিস্ সেসং কুম্ভো বিয় অধোকতো।

(বুদ্ধ বংসো ঃ ১১৯-২০০)

জলপূর্ণ কলসী অধোকৃত করা হইলে তাহা যেমন নিঃশেষে জল-রাশি ঢালিয়া দেয়, বিন্দুমাত্রও রাখিয়া দেয় না, তদ্রূপ হীন, উৎকৃষ্ট বা মধ্যম

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যে কোন প্রকার যাচক দেখিলে অধোকৃত কুম্ভের মত নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দান করিবে। ইহাই 'দান-পারমিতা' সাধনা।

২. শীল-পারমিতা

আচার্য্য অশ্বঘোষ 'শীল' শব্দের এইরূপ নিরুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন,—"শীলনাৎ শীলম্ ইত্যুক্তম্" (সৌন্দরানন্দম্, ১৩/২৭)। পুনঃ পুনঃ আচরণ করা হয় বলিয়া ইহাকে 'শীল' নামে অভিহিত করা হয়। শীলোক্ত অনুশাসনগুলি পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাসে পরিণত করিতে হয়।

প্রাণি-হিংসা হইতে বিরতি পরস্বাপহরণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মিথ্যা কথন হইতে বিরতি এবং মাদক দ্রব্য সেবন হইতে বিরতি বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহারা পঞ্চশীল নামে অভিহিত। সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রবের মূল কারণ উক্ত পঞ্চবিধ পাপ কর্ম। এই সমস্ত পাপ কর্ম হইতে বিরত না হইলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভবপর নহে। এই কারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থা রূপে বুদ্ধদেব নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, 'পঞ্চশীল' প্রত্যেকেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক কর্তব্য। শীল বা সদাচারকে উপেক্ষা করিয়া কোন ব্যক্তি বা সমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এই বিষয়ে আচার্য্য অশ্বঘোষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

> শীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দেশিকঃ।
> মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনঞ্চ বলমেব চ।
> যতঃ শীলমতঃ সৌম্য শীলং সংস্কর্তু মর্হসি॥
>
> (সৌন্দরানন্দম্ ঃ ১৩।২৮)

কান্তারে যেমন পথ প্রদর্শকই একমাত্র আশ্রয়, সেইরূপ জগতে একমাত্র শীলকে আশ্রয় করিয়াই চলিতে হয়। শীলই একমাত্র মিত্র, বন্ধু, রক্ষা, ধন ও বল। অতএব শীলের বিশুদ্ধি সম্পাদনে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

ভদন্ত বুদ্ধঘোষ বিসুদ্ধি মগ্‌গো নামক বিখ্যাত পালি গ্রন্থে শীল-মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন ঃ

> ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্‌সতী।
> নিন্নগা বাচিরবতী মহী বাপি মহা নদী।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সক্কুনন্তি বিসোধেতুং তং মলং ইধ পানীনং
বিসোধয়ন্তি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং।

ইহলোকে প্রাণীদের যে মলিনতা গঙ্গা, যমুনা, শরযূ, সরস্বতী, নিম্নগা অচিরবতী, মহী বা মহানদী বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে, শীলরূপ জল সেই মলিনতাকেও বিশুদ্ধ করিয়া দেয়।

এতাদৃশ শীলব্রতকে অতন্দ্রিতভাবে রক্ষা করা সাধক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। শীলব্রতের পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনে প্রস্তুত হওয়া—ইহাই শীল পারমিতার সাধনা। বৌদ্ধ শাস্ত্রে শীল পারমিতার উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, অরণ্যে বিচরণ কালে চমরী মৃগের পুচ্ছ যদি দৈবাৎ কোন কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেশ গুচ্ছ ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় সে তাহার পুচ্ছকে আকর্ষণ করে না। দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় ঐ স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চমরী পরিশেষে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে, তথাপি তাহার একান্ত প্রিয় এবং গৌরবের সামগ্রী একগাছি কেশকেও ছিন্ন হইতে দেয় না, তদ্রূপ নির্বাণমার্গের সাধক বরং মৃত্যুকে বরণ করিবেন তথাপি শীলব্রতের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অনুশাসনকেও কদাপি লঙ্ঘন করিবেন না—ইহাই শীল পারমিতা।

যথাপি চমরী বালং কিস্মিংচি পরিলজ্জিতং।
উপেতি মরণং তত্থ ন বিকোপেতি বালধিং॥
তথেব তংচতুসু ভূমীসু সীলানি পরিপূর।
পরিরক্খ সব্বদা সীলং চমরী বিয় বালধিং॥

(বুদ্ধ বংসো ঃ ২০৪-৫)

যেমন চমরী মৃগ তাহার পুচ্ছ কণ্টকাদিতে সংলগ্ন হইলে তথায় বরং প্রাণ ত্যাগ করে; তেমনি তুমি চতুর্বিধ শীল-ভূমিতে স্থিত থাকিয়া অর্থাৎ দণ্ডায়মান গমনশীল, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় সর্বদাই অখণ্ডভাবে শীলসমূহ রক্ষা করিবে।

বৌদ্ধ সাধককে প্রত্যহ ধ্যানে বসিয়া এই মন্ত্রে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করিতে হয়ঃ—

অহো বত মে সীলানি অখণ্ডানি অচ্ছিদ্দানি অসবলানি অকম্মাসানি

ভুজিস্সানি। বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি অপর মট্ঠানি সমাধি সংবত্ত নিকানী'তি।

আমার শীলসমূহ অখণ্ড হউক, অচ্ছিদ্র হউক, নির্মল হউক, পাপ-স্পর্শহীন হউক, আমার এই শীল-সাধনা যেন স্বেচ্ছাপ্রসূত হয়, যেন বিজ্ঞ-জনের অনুমোদিত হয়, আমার শীলসমূহ যেন তৃষ্ণা বা মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত না হয় এবং আমার এই শীল-সাধনা যেন সমাধি উৎপাদক হয়।

আচার্য্য শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে শীল পারমিতার সাধনা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—চিত্ত হইতেই পাপ বা পুণ্য কর্মের উদ্ভব হইয়া থাকে। চিত্ত বিশোধিত না হইলে পাপ কর্ম হইতে যথার্থ বিরতি সম্ভবপর নহে। হিংসা, চৌর্য, ব্যভিচারাদি বাহ্যকর্ম হইতে বিরত হইয়াও লোকে মনে মনে এই সমস্ত পাপ কর্মের চিন্তা করিতে পারে এবং ইহাদের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় শীল সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং শীল পরিশুদ্ধির জন্য 'চিত্ত পরিকর্ম' বা চিত্ত শোধন একান্ত আবশ্যক। এই কারণে আচার্য্য শান্তিদেব বলিয়াছেন,—"লব্ধে বিরতি চিত্তে তু শীল পারমিতা মতো"

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৫।১১)

প্রাণি-হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম হইতে চিত্তবিরতি লাভ করিলেই শীল পারমিতা সাধনা সার্থক হয়। চিত্ত শোধনই শ্রেষ্ঠ শীল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আচারো বোধি সত্ত্বা নাম প্রণের উদাহৃতঃ।
চিত্ত শেয়াং মাচারং নিয়তং তাবদাচরেৎ॥

(ঐ, ৫।৯৭)

মানবতার সাধক বোধিসত্ত্বগণের প্রতিপাল্য শীল বা সদাচার অসংখ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। তন্মধ্যে চিত্ত-শোধনরূপ আচারই সর্বাগ্রে অবশ্য আচরণীয়। আচার্য্য শান্তিদেব বলেন, বাহিরের অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির মধ্যে কতজনকে আমি বধ করিব? একমাত্র আমার ক্রোধ-শত্রুকে বধ করিলেই তো সকল শত্রুর নিধন হইয়া যায়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কুতশ্চর্ম ভবিষ্যতি।
উপান চ্চর্ম মাত্রেন ছন্না ভবতি মেদিনী॥
বাহ্যা ভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা বারয়িতুং নহি।
স্বচিত্তং বারয়িষ্যামি কিং মমান্যৈ র্নিবারিতৈঃ॥

(ঐ, ৫।১৩-১৪)

সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদন করিবার মত চর্ম কোথায় পাওয়া যাইবে? নিজের পায়ে জুতা পরিলেই ঐ চর্ম দ্বারা পৃথিবী আবৃত হইয়া যায়। সেইরূপ প্রতিকূল সমুদয় বাহ্য বস্তুকে নিবারণ করার সামর্থ আমার কোথায়? আমার নিজের চিত্তকেই বাঁরণ করিব, অন্যকে বারণ করিবার আমার কি প্রয়োজন?

"আর্য ধর্ম সংগীতি সূত্রে" উক্ত হইয়াছে—"চিত্তাধীনো ধর্মো ধর্মাধীনো বোধিরিতি"। ধর্ম বা পুণ্যাচরণ চিত্তের অধীন এবং বোধি ধর্মের অধীন। "আর্য গণ্ড বূহ্য সূত্রে"-ও কথিত আছে,—স্বচিত্তাধিষ্ঠানং সর্ব্ব বোধিসত্ত্ব চর্যা, স্বচিত্তাধিষ্ঠানং সর্ব সত্ত্ব পরিপাক বিনয়ঃ।"

(শিক্ষা সমুচ্চয়-ধৃত)

বোধিসত্ত্ব চর্যা সাধকের স্বীয় চিত্তে অধিষ্ঠিত। সর্বজীবকে সংবোধি প্রাপ্ত করাইবার শিক্ষাও সাধকের স্বীয় চিত্তেই অধিষ্ঠিত।

শীল পারমিতা সাধনের জন্য চিত্তকে সুসংযত করিতে হইবে। কাম, ক্রোধ, মোহাদি শত্রুর আক্রমণ হইতে চিত্ত-নগরকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বৌদ্ধ শাস্ত্রে দুইটি উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। যথা—(১) স্মৃতি ও (২) সংপ্রজন্য। আচার্য্য শান্তিদেব বলেন:—

চিত্তং রক্ষিতু কামানাং ময়ৈষ ক্রিয়তেজঞ্জলিঃ।
স্মৃতিং চ সংপ্রজন্যং চ সর্ব্ব যত্নেন রক্ষত॥

(বোধিচর্য্যাবতার : ৫।২৩)

যাঁহারা চিত্তকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা সর্ব প্রযত্নে 'স্মৃতি' ও 'সংপ্রজন্য'-কে রক্ষা করুন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

'স্মৃতি' অর্থ—বিহিত ও প্রতিষিদ্ধের স্মরণ। "বিহিত-প্রতিষিদ্ধয়োর্যথা যোগং স্মরণং স্মৃতিঃ"—(বোধিচর্যাবতার)। কোন্ কার্য বিহিত হইয়াছে এবং কোন্ কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে—যথাযথভাবে স্মরণে রাখার নামই 'স্মৃতি'। গীতায় বলা হইয়াছে—"স্মৃতি ভ্রংশদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি"।

(২।৬৩)

স্মৃতি ভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। গীতায় উক্ত 'স্মৃতি' শব্দের যথার্থ তাৎপর্য বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। মহাযানী গ্রন্থ 'আর্য রত্নচূড় সূত্রে' কথিত আছে—'স্মৃতি' হেতু ক্লেশসমূহের (কাম-ক্রোধ-মোহাদির) প্রাদুর্ভাব হয় না; 'স্মৃতি' দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াই মানুষ কুমার্গে পদক্ষেপ করে না। 'স্মৃতি' দ্বার পালের মত অকুশলকে (লোভ, দ্বেষ ও মোহ) চিত্ত পুরীতে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। কায় ও চিত্তের অবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করার নাম 'সংপ্রজন্য'।

এতদেব সমাসেন সংপ্রজন্যস্য লক্ষনম্।
যৎকায় চিত্তাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৫।১০৮)

দেহ কি অবস্থায় আছে এবং চিত্তই বা কি অবস্থায় আছে, বারংবার তাহা পরীক্ষার নাম 'সংপ্রজন্য'। ইহাই 'সংপ্রজন্যের' সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। এইভাবে খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সকল সময় দেহ ও মনের অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য রাখা সাধকের কর্তব্য। স্মৃতি ও সংপ্রজন্যের যুগপৎ সাধনার দ্বারা কায় ও চিত্ত সুসংযত ও সমাহিত হইলে যথাভূত দর্শন হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত প্রণালী মতে শীল-পারমিতার সাধনা দ্বারা যখন চিত্ত পরিশোধিত হইয়া যায়, তখনই সর্ব জীবের প্রতি যথার্থ মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। এই অবস্থা সম্বন্ধে আচার্য্য শান্তি দেব বলিয়াছেন ঃ—

ঋজু পশ্যেৎ সদা সত্ত্বাং চক্ষুষা সংপিবন্নিব
এতানেব সমাশ্রিত্য বুদ্ধত্বং মে ভবিষ্যতি।।

(বোধিচর্যাবতারঃ ৫।৮০)

ইঁহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া আমার বুদ্ধত্ব লাভ হইবে—এই কথা চিন্তা করিয়া সর্ব জীবকে সতত সরল দৃষ্টিতে দর্শন করিবে। তোমার প্রীতি রসভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে হউক, তোমার নয়ন যেন তাহাদিগকে পান করিতেছে।

বস্তুতঃ পক্ষে সর্ব জীবের সতত হিত সুখ সাধন—ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ শীল। গীতায় এই সম্পর্কেই বলা হইয়াছে—"সর্ব ভূত-হিতে রতাঃ" (১২।৪)।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে আচার্য্য শান্তিদেব বলেন ঃ—

পারম্পর্যেন সাক্ষাদ্ বা সত্ত্বার্থং নান্যদাচরেৎ।
সত্ত্বানামেব চার্থায় সর্বং বোধায় নাময়েৎ ॥
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৫।১০১)

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবগণের যাহা হিত সুখকর তাহাই সম্পাদন করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। জীবগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সমস্ত কুশল মূলকে (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) বোধিতে পরিণত করিবে।

৩ ক্ষান্তি পারমিতা

সংসারে মানবতার পরিপন্থী যত প্রকার অশুভ শক্তি আছে—ক্রোধ তাহাদের মধ্যে প্রধান। ক্রোধের আগুনে যাহাতে সংসারে দাবানল সৃষ্টি হইতে না পারে, সেজন্য মানবতার সাধককে সর্ব প্রযত্নে 'ক্ষান্তি' বা ক্ষমাশীলতা অনুশীলন করিতে হইবে। অপরে তোমাকে যতই গালি গালাজ দিক না কেন বা তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করুক না কেন তোমাকে প্রতি-হিংসা গ্রহণে বিরত থাকিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও অসদিচ্ছা বা প্রতিহিংসার ভাব পর্যন্ত পোষণ করিতে পারিবে না। ইহারই নাম 'ক্ষান্তি'।

কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে 'ক্ষান্তি' অভ্যাস করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে ভগবান তথাগত মৌলী ফাল্গুন নামক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ—

"যদি কেহ তোমার সম্মুখে তোমারই অখ্যাতিমূলক কোন কথা বলে,

তথাপি যাহা গৃহী জনোচিত ছন্দ, যাহা গৃহী জনোচিত বিতর্ক তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং এইরূপে শিক্ষা করিবে, ইহাতে তোমার চিত্ত বিকারপ্রাপ্ত হইবে না, কোন পাপ বাক্য উচ্চারণ করিবে না, সর্ব ভূতের হিতানুকম্পী হইয়া, মৈত্রী-চিত্তে দ্বেষ ব্যবধানে অবস্থান করিবে"।

(মজ্ঝিম নিকায় ঃ ২১)

বোধিসত্ত্বকে 'ক্ষান্তি পারমিতা' সাধনার জন্য এরূপ সংকল্প গ্রহণ করিতে হয় ঃ—

যথাপি পঠবী নাম সুচিং পি অসুচিং পি চ।
সব্বং সহতি নিক্খেপং ন করোতি পটিঘং দয়ং ।।
তথেব ত্বং পি সব্বেসং সম্মানাবমানকখমো।
খন্তি-পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি ।।

(বুদ্ধ বংসো ঃ ২২৩-২২৪)

মন পৃথিবীর উপর কেহ শুচি বা অশুচি যে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী তৎপ্রতি দয়া বা ক্রোধ প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ তুমিও যাবতীয় মান-অপমান সহ্য করিয়া 'ক্ষান্তি পারমিতা' পূর্ণ করিতে পারিলে সম্বোধি লাভ করিতে পারিবে।

আচার্য্য শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষান্তি পারমিতার সাধন প্রণালী বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানবতার সাধক কিভাবে ক্রোধ দ্বেষাদি জয় করিয়া মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইবেন তাহার কৌশল বর্ণিত হইয়াছে।

ন চ দ্বেষসমং পাপং ন চ ক্ষান্তিসমং তপঃ।
তস্মাৎ ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবয়েদ্ বিবিধৈ র্নয়ৈঃ।।

দ্বেষের সমান পাপ নাই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা নাই। অতএব পরম যত্নে এবং নানা বিষয়ে ক্ষমাশীলতা অনুশীলন করিবে।

ক্ষান্তি ত্রিবিধ যথা ঃ (ক) দুঃখাধি বাসনা ক্ষান্তি, (খ) পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি এবং (গ) ধর্ম নিধ্যান ক্ষান্তি।

(ক) দুঃখাধি বাসনা ক্ষান্তি ঃ যে অবস্থায় অত্যন্ত অনিষ্টের উৎপত্তি হইলেও

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তির উৎপত্তি হয় না—তাহাই 'দুঃখাধি বাসনা' ক্ষান্তি। দৌর্মনস্যের প্রতিপক্ষরূপে যত্নপূর্বক 'মুদিতা' বা মানসিক প্রফুল্লতা অভ্যাস করিতে হয়। সাধককে এইরূপ বিচার করিয়া দৌর্মনস্য দূর করিতে হইবে।

একেবারেই যাহা ইচ্ছা করি না এমন পরম অনিষ্টও যদি কিছু আমার নিকট আসে তথাপি আমার মুদিতা ক্ষুব্ধ হইবে না। কারণ, প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়া দৌর্মনস্য আশ্রয় করিলে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না; উপরন্তু যাহা কুশল তাহাও নষ্ট হইবে। যদি অনিষ্ট প্রাপ্তি এবং ইষ্ট ব্যাঘাতের প্রতিকারের উপায় থাকে তাহা হইলেই দুর্মনা হও কেন? প্রতিকারের চেষ্টা কর, পুনরায় সব ঠিক হইয়া যাইবে। আর যদি প্রতিকারের উপায় না থাকে তাহা হইলেই বা অনর্থক দুর্মনা হইয়া কী হইবে?

(খ পরোপকার মর্ষণ ক্ষান্তি: অন্যের কৃত অপকার সহ্য করা এবং অপকারীর অনিষ্ট না করা—ইহাই পরোপকার মর্ষণ ক্ষান্তি। কেহ অপকার করিলে স্বভাবতই তাহার উপর আমার ক্রোধ জন্মে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগে। এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবনা দ্বারা ক্রোধ দমন এবং পরের অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি জয় করা যায়, আচার্য্য শান্তিদেব তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না, এরূপ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহার উপরই ক্রুদ্ধ হই।

মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা প্রেরকে যদি কুপ্যতে।
দ্বেষেণ প্রেরিতঃ সোঽপি দ্বেষে দ্বেষোঽস্তু মে বরম্॥
(বোধিচর্যাবতার, ৬।৪১)

মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিয়া যদি আমি তাহার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই তো আমার বিদ্বেষ হওয়া উচিত। কেননা সেই দণ্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে।

মৎকর্ম চোদিতা এব জাতা মষ্যপকারিণঃ।
যেন যাস্যন্তি নরকান্মযৈবা মী হতা ননু॥
(বোধিচর্যাবতার: ৬।৪৭)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আমি পূর্বে ইহাদের অপকার করিয়াছিলাম, আমার সেই পাপ কর্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইহারা অপকারী হইয়া জন্মিয়াছে। পরে এই দুষ্ট কর্মের জন্য ইহারা নরকে যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, আমিই ইহাদের সর্বনাশ করিলাম।

(গ) ধর্ম নিধ্যান ক্ষান্তিঃ ধর্ম বা পদার্থের স্বরূপ চিন্তনের দ্বারা ও ক্ষান্তি বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করা যাইতে পারে।

যখন জগতের সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক ও নিঃসার, তখন কাহার উপর ক্রোধ করা যায়, দ্বেষ করা যায়? সুতরাং ক্ষমাই জীবনের মূলমন্ত্র। মন অমূর্ত, সুতরাং কেহ কখনো তাহাকে আঘাত করিতে পারে না। শরীরের প্রতি আসক্তি বশতঃই মন দেহের দুঃখে নিজ দুঃখ কল্পনা করিয়া দুঃখিত হয়। ধিক্কার, কর্কশ বাক্য, অখ্যাতি ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না; মনকে তো করিতেই পারে না। তবে হে মন, কেন তুমি দুঃখিত হও? তুমি শত্রুর অনিষ্ট চাও। তাহার না হয় অনিষ্ট হইল; কিন্তু তাহাতে তোমার কী হইল? তাহাতে তোমার কী তৃপ্তি? আর তুমি ইচ্ছা করিলেই কি তাহার অনিষ্ট হইয়া যাইবে? না হয় ধরা গেল তোমার ইচ্ছাতেই তাহার অনিষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু তাহার দুঃখ হইলে কি তোমার সুখ হইবে? এইরূপ হওয়াকে যদি স্বার্থ সিদ্ধি বল, তবে অনর্থ বলিবে কাহাকে?

এতদ্ধি বড়িশং ঘোরং ক্লেশ বাড়িশিকা পিতং।
যতো নরক পালা স্বাং ক্রীত্বা পক্ষ্যন্তি কুম্ভিষু।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৬।৮৯)

মনে রেখো—এইরূপ পরানিষ্ট চিন্তনই সেই ভয়ঙ্কর বড়িশ, যাহা ক্লেশরূপে বাড়িশিক (মৎস্য শিকারী) তোমাকে গাঁথিবার জন্য বড়িশ ফেলিয়া রাখিয়াছে। তুমি ধরা পড়িলে ইহার নিকট হইতে নরক পালগণ তোমাকে ক্রয় করিয়া কুম্ভিপাক নরকে রন্ধন করিবে।

এই প্রকার চিন্তনের দ্বারা মন ক্ষান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ক্ষান্তির অনুশীলন দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রশমিত হইয়া যাইবে এবং

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণে ভগবান তথাগত বলিয়া ছিলেন ঃ

"খন্ত্যা ভিয্যো ন বিজ্জতি"

(সংযুক্ত নিকায় ঃ ১।২২২)

জগতে ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

৪. বীর্য পারমিতা

জগতে সকলের দুঃখ নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে। নিজের সর্বস্ব, এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রাণ দান করিয়াও পরহিতব্রত সাধন করিতে হইবে। বীর্য বিনা এরূপ সুকঠিন ব্রত সম্পাদন সম্ভব নহে। তাই বলা হইয়াছে—

এবং ক্ষমো ভজেদ্ বীর্যং বীর্যে বোধির্যতঃ স্থিতা।
নহি বীর্যং বিনা পুণ্যং যথা বায়ুং বিনা গতিঃ ॥

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৭।১)

এইভাবে ক্ষমাশীল হইয়া বীর্যের আশ্রয় লইতে হইবে। কেননা বীর্যেই বোধি অবস্থান করিতেছে। বায়ু বিনা যেমন গতি অসম্ভব, সেইরূপ বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নহে।

"কিং বীর্যং কুশলোৎসাহঃ"—(৭।২)। বীর্য কাহাকে বলে? কুশল কর্মে উৎসাহই 'বীর্য' নামে অভিহিত। বীর্যের প্রতিপক্ষ হইতেছে আলস্য, কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, বিষাদ বা অনধ্যবসায় এবং আত্মার অবমাননা অর্থাৎ নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। বনচারী সিংহ যেমন গমন, উপবেশন, ভ্রমণ ও শয়ন সকল অবস্থাতে বীর্য প্রদর্শন করে, তদ্রূপ বোধির সাধককেও সর্বদা বীর্য আশ্রয় করিয়া চলিতে হইবে। বীর্য পারমিতার সাধনার নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিধানসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। যথা ঃ—(ক) অবিষাদ, (খ) বল-ব্যূহ, (গ) তৎপরতা এবং (ঘ) আত্ম বিধেয়তা।

(ক) অবিষাদ ঃ মানবতার সাধনার সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত কঠিন কার্য, এই পথ বড়ই বিঘ্ন-সংকুল এবং কঠিন দুঃখদায়ক। এইরূপ চিন্তা করিতে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করিতে মন অবসন্ন হইয়া যায়। নিম্নোক্ত ভাবনার দ্বারা মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

নৈবাবসাদঃ কর্তব্যঃ কুতো মে বোধিরিত্যতঃ।
যস্মাত্তথাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদ মুক্তবান।।
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৭।১৭)

আমি দীন, আমার কিরূপে বুদ্ধত্ব লাভ হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া অবসাদ করা কর্তব্য নহে। তথাগত সত্যবাদী, তিনি যখন বলিয়াছেন যে বীর্যের দ্বারা বোধি লাভ হয়, তখন তাহা অবশ্যই হইবে।

(খ) বল-ব্যূহ ঃ সাধন সমরে জয় লাভ করিতে হইলে সাধককে এক চতুরঙ্গিণী বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের সহায়তায় মানবতার প্রতিদ্বন্দ্বী অশুভ শক্তিসমূহের সহিত অনবরত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। উক্ত বলব্যূহ যথা ঃ—(১) ছন্দ, (২) স্থাম, (৩) রতি ও (৪) মুক্তি।

কুশলাভিলাষকে 'ছন্দ' বলে। অশুভ কর্মে দুঃখ প্রাপ্তি হয় এবং শুভ কর্ম হইতে নানাবিধ মধুর ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে কুশলকর্মে 'ছন্দ' বা অনুরাগ সঞ্চার হয়। আরব্ধ কর্মে যে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা—তাহাকে 'স্থাম' বলে। এই দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য সাধককে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে হইবে।

ময়া হি সর্বং জেতব্য মহং জেয়োন কেনচিৎ।
ময়ৈষ মানো বোঢ়ব্যো জিন সিংহ সুতোহ্যহম্।।
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৭।৫৫)

জিন (বুদ্ধ) সিংহের পুত্র আমি। কাম-ক্রোধাদি সকল শত্রুকে আমি জয় করিব। আমাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। অন্তরে আমাকে এই মান বহন করিতে হইবে।

সৎ কার্যে একান্ত অনুরাগকে 'রতি' বলে। ইহা বল-ব্যূহের তৃতীয় সাধন। চতুর্থ সাধন—'মুক্তি' বা ত্যাগ। সামর্থে না কুলাইলে আরব্ধ কার্যকে কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখা, ব্যর্থ উদ্যম করিয়া ক্লিষ্ট না হওয়া ইহারই নাম 'মুক্তি' (Relaxation)।

(গ) তৎপরতা ঃ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সাধককে প্রতি পদক্ষেপে

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। ইহার নাম 'তৎপরতা' বা নিপুণতা।

তৈলপাত্র ধরো যদ্বদ্ অসি হস্তৈরধিষ্টিতঃ।
স্খলিতে মরণ ত্রাসাৎ তৎপরঃ স্যাত্তথা ব্রতী ।।
(বোধিচর্যাবতার, ৭।৭০)

রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত ব্যক্তি তৈলপূর্ণ পাত্র-হস্তে অসিধারী রাজপুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিন্দুমাত্র তৈল পতনে প্রাণ যাইবে—এই ভয়ে যেমন অতি সন্তর্পণে চলিতে থাকে, ব্রতধারী সাধককেও ঠিক তেমনি সাবধানতার সহিত সাধনপথে চলিতে হইবে।

(খ) আত্ম বিধেয়তা ঃ আলস্য জড়তাদি দ্বারা যেন সাধনায় শৈথিল্য না আসে, কেবল উৎসাহ বশে সাধনপথে যেন অব্যাহত গতি হয়, এইরূপে আলস্যাদি দ্বারা যে চিত্তের অবশীভূতভাব তাহারই নাম 'আত্ম-বিধেয়তা' বা আত্মবশবর্তিতা।

যথৈব তুলকং বায়োর্গমনা গমনে বশং।
তথোৎসাহ বশং যায়াদ্ ঋদ্ধিশ্চৈবং সমৃধ্যতি।।
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৭।৭৫)

তুলা যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া বায়ুর গতি অনুযায়ী গমনাগমন করে, তুমিও তদ্রূপ উৎসাহ বা বীর্যের বশীভূত হইয়া সাধনপথে এগিয়ে চলো এবং তাহাতেই তোমার সর্ববিধ সিদ্ধি লাভ হইবে।

(৫) ধ্যান পারমিতা

বীর্য-পারমিতার সাধনা দ্বারা পূর্ণ মানবতা লাভে উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া সাধককে ধ্যান পারমিতার সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। বিক্ষিপ্ত-চিত্ত-মনুষ্য কদাপি কাম-ক্রোধাদি ক্লেশসমূহকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য ভগবান তথাগত দুইটি সাধনার উপদেশ দিয়াছিলেন, (১) শমথ বা সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং (২) বিপশ্যনা অর্থাৎ সমাধিজ প্রজ্ঞা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ধ্যান (শমথ) ও প্রজ্ঞা (বিপশ্যনা) উভয়ের যুগপৎ অনুশীলন দ্বারাই নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অপরটি দ্বারা সিদ্ধি লাভ সম্ভব নহে।

নত্থি ঝানং অপঞ্‌ঞ স্‌স,
পঞ্‌ঞা নত্থি অঝায়তো।
যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞা চ,
স বে নিব্বাণ সন্তিকে ।।

(ধম্মপদং ঃ ৩৭২)

প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান হইতে পারে না, আবার যিনি ধ্যানহীন তাঁহার প্রজ্ঞাও উৎপন্ন হইতে পারে। যাঁহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়টিই আছে, সেই সাধকই নির্বাণের সন্নিকটে অবস্থান করেন।

চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার জন্য বুদ্ধদেব সাধককে ধ্যান অভ্যাস করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঃ—

ঝায় ভিক্‌খু, মা চ পসাদো,
মা তে কামগুণে ভমস্‌স্থ চিত্তং।
মা লোহগুলং গিলি পমত্তো,
মা কন্দি দুক্‌খমিদন্তি ডয্‌হ মানো ।।

(ধম্মপদং ঃ ৩৭১)

হে ভিক্ষু, ধ্যানপরায়ণ হও, তোমার প্রমত্ততা দূর হউক। তোমার চিত্ত রূপ-রসাদি বিষয়ে যেন বিচরণ না করে। প্রমত্ততা বশতঃ তোমাকে যেন বিষয় সুখ-রূপ অগ্নিময় লোহ-গোলক গিলিতে না হয় এবং দহ্যমান হইয়া 'অহো কি দুঃখ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে না হয়।

ধ্যান-পারমিতার সাধককে সংসারের ভোগ সুখ যে কত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও কুৎসিৎ তাহা বিচার করিয়া ভোগ সুখের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে হইবে। ভোগ সুখের জন্য প্রাণিগণ জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে পরিমাণ পরিশ্রম করে এবং দুঃখ সহ্য করে তাহার তুলনায় অল্প পরিশ্রম ও অল্প দুঃখ সহ্য করিয়া তাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

এইরূপ বিচার করিয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে সাধক নির্জন স্থানে গমনপূর্বক ধ্যান সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতারের অষ্টম পরিচ্ছেদে মানবতা বিকাশের জন্য দুইটি ধ্যানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যথা ঃ—(ক) পরাত্ম সমতা ধ্যান অর্থাৎ পরকে ও নিজকে সমান বা এক বলিয়া ভাবনা করা এবং (খ) পরাত্ম-পরিবর্তন ধ্যান অর্থাৎ পরকে নিজ এবং নিজকে পর বলিয়া ভাবনা করা।*

* ('মানবতার সাধনায় আচার্য্য শান্তিদেব' শীর্ষক অনুচ্ছেদে পূর্বে এই দুইটি ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৬. প্রজ্ঞা পারমিতা

পূর্ব-বর্ণিত দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য ও ধ্যান—এই পঞ্চ পারমিত প্রজ্ঞা-পারমিতার পরিকর মাত্র। পঞ্চ পারমিতার সাধনা দ্বারা চিত্ত সম্যকভাবে বিশোধিত ও সমাহিত হইলে প্রজ্ঞা বা বিপশ্যনার উদয় হইয়া থাকে।

ইমং পরিকরং সর্ব্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ।
তস্মাদুৎ পাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখ নিবৃত্তি-কাঙ্ক্ষয়া ॥
(বোধিচর্যাবতার ঃ ৯।১)

দান-শীলাদি এই পঞ্চ পারমিতা প্রজ্ঞা-পারমিতার পরিবার সদৃশ; মহামুনি বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, ইহারা কেবল প্রজ্ঞারই জন্য। অতএব দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছায় প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করিবে।

শমথ ও বিপশ্যনা—এই দুইটি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভের মুখ্য অঙ্গ। তম্মধ্যে শমথ বা সমাধির সাধন প্রণালী 'ধ্যান পারমিতায়' উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিপশ্যনা বা সমাধি-জাত প্রজ্ঞার স্বরূপ ও তাহার সাধন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে,—

দান-শীলাদি সাধনা প্রজ্ঞা দ্বারা বিশোধিত না হইলে পারমিতা রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। প্রজ্ঞা-বিশোধিত দান-শীলাদি সাধনা অবিদ্যা প্রবর্তিত ক্লেশ ও আবরণসমূহকে নির্মূল করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বের প্রাপ্তি বিষয়ে হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে ষট্-পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা-পারমিতার স্থান মুখ্যতম।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

"'অর্দ্ধ শত সাহস্রী-প্রজ্ঞা পারমিতা" গ্রন্থে ভগবান শাক্যমুনি শিষ্য—সুভূতিকে বলিয়াছেন, 'হে সুভূতি, যে প্রকার সূর্য-মণ্ডল চারি মহাদ্বীপকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ প্রজ্ঞা-পারমিতাই অপর পঞ্চ-পারমিতাকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে। যেমন সপ্ত রত্ন দ্বারা সমন্বিত না হইলে কোনও রাজা চক্রবর্ত্তী পদ প্রাপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রজ্ঞা-পারমিতা বিরহিত হইলে দান-শীলাদি 'পারমিতা' নামে আখ্যাত হইতে পারে না। যাহারা জন্ম হইতে অন্ধ তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হউক না কেন, মার্গ প্রদর্শক ব্যতিরেকে তাহারা সকলেই পথ চলিতে অসমর্থ। তদ্রূপ দৃষ্টিশক্তি-বিহীন পঞ্চ পারমিতা প্রজ্ঞা চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত বোধিমার্গে প্রবেশ করিতে অক্ষম। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ মহানদী গঙ্গার অনুগমন করিয়া এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দান-শীলাদি পঞ্চ পারমিতা প্রজ্ঞা-পারমিতা কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া এবং তাহার অনুগমন করিয়া সর্বাকারজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চিত্তের সম্যক স্থৈর্য্যকে 'শমথ' বা সমাধি বলে। সম্যক সমাহিত চিত্তে প্রজ্ঞালোকের (বিপশ্যনা) প্রকাশ হইয়া থাকে। 'শিক্ষা সমুচ্চয়' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"কিং পুনরস্য শমথস্য মাহাত্ম্যম্, যথাভূত জ্ঞান জনন শক্তিঃ
যস্মাৎ সমাহিতো যথাভূতং জানাতীত্যুক্তবান্ মুনিঃ।"

এই শমথের (সমাধির) কী মাহাত্ম্য? 'যথাভূত' জ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে সামর্থই ইহার মাহাত্ম্য। যেহেতু ভগবান শাক্য মুনি বলিয়াছেন, যে সাধকের চিত্ত সমাহিত তিনিই 'যথাভূত' জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

(ক) শূন্যতাঃ প্রজ্ঞা পারমিতার সাধনা হইতেই 'যথাভূত' জ্ঞান বা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহারই নামান্তর 'শূন্যতা'। এই শূন্যতা বা শূন্যবাদ যে সর্ব নাস্তিত্ববাদ (Nihilism) নহে। তাহা শূন্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন পুনরভাব শব্দস্য যোঽর্থঃ, স শূন্যতা শব্দস্যার্থঃ।
অভাব-শব্দার্থং চ শূন্যতার্থমিত্যধ্যারোপ্য ভবান্ অস্মান্ উপালভতে।"

(নাগার্জুনকৃত মূল মধ্যমক কারিকার উপর
চন্দ্র-কীর্তি কৃত বৃত্তি ঃ ২৪।৭)

অভাব শব্দের যে অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের সে অর্থ নহে। অভাব শব্দের অর্থ শূন্যতা শব্দের উপর আরোপ করিয়া আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন। যাহা কিছু আপেক্ষিক (Relative), অন্য-সাপেক্ষ, অন্যাশ্রিত, পরতন্ত্র (Dependent), যাহার উৎপত্তি নিরোধ, অস্তিত্ব সমস্তই অন্যের উপর (অর্থাৎ তাহার হেতু ও প্রত্যয়ের উপর) নির্ভর করিতেছে, সেই জগৎ প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যবাদের উদ্দেশ্য। শূন্যবাদী বলেন—প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত হওয়ায় উহা বর্ণনাতীত। শূন্যবাদ যে ভাবাত্মক তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি বলিয়াছেন ঃ—

'দ্রষ্টব্যোপশমং শিব লক্ষণং সর্ব কল্পনা জাল রহিতং জ্ঞান-জ্ঞেয়-নিবৃত্তি-স্বভাবং শিবং পরমার্থ স্বভাবম্। পরমার্থ মজর মমরমপ্রপঞ্চং নির্বাণং শূন্যতা স্বভাবং তে ন পশ্যন্তি মন্দ বুদ্ধি তয়া অস্তি ত্বং নাস্তি ত্বং চাভি নিবিষ্টাঃ সন্তঃ ইতি।'

(মূল মধ্যমক ঃ ৫।৮)

পরমার্থ স্বভাব হইতেছে সর্ব দ্রষ্টব্য প্রশমিত, শিব লক্ষণযুক্ত সর্ব কল্পনা-জাল বিরহিত, জ্ঞান-জ্ঞেয়-নিবৃত্ত-স্বভাব সমন্বিত শিব। পরমার্থ হইতেছে অজর, অমর, প্রপঞ্চাতীত, শূন্যতা স্বভাব-বান এবং নির্বাণ। মন্দবুদ্ধি এবং অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদি মতবাদে অভিনিবিষ্ট বলিয়া অজ্ঞজন ইহাকে দেখিতে পায় না। (খ) শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদ ঃ শূন্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব শিষ্য সুভূতিকে বলিতেছেন ঃ—

'গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধি বচনম্। শূন্যতায়া এতদধি বচনং যদ প্রমেয়মিতি। যে চ সুভূতে শূন্যাঃ অক্ষয়া অপি তে।'

হে সুভূতি! শূন্যতার নাম গম্ভীর। শূন্যতার নাম অপ্রমেয় অর্থাৎ শূন্যতা সেই পদার্থ যাহা গম্ভীর, দুরবগাহ, অমেয়, অজ্ঞেয়, অতর্ক্য অনির্বচনীয়। হে সুভূতি শূন্য ও অক্ষয় একই বস্তু। এক কথায় 'শূন্য' উপনিষদের 'নেতি নেতি ব্রহ্ম'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

'অথাত আদেশো নেতি নেতি' (২।৩।৬)

ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ এই ঃ 'নেতি নেতি', 'ইহা নয়' 'ইহা নয়', ব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন। 'ন সৎ ন চাসৎ' (শ্বেতাশ্বতর, ।৪।১৮) 'ব্রহ্ম ধর্ম হইতে ভিন্ন অধর্ম হইতেও ভিন্ন, কৃত হইতে পৃথক, অকৃত হইতেও পৃথক',

"'অন্যত্র ধর্মাদ্ অনত্রাধর্মাদ্ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ"

(কঠ ঃ ২।১৪)

অতএব ব্রহ্ম যখন সর্ব কার্য বিলক্ষণ, তখন তিনি শূন্য বৈ আর কি ? সবিশেষ দৃষ্টিতে তিনি 'শূন্য' সেই জন্য বেদান্ত-কেশরী শঙ্করাচার্য তাঁহার 'সর্ববেদান্ত সার সংগ্রহ' গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'যচ্ছূণ্য বাদিনাং শূন্যং ব্রহ্মদিস্তাং চ যৎ।' যিনি 'শূন্য' বাদীর 'শূন্য' তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম। অতএব উপনিষদের নির্বিশেষ ব্রহ্মই বুদ্ধদেবের পরিভাষায় 'শূন্য'।

(গ) শূন্যতা ও মহা করুণা ঃ প্রজ্ঞা পারমিতার সাধনা হইতে শূন্যতা বা 'যথাভূত' জ্ঞান লাভ হইলে বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে মহাকরুণার আবির্ভাব হয়। জীব জগৎকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত দর্শন করিয়া মহা করুণার প্রেরণায় তিনি তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

অহো বতাতি শোচ্যত্ব মেষাং দুঃখৌঘবর্ত্তি নাম্।
যে নেক্ষন্তে স্বদৌঃ স্থিত্যমেব মণ্যাতি দুঃস্থিতাঃ ।।

(বোধিচর্যাবতার ঃ ৯।১৬০)

অহো, এই দুঃখ স্রোতে নিমগ্ন প্রাণীদের অবস্থা অতি শোচনীয়। কিন্তু তাহারা এইরূপ দুরবস্থাসম্পন্ন হইয়াও নিজেদের দুরবস্থা বুঝিতে পারিতেছে না।

এবং দুঃখাগ্নি তপ্তানাং শান্তিং কুর্যামহং কদা।
পুণ্য মেঘ সমুদ্ভূতৈঃ সুখোপকরণৈঃ স্বকৈঃ ।।

(বোধি ঃ ৯।১৬৩)

নিজের পুণ্যরাশি সমুদ্ভূত সুখকর উপকরণসমূহ দ্বারা এইরূপে দুঃখাগ্নিতপ্ত প্রাণীদের কবে আমি শান্তি বিধান করিব।

এইভাবে ষট্ পারমিতার সাধনা পূর্ণ হইলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বুদ্ধত্বে মহাপ্রজ্ঞা ও মহাকরুণার মহা মিলন সংঘটিত হয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি রূপ নির্বাণ লাভ করিয়া ও পূর্ণ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত বুদ্ধ নিখিল বিশ্বকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া করুণা বিগলিত হৃদয়ে জীব-জগতের সেবায় সতত নিরত থাকেন।

স্ব-প্রাণানাং জগৎ প্রাণৈ নদী নামিব সাগরৈঃ।
অনন্তৈ যো ব্যতি করস্তদেবানন্ত জীবনম্॥

অসীম সমুদ্রের সহিত নদীসমূহের যেমন মিলন, জগতের অনন্ত প্রাণীর প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের সেইরূপ ভেদ-রহিত যে মহা মিলন তাহাই 'অনন্ত জীবন'। এই অনন্ত জীবনের অধিকারী, প্রজ্ঞাঘন এবং করুণাঘন বুদ্ধই মানবতার চরম আদর্শরূপে শাশ্বতকাল পূজনীয়॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বোধিচর্যাবতার-প্রশস্তি ঃ বিভিন্ন সংস্করণ
ও
অনুবাদ

আচার্য্য শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' এক সময় অত্যন্ত লোকপ্রিয় গ্রন্থ ছিল, এই কারণে ইহার উপর অনেক টীকা রচিত হইয়াছিল। ভোট দেশে এই গ্রন্থ আজিও গীতা ও ধর্মপদের মত নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সহজ ভাবে বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতিশয় উত্তম।

অতীশ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের তিব্বতী জীবন চরিত হইতে জানা যায়, তিনি একাদশ শতাব্দীতে সুবর্ণ দ্বীপে (যাবা দ্বীপ, মতান্তরে সুমাত্রা) গমন করিয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত মহাযোগী চন্দ্র-কীর্তির নিকট অন্যান্য বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত বোধিচর্যাবতার গ্রন্থও গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বোধিচর্যাবতার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পদ্যগ্রন্থ। মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "বোধিচর্যাবতারের ভাষা অতি সুললিত যেন বীণার সুরে বাঁধা, ভাব অতি গভীর, সংক্ষিপ্ত ও মধুর।"

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী বোধিচর্যাবতার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন— "মানবতার যেই স্বরূপ শান্তিদেবের এই রচনাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা অতীব উদার ও মহিমান্বিত। ইহা সত্য সত্যই বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্যনিধি। বস্তুতঃ পক্ষে যে গ্রন্থ মানুষকে তাহার ক্ষণভঙ্গুর সীমা ও ক্ষণিক লাভের তুচ্ছ লক্ষ্য হইতে উর্ধ্ব স্তরে লইয়া যাইবার কথা এমন গভীর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পর্যায়ভুক্ত হইবার দাবী রাখে। ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ হইয়াও 'বোধিচর্যাবতার' উচ্চ কোটির কাব্য ধর্মী মহাগ্রন্থ।"

বিশ্ব ভারতীর অধ্যাপক সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, "আচার্য্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার অপূর্ব গ্রন্থ। সরস সুললিত ভাষায়, মধুর মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে বিশ্বজনীন উদার ধর্মের কথা ইহাতে ছন্দোবদ্ধ মনোমুগ্ধকর কাব্যের রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহাতে পৃথিবীর কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই, যাঁহা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা ধর্ম মানেন না এমনকি যাঁহারা সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী, এমন অনেক মানব সঙ্ঘেরও যাহা মূলমন্ত্র, সেই সাম্য ও মৈত্রীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।"

সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শান্তিদেব কর্তৃক রচিত বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ নবম শতাব্দীতে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। দশম শতাব্দীতে (৯৮০-১০০১ খ্রীঃ) চীনা ও মোঙ্গলীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিক কালে ইংরেজী জার্মান ও ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ইহার একাধিক তর্জমা বাহির হইয়াছে। বাংলা ও হিন্দী ভাষায়ও ইহার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে এযাবৎ প্রকাতি বোধিচর্যাবতারের বিভিন্ন সংস্করণের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

(ক) বোধিচর্যাবতার সেন্টপিটার্স বার্গে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক মিনায়েভ (I. P. Minaev) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় (Zapiski, Vol. IV, 1890, PP. 155-225)। তৎপর ১৮৯৪ খ্রীঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশন সমিতির পত্রিকায় (Journal of the Buddhist Text Society, Vol. II, 1894) পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ইহার পরে ১৯০২-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক লুই দলা ভালে পুশেঁ (*Louis De La Vallee Poussin*) প্রজ্ঞাকর মতির ভাষ্যসহ বোধিচর্যাবতার সম্পাদন করেন এবং বঙ্গীয় এশিয়া সমিতি কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয় (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1902-1914)। অধ্যাপক পুশেঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ২২টি শ্লোক ইহাতে উপলব্ধ হয়, চতুর্থ পরিচ্ছেদের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪৮টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র শেষ তিনটি শ্লোক এবং অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৮৬টি শ্লোকের মধ্যে উক্ত সংস্করণে প্রথম ১০৮ শ্লোক দৃষ্ট হয়। দশম পরিচ্ছেদ ইহাতে নাই।

(খ) বোধিচর্যাবতারের ইউরোপীয় ভাষায় নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি পাওয়া যায় ঃ—

লুই দ লা ভালে পুশেঁর ফরাসী অনুবাদ। *French Translation by Louis De La Vallee Pouissin, Published in the Revue d'listoire et de literature religion ses (Vols. X-XII, 1905-1907), Paris.*

এল ডি বারনেটের ইংরেজী অনুবাদ (সংক্ষেপিত) English Translation (Abridged)—By L. D. Barnett, London, 1909 (the path of light Wisdom of the East Series.)

লুই ফিনোর (Louis Finot) ফরাসী অনুবাদ, Paris, 1920.

শ্মিড্ট্-এর জার্মান অনুবাদ ঃ German Translation by Rich. Schmidt, Paderbak, 1923.

তুচির ইটালীয় অনুবাদ ঃ Italian Translation by I. Tucci, Torino, 1925.

(গ) বঙ্গাক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাদসহ বোধিচর্যাবতারের নিম্নলিখিত সংস্করণ এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

বোধিচর্যাবতার—প্রথম ভাগ প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ, মূল ও বঙ্গানুবাদ, গোপাল দাস চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৪০।

ঐ—দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ, কাপিল মঠাচার্য কৃত অনুবাদসহ, গোপাল দাস চৌধুরী সম্পাদিত, ১৩৪০।

Asiatic Socity of Bengal হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে উক্ত সংস্করণের মূল পাঠ গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায় খণ্ডিত; দশম অধ্যায় নাই। উক্ত সংস্করণ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

শান্তিদেবের বোধিচর্যার—বঙ্গানুবাদ (মূল নাই), অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, চীন-ভবন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩।২৩—৪।৪৫ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে আছে। ৮।১০৯—১৮৬ পর্যন্ত শ্লোকেরও বঙ্গানুবাদ আছে। এই সংস্করণে নবম ও দশম পরিচ্ছেদ নাই।

ঘ) হিন্দী সংস্করণ

আচার্য্য শান্তিদেবকা বোধিচর্যাবতার—মূল ও হিন্দী অনুবাদ, সম্পাদক—শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন, বুদ্ধ বিহার, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫৫। ইহাতে দশম অধ্যায় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও হিন্দী অনুবাদ আছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বর্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব
ও
সম্পাদক পরিচিতি

পণ্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির সম্পাদিত বোধিচর্যাবতারের বর্তমান সংস্করণে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূল বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গাক্ষরে সমগ্র 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় সুধী সমাজে এইরূপ একটি সংস্করণের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। তাঁহার অনুবাদ সর্বত্র মূলানুগ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদ 'প্রজ্ঞা-পারমিতা' নামে অভিহিত। এই পরিচ্ছেদে মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব শুধু অনুবাদ দ্বারা বোধগম্য হয় না; এই কারণে বর্তমান সংস্করণে প্রতি শ্লোকের অনুবাদসহ তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মাধ্যমিক মতকে বৌদ্ধ দর্শনের চরম পরিণতি বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্রে এই মতের বিস্তৃত বিবেচনা প্রথম হইতেই করা হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন, (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) এই মতের পুষ্টি সাধনের জন্য 'মাধ্যমিক কারিকা' রচনা করেন। মাধ্যমিকদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের নিমিত্ত ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভগবান বুদ্ধের প্রতিপাদিত মধ্যম মার্গের অনুগামী হওয়ার নিমিত্ত এই মতের উক্ত রূপ নামকরণ করা হয়। বুদ্ধ নৈতিক জীবনে দুই অন্তকে (কঠোর তাপস জীবন তথা ইন্দ্রিয় ভোগাসক্ত জীবন) পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম পন্থা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তত্ত্ব-বিবেচনার ক্ষেত্রেও শাশ্বত-বাদ তথা উচ্ছেদ-বাদ—উভয় একাঙ্গী মতকে পরিহার করিয়া মধ্যম মত গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। নাগার্জ্জুন তথাগতের প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের বিকাশ সাধন করিয়া শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করেন। বুদ্ধোপদিষ্ট মধ্যম মার্গের দৃঢ় পক্ষপাতী হওয়ার জন্য এই মত 'মাধ্যমিক' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে এবং শূন্যকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করাতে এই মতের অনুসরণকারীকে 'শূন্যবাদী' বলা হইয়া থাকে। নাগার্জ্জনের পর আর্যদের, ভব্য বা ভাব বিবেক, বুদ্ধ-পালিত এবং চন্দ্র-কীর্তি প্রভৃতি আচার্যগণ স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা দ্বারা শূন্যতা সিদ্ধান্তের সবিশেষ বিকাশ সাধন করেন। বোধিচর্যাবতারের গ্রন্থকার শান্তিদেব নবম পরি-চ্ছেদে সুনিপুণভাবে মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অভিধর্ম বিশারদ শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির মহোদয় 'প্রজ্ঞা-পারমিতা' পরিচ্ছেদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুর্বিজ্ঞেয় শূন্যতা সিদ্ধান্তকে যথা-সম্ভব সুগম করিতে যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা বিশেষ শ্লাঘনীয়।

শ্রদ্ধেয় স্থবির মহোদয় ১৯৬০ সনে 'কর্ম্মতত্ত্ব' নামক বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত এক গ্রন্থ এবং ১৯৬৩ সনে অভিধর্ম পেটকের চতুর্থ গ্রন্থ 'পুগ্ গল পঞ্ঞত্তি' মূল পালি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত করিয়া বৌদ্ধ দার্শনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি দ্বারা এবং ধর্ম সম্মেলনে ভাষণাদি দ্বারা স্বধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃ পাল স্থবির "বরই গাঁও পালি পরিবেণ" নামক একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ১৯৪২ সন হইতে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা প্রচারের যে মহৎ উদ্-যাপন করিয়া আসিতেছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে পালি ও সংস্কৃতই প্রধান। এই পর্যন্ত এই পরিবেণের সহায়তায় কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু ভিক্ষু শ্রমণ ও বালকগণ সরকার কর্তৃক ব্যবস্থিত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ শিক্ষায় ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এমনকি মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহা শুধু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবেণস্থিত ছাত্রাবাসে অবস্থান

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করিরা বহু দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রও শিক্ষার সহায়তা লাভ করিয়া আসিতেছে। সমাজ-সেবা ও সমাজ উন্নয়ন-মূলক কার্যেও এই প্রতিষ্ঠানের দান কম নহে। রাস্তা-ঘাট মেরামত, ঝাপসা-পুকুরের পানা উদ্ধার, দুর্ঘটনায় জনগণকে সাহায্য করা পরিবেণস্থিত ছাত্রগণের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত। পরিবেণের ছাত্রগণকে স্বাবলম্বনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া রন্ধন কৃত্যাদি ঘর-দরজা নির্মাণাদি কার্যও যথাসম্ভব নিজ হাতে করিতে হয়।

বরইগাঁও পালি পরিবেণ কমিটির পরিচালনায় বর্তমানে আরেকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে পরিবেণস্থ ছাত্র ও বাহিরের শিক্ষানবিশগণ বিনামূল্যে Type writing শিক্ষা, বয়ন-বিদ্যা ও সূত্রধর কার্য যথারীতি শিক্ষা করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ ছাত্রের পক্ষে ইহা বড়ই হিতকর প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করিলে, হয় ধর্মীয় শিক্ষা, না হয় অর্থকরী বিদ্যা কিংবা শিল্প-শিক্ষায় উন্নতি করার সুযোগ রহিয়াছে।

এই বরইগাঁও পালি পরিবেণে প্রতি মাসে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বহুবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রতি পূর্ণিমা অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে ধর্ম সাধনার জন্য বহু নর-নারী আগমন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্ম আলোচনার সভা বসে। এই আলোচনা সভায় বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। কিছুকাল যাবৎ শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির ধারাবাহিক ভাবে আচার্য্য শান্তিদেবের রচিত এই বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। এতদ্বারা আশা করা যায় যে জনগণ ক্রমশঃ বিশ্ব-মৈত্রী ও মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন।

আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে এক স্থলে একটি অমূল্য উক্তি করিয়াছেন ঃ—

কায়েনৈব পঠিষ্যামি বাক্ পাঠেন তুকিং ভবেৎ।
চিকিৎসা পাঠ মাত্রেণ রোগিণঃ কিং ভবিষ্যতি।।

(৫।১০৯)

কায়ের দ্বারাই পাঠ করিব, শুধু বাক্ পাঠের দ্বারা কি হইবে ? অর্থাৎ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উপদিষ্ট বিষয় কর্ম করিয়াই আচরণ করিব। ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠের দ্বারা রোগীর রোগ আরোগ্য হইবে কি ?

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির মহোদয় যে ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া 'বোধিচর্যাবতার' মহাগ্রন্থ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন এবং স্বীয় জীবনে তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেছেন তাহা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃতি লাভ করুক ইহাই ভগবান তথাগতের শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

উপসংহারে শান্তিদেবের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও উদাত্তস্বরে প্রার্থনা করিব—

বোধিচর্যাবতারং মে যদ্ বিচিন্তয়তঃ শুভং।
তেন সর্বে জনাঃ সন্তু বোধিচর্যা বিভূষণাঃ ।।

(১০।১)

বোধিচর্যাবতারের চিন্তা করিতে করিতে আমার যে পুণ্য উপার্জ্জিত হইল, তদ্বারা সকল জীব বোধিচর্যায় বিভূষিত হউক।

ভীতাশ্চ নির্ভয়াঃ সন্তু শোকার্তাঃ প্রীতি লাভিনঃ।
উদ্বিগ্নাশ্চ নিরুদ্বেগা ধৃতিমন্তো ভবন্তু চ ।।

(১০।২১)

ভয়ভীতগণ নির্ভয় হউক, শোকার্তগণ প্রীতি লাভ করুক, উদ্বিগ্ন যাহারা তাহারা নিরুদ্বেগ ও ধৃতিযুক্ত হউক।

আরোগ্যং রোগিণা সন্তু মুচ্যন্তাং সর্ববন্ধনাৎ।
দুর্বলা বলিনঃ সন্তু স্নিগ্ধচিত্তাঃ পরস্পরং ।।

১০।২২

রোগীরা আরোগ্য লাভ করুক, বদ্ধ প্রাণিগণ সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করুক, দুর্বলেরা সবল হউক, সকলে পরস্পর স্নেহময় চিত্ত হইয়া বাস করুক।

মা কশ্চিদ্ দুঃখিতঃ সত্ত্বো মা পাপী মাচ রোগিতঃ।
মা হীনঃ পরিভূতো বা মা ভুৎ কশ্চিচ্চ দুর্মনাঃ ।।

(১০।৪১)

কোন প্রাণী দুঃখিত না হউক, পাপপরায়ণ না হউক, রুগ্ন না হউক, হীন না হউক, তিরস্কৃত না হউক, দুর্মনা না হউক।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াজ্ জগদ্ দুঃখানি নিঘ্নতঃ ॥
(১০।৫৫)

যতদিন আকাশের স্থিতি থাকিবে এবং যতদিন জগতের স্থিতি থাকিবে, ততদিন জগতের দুঃখরাশি নাশ করিবার জন্য আমার স্থিতি হউক।

যৎ কিঞ্চিজ্জগতো দুঃখং তৎসর্বং ময়ি পচ্যতাং।
বোধি সত্ত্ব শুভৈঃ সর্বৈর্জগৎ সুখিত মস্তু চ ॥
(১০।৫৬)

জগতের যাহা কিছু দুঃখ, তৎসমুদয় আমার ভোগ্য হউক এবং বোধিসত্ত্বগণের সমুদয় পুণ্য-প্রভাবে জগৎ সুখী হউক।

জগদ্ দুঃখৈক ভৈষজ্যং সর্ব সম্পৎ সুখকরং।
লাভ সৎকার সহিতং চিরং তিষ্ঠতু শাসনম্ ॥
(১০।৫৭)

জাগতিক দুঃখের একমাত্র ঔষধ, সর্ব সম্পদ ও সকল সুখের আকর হইতেছে বুদ্ধের শাসন। ঐ বুদ্ধ-শাসন লাভ ও সৎকারের সহিত চির-স্থায়িত্ব লাভ করুক।

২১ চৈত্র, ১৩৭৪ সন,
অশোক ষষ্ঠী
রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বোধিচর্যাবতার

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোধিচিত্তানুশংসা

১। সুগতান্ সসুতান্ সধর্ম কায়ান্ প্রণি পত্যাদরতো 'খিলাংশ্চ বন্দ্যান্।
সুগতাত্মজ সংবরাবতারং কলয়িষ্যামি যথাগমং সমাসাত্ ॥

সুগতগণ ও তাঁহাদের পুত্র বোধিসত্ত্বগণ, তাঁহাদের ধর্ম কার্যের সহিত সকল বন্দনীয় ব্যক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সুগতাত্মজ বোধিসত্ত্বগণের সাধন-মার্গ শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

২। নহি কিঞ্চিদ্ পূর্বমত্র বাচ্যং নচ সংগ্রন্থন কৌশলং সমাস্তি।
অতএব নমে পরার্থ চিন্তা স্বমনো বাসয়িতুং কৃতং ময়েদং ॥

এক্ষেত্রে কোনরূপ অপূর্ব কথা বলিবার নাই। গ্রন্থ রচনার নিপুণতাও আমার নাই। অতএব ইহা দ্বারা আমি অপরের হিত সাধন করিব—এই কল্পনাও আমার নাই। তবে নিজের চিত্তকে বিনোদিত (ভাবিত) করিবার জন্যই এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন (আবশ্যক)।

৩। মম তাবদনেন যাতি বৃদ্ধিং কুশলং ভাবয়িতুং প্রসাদবেগঃ।
অথ মত্সম ধাতুরেব পশ্যেদ পরো 'প্যেনময়ো পি সার্থকো 'য়ং।

আমার পুণ্যময় চিন্তার উৎস—চিত্তের যে শ্রদ্ধা প্রবাহ তাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। আমার সম-প্রকৃতি-সম্পন্ন কেহ যদি ইহার প্রতি দৃক্পাত করেন, তাহা হইলেও এই রচনা সার্থক হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪। ক্ষণ-সম্পদিয়ং সুদুর্লভা প্রতিলব্ধা পুরুষার্থ সাধনী।
যদি নাত্র বিচিন্ত্যতে হিতং পুনরপ্যেষ সমাগমঃ কুতঃ॥

পুরুষার্থ সাধনকারী এই সুদুর্লভ ক্ষণ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছি। যদি ইহজীবনে হিতচিন্তা না করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় কি এরূপ সুযোগ পাওয়া যাইবে?

৫। রাত্রৌ যথা মেঘ-ঘনাংধকারে বিদ্যুত্ ক্ষণং দর্শয়তি প্রকাশং।
বুদ্ধানু ভাবেন তথা কদা চিত্ লোকস্য পুণ্যেষু মতিঃ ক্ষণং স্যাত্।

রাত্রের ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারে বিজলী যেমন ক্ষণ-কালের জন্য প্রকাশিত হইয়া আলোক প্রদান করে, তদ্রূপ বুদ্ধগণের প্রভাবে কদাদিৎ ক্ষণকালের জন্য পুণ্যকর্মের প্রতি লোকের বুদ্ধি জাগ্রত হয়।

৬। তস্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যং বলং তু পাপস্য মহতসু ঘোরং।
তজ্জীয়তে' ন্যেন শুভেন কেন সংবোধি চিত্তং যদি নাম ন স্যাত্।।

অতএব শুভ নিত্যই দুর্বল আর পাপের বল সর্বদা মহা ভীষণ। যদি বোধিচিত্তের সাধনা না থাকে, তবে কার সাধ্য এই মহা শক্তিশালী পাপকে জয় করে?

৭। কল্পান নল্পান্ প্রবিচিংতয়দ্ ভির্দৃষ্টং মুনীন্দ্রৈহিত মেতদেব।
যতঃ সুখেনৈব সুখং প্রবৃদ্ধ মুত্প্লাবয়ত্য প্রমিতাঞ্জনৌখান্।।

মুনীন্দ্রগণ বহু কল্পান্তর ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে এই এক মাত্র বোধি-চিত্তকে কল্যাণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সহজে সমৃদ্ধ সুখ-অসীম জন সঙ্ঘকে প্লাবিত করে।

৮। ভব দুঃখ শতানি তর্তু কামৈরপি সত্ত্ব-ব্যস নানি হর্তু কামৈঃ।
বহু সৌখ্য শতানি ভোক্তু কামৈর্ন বিমোচ্যং হি সদৈব বোধিচিত্তং॥

যাঁরা জগতের শত শত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চান, জীব-দুঃখ হরণ করিতে কামনা করেন, অনন্ত সুখ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ভোগের কামনা যাঁদের, তাঁদের পক্ষে কখনও বোধিচিত্ত ত্যাগ করা বা গ্রহণ না করা উচিৎ নহে।

৯। ভবচারকবংধনো বরাকঃ সুগতানাং সুত উচ্যতে ক্ষণেন।
সনরামর লোক বংদনীয়ো ভবতি স্মোদিত এব বোধিচিত্তে॥

সংসার কারাগারে আবদ্ধ হতভাগ্য মানুষ বোধি চিত্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষণেই সুগত-পুত্র নামে অভিহিত হন এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের পূজনীয় হন।

১০। অশুচি প্রতি মামিমাং গৃহীত্বা জিনরত্ন প্রতিমাং করোত্য নর্ঘাং।
রস জাতু মতীব বেধনীয়ং সুদৃঢ় গৃহ্ণত বোধিধত্ত সংজ্ঞং॥

বোধিচিত্ত-রূপ অতীব মর্ম্মস্পর্শী রস জাতকে (রসায়ন সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর যাহা এই অশুচিপূর্ণ দেহকে অমূল্য বুদ্ধ-রত্ন প্রতিমায় পরিণত করে।

১১। সুপরিক্ষিত মপ্রমেয় ধীভির্বহু মূল্যং জগদেক সার্থ বাহৈঃ।
গতি পত্তন বিপ্রবাসশীলাঃ সুদৃঢ়ং গৃহ্ণত বোধিচিত্ত-রত্নং॥

হে (উচ্চ-নীচ নানাবিধ) গতিরূপ নগর প্রবাসিগণ! অপ্রমেয় বুদ্ধিশালী, জগতের অনন্য স্বার্থ-বাহ (বুদ্ধগণ) কর্তৃক বোধিচিত্ত উত্তমরূপে পরীক্ষিত। ইহা বহু মূল্য রত্ন। এই বোধিচিত্ত-রূপ রত্নকে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর।

১২। কদলীব ফলং বিহায় যাতি ক্ষয় মন্যত্‌ কুশলং হি সর্বমেব।
সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি প্রসবর্ত্যেব তু বোধিচিত্ত-বৃক্ষঃ॥

কদলী বৃক্ষের ন্যায় অপর সব কুশল কর্ম ফল প্রদানপূর্বক নিঃশেষ হইয়া যায়; কিন্তু বোধিচিত্ত রূপ বৃক্ষ সর্বদা ফল প্রদান করিতে থাকিয়াও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না, বরং ইহাতে ফল ফলিতে ও ফুল ফুটিতেই থাকে।

১৩। কৃত্বাপি পাপানি সুদারুণানি যদাশ্রয়াদুত্তরতি ক্ষণেন।
শূরাশ্রয়েণেব মহাভয়ানি নাশ্রীয়তে তত্‌ কথমজ্ঞ সত্ত্বৈঃ॥

অজ্ঞ জীব কেন বোধিচিত্তের আশ্রয় গ্রহণ করে না? যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অতীব দারুণ পাপ কার্য সম্পাদন করিয়াও ক্ষণকালের মধ্যে উদ্ধার পাওয়া যায়। যেমন বীর পুরুষের আশ্রিত ব্যক্তি মহাভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়।

১৪। যুগান্ত কালানল বন্মহান্তি পাপনি যন্নির্দহতি ক্ষণেন।
যস্যানুশংসা নমিতানু বাচ মৈত্রেয় নাথঃ সুধনায় ধীমান্।।

যাহা প্রলয়-কালীন অগ্নির ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যে মহা পাপসমূহ দগ্ধ করিয়া ফেলে, যাহার অনন্ত গুণের বিষয় মৈত্রেয় নাথ সুধনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন—(কেন অজ্ঞ জীব সেই মহাগুন-সম্পন্ন বোধিচিত্তের আশ্রয় গ্রহণ করে না ?)

১৫। তদ্ বোধিচিত্তং দ্বিবিধং বিজ্ঞাতব্যং সমাসতঃ।
বোধি প্রণিধিচিত্তং চ বোধি প্রস্থান মেব চ।।

সংক্ষেপে সেই বোধিচিত্ত দ্বিবিধ—বোধিপ্রণিধান চিত্ত এবং বোধি প্রস্থান চিত্ত।

১৬। গন্তকামস্য গন্তুশ্চ যথা ভেদঃ প্রতীয়তে।
তথা ভেদো 'নয়োর্জ্ঞেয়ো যথা সংখ্যেন পণ্ডিতৈঃ।।

গমনকামী ও গমনকারী ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, এই উভয় চিত্তের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য। পণ্ডিতগণের পক্ষে সেই রূপ ভাবেই যথাক্রমে ইহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া উচিত।

১৭। বোধি প্রনিধি চিত্তস্য সংসারে 'পি ফলং মহত্।
নত্ব বিচ্ছিন্ন পুণ্য ত্বং যথা প্রস্থান চেতসঃ।।

বোধি-প্রণিধান চিত্তেরও জগতে মহান ফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বোধি প্রস্থান চিত্তের ন্যায় ইহার পুণ্য ফল অবিচ্ছিন্ন নহে।

১৮। যতঃ প্রভৃত্য পর্যন্ত সত্ত্ব ধাতু প্রমোক্ষণে।
সমা দদাতি তচ্চিত্ত মনি বর্ত্যেন চেতসা।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৯। ততঃ প্রভৃতি সুপ্তস্য প্রমত্তস্যাপ্য নেকশঃ।
অবিচ্ছিন্নাঃ পুণ্য ধারা প্রবর্তন্তে নভঃ সমাঃ॥

যে মুহূর্তে অনন্ত প্রাণী জগতের সর্বাধিক দুঃখ বিমোচন করার জন্য মানুষ অনিবর্তণীয় চিত্তে বোধিচিত্ত বরণ করেন, সেই মুহূর্ত হইতে সুপ্ত জাগ্রত সর্বাবস্থায় পুনঃপুনঃ বিপুল আকাশের ন্যায় নিরন্তর পুণ্য প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে।

২০। ইদং সুবাহু পৃচ্ছায়াং সোপপত্তিক মুক্তবান্।
হীনাধি মুক্তি সত্ত্বার্থং স্বয়মেব তথাগতঃ॥

তথাগত স্বয়ং সুবাহু-পৃচ্ছা নামক সূত্রে হীনযানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধিচিত্ত দ্বারা কৃত পুণ্যের নিরন্তরতা সম্পর্কে যুক্তি-পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন।

[পূর্বোক্ত দুইটি শ্লোকে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।]

২১। শিরঃ শূলানি সত্ত্বানাং নাশয়ামীতি চিন্তয়ন্।
অপ্রমেয়েন পুণ্যেন গৃহ্যতে স্ম হিতাশয়ঃ॥

২২। কিমুতা প্রভিতং শূলমেকৈকস্য জিহীর্ষতঃ।
অপ্রমেয় গুণং সত্ত্ব মেকৈকংচ চিকীর্ষতঃ॥

কতিপয় প্রাণীর শিরঃপীড়া নাশ করিবার কথা চিন্তা করিলে হিত-চিন্তার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তির অপ্রমেয় পুণ্য লাভ হয়। আর প্রত্যেক প্রাণীর অপ্রমেয় দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং প্রত্যেক প্রাণীকে অপার গুণের অধিকারী করিবার জন্য শুভেচ্ছা পোষণ করিলে যে অনন্ত পুণ্য বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

২৩। কস্য মাতুঃ পিতুর্বাপি হিতাশং সেয়মীদৃশী।
দেবতা না ঋষীনাং বা ব্রহ্মণাং বা ভবিষ্যতি॥

কাহার মাতা পিতা (পুত্রের প্রতি) এইরূপ শুভেচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন। অথবা কোন্ দেবতার, কোন্ ঋষির, কোন্ ব্রাহ্মণের অন্তরে এইরূপ হিত কামনা পোষিত হয়?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৪। তেষামেব চ সত্ত্বা নাং স্বার্থে 'প্যেষ মনোরথঃ।
নো ত্পন্ন পূর্বঃ স্বপ্নে 'পি পরার্থে সংভবঃ কুতঃ।।

এরূপ শুভ বাসনা সে-সব প্রাণীর অন্তরে নিজের হিতের জন্যও স্বপ্নেও জাগ্রত হয় নাই। অপরের জন্য হিত-চিন্তা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে?

২৫। সত্ত্ব-রত্ন বিশেষো 'য়মপূর্বো জায়তে কথং।
যত্‌ পরার্থাশয়ো 'ন্যেষাং ন স্বার্থে 'প্যুপজায়তে।।

এরূপ রত্ন-তুল্য জীবের জন্ম কিরূপে সম্ভব? যিনি পরার্থে যত চিন্তা করেন, অন্যেরা স্বার্থের জন্যও তত চিন্তা করেন না।

২৬। জগদানন্দ বীজস্য জগদ্‌ দুঃখৌষধস্য চ।
চিত্ত রত্নস্য যত্‌ পুণ্যং তত্‌ কথং হি প্রমীয়তাং।।

যাহা জগতের (সর্ববিধ) আনন্দের হেতু, যাহা জাগতিক (অসীম) দুঃখের মহৌষধ—সেই বোধিচিত্ত রূপ রত্নের যে পুণ্য, তাহার সীমা নির্ধারণ কিরূপে সম্ভব?

২৭। হিতাশংসন মাত্রেন বুদ্ধ-পূজা বিশিষ্যতে।
কিং পুনঃ সর্ব সত্ত্বানাং সর্ব সৌখ্যার্থ মুত্থমাত্‌।।

'সর্ব জীবের জন্য বুদ্ধ হইব'—শুধু এই হিতাকাঙ্ক্ষাই বুদ্ধ-পূজা অপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর সর্ব জীবের (সর্ব দুঃখের অবসান করিয়া) সকল জীবকে সকল সুখের অধিকারী করিয়া তোলার প্রযত্নে যে অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে আর বলিবার কি আছে।

২৮। দুঃখ মেবাভি ধাবন্তি দুঃখ নিঃসরণা শয়া।
সুখেচ্ছয়ৈব সংমোহাত্‌ স্বসুখং ঘ্নন্তি শত্রুবত্‌।।

দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে গিয়াও জীব দুঃখের পিছনেই ধাবিত হয়। সুখ প্রত্যাশায় মোহের তাড়নায় তাহারা শত্রুর ন্যায় আপন সুখকে ধ্বংস করে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৯। যস্তেষাং সুখরং কানাং পীড়িতা নামনেকশঃ।
তৃপ্তিং সর্ব সুখৈঃ কুর্যাত্ সর্বা পীড়া শ্ছিনত্তি চশ।

৩০। নাশয়ত্যাপি সংমোহং সাধুস্তেন সমঃ কুতঃ।
কুতো বা তাদৃশং মিত্রং পুণ্যং বা তাদৃশং কুতঃ।।

যিনি, সুখাকাঙ্ক্ষী সেই অনেক প্রকার দুঃখ-পীড়ায় পীড়িত লোকদিগকে সর্ব প্রকার সুখে তৃপ্ত করেন, তাহাদের সর্ব প্রকার দুঃখ-পীড়া দূর করেন, তাহাদের অজ্ঞানতা নাশ করেন ; তাঁহার তুল্য সাধু, তাঁহার তুল্য মিত্র, তাঁহার পুণ্য তুল্য পুণ্য কোথায় ?

৩১। কৃতে যঃ প্রতি কুর্বীত শে' পি তাবত্ প্রশস্যতে।
অব্যা পারিত সাধুস্তু বোধিসত্ত্বঃ কিমুচ্যতাং।।

যে ব্যক্তি উপকার করিলে প্রত্যুপকার করে, তাহাকে লোকে প্রশংসা করে। আর অযাচিত মিত্র বোধিসত্ত্বের বিষয় কি বলিবার আছে ?

৩২। কতিপয় জন-সত্র-দায়কঃ কুশল কৃদিত্যভি পূজ্যতে জনৈঃ।
ক্ষণ মশনকমাত্র দানতঃ সপরিভবং দিবসার্ধয়া পনাত্।।

কতিপয় ব্যক্তিকে কোন কোন সময় তিরস্কারের সহিত অর্ধ দিবস যাপনোপযোগী কদর্য আহার দান করিলে যদি অন্নসত্র-দাতা পুণ্যাত্মা বলিয়া জনগণ পূজা করিয়া থাকে ?

৩৩। কিমু নিরবধি সত্ত্ব সংখ্যয়া নিরবধি কাল মনু প্রয়চ্ছতঃ।
গগন জন পরিক্ষয়া ক্ষয়ং সকল মনোরথ সংপ্রপূরণং।।

তবে অনন্ত আকাশে অসংখ্য অপ্রমেয় প্রাণিগণের স্থিতি-কাল পর্যন্ত অক্ষয় নিরবধি সর্ব মনোরথ পরিপূরক অক্ষয় বস্তুর প্রদাতা বোধিসত্ত্বের সম্পর্কে আর কি বলিব ?

৩৪। ইতি সত্রপতৌ জিনস্য পুত্রে কলুষং স্বে হৃদয়ে করোতি যশ্চ।
কলুষোদয় সংখ্যয়া স কল্পান নরকেষ্বা বসতীতি নাথ আহ।

এইরূপ দানপতি বুদ্ধ-পুত্রের প্রতি যে ব্যক্তি আপনার অন্তরে অনিষ্ট চিন্তা পোষণ করে, সে-ব্যক্তিকে তত কল্প পর্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়, যতক্ষণ তাঁহার অন্তরে ঐ পাপ চিন্তা স্থায়ী হয়।

৩৫। অথ যস্য মনঃ প্রসাদমেতি প্রসবেত্তস্য ততো' ধিকং ফলং।
মহতা হি বলেন পাপ কর্ম জিন পুত্রেষু শুভং ত্বযত্নতঃ ॥

অতঃপর, যাহার চিত্তে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহার পূর্ব পরিমাণ পাপ অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। বলবত্তর পাপের প্রভাবেই বুদ্ধ-পুত্রের প্রতি পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রতি পুণ্যানুষ্ঠান সহজেই করা যায়।

৩৬। তেষাং শরীরানি নমস্করোমি,
যত্রোদিতং তদ্বর চিত্ত রত্নং।
যত্রাপকরো 'পি সুখানু বন্ধী,
সুখা করাং স্তান্ শরণং প্রয়ামি ॥

যাঁদের অন্তরে এই শ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপ বোধিচিত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আমি তাঁহাদের শরীরকে প্রণাম করিতেছি। অপকার করিলেও যাঁহাদের থেকে আনন্দই পাওয়া যায়। আমি সেই আনন্দের আকর বোধিসত্ত্বগণের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাপ-দেশনা

১। তচ্চিত্ত রত্ন গ্রহণার সম্যক পূজাং করোম্যেষ তথাগতানাং।
সদ্ধর্ম্ম রত্নস্য চ নির্মলস্য বুদ্ধাত্মজানাং চ গুণোদধীনাং।।

সেই বোধি-চিত্ত-রত্ন গ্রহণ করিবার জন্য তথাগতগণ, নির্মল স্বধর্ম-রত্ন এবং গুণ-সাগর বুদ্ধ-পুত্রগণকে পূজা করিতেছি।

২। যাবন্তি পুষ্পানি ফলানি চৈব ভৈষজ্য জাতানি চ যানি সন্তি।
রত্নানি যাবন্তি চ সন্তি লোকে জলানি চ স্বচ্ছ মনোরমানি।।

এই জগতে যত প্রকার ফুল আছে, ফল আছে, এবং যত প্রকার ঔষধি আছে, যত প্রকার স্বচ্ছ ও মনোরম রত্ন আছে এবং যত প্রকার পানীয় আছে;

৩। মহীধরা রত্নময়া স্তথান্যো বন প্রদেশাশ্চ বিবেক রম্যাঃ।
লতাঃ সুপুষ্পাভরণোজ্জ্বলাশ্চ দ্রুমাশ্চ যে সৎ্‌ফল নম্র শাখাঃ।।

এবং যত রত্নময় পর্বত, যত বিবেকানুকুল বন-প্রদেশ পুষ্পাভরণ হইতে উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর যত লতা এবং উত্তম ফলনমিত শাখা বিশিষ্ট যত বৃক্ষ আছে;

৪। দেবাদি লোকেষু চ গন্ধ ধূপা কল্পদ্রুমা রত্নময়াশ্চ বৃক্ষাঃ।
সবাংশি চাম্ভোরুহ ভূষণানি হংস স্বনাত্যন্ত মনোহরানি।।

দেবলোকে ও অন্যত্র যত গন্ধ দ্রব্য আছে, কল্পবৃক্ষ ও রত্নময় যত বৃক্ষ আছে, যত কমল শোভিতা, হংস-কুজন মুখর অতিশয় মনোরম যত সরোবর আছে;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। অকৃষ্ট জাতানি চ শস্য জাতান্য ন্যানিচ বা পূজ্য বিভূষণানি।
আকাশ ধাতু প্রসরাবধীনি সর্বান্য পীমান্য পরি গ্রহানি।

আপনা আপনি উৎপন্ন যত প্রকার শস্যাদি, অথবা আকাশ ধাতুর ব্যাপ্তি পর্যন্ত পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজনের যত প্রকার পূজোপকরণ পদার্থ রহিয়াছে, তৎ সমগ্র যদি অন্যের পরিগৃহীত না হয়;

৬। আদায় বুদ্ধ্যা মুনি পুংগ বেভ্যো নির্যাতয়া ম্যেষ সপুত্র কেভ্যঃ।
গৃহ্ণন্তু তম্মে বরদক্ষিণীয়ো মহাকৃপা মামনু কম্পমানা।।

তাহা হইলে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী মনো-কল্পনায় আহরণ করিয়া পুত্রগণসহ মুনি পুঙ্গবগণের প্রতি উৎসর্গ করিতেছি। হে পরম দক্ষিণার পাত্র মহা কারুনিকগণ! আমার প্রতি কৃপা-পরবশচিত্তে আমার এই সব উপহার গ্রহণ কর।

৭। অপুণ্য বানস্মি মহাদরিদ্রঃ পূজার্থ মন্যম্মম নাস্তি কিংচিত্।
অতো সমার্থায় পরার্থ-চিত্তা গৃহ্ণন্তু নাথা ইদমাত্মশক্ত্যা।।

আমি বড় অপুণ্যবান, আমি বড় গরীব। পূজোপকরণ নামে আমার কাছে কিছুই নাই। অতএব, হে পর হিতব্রতী প্রভো! আসল শক্তির মাধ্যমে আমার কল্যাণ স্বীকার কর।

৮। দদামি চাত্মানমহং জিনেভ্যঃ সর্বেন সর্বং চ তদাত্ম জেভ্যঃ।
পরিগ্রহং মে কুরুতাগ্র সত্ত্বা যুষ্মাস্বু দাসত্ব মুপৈসি ভক্ত্যা।।

আমি বুদ্ধ ও বুদ্ধ-পুত্রগণের প্রতি সর্ব প্রকারে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতেছি। হে অগ্র সত্ত্বগণ! আমাকে স্বীকার কর। আমি ভক্তির সহিত তোমাদের দাসত্ব বরণ করিতেছি।

৯। পরিগ্রহেনাস্মি ভবত্কৃতেন নির্ভীর্ভবে সত্ত্ব-হিতং করোমি।
পূর্বং চ পাপং সমতিক্রম্যমি নান্যচ্চ পাপং প্রকরোমি ভূয়ঃ।।

তোমরা অভয় দানপূর্বক স্বীকার করিলে আমি নির্ভীক

হইয়া জীব কল্যাণ সাধন করিব। পূর্বের পাপ ছাড়িয়া দিব এবং পুনরায় পাপ কর্মে লিপ্ত হইব না।

১০। রত্নোজ্জ্বল স্তম্ভ মনোরমেষু মুক্তাময়োদ্ ভাসি বিতানকেষু।
স্বচ্ছোজ্জ্বল স্ফাটিক কুট্টিমেষু সুগন্ধিষু স্নান গৃহেষু তেষু ।।

দেদীপ্যমান ও মনোরম রত্নময় স্তম্ভ-যুক্ত, মুক্তা-খচিত ভাস্বর বিতানোত্তোলিত, স্বচ্ছ ও শ্বেত স্ফাটিকের কুট্টিম-সমন্বিত সুগন্ধময় স্নানাগারে;

১১। মনজ্ঞ গন্ধোদক পুষ্প পূর্ণৈঃ কুম্ভৈর্মহা রত্ন ময়ৈরনে কৈঃ।
স্নানং করোম্যেষ তথাগতানাং তদাত্মজানাং চ সগীত বাদ্যং ।।

আমি তথাগত ও তাঁহাদের আত্মজগণকে সুগন্ধযুক্ত জন ও মনোজ্ঞ পুষ্পপূর্ণ মহারত্নময় শত শত কলস দ্বারা গীত-বাদ্য সহকারে স্নান করাইতেছি।

১২। প্রধূপি তৈর্ধৌত মলৈ রতুল্যৈ র্বস্ত্রৈশ্চ তেষাং তনু মুন্মৃষামি।
ততঃ সুরক্তানি সুধূপিতানি দদামি তেভ্যো বরচীবরানি ।।

ধূপগন্ধযুক্ত, ধৌত, নির্মল অতুল্য কাপড় দ্বারা তাঁহাদের শরীর মার্জ্জন করিতেছি এবং পুনরায় সুরক্ত, সুগন্ধি ও উত্তম চীবর তাহাদিগকে দান করিতেছি।

১৩। দিব্যৈ র্মৃদু শ্লক্ষ্ণ বিচিত্র শোভৈ-র্বস্ত্রৈরলঙ্কার বরৈশ্চ তৈ স্তৈঃ।
সমন্ত ভদ্রাজিত মংজু ঘোষ লোকেশ্বরা দীনপি মণ্ডয়ামি ।।

দিব্য, কোমল, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দ্বারা সমন্ত ভদ্র, অজিত, মঞ্জ ঘোষ এবং লোকেশ্বর প্রভৃতি বোধিসত্ত্বদিগকে বিভূষিত করিতেছি।

১৪। সর্বত্রি সাহস্র বিসারি গন্ধৈ গন্ধোত্তমৈস্তান নুলে পয়ামি।
সুত্তপ্ত সুন্মৃষ্ট সুধৌত হেম প্রভোজ্জ্বলান্ সর্ব মুনীন্দ্র কায়ান্ ।।

সমস্ত মুনিন্দ্রগণের সুতপ্ত সুমার্জ্জিত সুধৌত স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি সম দেহে সমগ্র বিশ্ব-প্রসারি সুবাসযুক্ত উত্তম গন্ধ-দ্রব্য লেপন করিতেছি।

১৫। মান্দার বেন্দীবর মল্লিকাদ্যৈঃ সর্বৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মনোজ্ঞৈঃ।
অভ্যর্চয়াম্যর্চ্যতমান্ মুনীন্দ্রান্ স্রগ্‌ভিশ্চ সংস্থান মনোরমা ভিঃ॥

মান্দারব, উৎপন এবং মল্লিকাদি সর্ব প্রকার সুগন্ধি, মনোরম পুষ্প দ্বারা এবং সুন্দরভাবে গ্রথিত পুষ্পমালা দ্বারা পরম পূজনীয় মুনীন্দ্রগণের পূজা করিতেছি।

১৬। স্ফীত স্ফুরদ্ গন্ধ মনোরমৈশ্চ তান্ধূপ মেঘৈরূপ ধূপায়ামি।
ভোজ্যৈশ্চ খাদ্যৈ বিবিধৈশ্চ পেয়ৈস্তেভ্যো নিবেদ্যং চ নিবেদয়ামি॥

স্ফীত দীপ্ত ধূপ-মেঘ দ্বারা তাঁহাদিগকে ধূপায়িত করিতেছি যাহা আপনাআপনি উৎপন্ন নির্মল গন্ধ মনকে রমিত করে এবং বিবিধ খাদ্য, ভোজ্য ও পানীয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যে নিবেদন করিতেছি।

১৭। রত্ন প্রদীপাংশ্চ নিবেদয়ামি সুবর্ণ পদ্মেষু নিবিষ্ট পংক্তী নং।
গন্ধো পলিপ্তেষু চ কুট্টিমেষু কিরামি পুষ্প প্রকরান্ মনোজ্ঞান্॥

সুবর্ণ ফসলের উপরিস্থিত পংক্তিরূপে সজ্জিত রত্ন-প্রদীপ মালা সমর্পণ করিতেছি এবং সুগন্ধিলিপ্ত কুট্টিমে মনোহর পুষ্পসমূহ বিকীর্ণ করিতেছি।

১৮। প্রলম্বমুক্তা মণি হার শোভানা ভাস্বরান্ দিগ্‌মুখ মণ্ডনাং স্তান্।
বিমান মেঘান্ স্তুতি গীত রম্যান্ মৈত্রীময়ে ভ্যো'পি নিবেদয়ামি॥

প্রলম্বমান মুক্তামনির হার শোভিত, চমকিত, দিগ্‌মুখ বিভূষণকারী, স্তুতি ও গীতে রমণীয় বিমান-(মন্দির) সমূহ মৈত্রীময় বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বগণকে নিবেদন করিতেছি।

১৯। সুবর্ণদণ্ডৈঃ কমনীয় রূপৈঃ সংসক্ত মুক্তানি সমুচ্ছ্রিতানি।
প্রধারয়াম্যষ মহামুনীনাং রত্নাত পত্রাক্ষতি শোভনানি॥

সুবর্ণ দণ্ড-যুক্ত, মনোহর রূপবিশিষ্ট, মুক্তা-খচিত, অতি রমনীয় উত্তোলিত, রত্নময় ছত্র মহামুনিগণের উপর ধারণ করিতেছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২০। অতঃপরং প্রতিষ্টন্তাং পূজা মেঘা মনোরমাঃ।
তুর্য সংগীতি মেঘাশ্চ সর্বসত্ত্ব প্রহর্ষণাঃ।।

অতঃপর মনোরম পূজারাশি এবং সকল জীবের আনন্দ-দায়ক নৃত্য-গীত-বাদিত্র প্রবর্তিত হউক।

২১। সর্ব সদ্ধর্ম রত্নেষু চৈত্যেষু প্রতিমাষু চ।।
পুষ্প রত্নানি বর্ষাশ্চ প্রবর্তন্তাং নিরন্তরং।

সম্পূর্ণ সদ্ধর্ম-রত্ন, স্তূপ এবং প্রতিমাসমূহের উপর নিরন্তর পুষ্প রত্নাদি বর্ষণ প্রবর্তিত হউক।

২২। মংজুঘোষ প্রভৃতয়ঃ পূজয়ন্তি যথা জিনান্।
তথা তথাগতান্ নাথান্ সপুত্রান্ পূজয়াম্যহং।

মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ যেভাবে বুদ্ধ বচনের পূজা করেন, সেইভাবে পুত্রগণসহ প্রভু তথাগতগণকে আমি পূজা করিতেছি।

২৩। স্বরাংগ সাগরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তৌমি চাহং গুণোদধীন্।
স্তুতি সংগীতি মেঘাশ্চ সংভবন্ত্বেষনন্যথা।।

স্বর-সমুদ্র-রূপ স্তোত্র দ্বারা আমি সেই গুণ-সমুদ্র (বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব) গণের স্তুতি করিতেছি। এক্ষেত্রে আমার ভাবনানুরূপ স্তুতি-গীতিসমূহ উৎপন্ন হউক।

২৪। সর্বক্ষেত্রানু সংখ্যৈশ্চ প্রণামৈঃ প্রণমাম্য হং।
সর্বত্র্যধ্বগতান্ বুদ্ধান্ সহ ধর্ম গণোত্তমান্।।

অতীত অনাগত-বর্তমান বুদ্ধগণকে, উত্তম ধর্ম ও সঙ্ঘের সহিত সর্ব বুদ্ধক্ষেত্রের যত পরমাণু আছে, আমি ততবার নমস্কার করিতেছি।

২৫। সর্ব চৈত্যানি বন্দেহং বোধিসত্ত্বাশ্রয়াং স্তথা।
নমঃ করোম্যু পাধ্যায়ান্ অভিবন্দ্যান্ যতীং স্তথা।।

সমস্ত চৈত্য ও বোধিসত্ত্ব-মন্দির বন্দনা করিতেছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উপাধ্যায় ও অভিবাদনযোগ্য যতি (তপস্বী) গণকে নমস্কার করিতেছি।

২৬। বুদ্ধং গচ্ছামি শরণং যাবদা বোধি মণ্ডতঃ।
ধর্ম্মং গচ্ছামি শরণং, বোধিসত্ত্বগণং তথা।

সম্বোধি লাভ করিতে যতকাল প্রয়োজন, ততকালের জন্য আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ধর্ম ও বোধিসত্ত্বগণের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

২৭। বিজ্ঞাপয়ামি সংবুদ্ধান্ সর্ব দিক্ষু ব্যবস্থিতান্।
মহাকারু নিকাংশ্চাপি বোধিসত্ত্বান্ কৃতাংজলিঃ।।

সর্বদিকে অবস্থিত মহাকারুনিক সম্বুদ্ধ ও বোধি সত্ত্বগণের নিকট অঞ্জুলিবদ্ধ হইয়া নিবেদন করিতেছি।

২৮। অনাদি সতি সংসারে জন্মন্য ত্রৈব বা পুনঃ।
যন্ময়া পশুনা পাপং কৃতং কারিত মেব বা।।

২৯। যচ্চানু মোদিতং কিংচিদাত্ম খাতায় মোহিতঃ।
তদত্যয়ং দেশয়ামি পশ্চাত্তাপেন তাপিতঃ।।

অনাদি সংসারে, জন্ম-জন্মান্তরে বা ইহজীবনে পশুর মত আমি যে পাপ করিয়াছি অথবা অন্য দ্বারা পাপ করাইয়াছি; মোহবশে আত্ম বিনাশের জন্য যে পাপ অনুমোদন করিয়াছি, সেই অপরাধের অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া আজ সেই সমস্ত অপরাধ স্খালন করিতেছি।

৩০। রত্ন-ত্রয়ে 'পকারো যো মাতা পিতৃষু বা ময়া।
গুরুধন্যেষু বা ক্ষেপাত্ কায় বাগ্বুদ্ধিভিঃ কৃতঃ।।

৩১। অনৈক দোষ দুষ্টেন ময়া পাপেন নায়কাঃ।
যত্ কৃতং দারুণং পাপং তত্ সর্বং দেশয়াম্যহং।।

ত্রিরত্নের প্রতি, মাতা-পিতার প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি মোহবশে কায়মনোবাক্যে যে সকল অপরাধ করিয়াছি,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(অথবা জানিয়া শুনিয়া) অনেক দোষে দোষিত হইয়া দারুণ পাপ করিয়াছি, আমি পাপী। হে নায়কগণ! আজ সমস্ত পাপ স্খালন করিয়াছি।

৩২। কথং চ নিঃসরাম্য স্মান্নিত্যো দ্বি গ্নো'স্মি নায়কাঃ।
মা ভূন্মে মৃত্যুর চিরাদক্ষীণে পাপ সংচয়ে ॥

কিরূপে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইব? তজ্জন্য সর্বদা আমি উদ্বিগ্ন। হে নায়কগণ! পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সত্বর যেন আমার মৃত্যু না হয়।

৩৩। কথং চ নিঃসরাম্য স্মাৎ পরিত্রায়ত সত্বরং।
মা মমাক্ষীণ পাপস্য মরণং শীঘ্র মেষ্যতি ॥

শীঘ্র পরিত্রাণ কর, এই পাপ হইতে কেমন করিয়া আমি উদ্ধার পাইব? পাপ ক্ষয় না হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।

৩৪। কৃতাকৃতা পরীক্ষো' য়ং মৃত্যুর্বিশ্রব্ধ ঘাতকঃ।
স্বস্থা স্বস্থৈর বিশ্বাস্য আকস্মিক মহা শনিঃ ॥

এই মৃত্যু বিশ্বাসঘাতক। ইহা কখনও লক্ষ্য করে না যে কোন্ কর্তব্য সম্পাদিত হইল কিংবা কোন্ কর্তব্য সম্পাদিত হইল না? ইহাকে সুস্থ-অসুস্থ কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। সে আকস্মিক পতনোন্মুখ মহা বজ্র সদৃশ (যাহা তাহার উপর আসিয়া পড়ে)।

৩৫। প্রিয়াপ্রিয় নিমিত্তেন পাপং কৃত মনেকধা।
সর্ব মুত সৃজ্য গন্তব্য মিতি ন জ্ঞাত মীদৃশং ॥

প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়কে উপলক্ষ করিয়া আমি অনেক পাপ কার্য করিয়াছি; অথচ, মূর্খ আমি এতটুকু ভাবি নাই যে এই প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই একদিন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩৬। অপ্রিয়া ন ভবিষ্যন্তি প্রিয়ো মে ন ভবিষ্যতি।
অহং চ ন ভবিষ্যামি সর্ব চ ন ভবিষ্যতি ॥

আমার প্রিয় থাকিবে না, অপ্রিয় থাকিবে না, আমি থাকিব না, এই সবের কেহই থাকিবে না।

৩৭। তত্ত তস্মরণতাং যাতি যত্ত দ্ব স্বনুভূয়তে।
স্বপ্নানুভূত বত্‌পসর্বং গতং ন পুনরীক্ষ্যতে ॥

স্বপ্নে অনুভূত কোন বিষয় যেমন চিরকালের জন্য মুছিয়া যায়, পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ যে যে বস্তু অনুভব করি, সেই সেই বস্তুর স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। (কিন্তু অনুভূত বস্তু চিরকালের মত চলিয়া যায়)।

৩৮। ইহৈব তিষ্ঠত স্তাবদ্ধ গতা নৈকে প্রিয়া প্রিয়াঃ।
তন্নিমিত্তং তু যত্‌পাপং তত্‌ স্থিতং ঘোর মগ্রতঃ ॥

এই জগতে থাকিতে থাকিতেই অনেক প্রিয় অপ্রিয় ব্যক্তি (মৃত্যুর কবলে) চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে পাপ করিয়াছি—তাহা ভীষণাকারে আমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান।

৩৯। এবমাগন্তুকো 'স্মীতি ন ময়া প্রত্য বেক্ষিতং।
মোহানুনয় বিদ্বেষৈঃ কৃতং পাপে মনেকধা ॥

এই কথা কখনও ভাবিয়া আমি দেখি নাই যে আমি এখানে ক্ষণকালের এক আগন্তুক মাত্র। হায়, মোহ, স্নেহ ও বিদ্বেষ বশতঃ অনেক পাপ কর্ম যে সম্পাদন করিয়াছি।

৪০। রাত্রিং দিবস বিশ্রাম মায়ুষো বর্ধতে ব্যয়ঃ।
আয়স্য চাগমো নাস্তি ন মরিষ্যামি কিং হ্যহং ॥

দিনরাত অবিরাম আয়ু-ক্ষয় বাড়িয়া যাইতেছে, কোন দিকেই আয় হইতেছে না। কেন আমার মৃত্যু হইবে না?

৪১। ইহ শয্যাগতেনা পি বন্ধু মধ্যে 'পি' তিষ্ঠতা।
ময়ৈবৈকেন সোঢ়ব্যা মর্ম-চ্ছেদাদি বেদনা ॥

এই জগতে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বেষ্টিত থাকিলেও, শয্যার মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও (মৃত্যুকালে) মর্ম-চ্ছেদ্রাদি দুঃখ-বেদনা আমার একাকীই সহ্য করিতে হইবে।

৪২। যমদূতৈ গৃহীতস্য কুতো বন্ধুঃ কুতঃ সুহৃত্।
পুণ্য মেকং তদা ত্রাণং ময়া তচ্চন সেবিতং ॥

যমদূত দ্বারা যখন আক্রান্ত হইব, তখন বন্ধুই কোথায় থাকিবে, বান্ধবই বা কোথায় পাইব? তখন আমার একমাত্র আশ্রয়—পুণ্য ; আমি সেই পুণ্যই সঞ্চয় করি নাই।

৪৩। অনিত্য জীবিতা সঙ্গাদিদং ভয়মজানতো।
প্রমত্তেন ময়া নাথা বহু পাপমুপার্জিতং ॥

হে নাথ! এই ভয়ের কথা না জানিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের প্রতি আসক্তিবশতঃ প্রমত্ত হইয়া আমি বহু পাপ উপার্জন করিয়াছি।

৪৪। অঙ্গচ্ছেদার্থ মপ্যত্ব নীয়মানো বিশুষ্যতি।
পিপাসিত দীন দৃষ্টিরন্য দেবেক্ষতে জগত্ ॥

আজ সামান্য অঙ্গচ্ছেদের জন্য যদি কোন অপরাধীকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহার প্রাণ বিশুষ্ক হইয়া যায়। সে পিপাসিত হইয়া পড়ে এবং করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া জগতকে বিপরীতভাবে দর্শন করে।

৪৫। কিং পুনর্ভৈর বাকা রৈর্যম দূতৈ রধিষ্ঠিতঃ।
মহা ত্রাস জ্বর গ্রস্তঃ পুরীষোতসর্গ বেষ্টিতঃ ॥

৪৬। কাতরৈ দৃষ্টি পাতৈশ্চ ত্রানান্বেষী চতুর্দিশং
কো মে মহা ভয়াদস্মাত্ সাধুত্রাণং ভবিষ্যতি ॥

৪৭। ত্রাণ-শূন্যা দিসো দৃষ্ট্বা পুনঃ সংমোহমাগতঃ।
তদাহং কিং করিষ্যামি তস্মিন্ স্থনে মহাভয়ে ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আর, ভয়ঙ্করাকৃতি যমদূতগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, মহাভয় স্বরূপ জ্বর-গ্রস্ত, মল-মূত্রে লিপ্ত হইলে যখন আমি করুণ দৃষ্টিতে চারিদিকে আশ্রয় অন্বেষণ করিব। তখন কোন্ সাধু পুরুষ মহা ভয়ের মধ্যে আমাকে আশ্রয় দিবে—এই কথা চিন্তা করিতে করিতে দিক-সমূহ আশ্রয় শূন্য দেখিয়া যখন মূর্ছিত হইব, তখন মহাভয়ের স্থানে আমি কি উপায় করিব ?

৪৮। অদ্যৈব শরণং যামি জগন্নাথান্ মহাবলান্।
জগদ্রক্ষার্থ মুদ্যুক্তান্ সর্ব ত্রাসহরান্ জিনান্ ।।

জগত রক্ষায় উদ্যত, সর্ব ভয়-হরণকারী, মহাশক্তিমান জিনগণের অদ্যই আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

৪৯। তৈশ্চাপ্যধিগতং ধর্ম্মং সংসার ভয় না শানং।
শরণং যামি ভাবেন বোধিসত্ত্বগণং তথা ।।

জগতের সর্ববিধ ভয়নাশক তাঁহাদের (বুদ্ধগণের) উপলব্ধ সেই ধর্ম এবং বোধিসত্ত্বগণের শরণ অতীব ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতেছি।

৫০। সমন্ত ভদ্রায়াত্মানং দদামি ভয়-বিহ্বলঃ।
পুনশ্চ মঞ্জুঘোষায় দদাম্যাত্মান মাত্মনা ।।

ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমি সমন্ত-ভদ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং স্বেচ্ছায় মঞ্জুঘোষের কাছে আত্মদান করিতেছি।

৫১। তং চাবলোকিতং নাথং কৃপা ব্যাকুল চারিণং।
বিরৌম্যার্ত রবং ভীতঃ স মাং রক্ষতু পাপিণং ।।

করুণা-ব্যাকুল চিত্তে বিচরণকারী সেই প্রভু অবলোকিতেশ্বরকে আমি ভয়-ভীত হইয়া আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছি। তিনি এই পাপী আমাকে রক্ষা করুন।

৫২। আর্য্যমাকাশ গর্ভং চ ক্ষিতি গর্ভং চ ভাবতঃ।
সর্বান্ মহা কৃপাংশ্চাপি ত্রাণান্বেষী বিরৌম্যহং ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ত্রাণাংেষী হইয়া অন্তরের সহিত আমি আকাশ-গর্ভ তথা ক্ষিতি-গর্ভ (নামক দুইজন পৌরাণিক বোধিসত্ত্ব) এবং সমস্ত মহা কারুণিক বোধিসত্ত্বগণকে আহ্বান করিতেছি।

৫৩। যং দৃষ্ট্বৈব চ সংত্রস্তাঃ পলায়ন্তে চতুর্দিশং।
যমদূত তাদযো দুষ্টাস্তং নমস্যামি বজ্রিণং॥

যাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র যমদূত প্রভৃতি দুষ্ট ব্যক্তি ভীত চিত্তে চারিদিকে পলায়ন করে, সেই বজ্রীগণকে আমি নমস্কার করি।

৫৪। অতীত্য যুষ্মদ্বচনং সাংপ্রতং ভয় দর্শনাত্।
শরণং যামি বোভীতো ভয়ং নাশয়ত দ্রুতং॥

তোমাদের কথা রক্ষা না করিয়া এখন ভয় দেখিয়া আমি ভীত। আমি তোমাদের শরণ করিতেছি। শীঘ্র আমার ভয় দূর কর।

৫৫। ইত্বর ব্যাধি ভীতো 'পি বৈদ্য বাক্যং ন লঙ্ঘয়েত্।
কিমু ব্যাধি শর্তৈগ্রস্ত শ্চতুভি শ্চতুরুত্ত রৈঃ॥

ক্ষণিক ব্যাধির ভয়ে হইয়াও কেহ বৈদ্যবাক্য লংঘন করে না। চতুর্দিক চারিশত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কথাই বা কি?

৫৬। একে না পি যতঃ সর্বে জম্বুদ্বীপ গতা নবাঃ।
নশ্যান্তি যেষাং ভৈষজ্যং সর্বদিক্ষুণ বিদ্যতে॥

এরূপ ব্যাধি বিদ্যমান আছে, যাহার ঔষধ বা চিকিৎসা জগতের কোন দিকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ একমাত্র ব্যাধিতেই জম্বুদ্বীপের ভারত উপমহাদেশের সকল লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে।

৫৭। তত্র সর্বজ্ঞ বৈদ্যস্য সর্ব শল্যাপহারিণঃ।
বাক্য মুল্লংঘয়ামীতি ধিগ্ মামত্যন্ত মোহিতং॥

এরূপ কারণ সত্ত্বেও, সর্ব শল্য হরণকারী সর্বজ্ঞ বৈদ্যের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কথা আমি লঙ্ঘন করি। আমি মহামূঢ়। আমার জীবনকে ধিক্।

৫৮। অত্য প্রমত্তস্তিষ্ঠামি প্রপাতে ষিতরেষ্বপি।
কিমু যোজন সাহস্রে প্রপাতে দীর্ঘ কালিকে ॥

অতীব ছোট-খাট প্রপাত স্থলেও আমি অত্যন্ত সাবধানে বাস করি। আর, সহস্র যোজন গভীর (নরক) প্রপাত, যেখানে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করিতে হয়, তাহার কথাই বা কি?

৫৯। অদ্যৈব মরণং নৈতি ন যুক্তা মে সুখাসিকা।
অবশ্য মেতি সা বেলা ন ভবিষ্যাম্যহং যদা ॥

অদ্যই তো আমার মরণ হইতেছে না। সুখে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে কিছুতেই উচিত হইবে না। যেদিন আমি থাকিব না, সেইদিন আমার অবশ্যই আসিবে।

৬০। অভয়ং কেন মে দত্তং নিঃসরিষ্যামি বা কথং।
অবশ্যং ন ভবিষ্যামি কস্মান্মে সুস্থিতং মনঃ ॥

কে আমাকে অভয় প্রদান করিয়াছে। আমি কিরূপে উদ্ধার লাভ করিব? অবশ্যই আমি এখানে থাকিব না। অথচ আমার মন কিরূপে সুস্থির রহিল?

৬১। পূর্বানুভূত নষ্টেভ্যঃ কিং মে সারমবস্থিতং।
যেষু মে 'ভি নিবিষ্টেন গুরুণাং লংঘিতং বচঃ ॥

পূর্বে যাহা ভোগ করিয়াছি—সে সমস্ত বস্তুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন কোন্ সার পদার্থ আমার অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহার মোহে পড়িয়া আমার গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারি।

৬২। জীব লোকমিমং ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ পরিচিতাংস্তথা ॥
একাকী ক্বাপি যাস্যামি কিংমে সর্বৈঃ প্রিয়া প্রিয়ৈঃ ॥

এই জীবলোক, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সকলকে ত্যাগ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

করিয়া একাকী কোথায় চলিয়া যাইব। অতএব এইসব প্রিয়াপ্রিয় ব্যক্তি দ্বারা আমার কি হইবে ?

৬৩। ইয়সেব তু মে চিন্তা যুক্তা রাত্রিং দিবং সদা।
অশুভান্নিয়তং দুঃখং নিঃ সরেয়ং ততঃ কথং ।।

রাত্রি দিন সর্বদা আমার এই চিন্তা করাই উচিত যে অশুভ কর্মের ফল দুঃখ তাহা সুনিশ্চিত এবং আমি ইহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব ?

৬৪। ময়া বালেন মূঢ়েন যত্ কিংচিত্ পাপ মাচিতং।
প্রকৃত্যা যচ্চ সাবদ্যং প্রজ্ঞপ্ত্যাবদ্যমেব চ ।।

৬৫। তত্ সর্বং দেশয়াম্যেষ নাথা নাম গ্রতঃ স্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলির্দুঃখ ভীতঃ প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ ।।

প্রকৃতি-সাবদ্য (যাহা স্বভাবতঃ নিন্দনীয়। প্রাণি হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কথন প্রভৃতি দুষ্কর্মই প্রকৃতি সাবদ্য) আর প্রজ্ঞপ্তি-সাবদ্য (যাহা নীতি লঙ্ঘন-জনিত নিন্দনীয় কর্ম। বিকাল-ভোজন, আচার ও কামিনী কাঞ্চন পরিগ্রহ ইত্যাদি দুষ্কর্মই প্রজ্ঞপ্তি-সাবদ্য) কর্ম সম্পাদন করিয়া যত বড় পাপ সঞ্চয় করিয়াছি। আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ। আজ দুঃখে বিভ্রান্ত হইয়া আমার প্রভুদের সামনে কৃতাঞ্জলি-পুটে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে (সত্য) প্রকাশ করিতেছি।

৬৬। অত্যযমত্য যত্নেন প্রতি গৃহ্ণন্তু নায়কাঃ।
ন ভদ্রকমিদংনাথা ন কর্ত্তব্যং পুনর্ময়া ।।

হে নায়কগণ। আমার অপরাধকে অপরাধরূপে গ্রহণ কর। হে নাথগণ! আমি আর কখনও এই পাপকর্ম সম্পাদন করিব না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বোধিচিত্ত পরিগ্রহ

১। অপায় দুঃখ বিশ্রামং সর্ব্ব সত্ত্বৈঃ কৃতং শুভং।
অনুমোদে প্রমোদেন সুখং তিষ্ঠন্তু দুঃখিতাঃ।।

বহুকাল নরক-দুঃখ ভোগ করিবার পর অবকাশ লাভকে এবং সমস্ত প্রাণীর শুভকর্ম সম্পাদনকে আমি আনন্দের সহিত অনুমোদন করিতেছি। দুঃখিত প্রাণিগণ সুখী হউক।

২। সংসার দুঃখ নির্মোক্ষ মনুমোদে শরীরিণাং।
বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধত্ব মনুমোদে চ তায়িনাং।।

দেহধারীর সংসার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভকে আমি অনুমোদন করিতেছি। সৎপুরুষগণের বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে আমার পরমানন্দ বোধ হইতেছে।

৩। চিত্তোৎপাদ সমুদ্রাংশ্চ সর্বসত্ত্ব সুখাবহান্।
সর্বসত্ত্ব হিতা ধানাননুমোদে চ শাসিনাং।।

সর্ব জীবের সুখবাহী এবং সর্ব প্রাণীর হিত-সাধনকারী শাসক বোধিসত্ত্বগণের অগাধ সমুদ্র-তুল্য মহান চিত্তোৎপাদনকে আমি অনুমোদন করিতেছি।

৪। সর্বাসু দিক্ষু সংবুদ্ধান্ প্রার্থয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।
ধর্ম-প্রদীপং কুর্বন্তু মোহাদ্ দুঃখ প্রপাতিনাং।।

সর্ব দিকে বিগম ন বুদ্ধগণের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহারা মোহবশে দুঃখ প্রপাতে পতিত, তাহাদের জন্য ধর্ম প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। নির্বাতু কামাংশ্চ জিনান্ যাচয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।
কল্পান নন্তাং স্তিষ্ঠন্তু মা ভূদন্ধ মিদং জগত্ ।।

পরিনির্বাণগামী বুদ্ধগণের নিকট আমি কৃতাঞ্জলিপুটে যাচনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অনন্তকাল পর্যন্ত জগতে অবস্থান করেন এবং জগৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়।

৬। এবং সর্বমিদং কৃত্বা যন্ময়া সাদিতং শুভং।
তেন স্যাং সর্ব সত্ত্বা নাং সর্ব দুঃখ প্রশান্তিকৃত্ ।।

এইরূপে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়া আমি যে-পুণ্য উপার্জন করিলাম, তদ্বারা সমস্ত প্রাণীর সর্ব দুঃখ উপশমিত হউক।

৭। গ্লানানা মস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এব চ।
তদুপস্থায় কশ্চৈব যাবদ্ রোগা পুনর্ভবঃ ।।

ব্যাধি উপশম না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন রোগীদিগের ঔষধ হই, আমি যেন বৈদ্য হই। আমি যেন তাহাদের সেবক হই।

৮। ক্ষুত্ পিপাসা ব্যথাং হন্যামন্ন পান প্রবর্ষনৈঃ।
দুর্ভিক্ষান্তর কল্পেষু ভবেসং পান-ভোজনং।।

অন্ন-পানীয় বর্ষণ (বিতরণ) দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসার ব্যথা যেন মিটাইতে পারি এবং কল্পান্তরের দুর্ভিক্ষের সময় আমি যেন জনগণের পান-ভোজনের কারণ হই।

৯। দরিদ্রাণাং চ সত্ত্বানাং নিধিঃ স্যামহমক্ষয়ঃ।
নানোপকরনাকারৈ রূপ পতিষ্টেয়মগ্রতঃ ।।

দরিদ্র প্রাণিগণের জন্য আমি যেন অক্ষয় ধন-ভাণ্ডার হই এবং নানা প্রকার ব্যবহার্য উপকরণরূপে যেন আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকি।

১০। আত্মভাবাং স্তথা ভোগান্ সর্ব ত্র্যধ্বগতং শুভং।
নিরপেক্ষস্ত্য জাম্যেষ্ সর্ব সত্ত্বার্থ সিদ্ধয়ে ।।

আমার দেহ, ভোগ-সম্পদ এবং অতীত-অনাগত-বর্তমান সর্ব কালের শুভ কর্মের ফল আমি জীব জগতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে উৎসর্গ করিতেছি।

১১। সর্ব ত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থি চ মে মনঃ।
ত্যক্তব্যং চেন্ময়া সর্বংবরং সত্ত্বেষু দীয়তাং।।

সর্ব ত্যাগই নির্বাণ। আমি নির্বাণ-প্রার্থী। অতএব আমার যখন সমস্ত ত্যাগ করা প্রয়োজন, সমস্তই প্রাণিগণকে দান করা শ্রেয়ঃ।

১২। যথা সুখী কৃতশ্চাত্মা ময়ায়ং সর্ব দেহিনাং।
ঘ্নন্তু নিন্দন্তু বা নিত্যামাকিরন্তু চ পাংসুভিঃ।।

সর্বদেহধারী জীবের যাহাতে সকল সুখের উদ্রেক হয়, তজ্জন্য আমার এই দেহ আমি উৎসর্গ করিলাম। তাহারা ইহা করিলে এই দেহ হত্যা করিতে, নিন্দা করিতে কিংবা ইহাতে ধূলি নিপেক্ষ করিতে পারে।

১৩। ক্রীড়ন্তু মম কায়েন হসন্তু বিলসন্তু চ।
দত্তস্তেভ্যো ময়া কায়শ্চিন্তয়া কিংমমানয়া।।

ক্রীড়া, হাস্য, বিলাস ইত্যাদি যাহা খুসী, যাহা তাহাদের সুখকর তাহাই করুক। সমর্পিত এই কায়ের চিন্তায় আমার আর কি প্রয়োজন।

১৪। কারয়ন্তু চ কর্মাণি যানি তেষাং সুখাবহং।
অনর্থঃ কস্যচিন্মা ভূন্মা মালম্ব্য কদাচন।।

যে যে কার্য দ্বারা তাহাদের সুখ লাভ হয়, আমার এই সমর্পিত কায় দ্বারা সেই কার্য করিয়া লউক। আমাকে উপলক্ষ করিয়া যেন কখনও কাহারো অনর্থ না ঘটে।

১৫। যেষাং ক্রুদ্ধা প্রসন্না বা মামালম্ব্য মতির্ভবেত।
তেষাং স এব হেতুঃ স্যান্নিত্যং সর্বার্থ সিদ্ধয়ে।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আমাকে উপলক্ষ করিয়া যাহার চিত্ত ক্রুদ্ধ বা প্রসন্ন হয়, তাঁহাদের এই ক্রুদ্ধতা কিংবা প্রসন্নতাই যেন তাহাদের সর্বদা সর্বার্থ-সিদ্ধির অবলম্বন হয়।

১৬। অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ যে চান্যে 'প্যপকারিণঃ।
উত্প্রাসকাস্তথান্যে 'পি সর্বে স্যুর্বোধি ভাগিনঃ ॥

যাহারা আমাকে মিথ্যা নিন্দায় নিন্দিত করিবে, যাহারা আমার অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, তাহারা এবং অন্যান্য সকলেই যেন সম্বোধি লাভে সক্ষম হয়।

১৭। অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যাত্রিনাং।
পারেপ্সুনাং চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ ॥

আমি অনাথের নাথ। পথিকগণের পথ-প্রদর্শক। পরপারে গমনকারীর নৌকা, সেতু, ভেলা।

১৮। দীপার্থি নামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থি নামহং।
দাসার্থি নামহং দাসো ভবেয়ং সর্ব দেহিনাং ॥

আমি যেন সমগ্র দেহধারী জীবের মধ্যে দীপান্বেষীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা, দাসার্থিগণের দাস হইতে পারি।

১৯। চিন্তামণিভদ্রঘটঃ সিদ্ধ-বিদ্যা মহৌষধিঃ।
ভবেয়ং কল্পবৃক্ষশ্চ কামধেনুশ্চ দেহিনাং ॥

আমি যেন প্রাণিগণের চিন্তামণি, ভদ্রঘট, সিদ্ধ-বিদ্যা, মহৌষধ, কল্পতরু ও কামধেনু হইতে পারি।

২০। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি নিঃশেষাকাশ বাসিনাং।
সত্ত্বা নাম প্রমেয়াণাং যথা ভোগান্য নেকধা ॥

২১। এবমাকাশ নিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোর নেকধা।
ভবেয় মুপজীব্যো 'হং যাবত্সর্বে ন নির্বৃতাঃ ॥

পৃথিবী ধাতু প্রভৃতি মহাভূতসমূহ যেমন অনন্ত আকাশ ব্যাপী অপ্রমেয় প্রাণিগণের নানা প্রকারে ভোগের উপাদান হয়, তেমনি আমিও যেন আকাশব্যাপী জীবলোকের নানারূপ ভোগের উপাদান হই। এই অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, এই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, তাহাদের সকলই নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত আমি নানাভাবে তাহাদের উপজীব্য।

২২। যথা গৃহীতং সুগতৈর্বোধিচিত্তং পুরাতনৈঃ।
তে বোধিসত্ত্ব শিক্ষায়ামানু পূর্বা যথা স্থিতাঃ ॥

২৩। তদ্বদুত্পাদয়াম্যেষ বোধি-চিত্তং জগদ্ধিতে।
তদ্বদেব চ তাঃ শিক্ষাঃ শিক্ষিষ্যামি যথা ক্রমং ॥

যেমন অতীত বুদ্ধগণ বোধি-চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেরূপভাবে বোধি-সত্ত্বগণের শিক্ষা ক্রমশঃ পালন করিয়া ছিলেন; তেমনি জগৎ কল্যাণের জন্য আমিও বোধিচিত্ত গ্রহণপূর্বক সে-রূপ ভাবেই যথাক্রমে শিক্ষার অনুশীলন করিব।

২৪। এবং গৃহীত্বা মতিবান্ বোধি-চিত্তং প্রসাদতঃ।
পুনঃ পুষ্টস্য পুষ্ট্যর্থং চিত্তমেবং প্রহর্ষয়েত্ ॥

এইরূপে ভক্তিসহকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোধিচিত্ত গ্রহণপূর্বক পূর্ব সঙ্কল্পকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করার জন্য এইভাবে চিত্তকে আনন্দিত করিবে।

২৫। অদ্য মে সফলং জন্ম সুলব্ধো মানুষো ভবঃ।
অদ্য বুদ্ধকুলে জাতো বুদ্ধ-পুত্রো 'স্মি সাংপ্রতং ॥

আমার জন্ম আজ সফল হইয়াছে। মানুষকুলে জন্মলাভ সার্থক হইয়াছে। বুদ্ধবংশে আমি আজ জন্ম পরিগ্রহ করিলাম। আজ হইতে আমি বুদ্ধ-পুত্র।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৬। তথাধুনা ময়া কার্য্যং স্বকুলোচিত কারিণাং।
নির্মলস্য কুলস্যাস্য কলংকো ন ভবেত্তথা ॥

আপন কুলের কুলোচিত সদাচার সম্পাদনাকারীর ন্যায় আজ আমাকে কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, যাহাতে এই নির্মল কুলের কলঙ্ক না হয়।

২৭। অন্ধঃ সংসার কুটেভ্যো যথা রত্নমবা প্নুয়াত্।
তথা কথং চিদপ্যেতদ্ বোধি-চিত্তং মমোদিতং ॥

অন্ধ যেভাবে আবর্জনা স্তুপ হইতে রত্নলাভ করে, সেভাবে কোনও রকমে আমার মধ্যে এই বোধিচিত্ত উদিত হইয়াছে।

২৮। জগন্মৃত্যু বিনাশায় জাতমেত দ্রসায়নং।
জগদ্দারিদ্রয়শমণং নিধান মিদমক্ষয়ং ॥

এই বোধিচিত্ত এক রসায়ন বিশেষ। জগতের মৃত্যু রোধের জন্য ইহার উৎপত্তি। সমগ্র জগতের দরিদ্রতা মোচনের জন্য ইহা অক্ষয় নিধি।

২৯। জগদ্ব্যাধি প্রশমনং ভৈষজ্য মিদ মুত্তমং।
ভবাধ্ব ভ্রমণ শ্রান্ত জগদ্বিশ্রাম পাদপঃ ॥

জগতের সকল ব্যাধি শান্ত করার জন্য ইহা এক মহৌষধি। ভবমার্গে ভ্রমণ-ক্লান্ত জগতের সর্ববিধ পরিশ্রম হরণকারী মহা মহীরুহ।

৩০। দুর্গত্যুত্তরণে সেতুঃ সামান্যঃ সর্বযায়িনাং।
জগত্ক্লেশোপ্ম শমন উদিতশ্চিত্ত চন্দ্রমা ॥

সমস্ত যাত্রীদের ইহা সার্বজনীন সেতু, যাহা দ্বারা দুর্গতি-দরিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। জগতের ক্লেশ-তাপ শান্ত করিবার জন্য এই বোধিচিত্তরূপ চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে।

৩১। জগদজ্ঞান নিমির প্রোত্সারণ মহারবিঃ।
সদ্ধর্ম-ক্ষীর মথনান্নবনীতং সমুত্থিতং ॥

জগতের অজ্ঞানান্ধকার নাশের জন্য ইহা মহারবি।
সদ্ধর্ম্ম ক্ষীর মন্থন করিয়া এই নবনীত বাহির করা হইয়াছে।

৩২। সুখভোগ বুভুক্ষিতস্য বা জন-স্বার্থস্য ভবাবধচারিণঃ।
সুখ সত্রমিদং হ্যুপস্থিতং সকলাভ্যাগত সত্তর্পনং ।।

ইহা ভব-মার্গের যাত্রী, সুখ ভোগের বুভুক্ষু জনগণের ইহা সুখ-সত্র। সকল অভ্যাগত প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধক ইহা ব্রহ্ম ভোজরূপে উপস্থিত।

৩৩। জঁগদস্য নিমন্ত্রিতং ময়া
জন সার্থস্য ভবাধ্ব চারিণঃ।
পুরতঃ খলু সর্ব তাযিনা-
মভিনন্দন্ত সুরা সুরাদয়ঃ।।

ভব মার্গের যাত্রী, সর্বতোভাবে ত্রাতাগণের সম্মুখে সমগ্র প্রাণি-জগতকে আজ আমি আমন্ত্রণ করিতেছি। সুর, অসুর প্রভৃতি সকলেই ইহার অভিনন্দন করুক।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বোধি-চিত্ত প্রমাদ

১। এবং গৃহীত্বা সুদৃঢ়ং বোধি-চিত্তং জিনাত্মজঃ।
শিক্ষা নতিক্রমে যত্নং কুর্যান্নিত্য মতন্দ্রিতঃ ॥

এইরূপে সুদৃঢ়ভাবে বোধিচিত্ত গ্রহণ করিয়া জিনাত্মজ বোধিসত্ত্ব নিত্যই অনিদ্রভাবে যত্ন করিবেন, যাহাতে শিক্ষার প্রতিকুল আচরণ না হয়।

২। সহসা যত্ সমারব্ধং সম্যগ্যদ বিচারিতং।
তত্র কুর্যান্নবেত্যেবং প্রতিজ্ঞায়াপি যুজ্যতে ॥

যাহা হঠাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে—অথচ সম্যকভাবে বিবেচনা করা হয় নাই,—তাহা করিব কি করিব না, চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত, যদিও তাহা ভাল সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল।

৩। বিচারিতং তুযদ্ বুদ্ধৈর্মহা প্রাজ্ঞৈশ্চ তত্ সুতৈঃ।
ময়াপি চ যথা-শক্তি তত্র কিং পরিলম্ব্যতে ॥

কিন্তু যে বিষয়ে বুদ্ধগণও তাঁহাদের মহা-প্রাজ্ঞ পুত্রগণ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে-বিষয় আমিও যথা শক্তি বিচার করিয়াছি, তাহাতে বিলম্ব করি কেন?

৪। যদি চৈবং প্রতিজ্ঞয় সাধযেযং ন কর্মনা।
এতান্ সর্বান্ বিসংবাদ্য কা গতির্মে ভবিষ্যতি ॥

এই রকম প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কার্যতঃ তাহা সম্পন্ন না করি, তাহা হইলে এই সব প্রাণিগণকে প্রতারণা করিয়া আমার গতি কি হইবে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। মনসা চিন্তয়িত্বাপি যো ন দত্যাত্ পনর্ণরঃ।
সপ্রেতো ভবতীত্যুক্তমল্প মাত্রে 'পি বস্তুনি।।
যে ব্যক্তি দাতব্য বস্তু অতি নগণ্য হইলেও মনে মনে দেবার সঙ্কল্প পোষণ করিয়া পরে দান করে না, সে ব্যক্তি তজ্জন্য প্রেত-কুলে জন্ম ধারণ করে। এইরূপ বলা হইয়াছে।

৬। কিমুতা নুত্তরং সৌখ্য মুচ্চৈরুদ্ ঘুষ্য ভাবতঃ।
জগত্ সর্বং বিসংবাদ্য কা গতির্মে ভবিষ্যতি।।
আন্তরিকভাবে সর্বোত্তম সুখ দানের বিষয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া সমগ্র জগতকে প্রবঞ্চনা করিলে আমার গতি কি হইবে?

৭। বেত্তি সর্বজ্ঞ এবৈতা মচিন্ত্যাং কর্মণো গতিং।
যদ্ বোধিচিত্ত ত্যাগে 'পি মোচয়ত্যেব তান্ নরান্।।
সর্বজ্ঞ বুদ্ধই ধর্মের এই অচিন্ত্য গতিকে জানেন। বোধিচিত্ত ত্যাগ করিলেও সেই (মহাপাপী) মনুষ্যগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন।

৮। বোধিসত্ত্বস্য তেনৈবং সর্বাপত্তি গরীয়সী।
যস্মাদাপদ্য মানো 'সৌ সর্ব-সত্ত্বার্থ হানিকৃতং।।
বোধিসত্ত্বের পক্ষে সমস্ত অপরাধের মধ্যে বোধিচিত্ত ত্যাগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ। কেননা তিনি অপরাধী হইয়া সর্ব প্রাণীর স্বার্থহানি ঘটাইয়া থাকেন।

৯। যো 'প্যন্যঃ ক্ষণমপ্যস্য পুণ্য বিঘ্নং করিষ্যতি।
তস্য দুর্গতি পর্যন্তো নাস্তি সত্ত্বার্থ ঘাতিনঃ।।
অন্য যে কেহ এই বোধিসত্ত্বের পুণ্য কার্যের বিঘ্ন ঘটাইবে, প্রাণিগণের সেই স্বার্থ-বিনাশক ব্যক্তির দুর্গতির অন্ত থাকে না।

১০। একস্যাপি হি সত্ত্বস্য হিতং হত্বা হতো ভবেত্।
অশেষাকাশ পর্যন্ত বাসিনাং কিমু দেহিনাং।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মাত্র একটি প্রাণীর স্বার্থ নষ্ট করিলে (মানুষ) হীন হইয়া যায়। আর, অনন্ত আকাশব্যাপী প্রাণিগণের হিতনাশ করিলে কথাই বা কি ?

১১। এবমাপত্তি বলতো বোধিচিত্ত বলেন চ।
দোলায়মানঃ সংসারে ভূমি প্রাপ্তৌ চিরায়তে ॥

এইরূপে, নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধের প্রভাব ও বোধিচিত্তের প্রভাব—এই দুইয়ের মধ্যে দোলায়মান থাকিলে জগতে ভূমি প্রাপ্তিতে বা সাধনার ক্রমোচ্চ স্তর লাভ করিতে বিলম্ব হয়।

১২। তস্মাদ্যথা প্রতিজ্ঞাতং সাধনীয়ং ময়াদরাত্।
নাদ্য চেত্ ক্রিয়তে যত্ন স্তলেনাস্মি তলং গতঃ ॥

তদ্ধেতু যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে যত্নের সহিত সাধন করিতে হইবে। আজ হইতে যদি যত্ন না করি, তবে আমি তল হইতে অতলে তলাইয়া যাইব।

১৩। অপ্রমেয়া গতা বুদ্ধাঃ সর্বসত্ত্ব গবেষকাঃ।
নৈষামহং স্বদোষেণ চিকিত্সাগোচরং গতঃ ॥

চিকিৎসার জন্য দুঃস্থ সমগ্র প্রাণীর অন্বেষণকারী অসংখ্য বুদ্ধ অতীত হইয়া গেলেন। আপন দোষে আমি তাঁহাদের চিকিৎসাধীন হইলাম না।

১৪। অদ্যাপি চেত্তথৈব স্যাং যথৈবাহং পুনঃ পুনঃ।
দুর্গতি ব্যাধি মরণচ্ছেদ ভেদাদ্য বাপ্নুয়াং ॥

অতীতে পুনঃ পুনঃ যে সকল কাজ করিয়াছি, আজ যদি সেই সকল কাজই করিতে থাকি, তবে দুর্গতি ব্যাধি, মরণ, ছেদন, ভেদনাদিই ভোগ করিতে থাকিব।

১৫। কদা তথাগতোত্পাদং শ্রদ্ধাং মানুষ্যমেব চ।
কুশলাভ্যাস যোগ্যত্বমেবং লপ্স্যে 'তি দুর্লভং ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

এইভাবে মনুষ্যত্ব লাভ, তথাগত উৎপত্তি, শ্রদ্ধা ও কুশলানুশীলন করিবার যোগ্যতা আর কখন লাভ করিব ?

১৬। আরোগ্য দিবসং চেদংসভক্তং নিরুপদ্রবং।
—আয়ুঃক্ষণং বিসংবাদি কায়ো যাচিতকোপমঃ ।।

এইরূপ ব্যাধিহীন দিবস, ভাতও প্রস্তুত, কোনপ্রকার উপদ্রব নাই। (তাহা কি আর পাওয়া যাইবে ?) অথচ জীবন ক্ষণস্থায়ী ও দেহ যাচিত বস্তুর ন্যায় অস্থায়ী।

১৭। নহীদৃশৈর্মচচরিতৈ র্মানুষ্যং লভ্যতে পুনঃ।
অলভ্যমানে মানুষ্যে পাপমেব কুতঃ শুভং।।

আমার এই প্রকার আচরণে পুনরায় মনুষ্য জন্ম হইবে না। মনুষ্য জন্মলাভ না হইলে পাপই সঞ্চিত হইবে মাত্র। আমার কল্যাণ কোথায়।

১৮। যদা কুশল যোগ্যো 'পি কুশলং ন করোম্যহং।
অপায় দুঃখৈঃ সংমূঢ়ঃ কিং করিষ্যাম্যহং তদা ।।

পুণ্য উপার্জন করার যোগ্য হইয়া যখন আমি পুণ্য উপার্জন করিতেছি না, তখন দুর্গতি দুঃখ দ্বারা মূর্ছিত হইয়া আমি কি করিতে পারিব ?

১৯। অকুর্বত শ্চ কুশলং পাপং চাপ্যু পচিন্বতঃ।
হতঃ সুগতি শব্দো 'পি কল্প কোটি শতৈরপি ।।

কুশল কর্ম সম্পাদন করিলাম না, পাপই সঞ্চয় করিলাম। শত শত কল্প কোটি জন্মের মধ্যে 'সুগতি' শব্দও আমার কর্ণকুহরে আসিবে না।

২০। অত এবাহ ভগবান্ মানুষ্য মতি দুর্লভং।
মহার্ণব যুগচ্ছিদ্র কুর্ম গ্রীবার্পণোপমং ।।

এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন, মনুষ্য জন্ম মহাসমুদ্রে ভাসমান যোয়ালের ছিদ্রে কানা কচ্ছপের গ্রীবা প্রবেশের ন্যায় অত্যন্ত দুর্লভ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২১। একক্ষণ কৃতাত্ পাপাদবীচৌ কল্প মাস্যতে।
অনাদি কালো পচিতাত্ পাপাত্ কা সুগতৌ কথা ॥

এক ক্ষণিক পাপ কর্মের প্রভাবে এক কল্প পর্যন্ত অবীচি-নরকে বাস করিতে হয়। আর, অনাদি কাল হইতে পাপ সঞ্চিত হইলে সুগতির আশা কি?

২২। নচ তস্মাত্র সেবা সৌ বেদয়িত্বা বিমুচ্যতে।
যস্মাত্ তদ্বেদয়ন্নেব পাপমন্যত্ প্রসূয়তে ॥

সেই নির্দিষ্ট সময় পাপ ভোগ করিলেই যে সে মুক্ত হইয়া গেল, তাহাও নহে; এই দুঃখ ভোগ করিতে করিতে আরো কত পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

২৩। নাতঃ পরা বঞ্চনাস্তি নচ মোহো'স্ত্যতঃ পরঃ।
যদীদৃশং ক্ষণং প্রাপ্য নাভ্যস্তং কুশলং ময়া ॥

ইহা অপেক্ষা আর আত্ম-বঞ্চনা হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খতাও আর নাই। যেহেতু এইরূপ শুভক্ষণ লাভ করিয়াও পুণ্য উপার্জন করিলাম না।

২৪। যদি চৈবং বিমৃষ্যামি পুনঃ সীদামি মোহিতঃ।
শোচিষ্যামি চিরং ভূয়ো যমদূতৈঃ প্রচোদিতঃ ॥

যদি এই রকম বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হই, তবে আবার মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিব। যমদূত দ্বারা তাড়িত হইয়া আমি বহু কালের জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে থাকিব।

২৫। চিরং ধক্ষ্যতি মে কায়ং নরকাগ্নি সুদু সহঃ।
পশ্চাত্তাপানলশ্চিত্তং চিরং ধক্ষ্যত্য শিক্ষিতং ॥

নরকের অসহ্য অগ্নি আমার দেহকে এবং অনুতাপানল আমার সাধনাশূন্য চিত্তকে চিরকাল দগ্ধ করিতে থাকিবে।

২৬। কথং চিদপি সংপ্রাপ্তো হিত-ভূমিং সুদুর্লভাং।
জানন্নপি চ নীয়ে'হং তানেব নরকান্ পুনঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কোন রকমে এই অতি দুর্লভ হিত-ভূমি (মনুষ্য-জন্ম) লাভ করিয়াছি। তাহা জানিয়া শুনিয়াও আমি সেই নরকাগ্নি টানিয়া লইতেছি।

২৭। অত্র মে চেতনা নাস্তি মন্ত্রৈরিব বিমোহিতঃ।
ন জানে কেন মুহ্যামি কো'ত্রান্তর্মম তিষ্ঠতি ॥

এ বিষয়ে আমার চেতনা নাই। মোহ-মন্ত্র আমাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, আমি জানি না কে আমাকে মুগ্ধ করে। আমার অন্তরে কে বসিয়া রহিয়াছে।

২৮। হস্তপদাদি রহিতা তৃষ্ণা দ্বেষাদি শত্রবঃ।
ন শূরা ন চ তে প্রাজ্ঞাঃ কথং দাসী কৃতো'স্মি তৈঃ ॥

তৃষ্ণা, দ্বেষাদি শত্রুর হস্ত-পদ নাই। ইহারা বীরও নহে, বিজ্ঞও নহে। কিন্তু ইহারা আমাকে কিরূপে কৃত-দাস করিয়া রাখিল?

২৯। মচ্চিত্তাবস্থিতা এব ঘ্নন্তি মামেব সুস্থিতাঃ।
তত্রাপ্য হং ন কুপ্যামি ধিগ স্থান সহিষ্ণুতাং ॥

আমারই চিত্তে ইহারা বাস করিয়া আমাকেই বিনাশ করিতেছে। অথচ তাহাদের প্রতি আমার ক্রোধ নাই। আমার এই অবান্তর সহিষ্ণুতাকে ধিক্কার।

৩০। সর্বে দেবা মনুষ্যাশ্চ যদি স্যুর্মম শত্রবঃ।
ত'পি নাবীচিকং বহ্নিং সমুদানয়িতুং ক্ষমাঃ ॥

সমস্ত দেব ও সমগ্র মানুষ যদি আমার শত্রু হইয়া পড়েন, তথাপি অবীচি নরকের বহ্নি আমার কাছে আসিতে সক্ষম হইবে না।

৩১। মেরৌরপি যদাসংগান্ন ভস্মাপ্যুপ লভ্যতে।
ক্ষণাৎ ক্ষিপন্তি মাং তত্র বলিনঃ ক্লেশ-শত্রবঃ ॥

কিন্তু বলবান ক্লেশ-শত্রু আমাকে মুহূর্তের মধ্যে সেই-অবীচি মহানরকে নিক্ষেপ করিতে পারে, যেই অবীচি মহা-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নরকের সংস্পর্শে আসিলে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত এমনিভাবে নিঃশেষ হইয়া যায় যে ভস্ম পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না।

৩২। ন হি সর্বানাং শত্রুণাং দীর্ঘমায়ুরপীদৃশং।
অনাদ্যন্তং মহা দীর্ঘং যথমম ক্লেশ-বৈরিণাং॥

আমার অন্য সব কোন শত্রুর আয়ু তত দীর্ঘ হয় না। ইহাদের আয়ু আদি-হীন, অন্ত-হীন, মহাদীর্ঘ।

৩৩। সর্বে হিতায় কল্পন্ত আনুকুল্যেণ সেবিতাঃ।
সেব্য মানাস্বমী ক্লেশাঃ সুতরাং দুঃখকারকাঃ॥

অনুকূলভাবে সেবা পাইলে সকলেই হিত-কামনা করে; কিন্তু এই ক্লেশসমূহ যত সেবা পাইবে, তত অধিক দুঃখের সৃষ্টি করিবে।

৩৪। ইতি সংতত দীর্ঘ বৈরিষু ব্যসনৌঘ প্রসবৈক হেতুষু।
হৃদয়ে নিবসত্সু নির্ভয়ং মম সংসার রতিঃ কথংভবেত্॥

ইহাদের এই শত্রুতা অবিরাম এবং দীর্ঘস্থায়ী। ইহারাই দুঃখের একমাত্র নিদান। ইহারা হৃদয়ে নির্ভয়ে বাস করিতে থাকিলে জগতে আমার অনুরাগ কিরূপে হইবে?

৩৫। ভব চারকা পালকা ইমে নরকাদিষপি বধ্য-ঘাতকাঃ।
মতি বেশ্মনি লোভ পঞ্জরে যদি তিষ্ঠন্তি কুতঃ সুখং মম।

ভব-কারাগারের যাহারা প্রহরী, নরকাদিতেও যাহারা বধ্যঘাতক, যদি তাহারা আমার বুদ্ধি-গৃহের লোভ-পিঞ্জরার মধ্যে অবস্থান করে, তাহা হইলে আমার সুখ কোথায় হইবে?

৩৬। তস্মান্ন তাবদহমত্র ধুরং ক্ষিপামি যাবন্ন শত্রব ইমে নিহতাঃ সমক্ষং।
স্বপ্নে'পি তাবদপকা রিণিবদ্ধ রোষা মানোন্নতাস্ত মনিহত্য
ন যান্তি নিদ্রাং॥

অতএব, যতদিন পর্যন্ত এ সকল শত্রু আমার সামনে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই ধুর (কর্তব্য) ত্যাগ করিব না। মানমত্ত পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া সামান্য অপরাধীকে নিহত না করিয়া নিদ্রা যান না।

৩৭। প্রকৃতি মরণ দুঃখিতান্ধ কারান্ রণ শিরসি প্রসভং নিহন্তু মুগ্রাঃ।
অগণিত শর-শক্তি ঘাতদুঃখা ন বিমুখতা মুপয়ান্ত্য সাধয়িত্বা ।।

যাহারা স্বভাবতঃ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত শর ও শক্তির আঘাতজনিত ব্যথা সহ্য করিয়াও তাহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করার জন্য উগ্র হইয়া লোকে হত্যা ক্রিয়া সাধন না করিয়া বিমুখ হয় না।

৩৮। কিমুত সতত সর্ব দুঃখ হেতুন্ প্রকৃতি রিপুনুপহন্তু মুদ্যতস্য।
ভবতি মম বিষাদ দৈন্য মত্র ব্যসন শতৈরপি কেন হেতুনা বৈ ।।

আর, যাহারা স্বভাবতঃ আমার শত্রু এবং নিরন্তর সর্ব দুঃখের কারণ, সেই সহজ শত্রুকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইবা মাত্র শত দুঃখ দ্বারা কেন আমার দৈন্য ও অবসাদ আসিতেছে।

৩৯। অকারণেনৈব রিপুক্ষতানি গাত্রেষ্বলংকার বদুদ্বহন্তি।
মহার্থ সিদ্ধৈ তু সমুদ্যতস্য দুঃখানি কস্মান্মম বাধকানি ।।

অকারণেই রিপুগণ কর্তৃক কৃত ক্ষত-চিহ্ন অলঙ্কারের ন্যায় লোকে আপন শরীরে ধারণ করিয়া থাকে। আর, মহা কল্যাণ সিদ্ধির জন্য উদ্যত আমি। দুঃখ আমাকে পীড়া কেন দিতেছে।

৪০। স্বজীবিকা মাত্র নিবদ্ধ চিত্তাঃ কৈবর্ত চণ্ডাল কৃষীবলাদ্যাঃ।
শীতাতপাদি ব্যসনং সহন্তে জগদ্ধিতার্থং ন কথং সহেহং ।।

আপন আপন জীবিকার জন্য চিত্ত আসক্ত হইলে কৈবর্ত, চণ্ডাল, কৃষকাদি জনগণ শীত-গ্রীষ্মাদি দুঃখ সহ্য করে। জগতের কল্যাণের জন্য আমি কেন তাহা সহ্য করি না ?

৪১। দশ দিগ্ব্যোম পর্যন্ত জগৎক্লেশ বিমোক্ষণে।
প্রতিজ্ঞায় মদাত্মাপি ন ক্লেশেভ্যোবিমোচিতঃ ।।

দশদিকে আকাশের সীমা পর্যন্ত জগতের ক্লেশ ধ্বংসের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আপন আত্মার ক্লেশমুক্ত হইতে পারিলাম না।

৪২। আত্ম প্রমার্ণ মজ্ঞাত্বা ব্রুবন্নুন্মত্তকস্তদা।
অনিবর্তী ভবিষ্যামি তস্মাত্ ক্লেশ বধে সদা ।।

নিজের ওজন না বুঝিয়া আমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ করিয়াছি। এখন উপায় কি? অতএব এখন আমার ক্লেশ হত্যায় পশ্চাদপদ হইলে চলিবে না।

৪৩। অত্র গ্রহী ভবিষ্যামি বদ্ধ বৈরশ্চ বিগ্রহী।
অন্যত্রত দ্বিধাত্ ক্লেশাত্ ক্লেশঘাতানু বন্ধিনঃ ।।

এ বিষয়ে আমার আগ্রহ হইবে। আমি বদ্ধ-বৈর হইয়া ক্লেশ-ধ্বংসকারী ক্লেশ ব্যতীত অপর সমস্ত ক্লেশের সহিত যুদ্ধ করিব, সকল শত্রুকে বধন করিব।

৪৪। গলন্ত্বন্ত্রানি মে কামং শিরঃ পততু নাম মে।
নত্বেবাবনতি যামি সর্বথা ক্লেশ বৈরিণাং ।।

আমার তন্ত্রসমূহ গলিয়া যাউক। আমার মস্তক ছিন্ন হইয়া যাউক। তথাপি আমি আমার ক্লেশ শত্রুর নিকট নতি স্বীকার করিব না।

৪৫। নির্বাসিত স্যাপি হি নাম শত্রোর্দেশান্তরে স্থান পরিগ্রহঃ স্যাত্।
যতঃ পুনঃ সংভূত শক্তিরেতি ন ক্লেশ শত্রোর্গতিরী দৃশী তু ।।

বহির শত্রু নির্বাসিত হইয়া দেশান্তরে আশ্রয় লাভ করে, সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় আগমন করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু অন্তঃশত্রু ক্লেশের এরূপ গতি-বিধির সম্ভাবনা থাকে না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪৬। ক্বাসৌ যাযাম্মন্ম নঃস্থো নিরস্তঃ স্থিত্বা যস্মিন্ মদ্‌বধার্থং যতেত।
নোদ্যোগো মে কেবলং মন্দবুদ্ধেঃ ক্লেশাঃ প্রজ্ঞাদৃষ্টি সাধ্যা বরাকাঃ।।

মন হইতে নির্বাসিত হইয়া ক্লেশের অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের স্থান কোথায়, যেখানে দাঁড়াইয়া আমাকে বধ করার প্রয়াস পাইবে। শুধু আমা হেন মন্দবুদ্ধির উদ্যোগেরই অভাব। ক্লেশরাশি জ্ঞান দৃষ্টিশূন্য।

৪৭। ন ক্লেশা বিষয়েষু নেন্দ্রিয়গণে নাপ্যন্তরালে স্থিতা।
নাতো 'ন্যত্র কুহ স্থিতাঃ পুনরিমে মথ্‌নন্তি কৃত্‌স্নং জগত্‌।
মায়ৈ বেষমতো বিমুংচ হৃদয় ত্রাসং ভজ স্বোদ্যমং।
প্রজ্ঞার্থং কিমকাণ্ড এব নরকেষাত্মান মাবাধসে।।

(রূপাদি) বিষয়ে ক্লেশ বিদ্যমান নাই, (চক্ষুদি) ইন্দ্রিয়েও ক্লেশের অস্তিত্ব নাই এবং এই দুইয়ের মাঝখানেও ক্লেশ থাকে না। আর, ইহারাই সমগ্র জগতকে মথিত করিতেছে। ইহা মায়া। তদ্ধেতু, হে হৃদয়! ইহার ভয়ে ভীত হও, ইহা ত্যাগ কর। প্রজ্ঞা লাভের জন্য উদ্যোগ কর। অনর্থক কেন নিজকে নিজে নরকে পীড়িত করার প্রয়াস পাইতেছ।

৪৮। এবং বিনিশ্চত্য করোমি যত্নং যথোক্ত শিক্ষা প্রতিপত্তি হেতোঃ।
বৈদ্যো প দেশাচ্চলতঃ কুতো 'স্তি ভৈষজ্য সাধ্যস্য নিরাময়ত্বং।।

শাস্ত্রে) যেরূপ শিক্ষার উপদেশ আছে, তাহা নিশ্চিত ও সম্যকরূপে অনুশীলন করার যত্ন করিব। কেননা, ঔষধে আরোগ্য লাভাকাঙ্ক্ষী রোগী যদি বৈদ্যের উপদেশ প্রতি-পালন না করে, তবে নিরাময়তা লাভ কিরূপে সম্ভব?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্প্রজন্য-রক্ষণ

১। শিক্ষাং রক্ষিতু কামেন চিত্তং রক্ষং প্রযত্নতঃ।
ন শিক্ষা রক্ষিতুং শক্যা চলং চিত্ত মরক্ষতা ।।

শিক্ষা পালন করিতে হইলে অভিলাষীর পক্ষে যত্নের সহিত চিত্তকে রক্ষা করা কর্তব্য। চঞ্চল চিত্তকে রক্ষা না করিলে শিক্ষা পালন সম্ভব নহে।

২। অদান্তা মত্তমাতঙ্গা ন কুর্বন্তীহ তাং ব্যথাং।
করোতি যাম বীচ্যাদৌ মুক্তশ্চিত্ত মাতঙ্গ গজঃ।।

অদান্ত অশিক্ষিত মত্ত হস্তী ইহলোকে ততদূর পীড়া দিতে পারে না, অসংযত চিত্তরূপ হস্তী পরলোকে অবীচি নরকাদিতে যেরূপ দুঃখ দিতে পারে।

৩। বদ্ধশ্চেচ্চিত্ত মাতঙ্গ স্মৃতিরজ্জা সমন্ততঃ।
ভয়মস্তং গতং সর্বং কৃতস্নং কল্যাণ মাগতং।।

সম্পূর্ণরূপে যদি চিত্তরূপ হস্তীকে স্মৃতিরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা হয়, তবে সকল প্রকার ভয় দূরীভূত হয় এবং সর্ব কল্যাণ সাধিত হয়।

৪। ব্যাঘ্রাঃ সিংহা গজা ঋক্ষাঃ সর্পাঃ সর্বে চ শত্রবঃ।
সর্বে নরক পালাশ্চ ডাকিন্যো রাক্ষসা স্তথা ।।

৫। সর্বেবদ্ধা ভবন্ত্যেতে চিত্ত স্যৈকস্য বন্ধনাত্।
চিত্ত স্যৈকস্য দমনাত্ সর্বে দান্তা ভবন্তি হি ।।

বাঘ, সিংহ, হাতী, ভল্লুক, সাপ সর্বপ্রকার শত্রু, সর্ব নরকপাল, ডাকিনী তথা রাক্ষস—ইহারা সকলেই একমাত্র চিত্তকে বন্ধন করিতে পারিলে বদ্ধ হইয়া যায়। একমাত্র চিত্তের দমনেই ইহারা দান্ত হয়।

৬। যস্মাদ্ ভয়ানি সর্বাণি দুঃখান্য প্রমিতা নি চ।
চিত্তাদেব ভবন্তীতি কথিতং তত্ত্ববাদিনা।।

যেহেতু তত্ত্ববাদী (বুদ্ধ) বলিয়াছেন সর্ব প্রকার ভয় এবং অপরিমেয় দুঃখ একমাত্র চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয়।

৭। শস্ত্রানি কেন নরকে ঘটিতানি প্রযত্নতঃ।
তপ্তায়ঃ কুট্টিমং কেন কুতো জাতাশ্চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।।

নরকে যত্ন করিয়া অস্ত্র নির্মাণ করিল কে? তপ্ত লৌহময় ভূমিই বা কে রচনা করিল? "পরদারিক চিত্ত ব্যতীত" সেই স্ত্রীলোকগণ কোথায় হইতে আসিল?

৮। পাপচিত্ত সমুদ্ভূতং তত্তত্ সর্বং জগৌ মুনিঃ।
তস্মান্ন কশ্চিত্ ত্রৈলোক্যে চিত্তাদন্যো ভয়ানকা।।

শাক্যমুনি বলিয়াছেনঃ সমস্তই পাপ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ধেতু, ত্রিলোকের মধ্যে চিত্ত অপেক্ষা ভয়ানক অন্য কিছু নাই।

৯। অদরিদ্রং জগত্ কৃত্বা দান পারমিতা যদি।
জগদ্দরিদ্র মদ্যাপি সা কথং পূর্বতায়িনাং।।

যদি জগতের দরিদ্রতা দূর করিলে "দান পারমিতা" সিদ্ধ হয়, তবে অতীতের তথাগতগণের দান পারমিতা কিরূপে সম্পূর্ণ হইল? কেননা, জগৎ তো আজও দরিদ্র হইয়া রহিয়াছে।

১০। ফলেন সহ সর্বস্ব ত্যাগ চিত্তাজ্জনে'খিলে।
দান পারমিতা প্রোক্তা তস্মাত্ সা চিত্তমেব তু।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সর্ব প্রাণীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের যে ফল—তাহাও সর্ব প্রাণীর হিতের জন্য পুণ্য দান করিতে হইবে। চিত্ত হইতে সর্ব ত্যাগ ভাবই দানের পূর্ণতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং চিত্তের অবস্থা বিশেষই "দান-পারমিতা"।

১১। মৎস্যাদয়ঃ ক নীয়স্তাং মারয়েয়ং যতো ন তান্।
লব্ধে বিরতি চিত্তে তু শীল-পারমিতা মতা।।

মৎস্য প্রভৃতি বধ্য প্রাণীকে কোথায় লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, যেখানে আর বধ করা সম্ভবপর হয় না। বধ্য হইতে চিত্ত-বিরতি লাভ করিলেই "শীল পারমিতা" সিদ্ধ হয়।

১২। কিয়তো মারয়িষ্যামি দুর্জনান্ গগনোপমান্।
মারিতে ক্রোধ চিত্তে তু মারিতাঃ সর্ব শত্রবঃ।।

আকাশ তুল্য অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির কয়জনকে আমি বধ করিতে পারিব? যদি ক্রোধী চিত্তকে সংহার করা যায়, তবে সকল শত্রু নিধন করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৩। ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কুতশ্চর্ম ভবিষ্যতি।
উপানচ্চর্ম মাত্রেন ছন্না ভবতি মেদিনী।।

সমগ্র জগৎ আচ্ছাদন করিবার জন্য চর্ম কোথায় পাওয়া যাইবে? শুধু জুতা-চর্ম দ্বারাই পৃথিবী আচ্ছাদিত হওয়া সম্ভব।

১৪। বাহ্যা ভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা বারয়িতুং ন হি।
স্বচিত্তং বারয়িষ্যামি কিং মমান্যৈর্নিবারিতৈঃ।।

সেইরূপ অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতি বাহ্য বস্তুসমূহকে দমন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি আমার চিত্তকেই দমন করিতে পারি। অন্যকে দমন করা বা বারণ করিবার আমার প্রয়োজন কি?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৫। সহাপি বাক্‌শরীরাভ্যাং মন্দ বৃত্তের্ন তত্‌ফলং।
যত্‌পটোরেক কস্যাপি চিত্তস্য ব্রহ্মতাদিকং ।।

কায় ও বাক্যের সহযোগেও মন্দ-বৃত্তি বা অপটু চিত্ত দ্বারা সেই ফল হয় না, যাহা একক পটু চিত্ত দ্বারা সম্ভব হয়। একাকী হইলেও ব্রহ্মত্বাদি লাভ তীক্ষ্ণ-বৃত্তি চিত্ত দ্বারাই সম্ভব হয়।

১৬। জপাস্ত পাংসি সর্বাণি দীর্ঘকাল কৃতান্যপি।
অন্য চিত্তেন মন্দেন বৃথৈবেত্যাহ সর্ববিত্‌ ।।

সর্বজ্ঞ বলিয়াছেন—চিত্ত যদি মন্দ বা জড় এবং অন্যমনস্ক হয়, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া জপ তপ করিলেও কোন ফল হয় না; সব ব্যর্থ হয়।

১৭। দুঃখং হন্তং সুখং প্রাপ্‌তুং তে ভ্রমন্তি মুধাম্বরে।
যৈরে তদ্ধর্ম সর্বস্বং চিত্তং গুহ্যং ন ভাবিতং ।।

সর্ব ধর্মের মূল কারণ—এই রহস্যময় চিত্ত যদি তত্ত্ব-চিন্তা দ্বারা ভাবিত না হয়, তবে দুঃখ বিনাশ ও সুখ লাভের জন্য অনর্থই আকাশ বা শূন্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

১৮। তস্মাত্‌ স্বধিষ্ঠিতং চিত্তং ময়া কার্যং সুরক্ষিতং।
চিত্ত রক্ষা ব্রতং মুক্ত্বা বহুভিঃ কিং মম ব্রতৈঃ।।

অতএব সু-অধিষ্ঠিত চিত্তকে আমার সুন্দরভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। চিত্তকে রক্ষা করার ব্রত ব্যতীত অন্যান্য বহু ব্রত সম্পাদনে আমার কি প্রয়োজন।

১৯। যথা চপল মধ্যস্থো রক্ষতি ব্রণ মাদরাত্‌।
এবং দুর্জন মধ্যস্থো রক্ষেচ্চিত্ত ব্রণং সদা ।।

যেমন চঞ্চল জনতার মধ্যে ব্রণ-দুষ্ট ব্যক্তি অতি সতর্কতার সহিত আপন ব্রণকে রক্ষা করে, তেমন দুর্জন পরিবেশে থাকিয়া সর্বদা আমার চিত্তরূপ-ব্রণকে রক্ষা করা উচিত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২০। ব্রণ দুঃখলাবাদ্ ভীতো রক্ষামি ব্রণ মাদরাত্।
সংঘাত পর্বতাঘাদ্ ভীতশ্চিত্ত ব্রণং ন কিং ॥

ব্রণের অতি নামমাত্র দুঃখের ভয়ে ভীত হইয়া আমি সতর্কতার সহিত ব্রণকে রক্ষা করি। আর, নারকীয় প্রচণ্ড পর্বতের সংঘাতের ভয়েও আমি কি চিত্ত-রূপ ব্রণকে রক্ষা করিব না?

২১। অনেন হি বিহারেণ বিহরণ্ দুর্জনেষ্বপি।
প্রমদাজন মধ্যে'পি যতি ধীরো ন খণ্ড্যতে ॥

এরূপ মনোভাব লইয়া দুর্জনগণের মধ্যে ও বণিতাগণের মধ্যে বিচরণ করিলেও ধীর যতির পতন হয় না ॥

২২। লাভা নশ্যন্তু মে কামং সতকারঃ কায়-জীবিতং।
নশ্যত্বন্যচ্চ কুশলং মাতু চিত্তং কদাচন ॥

আমার লাভ, সম্মান, দেহ, প্রাণ এবং যাহা কিছু শুভ, সব কিছু নষ্ট হউক; তথাপি আমার চিত্ত যেন কখনও কলুষিত না হয়।

২৩। চিত্তং রক্ষিতু কামানাং ময়ৈষ ক্রিয়তে'ঞ্জলিঃ।
স্মৃতিং চ সম্প্রজন্যং সর্ব যত্নেন রক্ষত ॥

যাহার চিত্তকে রক্ষা করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের নিকট আমি করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যেন সর্বপ্রকার যত্নের সহিত স্মৃতি ও সংপ্রজন্য রক্ষা করেন।

২৪। ব্যাধ্যাকুলো নরো যদ্বন্ন ক্ষমঃ সর্বকর্মসু।
তথাভ্যাং ব্যাকুলং চিত্তং ন ক্ষমং সর্ব কর্মসু ॥

ব্যাধি-পীড়িত ব্যক্তি যেমন কোন কার্যের যোগ্য নহে; তেমনি স্মৃতি ও সম্প্রজন্য-বিরহিত চিত্ত কোনপ্রকার কাজের যোগ্য হইতে পারে না।

২৫। অসংপ্রজন্য চিত্তস্য শ্রুত চিন্তিত ভাবিতং।
সচ্ছিদ্র কুম্ভ জলবন্ন স্মৃতববতিষ্ঠতে ॥

ছিদ্রযুক্ত কলসের মধ্যে যেমন জল থাকে না, তেমন সম্প্রজন্য হীন চিত্তের মধ্যে শ্রুত, চিন্তা ও ভাবনাময় প্রজ্ঞা অবস্থান করে না।

২৬। অনেকে শ্রুতবন্তো'পি শ্রাদ্ধা যত্ন পরা অপি।
অসংপ্রজন্য দোষেণ ভবন্ত্যাপত্তি কশ্মলাঃ ॥

অনেক বহু শ্রুত, শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল ব্যক্তি ও সম্প্রজন্য সাধনার অভাবে আপত্তি বা নীতি ভঙ্গ করিয়া কলুষিত হয়।

২৭। অসংপ্রজন্য চৌরেণ স্মৃতি মোষাণু সারিনা।
উপচিত্যাপি পুণ্যানি মুষিতা যান্তি দুর্গতিং ॥

পুণ্য সঞ্চয় করিয়াও মানুষ স্মৃতি রূপ প্রহরীর অভাবে অসম্প্রজন্যরূপ চোর কর্তৃক লুণ্ঠিত হইলে পুণ্যক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে।

২৮। ক্লেশ-তস্কর সংঘো' যমবতার গবেষকঃ।
প্রাপ্যাবতারং মুষ্ণাতি হন্তি সদ্‌গতি জীবিতং ॥

ক্লেশ-রূপ তস্কর-সঙ্ঘ প্রবেশ-মার্গ অন্বেষণ করিতেছে। প্রবেশপথ প্রাপ্ত হইলেই ঢুকিয়া চুরি করিতে থাকে। সদ-গতির জীবন হত্যা করে।

২৯। তস্মাত্‌ স্মৃতির্মনো দ্বারান্না পনেযা কদাচন।
গতাপি প্রত্যুপ স্থাপ্যা সংস্মৃত্যা পায়িকীং ব্যথাং ॥

অতএব 'স্মৃতি'কে মনোদ্বার হইতে কখনও অপসারিত করিবে না। কদাচিৎ অপসারিত হইলে নারকীয় দুঃখ-যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া স্মৃতিকে আবার মনোদ্বারে প্রতিষ্ঠা করিবে।

৩০। উপাধ্যায়ানুশাসিন্যা ভীত্যাপ্যাদর কারিণাং।
ধন্যানাং গুরু সংবাসাত্‌ সুকরং জায়তে স্মৃতিঃ ॥

আচার্য্য ও উপাধ্যায় প্রভৃতি গুরুজন বর্গের অনুশাসন ভয়ে এবং সাধু সংসর্গে শ্রদ্ধালু পুণ্যাত্মা ব্যক্তির অতি সহজেই 'স্মৃতি' উৎপন্ন হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩১। বুদ্ধাশ্চ বোধিসত্ত্বাশ্চ সর্বত্রা ব্যাহতে ক্ষণাঃ।
সর্ব সেবাগ্রত স্তেষাং-স্তেষামস্মি পুরঃ স্থিতঃ ॥

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের দৃষ্টি সর্বত্রই পৌঁছে। সব কিছু তাঁহাদের প্রত্যক্ষ। আমি তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

৩২। ইতি ধ্যাত্বা তথা তিষ্ঠেত্ ত্রপাদর ভয়ান্বিতঃ।
বুদ্ধানু স্মৃতি রপ্যেবং ভবেত্তস্য মুহুর্মুহুঃ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জা, গৌরব এবং ভয়ান্বিত হইয়া যেথা যাগ্যভাবে অবস্থান করিবে। এইরূপে মুহুর্মুহু যে চিন্তা করে, তাহার বুদ্ধানু স্মৃতি অনুশীলিত হয়।

৩৩। সংপ্রজন্যং তদায়াতি নচ যাত্যাগতং পুনঃ।
স্মৃতির্যদা মনোদ্বারে রক্ষার্থ মব তিষ্ঠতে।

যখন 'স্মৃতি' মনোদ্বারে রক্ষার জন্য দ্বারোয়ানের ন্যায় অবস্থান করে, তখন 'সংপ্রজন্য' আসে এবং আসিলে আর চলিয়া যায় না।

৩৪। পূর্বং তাবদিদং চিত্তং সদোপ স্থাপ্য মীদৃশং।
নিরিন্দ্রিয়েণেব ময়া স্থাতব্যং কাষ্ঠবত্ সদা ॥

প্রথমে এই চিত্তকে সর্বদা এইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। অতঃপর ইন্দ্রিয় বৃত্তি শূন্যের ন্যায় সর্বদা কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে হইবে।

৩৫। নিষ্ফলা নেত্র বিক্ষেপা ন কর্তব্যাঃ কদাচন।
নেধ্যায়ন্তীব সততং কার্যা দৃষ্টিরধোগতা ॥

কখনও অনর্থক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। দৃষ্টিকে সর্বদা স্থির চিত্তে অধোগামী রাখিবে।

৩৬। দৃষ্টি বিশ্রাম হেতোস্তু দিশঃ পশ্যেত্ কদাচন।
আভাস মাত্রং দৃষ্টা চ স্বাগতার্থং বিলোকয়েত্ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দৃষ্টিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কখনো কখনো চারিদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। ছায়ামাত্র দৃষ্টিপথে আসিলে আগান্তুকের অভ্যর্থনার জন্য তাহার প্রতি দৃষ্টি ফেরান উচিত।

৩৭। মার্গাদৌ ভয় বোধার্থং মুহূঃ পশ্যেচ্চতুর্দিশং।
দিশো বিশ্রম্য বিক্ষেত পরাবৃত্যৈব পৃষ্ঠতঃ।।

মার্গাদিতে শুধু ভয়ের কারণ লক্ষ্য করিবার জন্য ক্ষণকাল চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিবে। পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া অব্যাকুল চিত্তে দিকগুলি লক্ষ্য করা উচিত।

৩৮। সরেদপসরে দ্বাপি পুরঃ পশ্চান্নিরূপ্য চ।
এবং সর্বাস্ব বস্থাসু কার্যং বুদ্ধা সমাচরেত্।।

আগে এবং পিছে সম্যক লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে বা পিছে অপসরণ করিবে। এইরূপে সর্বাবস্থায় বুঝিয়া শুনিয়া কার্য সম্পাদন করা উচিত।

৩৯। কায়েনৈব মবস্থেয়মিত্যা ক্ষিপ্য ক্রিয়াং পুনঃ।
কথং কায়ঃ স্থিত ইতি দ্রষ্টব্যং পুনরন্তরা।।

এই কার্যের সময় দেহ এইভাবে থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কার্য আরম্ভ করিলে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতে হইবে যে দেহ কি অবস্থায় আছে? কাজ বন্ধ করিয়া লইলেও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করা উচিত।

৪০। নিরূপ্য সর্বযত্নেন চিত্তমত্ত দ্বিপস্তথা।
ধর্ম্ম চিন্তা মহাস্তম্ভে যথা বদ্ধো ন মুচ্যতে।।

চিত্তরূপ প্রমত্ত হস্তী ধর্ম চিন্তারূপ স্তম্ভে যেন সর্বদা আবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে যেন মুক্ত না হয়, তৎপ্রতি সর্ব প্রযত্নে দৃষ্টি রাখিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪১। কুত্র মে বর্ত্তত ইতি প্রত্যবেক্ষং তথা মনঃ।
সমাধান ধুরং নৈব ক্ষণ মপ্যুত্‌স্জেত্তথা।।

আমার মন কোথায় আছে—এই সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও মন সমাধি ধুরকে পরিত্যাগ করিতে না পারে।

৪২। ভয়োত্‌সবাদি সংবন্ধে যন্ত শক্তো যথা সুখং।
দান কালে শীলস্য যস্মাদুক্ত মুপেক্ষণং।।

কোনরূপ ভয় কিংবা উৎসবাদি সময় যদি সমাধি চর্চা করিতে সমর্থ না হও, তবে ইচ্ছানুরূপ বিচরণ কর। কেননা, দানের সময় শীলের উপেক্ষার বিষয় শাস্ত্রে উদ্ধৃত আছে।

৪৩। যদ্‌বুদ্ধা কর্তু মারব্ধং ততো'ন্যন্ন বিচিন্তয়েত্‌।
তদেব তাবন্নিষ্পাদ্যং তদ্‌গতে নান্তরাত্মনা।।

ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা ছাড়া অন্য অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে নাই। উহাই প্রথমে তন্ময় চিত্তে সম্পূর্ণ সম্পাদন কর।

৪৪। এবং হি সুকৃতং সর্বমন্যথা নোভযং ভবেত্‌।
অসংপ্রজন্য ক্লেশো 'পি বৃদ্ধিং চৈবং গমিষ্যতি।।

এইরূপে সর্ব কার্য সুসম্পন্ন হয়। নচেৎ, আরদ্ধ ও আরভ্যমান—এই উভয়ের কোনটিই হইবে না। অসংপ্রজন্য ক্লেশ বা অসতর্কতাজনিত দোষ বৃদ্ধি পাইবে।

৪৫। নানাবিধ প্রলাপেষু বর্ত্তমানেষ্ব নেকধা।
কৌতুহলেষু সর্বেষু হন্যাদৌত্‌সুক্য মাগতং।।

নানা প্রকার গল্প-গুজব যদি নানা বৈচিত্র্যে চলিতে থাকে এবং সকল কৌতুহলে যদি ঔৎসুক্য উৎপন্ন হইতে চায়, তবে সেই আগত ঔৎসুক্যকে দমন করিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪৬। মৃন্মর্দন তৃণোচ্ছেদ রেখাস্থ ফল মাগতং।
স্মৃত্বা তাথাগতীং শিক্ষাং ভীতস্তত্ক্ষণ মুত্‌সৃজেত্ ॥

মৃত্তিকা মর্দন, তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে রেখা অঙ্কন ইত্যাদি নিষ্ফল ক্রিয়া আরম্ভ হইলে তৎক্ষণাৎ তথাগতের শিক্ষা স্মরণ পূর্বক সভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৪৭। যদা চলিতু কামঃ স্যাদ্বক্তুকামো 'পি বা ভবেত্।
স্বচিত্তং প্রত্যবেক্ষ্যাদৌ কুর্যাদ্ধৈর্যেণ যুক্তিমত্ ॥

যখন কোথাও যাইবার অথবা কিছু বলিবার ইচ্ছা হয়, তখন প্রথমতঃ আপন চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ধৈর্যযুক্ত করিবে।

৪৮। অনুনীতং প্রতিহতং যদা পশ্যেত্স্বকং মনঃ।
ন কর্তব্যং ন বক্তব্যং স্থাতব্যং কাষ্ঠবত্ সদা ॥

যখন আপন চিত্তকে আসক্ত ও দ্বেষযুক্ত দেখিবে, তখন কিছু করা উচিত নহে কিংবা কিছু বলা উচিত নহে। তখন কাষ্ঠবৎ নিশ্চল থাকিবে।

৪৯। উদ্ধতং সোপহাসং বা যদা মানমদান্বিতং।
সোত্প্রাসাতিশয়ং বক্রং বংচকং চ মনো ভবেত্ ॥

মন যখন উদ্ধত, উপহাসপরায়ণ, মান মদান্বিত, সোত্প্রাস বা অতীব বিদ্রূপপরায়ণ, উৎকট, কুটিল, প্রবঞ্চক হয়, তখন কাষ্ঠবৎ পড়িয়া থাকিবে।

৫০। যদাত্মোত্কর্ষ ণাভাসং পরপংসনমেব চ।
সাধিক্ষেপং সসংরম্ভং স্থাপব্যং কাষ্ঠবত্সদা ॥

যখন মন আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দাপরায়ণ হইয়া উঠে, অপরকে গালি দিতে চায় অথবা ঝগড়া করিতে চায়, তখন কাষ্ঠবৎ পড়িয়া থাকিবে।

৫১। লাভ সত্কার কীর্ত্যর্থি পরিবারার্থি বা পুনঃ।
উপস্থানার্থি মে চিত্তং তস্মাত্তিষ্ঠামি কাষ্ঠবত্ ॥

আমার চিত্ত লাভ, সৎকার, কীর্তি অভিলাষী, পরিচর্যার্থী, সেবাকাঙ্ক্ষী। অতএব আমি কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া থাকিব।

৫২। পরার্থরূক্ষং স্বার্থার্থি পরিষত্কামমেব চ।
বক্তুমিচ্ছতি মে চিত্তং তস্মাত্তিষ্ঠামি কাষ্ঠবত্।।

আমার চিত্ত পরহিত বিমুখ, স্বার্থপরায়ণ অথবা পরিষদাভিলাষী, অভিভাষণকামী। অতএব আমি কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রহিব।

৫৩। অসহিষ্ণলসং ভীতং প্রগল্ভং মুখরং তথা।
স্বপক্ষাভি নিবিষ্টং চ তস্মাতিষ্ঠামি কাষ্ঠবত।।

আমার মন অসহনশীল, অলস, ভীত, প্রগল্ভ, মুখর, অতি পক্ষপাতী। অতএব আমি কাষ্ঠবৎ নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকিব।

৫৪। এবং সংক্লিষ্ট মালোক্য নিষ্ফলারম্ভি বা মণঃ।
নিগৃহ্নী যাদ্ দৃঢ়ং শূরঃ প্রতিপক্ষেণ তত্ সদা।।

এইরূপে চিত্তকে (কাম, ক্রোধ, মোহাদি) ক্লেশযুক্ত কিংবা ব্যর্থ প্রবৃত্তিতে উদ্যত দেখিলে বীর পুরুষ বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবকে নিগৃহীত করিবে।

৫৫। সুনিশ্চিতং সুপ্রসন্নং ধীরং সাদর গৌরবং।
সলজ্জং সভয়ং শান্তং পরারাধনতত্পরং।।

আমি আমার চিত্তকে সুনিশ্চিত, সুপ্রসন্ন, ধীর, আদর ও গৌরবযুক্ত, লজ্জাশীল, ভয়শীল, শান্ত এবং পরহিতপ্রবণ করিয়া তুলিব।

৫৬। পরস্পর বিরুদ্ধাভি র্বালেচ্ছাভির খেদিতং।
ক্লেশোতপাদা দিদং হ্যেত দেষামিতি দয়াম্বিতং।।

আমার চিত্ত প্রাকৃত জনের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা দুঃখিত নহে। ক্লেশের উৎপত্তি হওয়ায় তাহাদের অন্তরে এরূপ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ইচ্ছা হইতেছে।—এই ভাবিয়া আমার চিত্তকে তাঁহাদের প্রতি দয়ান্বিত করিব।

৫৭। আত্মসত্ত্ববশং নিত্যমনবদ্যেষু বস্তুষু।
নির্মাণমিব নির্মাণং ধারয়াম্যেষ মানসং ॥

অনবদ্য বিষয়ে চিত্তকে নিত্যই স্বাধীন ও অন্যের বশবর্তী করিয়া রাখিব। উহাকে মান-বর্জিত করিয়া নির্মাণের ন্যায় অর্থাৎ নির্মিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিব।

৫৮। চিরাত্ প্রাপ্তং ক্ষণবরং স্মৃত্বা স্মৃত্বা মুহুর্মুহুঃ।
ধারয়ামীদৃশং চিত্তমপ্রকম্প্যং সুমেরুবৎ ॥

"বহুকাল পর এই শ্রেষ্ঠ ক্ষণসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই কথা বারবার স্মরণ করিয়া চিত্তকে সুমেরু পর্বতের ন্যায় নিষ্কম্প, নিশ্চলভাবে ধারণ করিব।

৫৯। গৃধ্রৈরামিষ সংগৃধ্রৈঃ কৃষ্যমাণ ইতস্ততঃ।
নকরোত্যন্যথা কায়ঃ কস্মাদত্র প্রতিক্রিয়াং ॥

চিত্ত চাঞ্চল্যহীন শরীর নিষ্কর্মা। তাহা না হইলে মাংসলোভী শকুন যখন দেহকে এদিক-ওদিক আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন দেহ ইহার প্রতিকার কেন করে না?

৬০। রক্ষসীমং মনঃ কস্মাদাত্মী কৃত্য সমুচ্ছ্রয়ং।
ত্বত্ত শ্চেতপৃথগেবায়ং তেনাত্র তব কো ব্যয়ঃ ॥

হে মন! এই মাংসাস্থিপুঞ্জ দেহকে আপনার সত্তা মনে করিয়া কেন তুমি রক্ষা করিতেছ। যদি এই দেহ তোমা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তবে তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে?

৬১। ন স্বীকরোষি হে মূঢ় কাষ্ঠ পুত্তলকং শুচিং।
অমেধ্য ঘটিতং যন্ত্রং কস্মাদ্রক্ষসি পূতিকং ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হে মূঢ়। পবিত্র কাষ্ঠ নির্মিত প্রতিকৃতিকে তুমি কেন 'তুমি' বলিয়া স্বীকার কর না? অশুচি বস্তু নির্মিত এই অপবিত্র যন্ত্রকে কেন রক্ষা করিতেছ ॥

৬২। ইমং চর্মপুটং তাবত্‌স্ব বুদ্ধ্যৈব পৃথক্কুরু।
অস্থি পঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞা শস্ত্রেন মোচয় ॥

এই চর্ম আবরণকে আপন বুদ্ধি দ্বারা পৃথক কর। প্রজ্ঞারূপ শস্ত্র দ্বারা মাংসকে অস্থি পঞ্জর হইতে মুক্ত কর।

৬৩। অস্থীন্যপি পৃথক কৃত্বা পশ্য মজ্জানমন্ততঃ।
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয় ॥

অস্থিসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মজ্জা দর্শন কর। দেহাভ্যন্তর লক্ষ্য কর। উহাতে কোনরূপ সার পদার্থ আছে কিনা তুমি নিজেই তাহা বিচার কর।

৬৪। এবমন্বিষ্য যত্নেন ন দৃষ্টং সার মত্র তে।
অধুনা বদ কস্মাত্‌ ত্বং কায়মদ্যাপি রক্ষসি ॥

এইভাবে যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়াও উহাতে কোনরূপ সার পদার্থ তোমার দৃষ্টিগোচর হইল না। এখন বল, তুমি কেন এই দেহকে এখনও রক্ষা করিতেছ।

৬৫। ন খাদিতব্য মশুচি ত্বয়া পেয়ং ন শোণিতং।
নান্ত্রাণি চুষিতব্যানি কিং কায়েন করিষ্যসি ॥

এই অশুচি বস্তু তুমি খাইবে না। রক্ত পান করিবে না। অন্ত্রসমূহ চোষণ করিবে না। বল, দেহ লইয়া তুমি কি করিবে?

৬৬। যুক্তং গৃধ্র শৃগালাদেরাহারার্থং তু রক্ষিতুং।
কর্মোপকরণং ত্বেতন্মানুষাণাং শরীরকং ॥

কর্ম সাধন করার জন্য এই মনুষ্য দেহকে রক্ষা করা উচিত। 'তাহা না হইলে' এই শরীর গৃধ্র, শৃগালের ভোজনের যোগ্য।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬৭। এবং তে রক্ষতশ্চাপি মৃত্যুরাচ্ছিদ্য নির্দয়ঃ।
কায়ং দাস্যতি গৃধে্রভ্যস্তদা ত্বং কিং করিষ্যসি ॥

এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলেও নির্মম মৃত্যু যখন এই কায়কে ছিনাইয়া লইয়া গৃধ্র সমূহকে দান করিবে, তখন তুমি কি করিতে পারিবে?

৬৮। ন স্থাস্যতীতি ভৃত্যায় ন বস্ত্রাদি প্রদীয়তে।
কায়ো যাস্যতি খাদিত্বা কস্মাত্ত্বং কুরুষে ব্যয়ং ॥

'সে থাকিবে না' এই ভাবিয়া তুমি ভৃত্যকে বস্ত্রাদি দান কর না। এই শরীরও খানা-পিনা করিয়া চলিয়া যাইবে। তবে কেন? তুমি ইহার জন্য ব্যয় কর।

৬৯। দত্ত্বাস্মৈ বেতনং তস্মাত্ স্বার্থং কুরু মনো'ধুনা।
নহি বৈতনিকোপাত্তং সর্বং তস্মৈ প্রদীযতে ॥

হে মন! এই শরীরকে ভৃত্যের ন্যায় সামান্য বেতন দিয়া আপন প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। ভৃত্যের উপার্জিত ধনের সমগ্রাংশ ভৃত্যকে দেয় না। 'তাহা হইতে সামান্য অংশই দিয়া থাকে'।

৭০। কায়ে নৌবুদ্ধি মাধায় গত্যাগমন নিশ্রয়াত্
যথাকামং গমং কায়ং কুরু সত্ত্বার্থে সিদ্ধয়ে ॥

গমনাগমনের অবলম্বন নিমিত্ত এই কায়কে নৌকা মনে কর। জীবগণের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কায়কে তোমার ইচ্ছাধীন করিয়া পরিচালনা কর।

৭১। এবং বশীকৃত স্বাত্মা নিত্যং স্মিত মুখো ভবেত্।
ত্যজেদ্ ভৃকুটি সংকোচং পূর্বাভাষী জগত্সু হৃত্ ॥

এইরূপে নিজেই নিজকে বশীভূত করিয়া সর্বদা হাস্যমুখে বিরাজ কর। ভ্রূকুটি এবং ললাট সংকোচন করা উচিত নহে। সকলের সঙ্গে তুমিই প্রথমে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। সমগ্র জগতের মিত্র হওয়া উচিত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭২। সশব্দপাতং সহসা ন পীঠাদীন্ বিনিক্ষিপেত্ ।
নাস্ফালয়েত্ কবাটং চ স্যান্নিঃশব্দ রুচিঃ সদা ।।

তাড়াহুড়া করিয়া সশব্দে পীঠাদি নিক্ষেপ করিবে না। এবং সবলে কবাটে আঘাত করিবে না। সর্বদা নীরব অবস্থানে তোমার রুচি জন্মুক।

৭৩। বকো বিড়াল শ্চৌরশ্চ নিঃশব্দো নিভৃতশ্চরণ।
প্রাপোত্য ভিভতং কার্যসেবং নিত্যং যতিশ্চরেত্ ।।

বক, বিড়াল ও চোর নিভৃতে শান্ত ও নিঃশব্দ থাকিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। যতি নিত্যই এরূপ আচরণ করিবেন।

৭৪। পরচোদন দক্ষাণা মনধীষ্টো পকারিণাং।
প্রতীচ্ছেচ্ছিরসা বাক্যং সর্ব শিষ্যঃ সদা ভবেত্ ।।

অন্যকে উপদেশমূলক শাসন করিতে যাঁহারা দক্ষ এবং যাঁহারা অযাচিত উপদেশের সাধনা করেন, তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য করিবে এবং সর্বদা সকলের নিকট শিক্ষা-কামী শিষ্য হইয়া থাকিবে।

৭৫। সুভাষিতেষু সর্বেষু সাধুকার মুদীরয়েত্ ।
পুণ্য কারিণ মালোক্য স্মৃতি ভিঃ সংপ্রহর্ষয়েত্ ।।

সর্ব সুভাষিত প্রসঙ্গের প্রতি সাধুবাদ প্রদান করা উচিত। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া পুণ্য কর্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া উৎসাহিত করিবে।

৭৬। পরোক্ষং চ গুণান্ ব্রুয়াদ্ নু ব্রুয়াচ্চ তোষতঃ।
স্ববর্ণে ভাষ্য মাণে চ ভাবয়েত্তদ্ গুণজ্ঞতাং ।।

প্রত্যক্ষে কারো গুণ কীর্তন না করিয়া পরোক্ষে করিবে। সৎ গুণের আলোচনা সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিবে। নিজের প্রশংসায় 'উৎফুল্ল না হইয়া' প্রশংসাকারীর গুণ-গ্রাহিতার কথা ভাবনা করিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭৭। সর্বারম্ভা হিতুষ্ট্যর্থাঃ সা বিত্তৈরপি দুর্লভা।
ভোক্ষ্যে তুষ্টি সুখং তস্মাত্ পরশ্রম কৃতৈগুণৈঃ ।।

সন্তুষ্টি বিধানই সমস্ত কার্যের উদ্দেশ্য। তাহা ধন দ্বারাও সুলভ নহে। অতএব অপরের শ্রমোপার্জিত সৎগুণ দ্বারা আমি সন্তোষ ধন উপভোগ করিব। 'তাহাতে নিজের পরিশ্রম করিতে হইবে না।'

৭৮। ন চাত্র মে ব্যয়ঃ কশ্চিত্ পরত্র চ মহা সুখং।
অপ্রীতি দুঃখং দ্বেষৈস্ত মহদ্দুঃখং পরত্র চ ।।

এই সন্তোষ পরম ধন লাভে আমার কোন ব্যয় নাই। অথচ পরলোকে ইহা দ্বারা পরম সুখ লাভ। বিদ্বেষে ইহ-লোকেও অপ্রীতিজনিত দুঃখ এবং পরলোকেও মহা দুঃখ ভোগ।

৭৯। বিশ্বস্ত বিন্যস্ত পদং বিস্পষ্টার্থং মনোরমং।
শ্রুতি সৌখং কৃপা মূলং মৃদু মন্দ স্বরং বদেত্ ।।

অভ্রান্ত, সুবিন্যস্ত, পদযুক্ত, স্পষ্টার্থ জ্ঞাপক, মনোরম, শ্রুতি সুখকর, দয়াপূর্ণ, মৃদু মন্দস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিবে।

৮০। ঋজু পশ্যেতসদা সত্ত্বাং শ্চক্ষুষা সং পিবন্নিব।
এতানেব সমাশ্রিত্য বুদ্ধত্বং মে ভবিষ্যতি ।।

সর্বদা প্রাণিগণকে সরল দৃষ্টিতে দেখিবে। এই সরল সরস দৃষ্টিতে যেন মনে হয়,—তোমার নয়ন তাহাদিগকে প্রীতির সহিত পান করিতেছে। এই কথা চিন্তা করা উচিত যে ইহা-দিগকে আশ্রয় করিয়াই তোমার বুদ্ধত্ব লাভ হইবে।

৮১। সাতত্যাভি নিবে শোত্থং প্রতি পক্ষোত্থমেব চ।
গুণোপকার ক্ষেত্রে চ দুঃখিতে চ মহচ্ছুভং ।।

অবিচ্ছিন্ন অটলা শ্রদ্ধা, ক্লেশাদির প্রতিপক্ষ অশুভ ভাবনা দ্বারা মহা কল্যাণ সাধিত হয়। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গুণক্ষেত্রে, মাতা পিতা প্রভৃতি উপকার ক্ষেত্রে এবং দুঃখিত জনগণ মধ্যে দানাদি পুণ্য কর্ম করিলে মহাপুণ্য উৎপন্ন হয়।

৮২। দক্ষ উত্থান সংপন্নঃ স্বয়ং কারী সদা ভবেত্।
নাঁবকাশঃ প্রদাতব্যঃ কস্যচিত্ সর্ব কর্মসু ॥

সর্বদা স্ফূর্তিমান, উদ্যোগপরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য স্বয়ং সম্পাদন করিবে। কাহাকেও কোন কার্য করিবার অবকাশ দিবে না।

৮৩। উত্তরোত্তরতঃ শ্রেষ্ঠা দান পারমিতাদয়ঃ।
নেতারার্থং ত্যজেচ্ছ্রেষ্ঠা মন্যত্রাচার সেতুতঃ ॥

দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদি পারমিতাসমূহ ক্রমশঃ এক হইতে অন্যটি শ্রেষ্ঠতর। এগুলির মধ্যে নিকৃষ্টের জন্য উৎকৃষ্টকে ত্যাগ করিবে না। বোধিসত্ত্বগণের আচার রূপ সেতু বন্ধ ব্যতীত পারমিতা সমূহের ক্রমশঃ রক্ষা করিতে হইবে।

৮৪। এবং বুদ্ধা পরার্থেষু ভবেত্ সতত মুত্থিতঃ।
নিষিদ্ধ মপ্যনুজ্ঞাতং কৃপালোরর্থ দর্শিনঃ ॥

এরূপ অবগত হইয়া সর্ব জীবের হিত সুখের জন্য সর্বদা উৎসুক থাকিবে। হিতদর্শী দয়াবান ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ বস্তুও অনুজ্ঞাত হয়।

৮৫। বিনিপাত গতানাথ ব্রতস্থান্ সংবিভজ্য চ।
ভুঞ্জীত মধ্যমাং মাত্রাং ত্রিচীবর বহিস্ত্যজেত্ ॥

বিপন্ন আতুর, অনাথ এবং সব্রহ্মচারিগণকে একেক ভাগ প্রদান করিয়া উদ্বৃত্ত চতুর্থ ভাগ 'গুরু-লঘু বর্জিত' মধ্যম মাত্রায় ভোজন করিবে। ত্রি-চীবর ব্যতীত অন্য সমস্ত হস্ত পরিত্যাগ করিবে।

৮৬। সদ্ধর্মসেবকং কায়মিত রার্থং ন পীড়যেত্।
এবমেব হি সত্ত্বা নামাশা মাশু প্রপূরয়েত্ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সদ্ধর্মের সেবক এই দেহকে ছোট-খাট কারণে পীড়া দিবে না। এরূপ করিলেই এই দেহ সহসা প্রাণিগণের আশা করিতে সমর্থ হইবে।

৮৭। ত্যজেন্ন জীবিতং তস্মাদ শুদ্ধে করুণাশয়ে।
তুল্যাশয়ে তু তত্ত্যাজ্যমিত্থং ন পরিহীয়তে ॥

চিত্ত যখন অশুদ্ধ (ভেদ-জ্ঞানে কলুষিত), তখন করুণা উৎপন্ন হইলেও জীবন উৎসর্গ করিবে না। চিত্তে যখন সর্ব জীবের প্রতি সমজ্ঞান আসিবে—তখন প্রাণ দান করা উচিৎ। তাহা হইলে এই ত্যাগের পরিহানি হইবে না।

৮৮। ধর্মং নিগৌরবে স্বস্থ্যে ন শিরোবেষ্টিতে বদেত্
সচ্ছত্র দণ্ড শাস্ত্রে চ নাবগুণ্ঠিত মস্তকে ॥

অশ্রদ্ধাবান, উষ্ণীষধারী, ছত্রধারী, দণ্ডধারী, সশস্ত্র, শিরোবগুণ্ঠিত সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মের কথা বলিবে না।

৮৯। গংভীরোদার মন্ত্রেষু ন স্ত্রীষু পুরুষং বিনা।
হীনোত্কৃষ্টেষু ধর্মেষু সমং গৌরব মাচয়েত্ ॥

হীন ব্যক্তিকে গম্ভী ও উদার ধর্ম দেশনা না করাই উচিত। পুরুষ সঙ্গে না থাকিলে স্ত্রীলোককে ধর্ম দেশনা করিবে না। হীন যান ও মহাযান ধর্মকে সমান গৌরব করা বিধেয়।

৯০। নোদার ধর্ম পাত্রং চ হীনে ধর্মং নিয়োজয়েত্।
ন চাচারং পরিত্যজ্য সূত্রমন্ত্রৈঃ প্রলোভয়েত্ ॥

উদার মহাযান ধর্ম উপলব্ধি করিতে যে ব্যক্তি যোগ্য, সে ব্যক্তিকে হীনযান ধর্মে নিযুক্ত করিবে না। আচরণ বর্জন করিয়া শুধু সূত্র ও মন্ত্র পাঠে পুণ্যার্জনের প্রলোভন দেখাইবে না।

৯১। দন্ত কাষ্ঠস্য খেটস্য বিসর্জন মপাবৃতং।
নেষ্টং জলে স্থলে ভোগ্যে মূত্রাদেশ্চাপি গর্হিতং ॥

দন্ত, কাষ্ঠ ও থুথু অনাচ্ছাদিতভাবে ত্যাগ করিবে না। ব্যবহারযোগ্য স্থানে বা জলে ঘৃণিত মূত্রাদি ত্যাগ করা অনুচিত।

৯২। মুখপূরং ন ভুঞ্জীত সশব্দং প্রসৃতাননং।
প্রলম্ব পাদং নাসীত ন বাহু মর্দযেত্ সমং।।

মুখ-ব্যাদন করিয়া পরিপূর্ণ মুখে সশব্দে ভোজন করা উচিত্ নহে। পদ যুগল প্রসারণ করিয়া উপবেশন করিবে না। এক সঙ্গে দুই বাহু মর্দন করিবে না।

৯৩। নৈকয়ান্য স্ত্রিয়া কুর্যাদ্যানং শয়নমাসনং।
লোকা প্রাসাদকং সর্বং দৃষ্টা পৃষ্টা চ বর্জয়েত্।।

সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোকের সহিত শয়ন, উপবেশন কিংবা গমনাগমন করিবে না। লোকের নিকট যাহা অসন্তোষ-জনক, তাহা দেখিয়া এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পরিত্যাগ করিবে।

৯৭। নাঙগুল্যা কারযেত্ কিংচিদ্দক্ষিণেন তু সাদরং।
সমস্তেনৈব হস্তেন মার্গমপ্যো মাদিশত্।।

কিছু দেখাইবার প্রয়োজনে এক অঙ্গুলী দ্বারা নির্দেশ করিতে নাই। আদরের সহিত সমগ্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই নির্দেশ করিবে। পথ প্রদর্শনের বেলায়ও এই ভাবে নির্দেশ করিবে।

৯৫। ন বাহুতেক্ষপকং কং চিচ্ছব্দয়েদল্প সংভ্রমে।
অচ্ছটাদি তু কর্তব্য মন্যথা স্যাদ সংবৃতঃ।।

সামান্য প্রয়োজনে বহু উৎক্ষেপন করিয়া কাহাকেও আহ্বান করিতে নাই। তখন করতালি দিয়া সঙ্কেত করিবে। নচেৎ সংযমহীন বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৬। নাথ নির্ব্বাণ শয্যা বচ্ছয়ীতে পিস্ তয়া দিশা।
সং প্রজানংল্লঘুথানঃ প্রাগবশ্যং নিয়োগতঃ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিনির্বাণের সময় ভগবান বুদ্ধের শয়নের ন্যায় অভীষ্ট দিকে মস্তক রাখিয়া সাবধানে শয়ন করিবে। সচেতন হইয়া নিদ্রা যাইবে এবং কেহ জাগাইবার পূর্বেই সত্বর উঠিয়া যাইবে।

৯৭। আচারো বোধিসত্ত্বানাম প্রমেয় উদাহৃতঃ।
চিত্ত শোধনমাচারং নিযতং তাবদাচেরত্‌॥

বোধিসত্ত্বগণের আচার অসংখ্য বা অপ্রমেয় বলিয়া বর্ণিত। যে সকল আচারের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি জন্মে ইহা অবশ্যই পালন করা উচিত।

৯৮। রাত্রিং দিবং চ ত্রিস্কন্ধং ত্রিকালং চ প্রবর্ত্তয়েত্‌।
শেষাপত্তি শমস্তেন বোধিচিত্ত বিনা শ্রয়াত্‌॥

দিনে তিনবার এবং রাত্রে তিনবার, পাপদেশনা, পুণ্যা মোদন, বোধিচিত্ত পরিগ্রহ—এই ত্রিস্কন্ধ আবৃত্তি করিবে। এই ত্রিস্কন্ধের সাধনা করিলে তথাগত ও বোধিসত্ত্বের শরণ লইলে অবশিষ্ট অপরাধের উপশম হইবে।

৯৯। যা অবস্থাঃ প্রপদ্যেত স্বয়ং পরবশো 'পি বা।
আস্ব বস্থাসু যাঃ শিক্ষাঃ শিক্ষেত্তা এব যত্নতঃ॥

স্বাধীন বা পরাধীন ভাবে যে সকল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল অবস্থায় যাহা যাহা শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিবে।

১০০। ন হি তদ্বিদ্যতে কিং চিদ্যন্ন শিক্ষ্যং জিনাত্মজৈঃ।
ন তদস্তি ন যতপুণ্যমেবং বিহরতঃ সতঃ॥

বুদ্ধপুত্র বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষনীয় নহে—জগতে এমন কোন পদার্থ নাই। এইরূপে বিচরণশীল সৎ পুরুষের মধ্যে এমন আচরণ নাই—যাহা পুণ্যময় নহে।

১০১। পারং পর্য্যেণ সাক্ষাদ্বা সত্ত্বার্থং নান্যদাচরেত্‌।
সত্ত্বা নামেব চার্থায় সর্বং বোধায় নাময়েত॥

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাহা জীবগণের হিতসুখকর নহে, তাহা না করাই উচিত। জীবগণের হিতার্থে সমগ্র কুশল কর্মকে বোধিতে পরিণত করা উচিত।

১০২। সদা কল্যাণ মিত্রং চ জীবিতার্থে 'পি ন ত্যজেত্।
বোধিসত্ত্ব ব্রতধরং মহাযানার্থ কোবিদং ॥

বোধিসত্ত্ব ব্রতপরায়ণ, মহাযান ধর্মবেত্তা, সদা কল্যাণমিত্রকে জীবনাকাঙ্ক্ষা হইলেও কখনও ত্যাগ করিবে না।

১০৩। শ্রীসংভব বিমোক্ষাচচ শিক্ষেত্তদ্ গুরু বর্ত্তনং।
এতচ্চান্যচ্চ বুদ্ধোক্তং জ্ঞেয়ং সূত্রান্ত বাচনাত্ ॥

যাহা গুরু বর্তন অর্থাৎ কল্যাণমিত্র রূপ গুরুর প্রতি কিরূপ পরিচর্যা করিতে হয়, তাহা 'শ্রীসংভব বিমোক্ষ' সূত্র হইতে শিক্ষা করিবে। এই সূত্রান্ত পাঠ করিয়া, অন্য সূত্রান্ত অধ্যয়ন করিয়া—যাহা ভগবান দেশনা করিয়া গিয়াছেন—সেই বুদ্ধবচনসমূহ পরিজ্ঞাত হইবে।

১০৪। শিক্ষাঃ সূত্রেষু দৃশ্যন্তে তস্মাত্ সূত্রাণি বাচয়েত্।
আকাশ গর্ভ সূত্রে চ মূলাপত্তীর্ণি রূপয়েত্ ॥

'রত্ন মেঘাদি' মহাযানী সূত্রগ্রন্থে বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, এই সূত্রসমূহ পাঠ করিবে। 'আকাশ গর্ভ সূত্র' হইতে মূল 'আপত্তি' সমূহ অবগত হইবে।

১০৫। শিক্ষা সমুচ্চযো 'বশ্যং দ্রষ্টব্যশ্চ পুনঃ পুনঃ।
বিস্তরেণ সদাচারো যস্মাত্তত্র প্রদর্শিতঃ ॥

'শিক্ষা সমুচ্চয়' গ্রন্থ বারংবার অবশ্যই দেখা উচিত। কারণ, ইহাতে বোধিসত্ত্বগণের সদাচারের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১০৬। সংক্ষেপেণাথ বা তাবত্ পশ্যে ত্সূত্র সমুচ্চযং।
আর্য্য নাগার্জ্জুনাবদ্ধং দ্বিতীয়ং চ প্রযত্নতঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

'সূত্র সমুচ্চয়' গ্রন্থও দেখিতে পার। ইহাতে সদাচারের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। অথবা আর্য নাগার্জ্জুন রচিত দ্বিতীয় সূত্র সমুচ্চয় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিবে।

১০৭। যতো নিবার্যতে যত্র যদেব চ নিযুজ্যতে।
তল্লোক চিত্ত রক্ষার্থ শিক্ষাং দৃষ্টা সমাচরেত্ ॥

এই সকল গ্রন্থে যে শিক্ষা বিধানমূলক এবং যে শিক্ষা নিষেধাত্মক—তাহা উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লোকচিত্ত রক্ষার্থ অর্থাৎ জনগণের চিত্ত যাহাতে প্রকুপিত না হইয়া শান্তভাব ধারণ করে, সেইভাবে আচরণ করিবে।

১০৮। এতদেব সমাসেন সংপ্রজন্যস্য লক্ষণং।
যত্ দ্বায় চিত্তাবস্থায়াঃ প্রতবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ ॥

সংপ্রজন্যের সংক্ষেপে লক্ষণ এই যে দেহ ও চিত্তের অবস্থা বারংবার পরীক্ষা করিয়া প্রত্যবেক্ষণ করা।

১০৯। কায়েনৈব পঠিষ্যামি বাক্ পাঠেন তু কিং ভবেত্।
চিকিত্সা পাঠ মাত্রেন রোগিণঃ কিং ভবিষ্যতি ॥

বাক্যের দ্বারা পাঠাভ্যাস করিয়া কি হইবে? আমি দেহ দ্বারাই পাঠাভ্যাস করিব। চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিলে রোগীর কি ফল লাভ হইবে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্ষান্তি পারমিতা

১। সর্বমেতত্ সু চরিতং দানং সুগত পূজনং।
কৃতং কল্প সহস্রৈর্যত্ প্রতিঘঃ প্রতিহন্তি তত্ ।।

জীবের প্রতি একমাত্র প্রচণ্ড বিদ্বেষ সহস্র কল্প ব্যাপিয়া চরিত্রের সাধনাকে দান কার্য সম্পাদনকে এবং বুদ্ধ পূজাদি সমস্ত কুশল কর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

২। ন চ দ্বেষ সমং পাপং ন চ ক্ষান্তি সমং তপঃ।
তস্মাত্ ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবযে দ্বিবিধৈর্ণয়ৈঃ ।।

দ্বেষের সমান পাপ নাই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা পুণ্য নাই। অতএব বিবিধ উপায়ে এবং পরম যত্নে ক্ষমা ধর্মের সাধনা করা উচিত।

৩। মনঃ শমং ন গৃহ্ণাতি ন প্রীতি সুখ ম শ্নুতে।
নি নিদ্রাং ন ধৃতিং যাতি দ্বেষ শল্যে হৃদিস্থিতে।

দ্বেষশল্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে মনে শান্তি থাকে না, প্রীতি সুখ অনুভব হয় না, নিদ্রা আসে না এবং ধৈর্য থাকে না।

৪। পূজয়ত্যর্থ মানৈর্যান্ যে 'পি চৈনং সমাশ্রিতাঃ।
তে 'প্যেনং হন্তু মিচ্ছন্তি স্বামিনং দ্বেষ দুর্ভগং ।।

দ্বেষ-দুষ্ট মনিব যাহাদিগকে ধন দান করেন, সম্মানে ভূষিত করেন, আশ্রয় দান করেন ; তাহারাও দ্বেষ-দুর্ভাগ্য-পীড়িত মনিবের অপকার করে। এমন কি হত্যা করিতেও চাহে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। সুহৃদো 'প্যস্থি জন্তে 'স্মাদ্দদাতি নচ সেব্যতে।
সংক্ষেপান্নাস্তি যতিকং চিতেক্রাধনো যেন সুস্থিতঃ ॥

তাঁহার সুহৃদ্ তাঁহাকে ভয় করে। তিনি টাকা পয়সা দিয়াও সেবক বা চাকর পান না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এমন কোন কারণ নাই,—যদ্বারা ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি সুস্থির হইতে কিংবা শান্তি-সুখ লাভ করিতে পারেন।

৬। এব মাদীনি দুঃখানি করোতীত্যরিঃ সংজ্ঞয়া।
যঃ ক্রোধং হন্তি নির্বন্ধাত্ স সুখীহ পরত্র চ ॥

শত্রুর রূপ ধারণপূর্বক ক্রোধ বহু প্রকার দুঃখ এইরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে যিনি ক্রোধের বিনাশ সাধন করেন; তিনি ইহলোকে ও পর-লোকে সুখী হন।

৭। অনিষ্ট করণা জ্জাত মিষ্টস্য চ বিঘাত নাত্।
দৌর্মনস্যা শনং প্রাপ্য দ্বেষো দৃপ্তো নিহন্তি মাং ॥

অনিষ্ট সম্পাদন ও ইষ্টের ব্যাঘাত ঘটিলেই আমাদের দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তি উৎপন্ন হয়। মানসিক অশান্তি দ্বেষের খাদ্য-স্বরূপ। এই খাদ্য লাভ করিয়া দ্বেষ অতীব দৃপ্ত হয়, বলবান হয় এবং আমার বিনাশ সাধন করে।

৮। তস্মাদ্বিঘাত যিষ্যামি তস্যাশনমহং রিপোঃ।
যস্মান্ন মদ্বধাদন্য ত্কৃত্য মস্যাস্তি বৈরিণঃ ॥

তদ্ধেতু আমি আমার এই শত্রুর খাদ্য নষ্ট করিব। কারণ, আমার হত্যা ব্যতীত এই শত্রুর আর কোন করণীয় নাই।

৯। অত্যনিষ্টা গমেনাপি ন ক্ষোভ্যা মুদিতা ময়া।
দৌর্মনস্যে 'পি নাস্তীষ্টং কুশলং ত্ববহীয়তে ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইলেও আমার মুদিতা বা মানসিক প্রফুল্লতা নষ্ট করা উচিত নহে। কারণ, দৌর্মনস্য দ্বারা ইষ্ট লাভ তো হইবেই না, উপরন্তু আমার অর্জিত পুণ্য-রাশি নষ্ট হইবে।

১০। যদ্যস্ত্যেব প্রতীকারো দৌর্মনস্যেন তত্র কিং।
অথ নাস্তি প্রতীকারো দৌর্মনস্যেন তত্র কিং ॥

যদি অনিচ্ছার চরিতার্থ এবং ইচ্ছার ব্যাঘাতের কোনরূপ প্রতিকারের উপায় থাকে, তাহা হইলে দুঃচিন্তাগ্রস্ত হইয়া লাভ কি? আর যদি প্রতিকারের উপায় না থাকে, তবে দুশ্চিন্তা করিয়া কি হইবে।

১১। দুঃখং ন্যক্কার পারুষ্যময় শশ্চেত্য নীপ্সিতং।
প্রিয়াণামাত্মনো বাপি শত্রোশ্চৈতদ্বি পর্যযাত্ ॥

দুঃখ, ধিক্কার, তিরস্কার, অপযশ ইত্যাদি মানসিক দুঃখ আমার জন্য কিংবা আমার প্রিয় ব্যক্তির জন্য ইচ্ছা করি না। কিন্তু শত্রুর জন্য তার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখ-ধিক্কার ইত্যাদি শত্রুর জন্য ইচ্ছা করি।

১২। কথং চিল্লভ্যতে সৌখ্যং দুঃখং স্থিত ময়ত্নতঃ।
দঃখে নৈব চ নিঃসারঃ শ্চৈত তস্মাদ্ দৃঢ়ী ভব ॥

সংসারে সুখ কদাচিৎ লাভ করা হয়। কিন্তু দঃখ অতি সহজেই, বিনা যত্নেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং দঃখে অভ্যস্ত হওয়া কর্তব্য। যেহেতু সংসার বা জন্ম-মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে দঃখকে বরণ করিতে হয়। অতএব হে চিত্ত! দুঃখ দেখিয়া কাতর না হইয়া দৃঢ়তা অবলম্বন কর।

১৩। দুর্গা পুত্রক কর্ণাটা দাহ চ্ছেদাদি বেদনাং।
বৃথা সহন্তে মুক্ত্যর্থমহং কস্মাত্তু কারতঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশীয় চণ্ডীর ভক্তগণ চণ্ডীপূজায় নিজেদের দেহ দগ্ধ করিয়া ও ছিন্নভিন্ন করিয়া নিষ্ফল দুঃখ সহ্য করে। তাঁহারা যদি বৃথাই এই দুঃখ সহ্য করে, তবে আমি কেন মুক্তির জন্য তাহা সহ্য করিতে পারিব না। আমি কাতর হই কেন ?

১৪। ন কিংচিদস্তি তদ্বস্তু যদভ্যাসস্য দুষ্করং।
তস্মান্মৃদু ব্যথাভ্যাসাৎ সোঢ়ব্যাপি মহা ব্যথা ।।

জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা অভ্যাস দ্বারা পাওয়া যায় না। অতএব মৃদু ব্যথা সহ্য করিতে করিতে মহা ব্যথাও সহ্য হইয়া যাইবে।

১৫। উদ্দংশ দংশ মশক ক্ষতিপ্পাসাদি বেদনাং।
মহত্কণ্ডূবাদি দুঃখং চ কিমণর্থং ন পশ্যসি ।।

ডাঁশ, মশকাদি জীব হইতে আমরা কষ্ট পাই। ক্ষুৎ-পিপাসাদি দ্বারা বেদনা ভোগ করি। কণ্ডূয়ন (চুলকানি) ইত্যাদি দুঃখ অনুভব করি। এই সকল দুঃখ আমরা অনর্থই ভোগ করি। তাহা কি লক্ষ্য কর না ? 'তবে মুক্তির জন্য দুঃখ ভোগ করিতে ভয় পাও কেন' ?

১৬। শীতোষ্ণ বৃষ্টি বাতাধ্ব ব্যাধিবন্ধন তাড়নৈঃ।
সৌকুমার্যং ন কর্তব্য মন্যথা বর্ধতে ব্যথা ।।

শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, বাত্যা, পথশ্রম, বন্ধন, তাড়না প্রভৃতি প্রতি সুকুমার হইতে নাই। ইহাদের প্রতি সুকুমার হইলে ব্যথাই বাড়িবে।

১৭। কেচিৎ স্বশোণিতং দৃষ্ট্বা বিক্রমন্তে বিশেতঃ।
পর শোণিত মপ্যেকে দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছাং ব্রজন্তি চ ।।

১৮। তচ্চিত্তস্য দৃঢ়ত্বেন কাতরত্বেন চাগতং।
দুঃখ দুর্যোধন স্তস্মাদ্ তবেদভি ভবেদ্ ব্যথাং ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কেহ কেহ নিজের রক্তপাত দেখিয়া বিশেষরূপে পরাক্রম প্রকাশ করে। কেহ কেহ অপরের রক্তপাত দেখিয়াও মূর্ছা যায়। চিত্তের কাতরতা ও দৃঢ়তা হইতেই এইরূপ ভাবের উদ্রেক হয়। অতএব দুঃখের নিকট দুর্যোধন হওয়া উচিত। পীড়াকে পরাজিত করা উচিত।

১৯। দুঃখে 'পি নৈব চিত্তস্য প্রসাদং ক্ষোভযেদ্ বুধঃ।
সংগ্রামো হি সহ ক্লেশৈর্যুদ্ধে চ সুলভা ব্যথা॥

জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখের মধ্যেও চিত্তের প্রসন্নতাকে রক্ষা করিবেন, বিকৃত হইতে দিবেন না। কেননা, ক্লেশের সহিত আমাদের যুদ্ধ। যুদ্ধে তো পীড়া সুলভই।

২০। উরসারাতি ঘাতান্যে প্রতীচ্ছন্তো জয়ন্ত্যরীন্।
তে তে বিজয়িনঃ শূরাঃ শেষাস্তু মৃত-মারকাঃ॥

শত্রুর আঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া যাহারা শত্রুকে জয় করেন, তাহারাই প্রকৃত বিজয়ী, তাহারা বীর। তাহা না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় যাহারা ছল-চাতুরীতে শত্রুকে জয় করে,—তাহারা তো মৃত-মারক।

২১। গুণো 'পরশ্চ দুঃখস্য যত্ সংবেগান্মদ চ্যুতিঃ।
সংসারিষু চ কারুণ্যং পাপাদ্ ভীতি জিনে স্পৃহা॥

ইহা দুঃখের আরেকটা গুণ যে দুঃখ সংবেগ দ্বারা অহঙ্কার ধ্বংস হয়। সংসারী লোকের প্রতি করুণা জাগে। পাপে ভীতির সঞ্চার হয় এবং বুদ্ধ-ভগবানে ভক্তি জাগ্রত হয়।

২২। পিত্তাদিষু ন মে কোপো মহা দুঃখ করেষ্বপি।
সচেতনেষু কিং কোপস্তে 'পি প্রত্যয় কোপিতাঃ॥

মহা দুঃখ সৃষ্টি করিলেও বাত-পিত্তাদির উপর আমার ক্রোধ হয় না। কারণ, ইহারা অচেতন। তবে সচেতন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পদার্থের প্রতি আমার ক্রোধ হয় কেন? তাহারা তো তাহাদের প্রত্যয় শক্তি দ্বারা কুপিত হইতেছে।

২৩। অনিষ্যমাণ মপ্যেত চ্ছূল মুতপদ্যতে যথা।
অনিষ্য মাণো 'পি বলাত্ ক্রোধ উত্পদ্যতে তথা ॥

বাত-পিত্তাদির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই যেমন শূল-বেদনা উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক প্রাণিগণের মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াই থাকে।

২৪। কুপ্যামীতি ন সংচিন্ত্য কুপ্যতি স্বেচ্ছয়া জনঃ।
উত্পত্স্য ইত্যভিপ্রেত্য ক্রোধ উত্পদ্যতে ন চ ॥

'এইবার আমি ক্রোধ করিব'—এরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকে স্বেচ্ছায় ক্রোধ উৎপাদন করে না। 'এইবার আমি উৎপন্ন হইব'—এরূপ সংকল্প করিয়া ক্রোধও স্বাধীনভাবে উৎপন্ন হয় না।

২৫। যে কে চিদপরাধাস্ত পাপানি বিবিধানি চ।
সর্বং তত্ প্রত্যয বলাত্ স্বতন্ত্রং তু ন বিদ্যতে ॥

যত প্রকার অপরাধ ও যত রকমের পাপ হইতে পারে, সমস্তই আপন আপন হেতু-প্রত্যয় বা কারণবশতই উৎপন্ন হয়। স্বতন্ত্র কিছুই নহে; সকলেই পরতন্ত্র।

২৬। নচ প্রত্যয় সামগ্র্যা জনয়াসীতি চেতনা।
ন চাপি জনিতস্যাস্তি জনিতো 'স্মীতি চেতনা ॥

'আমি ইহাকে উৎপন্ন করিতেছি'—বলিয়া কারণ, উপাদান কিংবা নিমিত্ত সমূহের এইরূপ কোন চেতনা নাই। এবং উৎপন্ন বস্তুরও এরূপ কোন চেতনা-বুদ্ধি নাই যে আমি ইহা দ্বারা উৎপন্ন হইলাম।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৭। যত্ প্রধানং কিলাভীষ্টং যতদাত্মেতি কল্পিতং।
তদেব হি ভবামীতি ন সংচিন্ত্যো পজায়তে ॥

যাহা প্রধান বা প্রকৃতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—তাহাও 'আমি উৎপন্ন হইব'—এরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎপন্ন হয় না।

২৮। অনুত্‌পন্নং হি তন্নাস্তি ক ইচ্ছেদ্ ভবিতুং তদা।
বিষয় ব্যাবৃত স্বাচ্চ নিরোদ্ধুমপি নেহতে।

সেই আত্মা যদি অনুৎপন্ন অর্থাৎ পূর্বে যদি না থাকে, তাহা হইলে পুনঃ উৎপন্ন হইবার ইচ্ছা করে কে? আর, বিষয় ভোগে ব্যাপৃত স্বভাব-সম্পন্ন যে আত্মা, ইহার আর বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে।

২৯। নিত্যোহ্ ম চেনশ্চাত্মা ব্যোমবত্ স্ফুট সক্রিয়ঃ।
প্রত্যান্তর সংগে 'পি নির্বিকারস্য কা ক্রিয়া ॥

আত্মাকে নিত্য, অচেতন, আকাশবৎ সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে। অন্য প্রত্যয় বা নিমিত্ত-সংযোগে যে নির্বিকার, সে সক্রিয় হইবে কি করিয়া?

৩০। যঃ পূর্ববত্ ক্রিয়াকালে ক্রিয়াযাস্তেন কিং কৃতং।
তস্য ক্রিয়েতি সংবন্ধে কতরদ্ধন্নি বন্ধনং ॥

পূর্বে যেরূপ ছিল, ক্রিয়া সম্পাদন কালেও যদি সেরূপই থাকে, তাহা হইলে ক্রিয়া সম্পর্কে সে কি করিল? 'তাহার ক্রিয়া'—এরূপ সম্পর্ক করার অবকাশ কোথায়? এরূপ সম্বন্ধের কারণই বা কে?

৩১। এবং পরবশং সর্বং যদ্বশং সো 'পি চাবশঃ।
নির্মাণবদ চেষ্টেষু ভাবেষ্বেবং ক কুপ্যতে ॥

এইরূপে জগতের সকলেই পরাধীন। যাহার অধীন সেও স্বাধীন নহে,—পরাধীন। সকল বস্তুই পুত্তলিকার ন্যায়

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নিশ্চেষ্ট। অপরের হাতের পুতুল হইয়া চলিতেছে। এখন চিন্তা কর, কার উপর ক্রুদ্ধ হইবে ?

৩২। ব্যরণাপি ন যুক্তৈবং কঃ কিং বারয়তীতি চেত্ ।
যুক্তা প্রতীত্যতা যস্মাদ্দুঃখস্যোপর তির্মতা ॥

ভাবার্থঃ—যদি এই রকম সকল কিছুই নির্মিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট ও পরাধীন, তবে ক্রোধাদি নিবারণ করা সম্ভবপর নহে। কে কি নিবারণ করিবে ? কারণ, যখন কোন বস্তুর প্রকৃত সত্তা থাকে, তখন ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিবারণ করা সম্ভব হয়। যখন কোন বাস্তব পদার্থের অস্তিত্বই না থাকে—তখন নিবারণ করে কে ? নিবারণ করেই বা কি ?

নিবারণ সম্ভব এবং নিবারণ করা উচিত। কেননা, এই মায়াময় পদার্থে প্রতীত্য সমুদ্পাদ নীতির সম্বন্ধ আছে। জগতে যে কোন বস্তু একটিকে অবলম্বন করিয়া আরেকটি উৎপন্ন হয়। এইরূপে পূর্ব পূর্ব বিষয়কে অবলম্বন করিয়া পর পর বিষয় উৎপন্ন হয়। এই একের উৎপত্তিতে অপরের উৎপত্তি এবং একের নিরোধে অপরের নিরুদ্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এই উৎপত্তি ও নিরোধ কার্য-কারণ নীতির মাধ্যমে দুঃখের সমাবেশ আছে। দুঃখ সকল প্রাণীর অকাম্য। দুঃখের নিরোধ সকলের কাম্য। সুতরাং দুঃখের কারণ ও নিরোধের উপায় উদ্ভাবনপূর্বক সর্ব দুঃখের নিবারণ সর্বতোভাবে উচিত।

৩৩। তস্মাদ মিত্রং বা দৃষ্টাপ্য ন্যায় কারিণং।
ইদৃশাঃ প্রত্যয়া অস্যেত্যেবং মত্বা সুখী ভবেত্ ॥

অতএব শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক অথবা যে কোন অন্যায়কারীই হউক, তাহাদের এরূপ প্রত্যয় শক্তি বা কারণসমূহ আছে বলিয়াই এইরূপ করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা প্রফুল্ল থাকিও।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩৪। যদি তু স্বেচ্ছয়া সিদ্ধিঃ সর্বেষামেব দেহিনাং।
ন ভবেত্ কস্যচিদ্ দুঃখং ন দুঃখং কশ্চিদিচ্ছতি ॥

ইচ্ছা করিলেই যদি প্রাণিগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, তবে সংসারে কাহারো দুঃখ থাকিত না। কেননা, দুঃখ কেহ চায় না।

৩৫। প্রমাদাদাত্মনাত্মানং বাধন্তে কণ্টকাদিভিঃ।
ভুক্ত চ্ছেদাদিভিঃ কোপাদ্ দুরাপস্ত্র্যাদি লিপ্সয়া ॥

প্রমাদ ও ক্রোধবশতঃ মানুষ দুর্লভ পরস্ত্রী ইত্যাদি লাভাকাঙ্খায় কণ্টকাদি দ্বারা নিজকে নিজে বিদ্ধ করে। ভোজনাদি পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে।

৩৬। উদ্বন্ধন প্রপাতৈশ্চ বিষাপথ্যাদি ভক্ষণৈঃ।
নিঘ্নন্তি কেচিদাত্মান মপুণ্যাচরণেন চ ॥

কেহ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজকে নীচে নিক্ষেপ করে। কেহ বিষ কিংবা অপথ্য খাইয়া আত্মহত্যা করে। কেহ বা নানা প্রকার পাপাচরণ করিয়া নিজকে হত্যা করে।

৩৭। যদৈবং ক্লেশবশ্যত্বাদ্ ঘ্নন্ত্যাত্মানমপি প্রিয়ং।
তদৈষাং পর-কায়েষু পরিহারঃ কথং ভবেত্ ॥

যখন এইরূপে কাম-ক্রোধাদি ক্লেশের বশীভূত হইয়া জীব সর্বাপেক্ষা প্রিয় আপনাকে হত্যাদি করিতে পারে, তখন অপরকে যে হত্যা করিবে না, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

৩৮। ক্লেশোন্মত্তী-কৃতেষেব প্রবৃত্তেষ্বাত্মঘাতনে।
ন কেবলং দয়া নাস্তি ক্রোধ-উত্পদ্যতে-কথং।

কামক্রোধাদি রূপ পিশাচ দ্বারা অভিভূত যে লোকজন উন্মত্ত হইয়া পাপাচরণ করিয়া আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহার প্রতি দয়া না হইয়া ক্রোধ কিরূপে হইবে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩৯। যদি স্বভাবো বালানাং পরোপদ্রবকারিতা।
তেষু কোপো ন যুক্তো মে যথাগ্নৌ দহনাত্মকে।।

অগ্নির স্বভাব অপরকে দগ্ধ করা। অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও কেহ অগ্নির উপর ক্রুদ্ধ হয় না; তদ্রূপ যদি অপরের অপকার করা মূর্খদের স্বভাব বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে।

৪০। অথ দোষো 'যমাগন্তুঃ সত্ত্বাঃ প্রকৃতি পেশলাঃ।
তথাপ্য যুক্তস্তত্ কোপঃ কটুধূমে যথাম্বরে।।

যদি ধরা যায় যে প্রাণিগণ স্বভাবতঃ শুদ্ধ সরল; দোষ প্রাণিগণের জীবনে আগন্তুক। তথাপি তাহাদের উপর ক্রোধ করা উচিত নহে। আকাশ স্বভাবতঃ নির্মল। কিন্তু কটু ধূমে পূর্ণ হইলেও কি আকাশের উপর কেহ ক্রুদ্ধ হয়?

৪১। মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা প্রেরকে যদি কুপ্যতে।
দ্বেষেণ প্রেরিতঃ সৌ 'পি দ্বেষে দ্বেষো 'স্তু মে বরং।।

সম্মুখে নিক্ষিপ্ত দণ্ড ইত্যাদি লক্ষ্য না করিয়া আমরা যদি দণ্ডাদি নিক্ষেপকারীর উপর ক্রুদ্ধ হই। তাহা হইলে যেই দ্বেষের তাড়নায় তাড়িত হইয়া নিক্ষেপকারী দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিল, সেই দ্বেষের প্রতিই আমার দ্বেষ বা ঘৃণা করা উচিত। যেহেতু দণ্ডাদি নিক্ষেপকারীও দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে।

৪২। ময়াপি পূর্বং সত্ত্বানামীদৃশ্যেব ব্যথা কৃতা।
তস্মান্মে যুক্তমেবৈতত্ সত্ত্বোপদ্রব কারিণঃ।।

আমিও পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রাণিগণকে এরূপ পীড়া দিয়াছিলাম। তজ্জন্য প্রাণিগণের উপদ্রবকারী আমাকে যে এরূপ ব্যথা এখন দিতেছে,—তাহা যোগ্যই হইতেছে।

৪৩। তচ্ছস্ত্রং মম কায়শ্চ দ্বয়ং দুঃখস্য কারণং।
তেন শস্ত্রং ময়া কায়ো গৃহীতঃ কুত্র কুপ্যতে।।

সেই অপকারীর অস্ত্র এবং আমার দেহ—এই দুইটাই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু এবং দেহধারী আমি—এই দুইজনের মধ্যে আমি কার উপর ক্রোধ করিতে পারি।

৪৪। গণ্ডো 'য়ং প্রতিমাকারো গৃহীতো ঘট্টনা সহঃ।
তৃষ্ণান্ধেন ময়া তত্র ব্যথাযাং কুত্র কুপ্যতে।।

সামান্য ঘর্ষণে অসহ্য হয়—এই দেহরূপ পক্ক ফোঁড়া আমি নিজেই মোহান্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছি; তখন ব্যথা পাইলেও আমি কাহার উপর ক্রোধ করিব?

৪৫। দুঃখং নেচ্ছামি দুঃখস্য হেতুমিচ্ছামি বালিশঃ।
স্বাপরাধাগতে দুঃখে কস্মাদন্যত্র কুপ্যতে।।

দুঃখ আমি চাই না। অথচ দুঃখের হেতু—এই দেহ আমি কামনা করি। আমি এমনই মূর্খ। ফলতঃ আপন অপরাধেই যখন দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছি; তখন অন্যত্র ক্রোধ করিব কেন?

৪৬। অসি পত্রবণং যদ্বদ্ যথা নারক পক্ষিণঃ।
মর্তকর্ম জনিতা এব তথেদং কুত্র কুপ্যতে।।

যেমন আমার কর্ম প্রভাবে নরকে অসির ন্যায় পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ-পরিপূর্ণ অরণ্যের সৃষ্টি হয় এবং অয়ো-মুখ গৃধ্র-কাকাদি নারকীয় পক্ষীর সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ আমার যত দুঃখ,—তাহা আমারই কর্মফল। সুতরাং কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হই।

৪৭। মৎকর্ম চোদিতা এব জাতা মধ্যপকারিণঃ।
যেন যাস্যন্তি নরকান্মযৈবামী হতা ননু।।

আমার পাপ কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা আমারই অপকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমার অপকার করিয়া তৎপ্রভাবে তাহারা পরে নরক গমন করিবে। অতএব,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দেখা যায়, আমিই তাহাদের নরক গমনের পরোক্ষ কারণ।

৪৮। এতানাশ্রিত্য মে পাপং ক্ষয়িতে ক্ষমতো বহু।
মামাশ্রিত্য তু যান্ত্যেতে নরকান্ দীর্ঘ বেদনান্ ।।

৪৯। অহমেবাপকার্যেষাং মমৈতে চোপ কারিণঃ।
কস্মাদ্বিপর্যয়ং কৃত্বা খলচেতঃ প্রকুপ্যসি।।

ইহাদিগকে বহুবার ক্ষমা করিতে করিতে আমার প্রাক্তন পাপ কর্ম সবই ক্ষয় হইয়া যায়। আর, আমাকে অবলম্বন করিয়া পাপ করিতে করিতে দীর্ঘ মেয়াদী নরকে গমন করে। অতএব দেখা যায়—আমিই তাহাদের অপকারী এবং তাহারা আমার উপকারী। ইহার বিপরীত কল্পনায়, হে খলচিত্ত! কেন তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হও।

৫০। ভবেন্মমাশয় গুনো ন যামি নরকাণ্যদি।
এষামত্র কিমায়াতং যন্ত্রাত্মা রক্ষিতো ময়া।।

আমার ক্ষমা গুণান্বিত চিত্তের মাহাত্ম্যবশতঃ যদি আমি নরকে না যাই এবং আমি নিজকে নিজে রক্ষা করি, তবে তাহাদের ইহাতে কি আসে যায়?

৫১। অথ প্রত্যপকারী স্যাং তথাপ্যেতে ন রক্ষিতাঃ।
হীয়তে চাপি মে চর্যা তস্মান্নষ্টাস্ত পস্বিনঃ।।

যদি আমি উপকার না করিয়া অপকার করি, তথাপি তাহাদের রক্ষা করা যায় না। অধিকন্তু আমার বোধিচর্যা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহাদের রক্ষা নাই। তাহারা বিনষ্ট হইবেই।

৫২। মনো হন্তু মমূর্তত্বান্ন শক্যং কেন চিত্ ক চিত্।
শরীরাভি নিবেশাত্তু কায়দুঃখেন বাধ্যতে।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মন অমূর্ত। এ জন্য কোথাও কেহ মনকে আঘাত করিতে পারে না। শরীরের প্রতি আসক্তিবশতঃ দেহের দুঃখকে নিজ দুঃখ কল্পনা করিয়া দুঃখিত হয়।

৫৩। ন্যক্কারঃ পরুষং বাক্যময় শশ্চেত্যয়ং গণঃ।
কায়ং ন বাধতে তেন চেতঃ কস্মাৎ প্রকুপ্যসি ॥

ধিক্কার, কর্কশ বাক্য, অযশ ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না। অমূর্ত মনকে তো পারেই না। তথাপি, হে মন! কেন তুমি ক্রুদ্ধ হও।

৫৪। ময্য প্রসাদো যো 'ন্যেষাং স কিং মাং ভক্ষয়িষ্যতি।
ইহ জন্মান্তরে বাপি যেনাসৌ মে 'নভীপ্‌সিতঃ ॥

আমার প্রতি অন্যের যে অসন্তোষ, ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে সেই অসন্তোষ কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে? তবে তাহা আমার অনভীপ্সিত বা অপ্রিয় কেন?

৫৫। লাভান্তরায়করিত্বাচ্চেদসৌ মে 'নভীপ্সিতঃ।
নঙ্ক্ষ্যতীহৈব মে লাভঃ পাপং তু স্থাস্যতি ধ্রুবং ॥

আমার লাভের বিঘ্নকর বলিয়া ইহা আমার অনভীপ্সিত বা অপ্রিয়। কিন্তু লাভ তো ইহলোকেই ধ্বংস হইবে। পাপ তো পরলোকেও নিশ্চিতরূপেই স্থায়ী হইবে।

৫৬। বরমদ্যৈব মে মৃত্যুর্ন মিথ্যা জীবিতং চিরং।
যস্মা চ্চিরমপি স্থিত্বা মৃত্যু-দুঃখং তদেব মে ॥

প্রাণি হিংসাদি করিয়া দীর্ঘকাল মিথ্যা জীবন যাপন অপেক্ষা অদ্যই আমার মৃত্যু হউক। দীর্ঘদিন জীবিত থাকিলেও আমার সেই মৃত্যু দুঃখই ভোগ করিতে হইবে।

৫৭। স্বপ্নে বর্ষশতং সৌখ্যং ভুক্ত্বা যশ্চ বিবুধ্যতে।
মুহূর্ত মপরো শ্চ সুখী ভুত্বা বিবুধ্যতে ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫৮। ন নু নিবর্ততে সৌখ্যং দ্বয়োরপি বিবুদ্ধয়োঃ।
সৈবোপমা মৃত্যুকালে চিরজীব্যল্প জীবিনোঃ।।

স্বপ্নে যে ব্যক্তি শতবর্ষ সুখভোগ করার পর জাগ্রত হয় আর যে ব্যক্তি ক্ষণকাল সুখ ভোগের পর জাগ্রত হয়, এই উভয় ব্যক্তির সুখভোগ জাগ্রত হওয়ার পর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। চিরজীবী ও ক্ষণজীবীর মৃত্যুকালেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু-দুঃখ উভয়ের জন্য সমান।

৫৯। লব্ধবৰাপি চ বহূংল্লাভান্ চিরং ভুক্ত্বা সুখান্যপি।
রিক্ত হস্তশ্চ নগ্নশ্চ যাস্যামি মুষিতো যথা।।

বহু লভ্য লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল সুখভোগ করিয়াও আমাকে লুণ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় রিক্তহস্তে ও নগ্ন অবস্থায়ই যাইতে হইবে।

৬০। পাপক্ষয়ং চ পুণ্যং চ লাভাজ্জীবন করোমি চেত্।
পুণ্যক্ষয়শ্চ পাপং চ লাভার্থং ক্রুধ্যতো ননু।।

লাভ দ্বারা জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় এবং পুণ্যার্জন করিব। কেননা, লাভের জন্য লাভের ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় আমার পুণ্যক্ষয় এবং পাপার্জন হইবে।

৬১। যদর্থমেব জীবামি তদেব যদি নশ্যতি।
কিং তেন জীবিতেনাপি কেবলা শুভ কারিণা।।

যে পুণ্যের জন্য জীবন যাপন করিতেছি, তাহাই যদি নষ্ট হয়, তবে এরূপ জীবনের প্রয়োজন কি? ইহা শুধু অকল্যাণই সৃষ্টি করিবে।

৬২। অবর্ণবাদিনি দ্বেষঃ সত্ত্বান্ নাশয়তীতি চেত্।
পরায় শঙ্করে'প্যেবং কোপস্তে কিং ন জায়তে।।

নিজের দুর্নাম রটনাকারীর প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয়—এই জন্য যে, দুর্নামকারী প্রাণিগণের অপকারী। তাহা হইলে

অপরের দুর্নাম রটনাকারীর উপর তোমার ক্রোধ উৎপন্ন হয় না কেন? 'সেও এইরূপে সকলকে নষ্ট করে'।

৬৩। পরায়ত্তা প্রসাদত্বাদ প্রসাদিষু তে ক্ষমা।
ক্লেশোত্‌পাদ পরায়ত্তে ক্ষমা না বর্ণবাদিনি ॥

যাহার ক্রোধ পরকে উপলক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রোধীকে তুমি ক্ষমা কর; যেহেতু তাহার ক্রোধ পরায়ত্ত। আর, নিজের নিন্দাকারীকে ক্ষমা করিতে পার না কেন? সেও তো পরায়ত্ত অর্থাৎ সেও তাহার প্রাক্তন কর্ম ক্লেশের উপর নির্ভর করিয়া নিন্দা করিতেছে।

৬৪। প্রতিমা স্তূপ সদ্ধর্ম নাশকা ক্রোশ কেষু চ।
ন যুজ্যতে মম ক্রোধো বুদ্ধাদীনাং ন হি ব্যথা ॥

প্রতিমা, স্তূপ এবং সদ্ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, নিন্দাকারী কিংবা ধ্বংসকারীর উপরও আমার ক্রোধ করা উচিত নহে। কেননা, এ সকল কার্যে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণের কোনরূপ দুঃখ হয় না।

৬৫। গুরু সালোহিতাদীনাং প্রিয়াণাং চাপকারিষু।
পূর্ববত্‌ প্রত্যযোত্‌পাদং দৃষ্টা কোপং নিবারযেত্‌ ॥

গুরুজন, রক্ত সম্পর্কীয়, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদিগের অপকারিগণকেও পূর্ববৎ হেতু-প্রত্যয়াধীন জানিয়া ক্রোধ না করাই উচিত।

৬৬। চেতনা চেতনা কৃতা দেহিনাং নিয়তা ব্যথা।
সা ব্যথা চেতনে দৃষ্টাক্ষম স্বৈনাং ব্যথামতঃ ॥

যাহার দেহ আছে, তাহার ব্যথা প্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে। পীড়া অচেতন পদার্থ হইতে কিংবা সচেতন প্রাণী হইতে পাইয়া থাকে। পীড়া যেখান হইতে আসুক না কেন, দেখা যায়—পীড়ার উৎপত্তিস্থল এই দেহ। সুতরাং সকল পীড়া সহ্য কর।

৬৭। মোহাদেকে 'পরাধ্যন্তি কুপ্যন্ত্যন্যে 'পি মোহিতাঃ।
ক্রমঃ কমেষু নির্দোষং কং বা ক্রমো 'পরাধিনং ।।

কেহ মোহবশতঃ অপরাধ করিয়া থাকে, কেহ মোহমুগ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে কাহাকেই বা নির্দোষ বলিব এবং কাহাকেই বা অপরাধী করিব?

৬৮। কস্মাদেবং কৃতং পূর্বং যেনৈবং বাধ্যসে পরৈঃ।
সর্বে কর্মপরায়ত্তাঃ কো 'হমত্রান্যথা কৃতৌ ।।

পূর্বে কেন এরূপ কর্ম করিয়া ছিলে? আজ তুমি অপর কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছ। সবই কর্মাধীন। আমার কি সাধ্য, ইহার ব্যতিক্রম করি?

৬৯। এবং বুদ্ধাতু পুণ্যেষু তথা যত্নং করোম্যহং।
যেন সর্বে ভবিষ্যন্তি মৈত্রচিত্তাঃ পরস্পরং ।।

ইহা অবগত হইয়া আমার এরূপ প্রযত্ন করা উচিত, যাহার প্রভাবে সকল প্রাণী পরস্পর মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবে।

৭০। দহ্যমানে গৃহে যদ্বগ্নির্গত্বা গৃহান্তরং।
তৃণা দৌ যত্র সজ্যেত তদাকৃষ্যা পণীয়তে ।।

৭১। এবং চিত্তং যদা সংগাদ্দহ্যতে দ্বেষবহ্নিনা।
ততক্ষণং ততপরিত্যাজ্যং পুণ্যাত্মোদ্দাহ শংকয়া ।।

দহ্যমান গৃহ হইতে অগ্নি যখন গৃহান্তরে গিয়া সেখানকার তৃণকাষ্ঠাদি মধ্যে সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা, তখন লোকে যেমন দ্রব্যাদি টানিয়া দূরে লইয়া যায়, তদ্রূপ যাহার সংসর্গে চিত্ত দ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হয়, দাহের ভয়ে পুণ্যাত্মাগণের সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত।

৭২। মারণীয়ঃ করং ছিত্বা মুক্তশ্চেত্‌ কিমভদ্রকং।
মনুষ্য দুঃখৈর্ণর কান্মুক্তশ্চেত্‌ কিমভদ্রকং ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যদি বধযোগ্য ব্যক্তিকে হাত কাটিয়া মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তাহার পক্ষে কি অমঙ্গলজনক ? যদি মনুষ্যের হাতের দুঃখ দ্বারা নরকের দঃুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তবে তাহা কি অমঙ্গলজনক ?

৭৩। যদ্যে তন্মাত্র মেবাস্ত দুঃখং সোঢ়ুং ন পার্যতে।
তন্নারক ব্যথা হেতুঃ ক্রোধঃ কস্মান্ন বার্যতে॥

আজ যদি এতটুকু দুঃখ সহ্য করিতে না পার, তবে হাজার গুণ ভয়ঙ্কর নারকীয় দুঃখের কারণ-ক্রোধকে কেন নিবারণ করিতেছ না ?

৭৪। কোপার্থ মেবমেবাহং নরকেষু সহস্রশঃ।
কারিতো 'স্মি ন চাত্মার্থঃ পরার্থো বা কৃতো ময়া॥

এই ক্রোধের কারণেই আমি বহু সহস্রবার, নরকে পীড়িত হইয়াছি। ইহা দ্বারা আমি নিজের বা অপরের মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই।

৭৫। ন চেদং তাদৃশং দুঃখং মহার্থং চ করিষ্যতি।
জগদ্ দুঃখ হরে দুঃখে প্রীতি রেবাত্র যুজ্যতে॥

এই ক্ষান্তি চর্যার দুঃখ নরক-দুঃখের ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে। বরং ইহা মহার্থ সাধক। সুতরাং যে-দুঃখ মহার্থ সাধক, সাংসারিক সকল দুঃখের হরণ করিবে, সেই দুঃখে দুঃখিত না হইয়া প্রীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

৭৬। যদি প্রীতি সুখং প্রাপ্ত মন্যৈঃ স্তুত্বা গুণোর্জিতং।
মনস্তমপি তং স্তুত্বা কস্মাদেবং ন হৃষ্যসি॥

গুণশীল ব্যক্তির গুণ মহিমা কীর্তন করিয়া যদি কেহ প্রেমানন্দ লাভ করে ; তবে হে চিত্ত! তুমিও কেন তাহার গুণ কীর্তন করিয়া মুগ্ধ হইতেছ না।

৭৭। ইদং চ তে হৃষ্টিসুখং নিরবদ্যং সুখোদয়ং।
নবারিতং চ গুণিভিঃ পরাবর্জন মুত্তমং॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দেখ, তোমার এই প্রীতি-সুখ অনিন্দ্য ও সুখজনক। এই জাতীয় সুখভোগ গুণশীল ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বরং অপরকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে এই সাধনা বড় উত্তম।

৭৮। তস্যৈব সুখমিত্যেবং তবেদং যদি ন প্রিয়ং।
ভৃতিদানাদি বিরতে দৃষ্টাদৃষ্টং হতং ভবেত্ ।।

"ইহা আমার সুখ" এই বলিয়া যে অন্যের সুখ সহ্য করিতে পারে না, তাহার পক্ষে চাকর-বাকরকে বেতন দেওয়া এবং উপকারীর প্রত্যপকার করা সম্ভব নহে। এইরূপ হইলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইল।

৭৯। স্বগুণে কীর্ত্যমানে চ পরসৌখ্যম্ পীচ্ছসি।
কীর্ত্যমানে পরগুণে স্বসৌখ্যমপি নেচ্ছাসি ।।

তোমার গুণ কীর্তন করিয়া অপরাপর সুখ লাভ করুক, ইহা তুমি ইচ্ছা কর; কিন্তু পরের গুণ কীর্তন করিয়া তুমি সুখী হও,—ইহা তুমি চাও না।

৮০। বোধিচিত্তং সমুতপাদ্য সর্বসত্ত্ব সুখেচ্ছয়া।
স্বয়ং লব্ধ সুখেষদা কস্মাত্ সত্ত্বেষু কুপ্যসি ।।

সর্ব জীবের সুখের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। আজ স্বয়ং সুখী প্রাণিগণের প্রতি কেন তুমি ক্রুদ্ধ হও।

৮১। ত্রৈলোক্য পূজ্যং বুদ্ধত্বং সত্ত্বানাং কিল বাঞ্ছসি।
সত্কার মিত্বরং দৃষ্ট্বা তেষাং কিং পরিদহ্যসে ।।

সমগ্র প্রাণীর ত্রৈলোক্য পূজ্য বুদ্ধত্ব কামনা কর। অথচ অপরের নশ্বর সম্মান দেখিয়া ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছ।

৮২। পুষ্ণাতি যত্বয়া পোষ্যংতুভ্যমেব দদাতি সঃ।
কুটুম্ব জীবিণং লব্ধা ন হৃষ্যসি প্রকুপ্যসি ।।

যাহারা তোমার পোষ্য, তাহাদিগকে যে পোষণ করে; বস্তুতঃ সে তোমাকেই পোষণ করিয়া থাকে। এইরূপে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যে তোমার পোষ্য কুটুম্বকে পালন করিতেছে, তাহার উপর তুমি তুষ্ট না হইয়া নাকি রুষ্ট হও।

৮৩। স কিং নেচ্ছতি সত্ত্বানাং যস্তেষাং বোধি মিচ্ছতি।
বোধিচিত্তং কুতস্তস্য যো 'ন্য সংপদি কুপ্যতি।।

যে বোধি আকাঙ্ক্ষা করে, সে প্রাণিগণের কী না চায়। অপরের সম্পদের উপর যে ক্রুদ্ধ হয়, তাহার বোধিচিত্ত কিরূপে হইবে?

৮৪। যদি তেন ন তল্লব্ধং স্থিতং দান পর্তেগৃহে।
সর্বথা পি ন তত্তে 'স্তি দত্তাদত্তেন তেন কিং।।

অপরের দান লাভে তোমার ঈর্ষা হয়। যদি তোমার এই দান প্রাপ্তি না ঘটিত—তবে তাহা দান পতির গৃহেই থাকিয়া যাইত। কোন রকমেই তো তাহা তোমার প্রাপ্য নহে। সুতরাং দান ছিল কি না দিল কিংবা পাইল কি না পাইল,—তাহাতে তোমার কি আসে যায়।

৮৫। কিং বারয়তু পুণ্যানি প্রসন্নান্ স্বগুণানথ।
লভ মানো ন গৃহ্ণাতু বদ কেন ন কুপ্যসি।।

পুণ্য ও গুণ হেতুই মানুষ দান সম্মানাদি লাভ করে। লাভী ব্যক্তি কি সেই পুণ্যকে বারণ করিবে? আপনার নির্মল গুণকে কি নিবৃত্ত করিবে? যাহা লাভ করা হইতেছে, তাহা কি গ্রহণ করিবে না? বলো, কি করিলে তোমার ক্রোধ হইবে না।

৮৬। ন কেবলং ত্বমাত্মানং কৃতপাপং ন শোচসি।
কৃত পুণ্যৈঃ সহ স্পর্ধামপরৈঃ কর্তু মিচ্ছসি।

তুমি নিজে পাপ কর্ম-সম্পাদন করিয়াছ। তজ্জন্য তোমার অনুশোচনা নাই। উপরন্ত, অপর পুণ্যাত্মাগণের পুণ্যার্জনের সহিত তুমি স্পর্দ্ধা করিতে চাও।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৮৭। জাতং চেদপ্রিয়ং শত্রোস্তত্তুষ্ট্যা কিং পুনর্ভবেত্।
ত্বদা শংসন মাত্রেন ন চা হেতুর্ভবিষ্যতি ।।

শত্রুর অনিষ্ট যখন তোমার কামনা, তাহার না হয় অনিষ্টই বা হইল ; তাহাতে তোমার তুষ্টির জন্য কি হইল ? তুমি ইচ্ছা করিলেই কি তাহার অনিষ্ট হইবে। অহেতুক অনিষ্ট হইবে কেন ?

৮৮। অথ ত্বদিচ্ছয়া সিদ্ধং তদ্ দুঃখে কিং সুখং এব।
অথাপ্যর্থো ভবেদেব মনর্থঃ কোহ্বতঃ পরঃ ।।

আর যদি মনে কর যে তোমার ইচ্ছাতেই শত্রুর এরূপ অনিষ্ট হইল ; তাহা হইলে তাহার দুঃখে কি তোমার সুখ হইবে ? এইরূপ হওয়াকে যদি অর্থ সিদ্ধ বল, তবে অনর্থ বলিবে কাহাকে ? ইহার পর কি অনর্থ বলিয়া কিছু আছে ?

৮৯। এতদ্ধি বড়িশং ঘোরং ক্লেশ বাড়িশি কাপিতং।
যতো নরক পালা ত্বাং ক্রীত্বা পক্ষন্তি কুম্ভিষু ।।

ইহাই সেই ভয়ঙ্কর বড়িশ, যাহা ক্লেশ বাড়িশিক ফেলিয়া রাখিয়াছে। তুমি ধরা পড়িলে নরকপালগণ তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কুম্ভি-পাক নরকে ফেলিয়া পাক করিবে।

৯০। স্তুতির্যশো 'থ সত্‌কারো ন পুণ্যায় ন চায়ুষে।
ন বলার্থং ন চারোগ্যে নচ কায় সুখায় তে ।।

স্তুতি, যশ ও সম্মানে পুণ্য, আয়ু, বল, আরোগ্য কিংবা দৈহিক সুখ লাভ হয় না।

৯১। এতাবাংশ্চ ভবেত্‌স্বার্থো ধীমতঃ স্বার্থ বেদিনঃ।
মদ্যদ্যূতাদি সেব্যং স্যান্মানসং সুখমিচ্ছতা ।।

পুণ্য, আয়ু, বল, আরোগ্য ও দৈহিক সুখ—এই পাঁচ স্বার্থই বুদ্ধিমান স্বার্থপর ব্যক্তির অভিপ্রেত। অজ্ঞ জনোচিৎ ইতোঃধিক মানসিক সুখ লাভের জন্য তাহা হইলে দ্যূত-ক্রীড়া ও মদ্যাদি সেবন করিতে হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৯২। যশো 'র্থং হারয়ন্ত্যর্থান্ মাত্মানং মারয়ন্ত্যপি।
কিমক্ষরাণি ভক্ষ্যাণি মৃতে কস্য তু তৎ সুখং ॥

অনেক লোক যশকীর্তির জন্য অনেক অর্থ দান করে। এমন কি প্রাণ ত্যাগ করে। স্তুতিবাচক শব্দগুলি শুনিয়া করিবে কি ? মৃত্যুর পর এই যশকীর্তি দ্বারা কি তোমার সুখ লাভ হইবে ?

৯৩। যথা পাংশুগৃহে ভিন্নে রোদিত্যার্তরবং শিশুঃ।
তথা স্তুতিযশোহানৌ স্বচিত্তং প্রতিভাতি মে।

বালির গৃহ ভাঙ্গিয়া গেলে শিশু যেমন আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠে ; তেমনি স্তুতি ও যশঃহানিতে আমার চিত্তের অবস্থাও সেই মনে হইতেছে।

৯৪। শব্দ স্তাবদ চিত্তত্বাত্ স মাং স্তোতীত্য সংভবঃ।
পরঃ কিল ময়িপ্রীত ইত্যেতত্ প্রীতি-কারণং ॥

শব্দ অচেতন। ইহা দ্বারা আমার স্তুতি হওয়া সম্ভব নহে। অন্য সচেতন ব্যক্তি আমার প্রতি অবশ্যই প্রীত। তজ্জন্য এই শব্দগুলি আমার প্রীতির কারণ।

৯৫। অন্যত্র মসি বা প্রীত্যা কিং হি মে পরকীয়য়া।
তস্যৈব তত্ প্রীতি সুখং ভাগো নাল্পো 'পি মে মতঃ ॥

অন্য কাহারো অন্তরে প্রীতি আমার প্রতি উৎপন্ন হইলে তাহাতে আমার কি হইবে ? সেই প্রীতি তাহার নিজস্ব। অল্পমাত্র অংশও উহাতে আমার নাই।

৯৬। তত্ সুখেন সুখিত্বং চেত্ সর্বত্রৈব মমাস্ত তত্।
কস্মাদন্য প্রসাদেন সুখতেষু নমে সুখং ॥

'তাহার সুখে আমার সুখ হয়'— এরূপ যদি মনোভাব থাকে, তবে আমার সর্বত্রই সুখ সঞ্চার হউক। অপরের প্রীতি দেখিয়া কেহ প্রীত হইলে, তবে তাহার মধ্যে আমার প্রীতি সুখ কেন পাওয়া যায় না ?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৯৭। তস্মাদহং স্তুতো 'স্মীতি প্রীতিরাত্মনি জায়তে।
তত্রাপ্যেব মসং বন্ধাত্ কেবলং শিশুচেষ্টিতং ॥

'তাহার নিকট হইতে আমি প্রশংসা লাভ করিয়াছি,— এ জন্য আমার মধ্যে প্রীতি উৎপন্ন হইতেছে। ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। ইহা নিতান্ত বাল-সুলভ।

৯৮। স্তুত্যাদয়শ্চ মে ক্ষেমং সংবেগং নাশয়ন্ত্যমী।
গুণ বত্সু চ মাত্সর্যং সংপতেকোপং চ কুর্বতে ॥

স্তুতি-যশাদি আমার কল্যাণ নষ্ট করে, সংবেগ ধ্বংস করে। গুণবানের প্রতি মাৎসর্যের সৃষ্টি করে এবং পর সম্পদের উপর দ্বেষের উদ্রেক করে।

৯৯। তস্মাত্ স্তুতি বিঘাতায় মম যে প্রত্যুপস্থিতাঃ।
অপায পাত রক্ষার্থং প্রবৃত্তা ননু তে মম ॥

অতএব আমার স্তুতি সম্মানাদির ব্যাঘাত করিবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা আমাকে অপায় পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

১০০। মুক্ত্যর্থি নশ্চাযুক্তং মে লাভ সত্কার বন্ধনং।
যে মোচয়ন্তি মাং বন্ধাদ্ দ্বেষস্তেষু কথং মম ॥

লাভ, সৎকারের বন্ধন আমার ন্যায় মুক্তিকামীর পক্ষে অযোগ্য। যাহারা আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চান, তাহাদের উপর আমার দ্বেষ উৎপন্ন হয় কিরূপে?

১০১। দুঃখং প্রবেষ্টু কামস্য যে কপাটত্ব মাগতাঃ।
বুদ্ধাধিষ্ঠানত ইব দ্বেষস্তেষু কথং মম ॥

দুঃখে প্রবেশকামী আমার সম্মুখে যাহারা রুদ্ধ কপাটের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা যেন বুদ্ধের বরদানের প্রভাবেই হইল। সুতরাং তাহাদের উপর আমার দ্বেষ হয় কিরূপে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০২। পুণ্য বিঘ্নঃ কৃতো 'নেনেত্যত্র কোপো ন যুজ্যতে।
ক্ষান্ত্যা সমং তপো নাস্তি নম্বেতত্ত দুপস্থিতং ॥

"ইহা দ্বারা আমার বিঘ্ন হইল"—এই কারণেও তাহার উপর আমার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য নাই। সেই পুণ্য উপার্জনের অবকাশই তো উপস্থিত হইয়াছে।

১০৩। অথাহমাত্ম দোষেণ ন করোমি ক্ষমামিহ।
ময়ৈবাত্র কৃতো বিঘ্নঃ পুণ্য হেতাবুপস্থিতে ॥

এখানে যদি অসহিষ্ণু হইয়া আমি নিজের দোষে ক্ষমা না করি, তবে পুণ্য উপার্জনের হেতু বা অবকাশ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমিই একেত্রে পুণ্যের বিঘ্ন করিলাম।

১০৪। যো হি যেন নাস্তি যস্মিংশ্চ সতি বিদ্যতে।
স-এব কারণং তস্য স কথং বিঘ্ন উচ্যতে ॥

যাহা ছাড়া যাহা হয় না এবং যাহা হইলেই যাহা হয়; ইহাই তাহার কারণ। ইহাকে বিঘ্ন বলা যায় কিরূপে?

১০৫। ন হি কালোপ পন্নেন দান-বিঘ্ন কৃতো 'র্থিনা।
ন চ প্রব্রাজকে প্রাপ্তে প্রব্রজ্যা বিঘ্ন উচ্যতে ॥

যথা সময় দাতার নিকট যাচক উপস্থিত হইলে দানের বিঘ্ন হয় না। প্রব্রজ্যাকামীর নিকট প্রব্রাজকের উপস্থিতি প্রব্রজ্যার বিঘ্ন বলা যায় না।

১০৬। সুলভা যাচকা লোকে দুর্লভাস্বাপ কারিণঃ।
যতো মে 'নপরাধস্য ন কশ্চিদ পরাধ্যতি ॥

সংসারে যাচক সহজেই পাওয়া যায় অর্থাৎ দাতার পক্ষে যাচকের অভাব হয় না। অপকারী কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। কেননা, আমার ন্যায় নিরপরাধ ব্যক্তির অপরাধ কেহ করে না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০৭। অশ্রমোপার্জিত স্তস্মাদ্ গৃহে নিধিরিবোত্থিতঃ।
বোধিচর্যা সহায়ত্বাৎ স্পৃহণীয়ো ময়া রিপুঃ।।

তদ্ধেতু বিনা পরিশ্রমে উপার্জিত, নিধির ন্যায় স্বয়ং গৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায়ক হেতু শত্রু আমার আকাঙ্ক্ষার ধন।

১০৮। ময়া চানেন চৌপাত্তং তস্মাদেত ত্ক্ষমা ফলং।
এত স্মৈ প্রথমং দেয়মেত'পূর্বা ক্ষমা যতঃ।।

তদ্ধেতু তাঁহার ও আমার—এই উভয়ের দ্বারা এই ক্ষমা রূপ পুণ্যের ফল অর্জিত হইয়াছে। কেননা, তিনিই ক্ষমার প্রথম কারণ। অতএব ক্ষমারূপ পুণ্যের অংশ তাঁহাকেই প্রথমে দেওয়া উচিত।

১০৯। ক্ষমাসিদ্ধ্যাশয়ো নাস্তি তেন পূজ্যো ন চেদরিঃ।
সিদ্ধি হেতুর চিত্তো 'পি সদ্ধর্মঃ পূজ্যতে কথং।

শত্রুর চিত্তে ক্ষমা সাধনাজনিত পুণ্যার্জনের অভিপ্রায় না থাকায় যদি শত্রুর পূজা করা উচিত নয় বলিয়া বল, তবে যে সদ্ধর্ম সর্ব সিদ্ধির কারণ—তাহা তো অচিত্ত অর্থাৎ অভিপ্রায় শূন্য। তাহার পূজা আমরা কেন করি?

১১০। অপকারা শয়ো 'স্যেতি শত্রুর্যদি ন পূজ্যতে।
অন্যথা মে কথং ক্ষান্তি র্ভিষজীব হিতোদ্যতে।।

শত্রুর চিত্তে অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে। সেই জন্য শত্রু যদি পূজিত না হয়, তবে ক্ষমা ধর্মের সাধনা হইত কিরূপে? অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া যদি বৈদ্যের ন্যায় শুভেচ্ছা লইয়া আসিত, আমার ক্ষমাসিদ্ধি কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্ভব হইত।

১১১। তদ্দুষ্টাশয় মেবাতঃ প্রতীত্যোত্যদ্যতে ক্ষমা।
স এবাতঃ ক্ষমা হেতুঃ পূজ্য সদ্ধর্ম বন্ময়া।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তাঁহার অভিপ্রায় দুষ্ট। তাঁহার এই দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া আমার ক্ষমা ধর্ম অর্জিত হয়। অতএব, তিনিই ক্ষমার কারণ। সদ্ধর্মের ন্যায় তিনিও আমার পূজনীয়।

১১২। সত্ত্ব ক্ষেত্রং জিন ক্ষেত্র মিত্যতো মুনিনোদিতং।
এতানারাধ্য বহবঃ সংপত্‌পারং যতো গতাঃ॥

এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন: বোধিচর্যার এক ক্ষেত্র জীবগণ, আরেক ক্ষেত্র বুদ্ধগণ। কেননা, তাঁহাদের আরাধনা করিয়াই বহুলোক সর্বোত্তম সম্পদ লাভ করিয়াছেন।

১১৩। সত্ত্বেভ্যশ্চ জিনেভ্যশ্চ বুদ্ধ ধর্মাগমে সমে।
জিনেষু গৌরবং যদ্বন্ন সত্ত্বেষ্বিতি কঃ ক্রমঃ॥

দশ বল, মহান মৈত্রী ও মহা করুণা ইত্যাদি বুদ্ধ ধর্ম যেমন জীবগণের আরাধনা, তেমনি বুদ্ধগণের আরাধনা করিয়াই পাওয়া যায়। উভয়ত্র সমভাবেই উহা প্রাপ্তি হয়। সুতরাং বুদ্ধগণের প্রতি যে সম্মান, যে আদর, জীবগণের প্রতি সেই আদর, সম্মান হইবে না,—ইহা কিরূপ রীতি?

১১৪। আশয়স্য চ মাহাত্ম্যং ন স্বতঃ কিং তু কার্যতঃ।
সমং চ তেন মাহাত্ম্যং সত্ত্বানাং তেন তে সমাঃ॥

শুধু অভিপ্রায়ের বা চিত্তের কোন মাহাত্ম্য নাই। ইহার উপযুক্ত কার্য হইতেই মাহাত্ম্যের সৃষ্টি হয়। যে-গুণ বুদ্ধের আরাধনা হইতে হয়, সেই গুণ জীবগণের আরাধনা হইতেও সম্পন্ন হয়। অতএব জীব-মাহাত্ম্য ও বুদ্ধ মাহাত্ম্য এক। ফলতঃ, এই দিক বিচার করিলে জীবগণ বুদ্ধগণের সমান।

১১৫। মৈত্র্যাশয়শ্চ যৎপূজ্যঃ সত্ত্ব মাহাত্ম্যমেব তত্।
বুদ্ধ প্রসাদাদ্যত্‌পুণ্যং বুদ্ধ মাহাত্ম্যমেব তত্॥

জীবগণের প্রতি মৈত্রী-সাধনা দ্বারা সাধক যে পূজা লাভ করেন, তাহা জীবগণেরই মাহাত্ম্য বলা যায়; যেহেতু

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মৈত্রী সাধনা জীবগণকে উপলক্ষ্য করিয়াই সম্পন্ন হয়। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যে পুণ্য অর্জিত হয়। তাহা বুদ্ধেরই মাহাত্ম্য।

১১৬। বুদ্ধ ধর্মাগমং শেন তস্মাত্ সত্ত্বা জিনৈঃ সমাঃ।
ন তু বুদ্ধৈঃ সমা কে চিদনন্তাং শৈগু'ণার্ণ বৈঃ।।

বুদ্ধের ধর্মসমূহ লাভ করিতে হইলে যেমন বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি জীবগণকে অবলম্বন করিয়াও বুদ্ধ ধর্মসমূহ লাভ করা হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জীবগণ বুদ্ধগণের সমান। বস্তুতঃ বুদ্ধগণের সমান কেহই নাই। বুদ্ধগণ গুণ-সমুদ্র, যাঁহাদের এক ক্ষুদ্রতম অংশও অতিক্রান্ত হওয়া দুষ্কর।

১১৭। গুণ সারৈক রাশীনাং গুণো 'নুরপি চেন্থ বচিত্।
দৃশ্যতে তস্য পূজার্থং ত্রৈলোক্য মপি ন ক্ষমং।।

বুদ্ধগণ গুণ সর্বস্ব, অনন্য সাধারণ গুণনিধি। বুদ্ধগণের গুণ রাশির কণামাত্রও যদি কাহারো জীবনে প্রতিফলিত হয়, তবে ত্রিলোকজাত সমস্ত বস্তুও তাঁহার পূজার উপকরণযোগ্য হয় না।

১১৮। বুদ্ধ ধর্মোদয়াংশস্তু শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্বেষু বিদ্যতে।
এত দংশানুরূপ্যে ণ সত্ত্ব পূজা কৃতা ভবেত্।।

যাহা হইতে বুদ্ধত্ব লাভ হয় এমন এক শ্রেষ্ঠ শক্তিকণা সকল জীবের মধ্যে বিদ্যমান। এই শক্তিকণা উপলক্ষ্য করিয়া জীব-পূজা করা উচিত।

১১৯। কিং চ নিশ্ছদ্ মবন্ধূনা মপ্রমেয়ো পকারিণাং।
সত্ত্বারাধনা মুত্ সৃজ্য নিষ্কৃতিঃ কাপরা ভবেত্।।

জীবের আরাধনা ব্যতীত, এই অকপট বন্ধু ও অপরিমেয় উপকারী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের প্রতি কৃত অপরাধের মার্জনা আর কিরূপে হইবে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২০। ভিন্দন্তি দেহং প্রবিশন্ত্য বীচীং যেষাং কৃতে তত্র কৃতে কৃতং স্যাত্।
মহাপকারিষ্ব পি তেন সর্বং কল্যাণ মেবা চরণী য়মেব।

যে জীবের হিতের জন্য বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ নিজ দেহ টুকরা টুকরা করিয়া দান করেন, যে জীবের উদ্ধারের জন্য অবীচী মহা নরকে প্রবেশ করেন, সেই জীবগণের হিত সাধন করিলে নিজের সার্থকই হইবে। সেজন্য এই প্রাণিগণ মহা অপকারী হইলেও তাহাদের সর্ব প্রকার কল্যাণ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১২১। স্বয়ং মম স্বামিন এব তাবদ্যদর্থ মাত্মন্যপি নির্ব্য পেক্ষা।
অহং কথং স্বামিষু তেষু তেষু করোমি মানং নতু দাস ভাবং।

স্বয়ং আমার প্রভুগণই যাহাদের জন্য আপন দেহ-মন পরিত্যাগ করেন, তাহারা প্রত্যেকেই আমার প্রভুস্বরূপ। আমার প্রভু সেই জীবগণের প্রতি আমি মান করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি আমার দাসভাব নাই। এ কেমন কথা?

১২২। যেষাং সুখে যান্তি মুদং মুনীন্দ্রা যেষাং ব্যথায়াং প্রবিশন্তি মন্যুং।
তত্তোষণাত্ সর্ব মুনীন্দ্র তুষ্টি স্তত্রাপকারে 'পকৃতং মুনীনাং।।

যাহাদের সুখে মুনীন্দ্র বুদ্ধগণ সুখীহন, যাহাদের পীড়ায় পীড়িত হন, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে মুনীন্দ্রগণ সন্তোষ লাভ করেন এবং তাহাদের অপকার করিলে মুনীন্দ্রগণের অপকার হয়।

১২৩। আদীপ্ত কায়স্য যথা সমন্তান্ ন সর্ব কামৈরপি সৌমনস্যং।
সত্ত্ব ব্যথায়ামপি তদ্বদেব ন প্রীত্যু পায়ো 'স্তি দয়াময়ানাং।।

চারিদিক হইতে শরীর দগ্ধ হইতে থাকিলে যেমন সর্ব প্রকার কাম্য বস্তু লাভ করিয়াও সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না, তেমনি প্রাণিগণের পীড়ায় করুণাময় বুদ্ধগণকে কোন উপায়েই সন্তুষ্ট করা যায় না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২৪। তস্মান্ময়া যজ্জন দুঃখ দেন দুঃখং কৃতং সর্ব মহা কৃপাণাং।
তদদ্য পাপং প্রতি দেশয়ামি যত্ খেদিতা স্তমুনয়ঃ ক্ষমন্তাং ॥

তদ্ধেতু জন-দুঃখ প্রদানকারী আমি যে জন-দুঃখ দ্বারা মহা করুণাময়গণকে দুঃখ দিয়াছি, আজ আমি সেই পাপ প্রকাশ করিতেছি। হে দুঃখিত মুনিগণ! আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।

১২৫। আরাধনায়াদ্য তথাগতানং সর্বাত্মনা দাস্য মুপৈমি লোকে।
কুর্বন্ত মে মূর্ধ্নিপদং জনৌঘা বিঘ্নন্ত বা তুষ্যতু লোকনাথঃ ॥

আজ তথাগতগণের আরাধনার জন্য আমি কায়মনোবাক্যে সর্বলোকের দাসত্ব বরণ করিতেছি। জনগণ চাহে তো আমার মস্তক চুর্ণ বিচুর্ণ করুক। চাহে তো হত্যা করুক। তবু লোকনাথ প্রসন্ন হউন।

১২৬। আত্মীকৃতং সর্বমিদং জগত্তৈঃ কৃপাত্মভির্নৈর্ব হি সংশয়ো 'স্তি।
দৃশ্যন্ত এতে ননু সত্ত্বরূপাস্ত এব নাথাঃ কিমনাদরো 'ত্র।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে দয়াত্ম বুদ্ধগণ এই সমগ্র জগতকে আপন আত্মায় পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারাই প্রাণিগণরূপে জগতে বিরাজমান। সুতরাং প্রাণিগণকে অনাদর করি কিরূপে?

১২৭। তথা গতারাধনমেত দেব স্বার্থস্য সংসাধনমেত দেব।
লোকস্য দুঃখাপহ মেতদেব তস্মান্মমাস্ত ব্রতমেতদেব ॥

এই জীব সেবাই তথাগতগণের আরাধনা। ইহাই স্বার্থ সিদ্ধির সম্যক সাধনা। ইহাই জগতের দুঃখহানির উৎস। অতএব ইহাই আমার ব্রত হউক।

১২৮। যথৈকো রাজ পুরুষঃ প্রমথ নাতি মহাজনং।
বিকর্তুংনৈব শক্লোতি দীর্ঘদর্শী মহাজনঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২৯। যস্মান্নৈব স একাকী তস্য রাজ-বলং বলং।
তথা ন দুর্বলং কংচিদ পরাদ্ধং বিমানযেত্ ॥

১৩০। যস্মান্নরক পালাশ্চ কৃপাবন্ত শ্চ তদ্বলং।
তস্মাদারা ধয়ে তস্ত্বান্ভৃত্যশ্চণ্ডনৃপং যথা ॥

যেমন একমাত্র রাজপুরুষ মহা জনতাকে মর্দন করে, সেই দূরদর্শী জনতা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা করিতে পারে না; কেননা, তিনি নিতান্ত একাকী নহেন। রাজশক্তিই তাঁহার শক্তি। তেমন কোন দুর্বল ব্যক্তি কোনরূপ অপরাধ করিলেও তাহার অপকার কিংবা অপমান করিবে না। কেননা, সেও একাকী নহে। কৃপাবন্ত বুদ্ধগণ ও নরকপাল-গণ সেই দুর্বল ব্যক্তির বল। যেমন ভৃত্যগণ প্রচণ্ড নরপতির আরাধনা করে, তদ্রূপ জীবগণেরও আরাধনা করিবে।

১৩১। কুপিতঃ কিং নৃপঃ কুর্যাত্তেন স্যান্নরক-ব্যথা।
যত্পত্ত্ব দৌর্মনস্যেন কৃতেন হ্যনুভূষতে।

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কি করিবেন? জীবগণকে দুঃখ দিয়া সেই নরক দুঃখ ভোগ করিতে হয়; ক্রুদ্ধ রাজা কি তাহার বিধান করিতে পারিবেন।

১৩২। তুষ্টঃ কিং নৃপতির্দদ্যাদাদ্ বুদ্ধত্ব সমং ভবেত্।
যত্সত্ত্ব দৌর্মনস্থেন কৃতেন হ্যনুভূয়তে ॥

সন্তুষ্ট হইয়াই বা রাজা কি দান করিতে সক্ষম হইবেন? যাহা জীবগণের সন্তোষ বিধান করিয়া ভোগ করা যায়, বুদ্ধত্বের সঙ্গে তুলনা হয় এমন দান রাজা করিতে পারিবেন।

১৩৩। আস্তাং ভবিষ্যদ্ বুদ্ধত্বং সত্ত্বারাধন সংভবং।
ইহৈব সৌভাগ্য যশঃ সৌস্থিত্যং কিং ন পশ্যসি।

ভবিষ্যৎ বুদ্ধ হওয়ার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। এই জীবগণের আরাধনার দ্বারা ইহলোকেই যে সৌভাগ্য, যশঃ এবং সুখময় জীবন লাভ হয়, তাহা কি দেখিতে পাও না?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৩৪। প্রাসাদিকত্ব মারোগ্যং প্রামোজ্বং চির জীবিতং।
চক্রবর্তি সুখং স্ফীতং ক্ষমী প্রাপ্নোতি সংসরন্॥

সংসারে জন্ম-মৃত্যুর ধারার মধ্যে চলিতে চলিতে ক্ষমাশীল ব্যক্তি রূপ, আরোগ্য, আনন্দ, দীর্ঘায়ু ও চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায় বিরাট সুখ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আগেই লাভ করিয়া থাকেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বীর্য-পারমিতা

১। এবং ক্ষমো ভজেদ্বীর্যং বীর্যে বোধির্যতঃ স্থিতা।
ন হি বীর্যং বিনা পুণ্যং যথা বায়ুং বিনা গতিঃ ।।

এইরূপে ক্ষমাশীল হইয়া বীর্যের সাধনা করা কর্তব্য। কেননা, বুদ্ধত্ব লাভ বীর্য সাধনার উপরই নির্ভর। বায়ু ব্যতীত গতি যেমন সম্ভব নয়, বীর্য ব্যতিরেকে পুণ্যও তেমনি সম্ভব নহে।

২। কিং বীর্যং কুশলোত্‌সাহস্ত দ্বিপক্ষ ক উচ্যতে।
আলস্যং কুত্‌সিতা সক্তি বিষাদাত্মা বমন্যনা ।।

বীর্য কি? কুশল কর্মে উৎসাহকে বীর্য বলা হয়। বীর্যের বিপরীত কি? আলস্য, কু-বিষয়ে আসক্তি, দুষ্কর বিষয় হইতে নিবৃত্তি এবং নিজের প্রতি অবজ্ঞা—ইহাদিগকে বীর্যের বিপক্ষ বলা হয়।

৩। অব্যাপার সুখাস্বাদ নিদ্রাপাশ্রয় তৃষ্ণায়া।
সংসার দুঃখানু দ্বেগাদালস্য মুপ জায়তে ।।

কার্য না করার যে সুখ, সেই সুখাস্বাদজনিত যে-নিদ্রা এবং এই দুই কারণবশতঃ জয়ের ন্যায় স্থির থাকিবার যে-বাসনা—তাহা হইতেই আলস্যের সৃষ্টি হয়। সংসারের দঃখে উদ্বিগ্ন না হইলেও আলস্য জন্মায়।

৪। ক্লেশ বাগুরিকা ঘাতঃ প্রবিষ্টো জন্ম বাগুরাং।
কিমদ্যাপি ন জানাসি মত্যোর্বদন মাগতঃ ।।

রাগ, দ্বেষ, মোহাদি ক্লেশ যেন জালধারী মৎসজীবী এবং জন্ম যেন জাল। জন্ম জালে আবদ্ধ হইয়া ক্লেশ জালিকের আয়ত্তে আসিয়াছ। তুমি যে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছ। তাহা কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না ?

৫। স্বযূথ্যান্ মার্যমানাং স্বং ক্রমেনৈব ন পশ্যসি।
তথাপি নিদ্রাং যাস্যেব চংডাল মহিষো যথা ॥

তোমার সঙ্গী-সাথী সকলেই একে একে নিহত হইতেছে। তাহা কি দেখিতে পাও না ? নিশ্চয়ই তাহা দেখিতেছ। তথাপি কসাইর অবশ্য বধ্য মহিষের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছ।

৬। যমেনো দীক্ষ্য মানস্য বদ্ধ মার্গস্য সর্বতঃ।
কথং তে রোচতে ভোক্তুং কথং নিদ্রা কথং রতিঃ ॥

তোমার পথ সর্ব দিকে রুদ্ধ করিয়া যমরাজ তোমাকে নিরীক্ষণকরিতেছে। তথাপি তোমার ভোগে রুচি হইতেছে, সুখে নিদ্রা আসিতেছে এবং বাসনায় আনন্দ হইতেছে কেমন করিয়া ?

৭। যাবত্ সং ভৃত সংভাবং মরণং শীঘ্রমেষ্যতি।
সংত্যজ্যা পি তদালস্য অকালে কিং করিষ্যসি ॥

জরা-ব্যাধিরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হত্যার জন্য মৃত্যু যখন হঠাৎ আসিয়া পড়িবে, তখন সেই অসময়ে আলস্য ত্যাগ করিলেও তোমার কি লাভ হইবে ?

৮। ইদং ন প্রাপ্ত মারবধ মিদ মর্ধ কৃত স্থিতং।
অকস্মান্মৃত্যু রায়াতো হা হতো 'স্মীতি চিন্তয়ন্ ॥

৯। শোক বেগ সমুচ্ছন সাশ্রু রক্তেক্ষণা ন নান্।
বন্ধূন্ পিরাশান্ সংপশ্যন্ যমদূত মুখানি চ ॥

১০। স্ব পাপ স্মৃতি সংতপ্তঃ শৃন্বন্ নাদাংশ্চ নারকান্।
ত্রাসোচ্চার বিলিপ্তাঙ্গো বিহ্বলঃ কিং করিষ্যসি ॥

'ইহা পাইলাম না, ইহা মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলাম, ইহা অর্ধ সমাপ্ত রহিয়া গেল, অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়িল। হায়! আমি নিহত হইলাম,'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তোমার হতাশ আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে পাইবে। শোকাবেগে তাহাদের নয়ন স্ফীত, অশ্রু ভারাক্রান্ত ও রক্তবর্ণ। একদিকে আতীয়-স্বজনের বিষণ্ণ মুখ, অন্যদিকে যমদূতগণের ভয়ঙ্কর আকৃতি মুখ দেখিতে পাইবে। এবং নিজের পাপ কর্মের কথা স্মরণপূর্বক সন্তপ্ত হইতে থাকিবে। নরকবাসী প্রাণিগণের বিকট ক্রন্দন শ্রবণ করিতে করিতে ভয়ে যখন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মল-মূত্রে লিপ্ত হইয়া যাইবে, বিহ্বল হইয়া পড়িবে, তখন তুমি কি করিবে?

১১। জীবমত্স্য ইবাস্মীতি যুক্তং ভয় মিহৈব তে।
কিং পুনঃ কৃত পাপস্য তীব্রান্নরক দুঃখতঃ।।

'ক্রমে ক্রমে আহারের জন্য রক্ষিত জিওল মাছের ন্যায় আমার জীবনাবস্থা'—এইরূপ চিন্তা করিয়া ইহলোকেই তোমার ভয় হওয়া উচিত। আর, পাপ করিয়া তীব্র নরক-দুঃখ হইতে ভয় পাওয়ার কথা কী?

১২। স্পৃষ্ট উষ্ণোদক্কেনাপি সুকুমার প্রতপ্যসে।
কৃত্বা চ নারকং কর্মং কিমেবং স্বস্থ মাস্যতে।।

হে সুকুমার! সামান্য গরম জলের স্পর্শেও ব্যথা পাও। এমনই দুলাল তুমি। অথচ নারকীয় কর্ম করিয়া তুমি কিরূপে আরামে বসিয়া আছ।

১৩। নিরুদ্যম ফলাকাংক্ষিন্ সুকুমার বহু ব্যথ।
মৃত্যু গ্রস্তো 'মরাকার হা দুঃখিত বিহন্যসে।।

তুমি নিরুদ্যম, অথচ ফলের আকাঙ্ক্ষা কর। তুমি সুকুমার অথচ বহু দুঃখে পীড়িত। মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও তুমি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নিজকে অমর মনে করিতেছ। হায়! দুঃখ-ক্লিষ্ট, তুমি বিনষ্ট হইলে।

১৪। মানুষ্যং নাবমাসাদ্য তর দুঃখ মহানদীং।
মূঢ় কালো ন নিদায়া ইয়ং নৌর্দুর্লভা পুন॥

মনুষ্য জন্মরূপী নৌকা লাভ করিয়াছ। ইহা দ্বারা দুঃখের মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া যাও। হে মূঢ়! এখন নিদ্রার সময় নহে। এই মানবত্বরূপী তরণী পুনরায় লাভ করা বড় কঠিন।

১৫। মুক্তা ধর্মরতিং শ্রেষ্ঠা মনন্ত রতি সংততিং।
রতি রৌদ্ধত্য হাসাদৌ দুঃখ হেতৌ কথং তব।

অনন্ত আনন্দ ধারার উৎস—সর্বোত্তম ধর্মানন্দকে ত্যাগ করিয়া দুঃখের মূল কারণ ক্রীড়া কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপে তোমার আনন্দ হয় কিরূপে?

১৬। অবিষাদ বল ব্যুহ তাৎপর্যাত্ম বিধেযতা।
পরাত্ম সমতা চৈব পরাত্ম পরিবর্ত্তনং॥

অবিষাদ, বল সমূহ, নিপুণতা, আত্ম বশবর্তিতা, পরাত্ম-সমতা ও পরাত্ম পরিবর্তন—ইহাদের দ্বারা উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

১৭। নৈবা বসাদঃ কর্ত্তব্যঃ কুতো মে বোধিবিত্যতঃ।
যস্মাত্তথাগতঃ সতং সত্যবাদীদ মুক্তবান॥

১৮। তে 'প্যাসন্ দংশমশকা মক্ষিকাঃ কৃময়স্তথা।
যৈরুত্সাহ বশাত্ প্রাপ্তা দুরাপা বোধিরুত্তমা॥

১৯। কিমুতাহং নরো জাত্যা শক্তো জ্ঞাতুং হিতা হিতং।
সর্বজ্ঞনীত্যনুত্সর্গাদ্ বোধিং কিং নাপ্নঃয়া মহং॥

'আমি হীন' আমি কিরূপে বুদ্ধত্ব লাভ করিব—এই ভাবিয়া অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। কারণ, তথাগত সত্য

বাদী। তিনি সত্যই বলিয়াছেন। যাঁহারা বীর্যের সাধনা করিয়া এই দুর্লভ অনোত্তর বোধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে ডাঁশ, মশক, মক্ষিকা ও কৃমি ছিলেন। আর আমি তো মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। হিত-অহিত জানিতে সমর্থ। সর্বজ্ঞ তথাগতের নীতি বিসর্জন না করিলে আমি কেন বোধি লাভ করিতে পারিব না ?

২০। অথাপি হস্ত পাদাদি দাতব্য মিতি মে ভয়ং।
গুরু লাঘব মূঢ়ত্বং তন্মে স্যাদ বিচারতঃ ।।

হস্তপদাদি অঙ্গ ছেদন করিয়া দান করিতে হইবে,—এই জন্য আমার ভয় হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—আমার বিচার বুদ্ধির অভাব আছে। আমি মূঢ়, আমার লঘু-গুরু জ্ঞান নাই। ''কারণ, অপেক্ষাকৃত অধিক দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে সকলেরই স্বল্প পরিমাণ দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়''।

২১। ছেত্ত ব্যশ্চাপি ভেত্তব্যো দাহ্যঃ পাটযো'প্য নেকশঃ।
কল্প কোটীর সংখ্যেযা নচ বোধির্ভবিষ্যতি ।।

''এই পথে না গিয়া যদি বিপরীত পথ ধরি, তাহা হইলে''—সংসার কারাগারে কোটী কোটী কল্প ব্যাপিয়া ছেদন, ভেদন, দাহন, কর্তনাদি দুঃখ বহুবার ভোগ করিতে থাকিব। অথচ বোধি লাভ তো হইবেই না।

২২। ইদং তু মে পরিমিতং দুঃখং সংবোধি সাধনং।
নষ্ট শল্য ব্যয়াপোহে তদুৎপাটন দুঃখবত্ ।।

ইহা আমার বোধি সাধনার দুঃখ। ইহা অঙ্গে বিদ্ধ কণ্টকের উদ্ধারজনিত দুঃখের সহিত তুলনীয়। ইহা কণ্টক উৎপাটন জনিত দুঃখের সমান পরিমিত।

২৩। সর্বে'পি বৈদ্যাঃ কুর্বন্তি ক্রিয়া দুঃখৈর রোগতাং।
তস্মাদ্ বহুনি দুঃখানি হন্তুং সোঢ়ব্য মপ্তকং ।।

চিকিৎসা ক্রিয়া দ্বারা সকল বৈদ্যই রোগীর রোগ নিবারণে দুঃখ দিয়া থাকেন। দুঃখ হইলেও রোগ দূর হয়। তদ্রূপ বহু দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে অল্প সহ্য করিতেই হয়।

২৪। ক্রিয়া মিমামপ্যু চিতাং বরবৈদ্যো ন দত্তবান্।
মধুরেণো পচারেণ চিকিত্‌সতি মহাতুরাণ্॥

সর্ব ব্যাধির চিকিৎসক—বুদ্ধ চিকিৎসা ক্রিয়াজনিত দুঃখও দেন না। তিনি মহা আতুরকেও মধুর উপচার দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

২৫। আদৌ শাকাদি দানে পি নিয়োজয়তি নায়কঃ।
তত্ করোতি ক্রমাত্ পশ্চাদ্ যত্ স্বমাংসান্য পি ত্যজেত্॥

বুদ্ধ নায়কগণ প্রথমতঃ একজনকে শাকাদি তুচ্ছ দ্রব্য দান করিবার জন্য প্রেরণা যোগান; পরে ক্রমে ক্রমে, আস্তে আস্তে তাহাকে এমন ভাবে গঠন করেন, যাহাতে সে নিজের মাংস পর্যন্ত দান করিতে শক্তি লাভ করে।

২৬। যদা শাকেস্বির প্রজ্ঞা স্বমাংসে প্যুপজায়তে।
মাংসাস্থি ত্যজতস্তস্য তদা কিং নাম দুষ্কর॥

যখন নিজ দেহের মাংসও শাকের ন্যায় তুচ্ছ মনে হয় তখন মাংসাস্থি দান করা কি দুষ্কর।

২৭। ন দুঃখী ত্যক্ত পাপত্বাত্ পাংভিতত্বান্ন দুর্মনাঃ।
মিথ্যা কল্পনয়া চিত্তে পাপত্ কায়ে হতো ব্যথা॥

নিষ্পাপ হইলে শারীরিক দুঃখ থাকে না। পাণ্ডিত্য উপার্জিত হইলে মানসিক দুঃখ হয় না। যেহেতু অবিদ্যার তাড়নায় মিথ্যাকে সত্য কল্পনা করিলে মানসিক দুঃখ এবং শারীরিক পাপ কর্ম সম্পাদন করিলে দৈহিক দুঃখ উৎপন্ন হয়।

২৮। পুণ্যেন কায়ঃ সুখিতঃ পাংডিত্বেন মনঃ সুখি।
তিষ্টন্ পরার্থং সংসারে কৃপালু কেন খিদ্যতে॥

পুণ্য দ্বারা দেহ সুখ লাভ করে। পাণ্ডিত্যবশতঃ মন সুখী হয়। জগতে যিনি পরের উপকার করিবার জন্য দণ্ডায়মান, সেই কৃপালু ব্যক্তির কিরূপে দুঃখের সঞ্চার হইবে?

২৯। ক্ষপয়ন্ পূর্ব পাপানি প্রতীচ্ছন্ পুণ্য সাগরান্।
বোধিচিত্ত বলাদেব শ্রাবকেভ্যো 'পি শীঘ্রগঃ।।

অতীত পাপ সমূহ ক্ষয় করিতে করিতে, সাগর সদৃশ পুণ্য উপার্জন করিতে বোধিসত্ত্ব বোধিচিত্তের প্রভাবেই হীনযানপন্থী শ্রাবকগণ অপেক্ষা শীঘ্রই মোক্ষে গমন করিয়া থাকেন।

৩০। এবং সুখাত্ সুখং গচ্ছন্ কো বিষীদেত্ সচেতনঃ।
বোধিচিত্ত রথং প্রাপ্য সর্ব খেদ শ্রমাবহং।।

এইরূপে সমস্ত ক্লেশ ও সমস্ত পরিশ্রম বিদূরণকারী বোধিচিত্তরূপে রথ লাভ করিয়া সুখের পর সুখ প্রাপ্ত হইয়া বিষণ্ণ হইবে কে?

৩১। ছন্দ-স্থাম-রতি-মুক্তি বলং সত্ত্বার্থ সিদ্ধয়ে।
ছন্দং দুঃখ ভয়াত্ কুর্যাদনুশংসাংশ্চ ভাবয়ন্।।

সর্ব প্রাণীর হিতের নিমিত্ত চতুরঙ্গ বলের ন্যায় এই চারি প্রকার বলের সাধনা প্রয়োজন। তাহা এই ঃ—ছন্দ—কুশলাভিলাষ, স্থাম—আরব্ধ বিষয়ে অবিচলিত ভাব, রতি—সৎ কর্ম পরায়ণতা এবং মুক্তি—সামর্থ্য না থাকিলে সেই মুহূর্তের জন্য কার্য স্থগিত রাখা। অকুশল কর্মে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে—এই ভয়ে এবং কুশল কর্মে মাহাত্ম্য লাভ বা মধুর ফল উৎপন্ন হয়—এই ভাবিতে ভাবিতে 'ছন্দ' উৎপাদন করিবে।

৩২। এবং বিপক্ষ মুন্মূল্য যতে তোত্সাহ বৃদ্ধয়ে।
ছন্দমান রতি ত্যাগ তাতপর্য বশিতা বৃশৈঃ।।

ছন্দ-বল, মান-বল, রতি-বল, ত্যাগ-বল, নিপুণতা ও আত্ম-বশবর্তিতা দ্বারা এইরূপে বিপক্ষ অর্থাৎ আলস্য ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে।

৩৩। অপ্রমেয়া ময়া দোষা হন্তব্যাঃ স্বপরাত্মনোঃ।
একৈকস্যাপি দোষস্য যত্র কল্পনর্ণবৈঃ ক্ষয়ঃ ।।

"নিজের ও পরের অপরিমেয় দোষ আমাকে নাশ করিতে হইবে। যে দোষ সমূহের মাত্র একেকটিকে ক্ষয় করিতে অনন্ত কল্প অতীত হইবে।

৩৪। তত্র দোষ ক্ষয়ারম্ভে লেশো 'পি মম নেক্ষতে।
অপ্রমেয় ব্যথা ভাজ্যে নোরঃ স্ফুটতি মে কথং ।।

অথচ সেই দোষসমূহ ক্ষয় করিতে আমার লেশমাত্রও উৎসাহ লক্ষিত হয় না। অপরিমেয় দুঃখ আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে। এই ভাবিয়া আমার বক্ষ কেন বিদীর্ণ হয় না।

৩৫। গুণা ময়ার্জনীয়াশ্চ বহবঃ স্বপরাত্মনোঃ।
তত্রৈকৈক গুণাভ্যাসো ভবেত্ কল্পর্ণ বৈর্ণ বা ।।

"নিজের জন্য ও পরের জন্য বহু সৎগুণ আমায় অর্জন করিতে হইবে। সেই গুণসমূহের এক একটির সাধনাসম্পন্ন করিতে অনন্ত কল্পেও হইবে কিনা সন্দেহ।

৩৬। গুণ লেশো 'পি নাভ্যাসো মম জাতঃ কদাচন।
বৃথা নীতং ময়া জন্ম কথং চিল্লবধ মদ্ ভূতং।।

অথচ সেই গুণসমূহের লেশমাত্রও আমি কখনও অভ্যাস করি নাই। বড় সাধনার ফলে এই আশ্চর্য জন্ম লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা আমার বৃথাই গিয়াছে।

৩৭। ন প্রাপ্তং ভগবতপূজা মহোতসব সুখং ময়া।
ন কৃতা শাসনে কারা দরিদ্রাশা ন পূরিতা ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ভগবৎ পূজার মহোৎসবজনিত সুখ আমার মিলিল
না। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের পূজা হইল না। দরিদ্রের আশা
পূর্ণ করি নাই।

৩৮। ভীতেভ্যো নাভয়ং দত্ত মার্তা ন সুখিনঃ কৃতাঃ।
দুঃখায় কেবলং মাতুর্গতো 'স্মিং গর্ভশল্য তাং।।

ভীরুকে অভয় দান করি নাই। আর্তকে সুখী করি
নাই। শুধু জননীকে দুঃখ দানের জন্যই কণ্টকরূপে জঠরে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

৩৯। ধর্মচ্ছন্দ বিয়োগেন পৌর্বিকেন ময়াধুনা।
বিপত্তরী দৃশী জাতা কো ধর্মছন্দ মুতস্জেত্।।

পূর্ব পূর্ব জন্মে আমার ধর্মাভিলাষ না থাকায় এখন
এইরূপ বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ইহা জানিয়াও ধর্মা-
ভিলাষ পরিত্যাগ করিবে কে?

৪০। কুশলানাং চ সর্বেষাং ছন্দং মূলং মুনির্জগৌ।
তস্যাপি মূলং সততং বিপাকফল ভাবনা।।

শাক্যমুনি ছন্দকে সকল কর্মের অবিরাম মূল-স্বরূপ বর্ণনা
করিয়াছেন। শুভাশুভ কর্মের অবিরাম ভবিষ্যৎ ফল-চিন্তা
ছন্দোৎপত্তির কারণ।

৪১। দুঃখানি দৌর্মনস্যানি ভয়ানি বিবিধানি চ।
অভিলাষ বিঘাতাশ্চ জায়ন্তে পাপ কারিণাং।

পাপ কারিগণের নানা প্রকার দুঃখ, বিবিধ মানসিক
পীড়া ও নানা প্রকার ভয় জন্মে এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত
জন্মে।

৪২। মনোরথঃ শুভীকৃতাং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রৈব তত্ পুণ্যৈঃ ফলার্ঘেনাভি পূজ্যতে।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পুণ্যকারীর মনোরথ যে যে ক্ষেত্রে গমন করে, তাঁহার পুণ্যের প্রভাবে সে-সে ক্ষেত্রে সফলতা রূপ অর্ঘ্যের দ্বারা পূজিত হয়।

৪৩। পাপকারি সুখেচ্ছাতু যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রৈব তত্ পাপৈ র্দুঃখ শস্ত্রৈর্বিহণ্যতে ।।

পাপকারীর সুখাকাঙ্ক্ষা যেখানেই গমন করে, সেখানেই তাঁহার সুখাকাঙ্ক্ষা তাহার পাপবশতঃ দুঃখ-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

৪৪। বিপুল সুগন্ধি শীতল সরোরুহ গর্ভজাতা,
মধুর জিন স্বরাশন কৃতো পচিতদ্যুতয়ঃ।
মুনিকর বোধিতাম্বুজ বিনির্গত সদ্বপুষঃ,
সুগতা সুতা ভবন্তি সুগতস্য পুরঃ কুশলৈঃ ।।

পুণ্য প্রভাবে বিপুল সুগন্ধযুক্ত শীতল কমলগর্ভে বোধিসত্ত্বগণ পৌঁছিয়া থাকেন। তথায় জিন জনগণের মধুর বচনামৃত পান করিয়া তাঁহাদের দেহ পুষ্টি লাভ করে। বুদ্ধগণের জ্ঞান রশ্মি দ্বারা প্রস্ফুটিত হইলে তাঁহাদের আপন পরম সুন্দর দেহ ধারণ-পূর্বক বহির্গত হন এবং সুগত অমিতাভের সম্মুখে সুগত সুতরূপে অবস্থান করিতে থাকেন।

৪৫। যম পুরুষাপনীত সকলচ্ছবি রার্তরবো,
হুত বহ তাপ বিদ্রুত কতাম্র নিষিক্ত তণঃ।
জ্বলদসি শক্তি ঘাত শত শাতিত মাংস দলঃ,
পততি সুতপ্ত লোহ ধরণীষ্ব শুর্ভৈ বহুশঃ ।।

পাপ কর্মবশতঃ যমদূতগণ জীবের সমস্ত চর্ম প্রভা নষ্ট করিতেছে। জীব বহু দুঃখে রোদন করিতে থাকে। অগ্নিতাপে দ্রবীভূত আম্রের দ্বারা তাহাদিগকে নিষিক্ত করিয়া থাকে। জ্বলন্ত অসি, ও শক্তির শত শত প্রহারে তাহাদের

মাংস সমূহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে। এইরূপে বারবার সুতপ্ত লৌহ-কুট্টিমে পতিত হইতেছে।

৪৬। তস্মাত্ কার্যঃ শুভচ্ছং দো ভাবয়িত্বৈব মাদরাত্।
বজ্রধ্বজস্য বিধিনা মানং ত্বারভ্য ভাবযেত্ ।।

এইরূপে শুভাশুভ কর্মের ফল প্রাপ্তি সম্পর্কে চিন্তা করিতে করিতে শ্রদ্ধা বলে পুণ্য কর্মে ছন্দ উৎপন্ন করিবে। অতঃপর বজ্রধ্বজ সূত্রে বর্ণিত বিধানুযায়ী কর্তব্য কর্ম আরম্ভ করিয়া 'মানের' ভাবনা করা উচিত।

৪৭। পূর্বং নিরূপ্য সামগ্রী মারভেন্নার ভেত বা।
অনারম্ভো বরং নাম ন ত্বারভ্য নিবর্তনং ।।

কার্য আরম্ভ করিবে কি না করিবে—তাহা পূর্বেই কার্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। কারণ, কার্য আরম্ভ না করাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আরম্ভ করিলে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

৪৮। জন্মান্তরে 'পি সোভ্যাসঃ পাপোদ্ দুঃখং চ বর্ধতে।
অন্যচ্চ কার্য কালং চ হীনং উচ্চ ন সধিতং ।।

(১) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভ্যাস জন্মান্তরে ও চলিতে থাকে। (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে পাপ হয়, এই পাপ হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। (৩) সেই আরব্ধ কার্য সম্পন্ন না হইয়া ব্যর্থ হয়। (৪) কার্যের সময় নষ্ট হয়। (৫) অথচ কার্য ও অকৃত রহিয়া যায়। কার্য আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করিলে এই পঞ্চ দোষ আরোপিত হয়।

৪৯। ত্রিষু মা নো বিঘাতব্যঃ কর্মোপ ক্লেশ সক্তিষু।
ময়ৈবৈকেন কর্তব্য মিত্যেষা কর্মমাণিতা ।।

কর্ম, উপক্লেশ (রাগাদি দোষ), এবং শক্তি—এই তিন বিষয়ে মান করা উচিত। 'ইহা একা আমারই কর্তব্য'—ইহা কর্ম-বিষয়ক 'মান'।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫০। ক্লেশ-স্বতন্ত্রো লোকো 'যং ন ক্ষমঃ স্বার্থ সাধনে।
তস্মান্মৈষাং কর্ত্তব্যং না শক্তো 'হং যথা জনঃ ।।

শোক কাম-ক্রোধাদি ক্লেশের অধীন। তাহারা নিজেদের স্বার্থ সাধনে সমর্থ নহে। অতএব তাহাদের মনোরথ সফল করা আমার কর্তব্য। আমি তাহাদের ন্যায় অসমর্থ নহি।

৫১। নীচং কর্ম করোত্যন্যঃ কথং মস্যাপি তিষ্ঠতি।
মানাচ্ছেন্ন করোভ্যে তন্মানো নশ্যতু মে বরং।

আমি থাকিতে নাকি অন্যেরা মল-পরিষ্কারাদি হীন কর্ম করিতেছে। হীন কর্ম বলিয়া আমি যদি মান বশতঃ ইচ্ছা না করি, তবে এরূপ মানই বরং আমার নষ্ট হইয়া যাওয়া মঙ্গলজনক।

৫২। মৃতং ভুণ্ডুক মাসাদ্য কাকো 'পি গরুড়ায়তে।
আপদা বাধতে 'ল্পাপি মনো মে যদি দুর্বলং।।

মৃত ঢোঁড়া সাপ পাইলে কাকও গরুড় সাজিয়া বসে। সেইরূপ আপন মন যদি দুর্বল হয়,—সামান্য আপদ-বিপদও দুঃখ দিতে থাকে।

৫৩। বিষাদ কৃত নিশ্চেষ্ট আপদঃ সুকরা ননু।
ব্যুত্থিত শ্চেষ্ট মানস্তু মহতামপি দুর্জয়ঃ ।।

মাথার মধ্যে হাত রাখিয়া বিষণ্ন মনে যে নিশ্চেষ্ট, তাঁহার আপদ অতি সহজেই আসে। আর উৎসাহ সম্পন্ন ও উদ্যোগী পুরুষ মহাশক্তিশালী ব্যক্তিরও অজেয়।

৫৪। তস্মাদ্ দৃঢ়েন চিত্তেন করোম্যাপদ মাপদঃ।
ত্রৈলোক্য বিজিগীষুত্বং হাস্য মাপজ্জিজ তস্য মে।।

অতএব সুদৃঢ় চিত্ত দ্বারা আমি আমার আপদের আপদ সৃষ্টি করিব। আপদের দ্বারা যদি আমি পরাজিত হই,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তবে আমার ত্রিলোক বিজয়ের মহদাকাঙ্ক্ষা উপহাসের বিষয় হইবে।

৫৫। ময়া হি সর্বং জেতব্য মহং জেয়ো ন কেন চিত্।
ময়ৈষ মানো বোঢ়ব্যো জিন সিংহ সুতো হ্যহং।।

আমি সকলকে জয় করিব। আমাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। আমার অন্তরে এই মান বহন করা উচিত। কারণ, আমি জিন সিংহের সন্তান।

৫৬। যে সত্ত্বা মান বিজিতা বরাকাস্তে ন মানিনঃ।
মানী শত্রুবশং নৈতি মান-শত্রু-বশাশ্চতে।।

মানে যাহারা পরাজিত হয়,—তাহারা মানী নহে। তাহারা দীন, মান-শত্রু-তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছে। মানী কখনও শত্রুর বশীভূত হয় না।

৫৭। মানেন দুর্গতি নীতা মানুষে 'পি হতোত্সবাঃ।
পরি পিণ্ডাশিনী দাসা মূর্খা দুর্দর্শনা কৃশাঃ।।

৫৮। সর্বতঃ পরি ভূতাশ্চ মানস্তব্ধাস্ত পশ্বিনঃ।
তে 'পি চেন্মানিনাং মধ্যে দীনাস্ত বদ কীদশাঃ।।

মানী বা দাম্ভিক ব্যক্তি মান বা দম্ভের দ্বারা বহু দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। তাহারা মনুষ্য জন্মেও বহু নিরানন্দ থাকে। পরান্ন জীবী, দাস, মূর্খ, কৃশ, কুদর্শন এবং সর্বত্র পরাভূত হইয়াও তাহারা মানে বা দম্ভে উদ্ধত হইয়া থাকে। এই হতভাগ্যগণও যদি মানীর মধ্যে গণ্য হয়, তবে বলো— দীন কাহাকে বলিবে?

৫৯। তে মানিনো বিজয়িনশ্চ ত এব শূরা যে মান-শত্রু
বিজয়ায় বহন্তি মানং।
যে তং স্ফুরন্ত মপি মান রিপুং নিহত্য কামং জনে
জয় ফলং প্রতি পাদয়ন্তি।।

মান-শক্রকে জয় করিবার জন্ম যাঁহারা মান বহন করেন, প্রভাবশালী হইলেও যাঁহারা মান-শক্রকে নিহত করিয়া বিজয় রূপ ফল লাভ করিয়া জগতকে বিতরণ করেন – তাঁহারাই মানী, বিজয়ী এবং তাঁহারাই প্রকৃত বীর।

৬০। সংক্লেশ পক্ষ মধ্য স্থোভবেদ্ দৃপ্ত সহস্রশঃ।
দুর্যোধনঃ ক্লেশ গনৈঃ সিংহো মৃগ গণেষ্বিব ।।

কাম-ক্রোধাদি ক্লেশ-সমূহের মধ্যে সহস্রগুণ দৃপ্ত হওয়া উচিত। মৃগগণের মধ্যে সিংহের ন্যায় ক্লেশসমূহের প্রতি দুর্ধর্ষ হইবে।

৬১। মহতস্বপি হি কৃচ্ছ্রেষু ন রসং চক্ষুরীক্ষতে।
এবং কৃচ্ছ্রমপি প্রাপ্য ন ক্লেশবশগো ভবেত্ ।।

বড় বড় বিপদের মধ্যেও চক্ষু যেমন জিহ্বাগ্রাহ্য রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, তেমন মহা বিপদগ্রস্ত হইলেও কখনও ক্লেশের বশীভূত হইবে না।

৬২। যদে বাপন্থতে কর্ম তত্ কর্ম ব্যবনী ভবেত্।
তত্ কর্ম শৌণ্ডো 'তৃপ্তাতস্য ক্রীড়া ফল সুখে পসুবত্ ।।

যখন যে-কর্ম আসিয়া পড়িবে,—তখন সেই কর্মের মধ্যে দূত ক্রীড়াদিতে ফল-সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ন্যায় অতৃপ্ত চিত্তে সেই কর্মেই রমিত থাকিবে, মত্ত থাকিবে; বিরত হইবে না।

৬৩। সুখার্থং ক্রিয়তে কর্ম তথাপি স্যান্ন বা সুখং।
কর্মৈব তু সুখং যস্য নিষ্কর্ম স সুখী কথং ।।

সুখ লাভ হউক আর না-ই হউক,—কর্ম সুখের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেউ কর্ম ত্যাগ করে না। আর, কর্মেই যাহার সুখ, সে অকর্মন্য থাকিয়া কিরূপে সুখী হইবে?

৬৪। কামৈর্ণ তৃপিঃ সংসারে ক্ষুর ধারা মধূপমৈঃ
পুণ্যামৃতৈঃ কথং তৃপিবিপাক মধুরৈঃ শিবৈঃ ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যাহার পরিণাম মহা দুঃখকর, যাহা ক্ষুর ধারের উপর মধু সদৃশ, সেই আপাতঃ মধুর কাম-সুখ উপভোগ করিয়াও সংসারে লোকের তৃপ্তি আসে না। আর, যাহার পরিণাম মধুর, কল্যাণকর, সেই পুণ্যামৃতে লোকের তৃপ্তি আসিবে কিরূপে ?

৬৫। তস্মাত্ কর্মা বাসনো 'পি নিমজ্জেত্তত্র কর্মণি।
যথা মধ্যহ্ ণ সংতপ্ত আদৌ প্রাপ্তসরাঃ করী।।

অতএব, যেমন মধ্যাহ্ন সন্তপ্ত হাতী প্রথমে যে-জলাশয় লাভ করে, তাহাতেই নিমগ্ন হয়; তেমন কর্ম সমাপ্ত হইলেও সেই কর্মের আনন্দেই ডুবিয়া থাকিবে।

৬৬। বল নাশানুবন্ধেতু পুনঃ কর্তুং পরিত্যজেত্।
সুসাপ্তং তু তন্মুঞ্চে দুত্তরোত্তর তৃষ্ণয়া।।

কোন কাজ আরম্ভ করিয়া নিজের অসামর্থ বিবেচনায় তাহা পুনর্বার করিবার জন্য বিবেচনাপূর্বক পরিত্যাগ করিবে বা স্থগিত রাখিবে। অতঃপর তাহা সুচারুরূপে সমাপ্ত হইলে পর পর কর্মের আগ্রহে ত্যাগ করিবে।

৬৭। ক্লেশ প্রহারণ্ সংরক্ষেত্ ক্লেশাংশ্চ প্রহরেদ্ দৃঢ়ং।
খড়্গ-যুদ্ধ মিবা পন্নঃ শিক্ষিতে নারিনা সহ।।

কামাদি ক্লেশসমূহের প্রহার নিবারণ করিবে এবং দৃঢ়-ভাবে ক্লেশকে প্রহার করিবে। চিন্তা করিবে যেন তোমার সহিত সুশিক্ষিত শত্রুর খড়্গ-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে।

৬৮। তত্র খড়্গং যথা ভ্রষ্টং গৃহ্ নীয়াত্ সভয় স্তরং।
স্মৃতি খড়্গং তথা ভ্রষ্টং গৃহ্ নীয়ান্নরকান্ স্বরণ্।।

সেই খড়্গ যুদ্ধে অকস্মাৎ খড়্গ হস্তচ্যুত হইলে যেমন সভয়ে সত্বর তাহা পুনরায় হাতে উঠাইয়া লয়; তদ্রূপ স্মৃতি রূপে খড়্গ কখনও খসিয়া গেলে নরকের কথা স্মরণ করিয়া অবিলম্বে তাহা পুনরায় গ্রহণ করিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬৯। বিষং রুধির মাসাদ্য প্রসর্পতি যথা তনৌ।
তথৈবচ্ছিদ্রমাসাদ্য দোষশ্চিত্তে প্রসর্পতি ॥

বিষ যেমন রক্তকে আশ্রয় করিয়া দেহে ব্যাপ্ত হয়; তদ্রূপ অ-স্মৃতি রূপ ছিদ্র লাভ করিয়া দোষ ও চিত্তে প্রসারিত হয়।

৭০। তৈল পাত্র ধরো যদ্বদসি হস্তৈ রধিষ্ঠিতঃ।
স্খলিতে মরণ ত্রাসাত্ তত্পর স্যাত্ তথা রতী ॥

অসিধারী রাজ-পুরুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত তৈলপাত্র ধারী ব্যক্তির তৈলপাত্র হইতে সামান্য তৈল পড়িলে প্রাণ সংহারের ভয় আছে। এই ভয়ে তৈলপাত্রধারী যেরূপ অতি সাবধানে চলিতে থাকে, ব্রতধারী ব্যক্তিও সেরূপ সতর্ক হইয়া চলিবে।

৭১। তস্মাদুত্সংগে সর্পে যথো ত্তিষ্ঠতি সত্বরং।
নিদ্রালস্যাগমে তদ্বত্প্রতি কুর্বীত সত্বরং ॥

অতএব ক্রোড়ে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়, নিদ্রা আর আলস্য আসিলেও তদ্রূপ তড়িৎ গতিতে তাহার প্রতি বিধান করিবে।

৭২। একৈকশ্মিং শ্ছলে সুষ্ঠু পরিতপ্য বিচিন্তয়েত্।
কথং করোমি যেনেদং পুনর্মে ন ভবেদিতি ॥

একেকটি ভুলের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের সহিত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে যে কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহা পুনরায় সংঘটিত হইবে না। এখনই ইহার কি প্রতিকার করিব ?

৭৩। সংসর্গং কর্ম বা প্রাপ্ত মিচ্ছেদেতেন হেতুনা।
কথং নামাস্ববস্থাসু স্মৃত্যাভ্যাসো ভবেদিতি ॥

এইরূপ অবস্থায় কিরূপে স্মৃতিকে অবিরাম রক্ষা করা যায়,—এই নিমিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করিবে অথবা তাঁহাদের বিহিত দণ্ড-কর্ম গ্রহণে অভিলাষী থাকিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭৪। লঘুং কুর্যাতথাত্মান মপ্রমাদ কথাং স্বরণ্ ।
কর্মাগমাদ্ যথা পূর্বং সজ্জঃ সর্বত্র বর্ত্ততে ॥

অপ্রমাদের বিষয় স্মরণ রাখিয়া উৎসাহের সহিত নিজকে নিজে এমনি ভাবে গঠন করিবে ও লঘুগতি করিয়া লইবে,—যাহাতে কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই তুমি সর্বত্র প্রস্তুত থাকিতে পার।

৭৫। যথৈব তুলকং বায়োর্গমনা গমনে বশং।
তথোত্সাহ বশং যায়াদ্ ঋদ্ধিশ্চৈবং সমৃধ্যতি ॥

তুলা যেমন বশীভূত হইয়া বায়ুর গতি অনুযায়ী গমনাগমন করে, তেমন তুমিও উৎসাহের বশবর্তী হও। এইভাবে উৎসাহ—বলে চলিলে তোমার ঋদ্ধি-সিদ্ধি সবই লাভ হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধ্যান-পারমিতা

১। বর্ধয়িত্বৈব মত্সাহং সমাধৌ স্থাপয়েন্মনঃ।
বিক্ষিপ্ত চিত্তস্ত নরঃ ক্লেশ দংষ্ট্রান্তরে স্থিতঃ ॥

এই প্রকারে উৎসাহ বাড়াইয়া চিত্তকে সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কেননা, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তি ক্লেশ-দানবের দংষ্ট্রার মধ্যে বাস করে॥

২। কায় চিত্ত বিবেকেন বিক্ষেপস্য ন সংভবঃ।
তস্মাল্লোকং পরিত্যজ্য বিতর্কান্ পরিবর্জয়েত্ ॥

কায়-বিবেক (জন-সম্পর্ক বর্জন) ও চিত্ত-বিবেকের (কাম-ক্রোধাদি ক্লেশ বর্জন) দ্বারা বিক্ষেপের সম্ভাবনা দূর হয়। অতএব লোক সংসর্গ ত্যাগ করিয়া মনো-বিতর্ক পরিত্যাগ করিবে।

৩। স্নেহান্ন ত্যজ্যতে লোকো লাভাদিষু চ তৃষ্ণয়া।
তস্মা দেতত্ পরিত্যাগে বিদ্বানেবং বিভাবয়েত্ ॥

স্নেহবশতঃ আত্মীয়-স্বজনাদি জন-সংসর্গ মানুষ ত্যাগ করিতে পারে না এবং লাভ-সন্মানাদির আসক্তিবশতঃ ও জন-সমাজ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। অতএব, উহা পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে বিদ্বান ব্যক্তি এইরূপ ভাবনা করিবেন:—

৪। শমথেন বিপশ্যনাস্য যুক্তঃ কুরুতে ক্লেশ বিনাশ মিত্যবেত্য।
শমথঃ প্রথম গবেষণীয়ঃ স চ লোকে নিরপেক্ষয়্যভি রত্যা ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চিত্তের একাগ্রতা-সমন্বিত যে সমাধি বা যোগ সাধনা—তাহাকে 'শমথ' বলে এবং জগতের তত্ত্ব-বিষয়ক বিষয়ের প্রতি যে যথাযথ দর্শন—তাহাকে 'বিদর্শন' বা প্রজ্ঞা বলে। এই শমথ ও বিদর্শন প্রজ্ঞাযুক্ত হইলে ক্লেশকে ধ্বংস করা যায়। ইহা জানিয়া প্রথমতঃ 'শমথ' উৎপন্ন করিবে। জন সঙ্ঘের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিলেই 'শমথ' উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫। কস্যা নিত্যেধ নিত্যস্য স্নেহো ভবিতুমর্হতি।
যেন জন্ম সহস্রানি দ্রষ্টব্যো ন পুনঃ প্রিয়ঃ ॥

আজ প্রিয় চক্ষে যাহাকে দেখি, সহস্র জন্মেও তাহাকে আর দেখিতে পাইব না। অতএব কোন অনিত্য বস্তুর প্রতি অনিত্য বস্তুর কি স্নেহ হওয়া উচিত।

৬। অপশ্যন্নরতিং যাতি সমাধৌ নচ তিষ্ঠতি।
ন চ তৃপ্যতি দৃষ্টাপি পূর্ববদ্ বাধ্যতে তৃষা ॥

প্রিয় জনকে না দেখিলে চিত্তে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। সেই জন্য সমাধিতে চিত্ত একাগ্র হয় না। আবার প্রিয় জনকে দেখিয়াও তৃপ্তি আসে না। তৃষ্ণা বা আসক্তি পূর্ববৎ চিত্তকে পীড়া দিতে থাকে।

৭। ন পশ্যতি যথাভূতং সংবেগাদ্ বহীয়তে।
দহ্যতে তেন শোকেন প্রিয় সংগমকাংক্ষয়া ॥

প্রিয়জনের সমাগমে কেহ তত্ত্ববিষয়কে যথাযত-জানিতে পারে না। তাহাদের প্রতি মোহবশতঃ বৈরাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকে। প্রিয় জনের বিচ্ছেদে দগ্ধ হইতে থাকে। আবার প্রিয় জনের সহবাসেও বা মিলনাকাঙ্ক্ষায়ও দগ্ধ হইতে থাকে।

৮। তচ্চিন্তয়া মুধা যাতি হ্রস্বমায়ুর্মুহুর্মুহুঃ।
অশাশ্বতেন মিত্রেন ধর্মো ভ্রশ্যতি শাশ্বতঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রিয় জনের চিন্তায় আয়ু বৃথাই মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। এই অশাশ্বত মিত্রের জন্য শাশ্বত ধর্মের পরিহানি ঘটিতেছে।

৯। বালৈঃ সভাগ চরিতো নিয়তং যাতি দুর্গতিং।
নৈষ্যতে বিসভাগশ্চ কিং প্রাপ্তং বাল সংগমাত্ ।।

প্রাকৃত জনের সহিত মিলনে কী লাভ। প্রাকৃত জনের ন্যায় আচরণ করিলে দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। আবার তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অপ্রিয় হইতে হয়।

১০। ক্ষণাদ্ ভবন্তি সুহৃদো ভবন্তি রিপবঃ ক্ষণাত্।
তোষ স্থানে প্রকুপ্যন্তি দুরারাধ্যা পৃথগ্ জনাঃ।।

মুহূর্তের মধ্যে সুহৃদ্ হয়, আবার মুহূর্তের মধ্যে শত্রু হইয়া যায়। যে ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা, সে ক্ষেত্রে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রাকৃত জনকে সন্তুষ্ট করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

১১। হিত মুক্তাঃ প্রকুপ্যন্তি বারয়ন্তি চ মাং হিতাত্।
অথ ন শ্রুয়তে তেষাং কুপিতা যান্তি দুর্গতিং।।

হিতোপদেশ দিলে তাহারা কুপিত হয় এবং হিতকর-কার্য হইতে আমাকে বারণ করে। যদি তাহাদের কথা না শুনা যায় বা তাহাদের মত পোষণ না করা যায়,—তাহা হইলে তাহারা অতীব ক্রুদ্ধ হয়, যাহার ফলে তাহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

১২। ঈর্ষ্যোত্কৃষ্টাত্ সমাদ্ দ্বন্দ্বো হীনাম্মানঃ স্তুতের্মদঃ।
অবর্ণাতপ্রতি ঘশ্চেতি কদা বালাদ্বিতং ভবেত্।।

উৎকৃষ্টের প্রতি ঈর্ষা, সমানের সহিত বিবাদ ও নিকৃষ্টের নিকট অভিমান আকাঙ্ক্ষা করা প্রাকৃত জনের ধর্ম। কেহ স্তুতি করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে, নিন্দা করিলে হিংসার

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রাকৃত জন হইতে হিত লাভ কি কখনও সম্ভব হয় ?

১৩। আত্মোৎকর্ষঃ পরাবর্ণঃ সংসার রতি সংকথা।
ইত্যাদ্য বস্তু মশুভং কিং চিদ্ বালস্য বালতঃ ॥

আত্ম-শ্লাঘা, পরনিন্দা ও সাংসারিক ভোগ সুখের বাক্যালাপ—এই প্রকার কোন না কোন্ পাপ্ চর্চা মূর্খ জনগণের মধ্যে পরস্পর নিত্য লাগিয়াই থাকে।

১৪। এবং তস্যাপি তত্ সংঘাত্ তেন্নানর্থ সমাগমঃ।
একাকী বিহরিষ্যামি সুখমক্লিষ্ট মানসঃ।

এইরূপে একের সঙ্গহেতু অন্যের মধ্যেও দোষ জন্মে, অনর্থ প্রাপ্তিই ঘটে। অতএব ক্লেশ রহিত হইয়া সুখ সহকারে সকল প্রাকৃত জন হইতে একাকীই বাস করিব।

১৫। বালাদ্ দূরং পলায়েত প্রাপ্ত মারা ধয়েত্ প্রিয়ৈঃ।
ন সংস্তবানু বন্ধেন কিন্তুদাসীন সাধুবত্ ॥

প্রাকৃত জন হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। ঘটনাক্রমে যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, তবে তাহার প্রিয় উপচার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে; কিন্তু ঘনিষ্ট সম্পর্কের অভিপ্রায়ে নহে। প্রত্যুতঃ উদাসীন সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিবে।

১৬। ধর্মার্থ মাদায় ভৃংগবত্ কুসুমান্মধু।
অপূর্ব ইব সর্বত্র বিহরিষ্যাম্য সংস্তুতঃ ॥

ভ্রমরা যেমন ফুল হইতে মধু আহরণ করে, তেমন ধর্মের জন্য যাহা প্রয়োজন,—শুধু তাহাই আহরণ করিয়া অদৃষ্ট-পূর্ব ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিতভাবে সর্বত্র বিচরণ করিব।

১৭। লাভী চ সাতকৃত শ্চাহ মিচ্ছন্তি বহবশ্চ মাং।
ইতি মর্তস্য সংপ্রাপ্তাম্মরণা জ্জায়তে ভয়ং ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আমি লাভী, আমি পূজিত, আমাকে প্রয়োজনবশতঃ বহুলোক আকাঙ্ক্ষা করে—এইরূপ চিন্তা যে করিয়া থাকে, মৃত্যুর আগমনে তাহার বড় ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

১৮। যত্র যত্র রতিং যাতি মনঃ সুখ বিমোহিতং।
তত্তত্ সহস্র গুণিতং দুঃখং ভূত্বোপতিষ্ঠতি ॥

সুখ বিমুগ্ধ চিত্তের যেই যেই বস্তুতে আসক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই সহস্র গুণ দুঃখ লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

১৯। তস্মাত্ প্রাজ্ঞো ন তামিচ্ছেদ ইচ্ছাতো জায়তে ভয়ং।
স্বয়মেব চ যাত্যেতদ্ ধৈর্যং কৃত্বা প্রতীক্ষতাং ॥

অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়াসক্তি ইচ্ছা করেন না। বিষয়াসক্তি হইতে ভয়ের সঞ্চার। ভয় উৎপন্ন হইলে আপনিই চলিয়া যাইবে। ইহা চিন্তা করিয়া ধৈর্য সহকারে ইহার অপসারণের অপেক্ষা করিতে হইবে।

২০। বহবো লাভিনো 'ভূবন্ বহতশ্চ যশস্বিনঃ।
সহলাভ যশোভিশ্চ ন জ্ঞাতাঃ ক্বগতা ইতি ॥

এই জগতে বহু লাভবান ও বহু যশস্বী ব্যক্তি জন্ম ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের লাভ ও যশের সহিত তাঁহারা কোথায় চলিয়া গেলেন,—তাহার পাত্তা পাওয়া যায় না।

২১। মামে বান্যে জুগুপ্সন্তি কিং প্রহৃষ্যাম্যহং স্তুতঃ।
মামেবান্যে প্রশংসন্তি কিং বিষীদামি নিন্দিতঃ ॥

আজ প্রশংসিত হইলাম বলিয়া আনন্দিত হই কেন? এই আমাকেই তো অনেক লোক নিন্দা করিয়া থাকে। আজ নিন্দিত হইলাম বলিয়াই বা কেন দুঃখিত হইতেছি? আমাকেই তো অনেকে প্রশংসা করিতেছে।

২২। নানাধি মুক্তিক সত্ত্বা জিনৈরপি ন তোষিতাঃ।
কিং পুনর্মাদৃশৈ রজ্ঞৈ স্তস্মাত্ কিং লোক চিন্তয়া ॥

প্রাকৃত জনগণের চরিত্র বড় বিচিত্র, নানা আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। জিনগণও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আর, আমার ন্যায় অজ্ঞ-ব্যক্তি তাহাদিগকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিবে! অতএব প্রাকৃত জনগণের চিন্তায় আমার কি লাভ।

২৩। নিন্দন্ত্য লাভিনং সত্ত্বমব ধ্যায়ন্তি লাভিনং।
প্রকৃত্যা দুঃখ সংবাসৈঃ কথং তৈর্জায়তে রতিঃ ॥

প্রাকৃত জন সম্পদহীন ব্যক্তির নিন্দা ও সম্পদশালী ব্যক্তির কুৎসা রটায়। স্বভাবতঃ তাহাদের সংস্রবে দুঃখের সৃষ্টি হয়। অতএব প্রাকৃত জনের সংসর্গে আনন্দ হইবে কিরূপে?

২৪। ন বালঃ কস্য চিন্মিত্র মিতি সোক্তং তথাগতৈঃ।
ন স্বার্থেন বিনা পীতির্যস্মাদ্ বালস্য জায়তে ॥

তথাগত বলিয়াছেন ঃ—প্রাকৃত বা মূর্খগণ কাহারো মিত্র নহে। কেননা স্বার্থ ব্যতীত মূর্খের প্রীতি উৎপন্ন হয় না।

২৫। স্বার্থ ভাবেন যা প্রীতিরাত্মার্থং প্রীতি বের সা।
দ্রব্য নাশে যথোদ্বেগঃ সুখ হানি কৃতো হিসঃ ॥

স্বার্থ চিন্তায় যে-প্রীতির উৎপত্তি হয়—তাহা আত্ম-প্রীতি। আত্মীয়-স্বজনের সম্পদ নাশে মূর্খের যে-উদ্বেগ, তাহাও স্বার্থহানির কারণে। তাহাও তাহাদের সম্পদ হানির ন্যায়।

২৬। নাবধ্যায়ন্তি তরবো ন চারাধ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
কদা তৈঃ সুখ সংবাসৈঃ সহবাসো ভবেন্মম ॥

বৃক্ষসমূহ কাহারো কুৎসা রটায় না। যত্নের সহিত তাহাদের আরাধনা করিতে হয় না। তাহাদের সহবাসে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সুখ পাওয়া যায়। তাহাদের সহবাসে আমার অবস্থান কখন সম্ভব হইবে ?

২৭। শূণ্যদেব কুলে স্থিত্বা বৃক্ষমূলে গুহাসু চ।
কদা নপেক্ষা যাস্যামি পৃষ্ঠতো' নবলোকয়ন্ ।।

শূন্য দেবালয়ে, বৃক্ষমূলে কিংবা গুহা মধ্যে বাস করিয়া, পিছনে না তাকাইয়া অনাসক্ত—চিত্তে অন্যত্র চলিয়া যাইব। সে-দিন আমার কবে আসিবে ?

২৮। অমমেষু প্রদেশেষু বিস্তীর্ণেষু স্বভাবতঃ।
স্বচ্ছন্দ চার্য নিলয়ো বিহরিষ্যাম্যহং কদা ।।

যে প্রদেশ স্বভাবতঃ বিস্তীর্ণ বা চিত্ত প্রসাদকারী, যেখানে আমিত্ব-বোধের অধিকার নাই, আমি কখন গৃহত্যাগপূর্বক সেখানে স্বচ্ছন্দ গতি হইয়া বিচরণ করিব ?

২৯। মৃতপাত্র মাত্র বিভবশ্চৌরা সংভোগ চীবরঃ।
নির্ভয়ো বিহষ্যামি কদা কায়মগোপয়ন্ ।।

আমার সম্বল শুধু পাটির মাত্র। আমার চীবর চোরের ব্যবহারের অযোগ্য। আমি কখন অরক্ষিত দেহে নির্ভয়ে বিচরণ করিব ?

৩০। কায়ভুমিং নিজাং গত্বা কংকালৈর পরৈঃ সহ।
স্বকায়ং তুলয়িষ্যামি কদা পচন ধর্মিনং ।।

আমার দেহের বাসভূমি—শ্মশানে গিয়া অন্যান্য কত্-কালের সহিত আমার এই পচন-গলন ধর্মী দেহের তুলনা আমি কখন করিব ?

৩১। অযমেব হি কায়ো মে এবং পূতির্ভবিষ্যতি।
শৃগালা অপি যদ্ গন্ধান্নোপ সর্পে য়ুরন্তিকং ।।

আমার এই দেহ পঁচিয়া গলিয়া এমন দুর্গন্ধ যুক্ত হইবে, শৃগালগণ সেই দুর্গন্ধের জন্য নিকট দিয়া আসিবে না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩২। একৈকস্যাপি কায়স্য সহজা অস্থি খণ্ডকাঃ।
পৃথগ্ পৃথগ্ গমিষ্যান্তি কিমুতান্যঃ প্রিয়োজনঃ ॥

যখন অখণ্ড এই দেহের সঙ্গে উৎপন্ন অস্থি পঞ্জর সমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তখন আমা হইতে ভিন্ন অন্য প্রিয় জনের আর কথা কি?

৩৩। এক উত্পাদ্যতে জন্তুঃ প্রিয়তে চৈক এব হি।
নানাস্য তদ্ ব্যথাভাগঃ কিং প্রিয়ৈর্বিঘ্ন কারকৈঃ ॥

প্রাণিগণ একাকী জন্মধারণ করে এবং একাকীই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তাহার দুঃখের অংশ মাত্রও অন্যের ভোগ্য নহে। অতএব জ্ঞান লাভে অন্তরায়কারী প্রিয়জনে কি প্রয়োজন?

৩৪। অধ্বানং প্রতিপন্নস্য যথাবাস পরিগ্রহঃ।
তথা ভবাধ্ব গস্যাপি জন্মাবাস পরিগ্রহঃ ॥

দীর্ঘপথ অতিক্রমকারী পথিক যেমন সন্ধ্যায় অন্যান্য পথিকের সহিত ধর্মশালাদি আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি সংসার বা জন্ম-মৃত্যুর পথে বিচরণকারী ব্যক্তিও আত্মীয় স্বজনাদি অন্যান্য পথিকের সহিত জন্ম-রূপ আবাস গ্রহণ করে।

৩৫। চতুর্ভি পুরুষৈর্যাবত্ স ন নির্ধার্যতে ততঃ।
আশোচ্য মানো লোকেন তাবদেব বনং ব্রজেত্ ॥

শোকাচ্ছন্ন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে চারিজন শব-বাহক পুরুষ তোমাকে বহন করিবে। এই অবস্থা আসিবার পূর্বে বনে বা শ্মশানে গমন করা তোমার কর্তব্য।

৩৬। অসংস্তবা বিরোধা ভ্যামেক এব শরীরকঃ।
পূর্বমেব মৃতো লোকে ম্রিয়মানো ন শোচতি ॥

বনে বা শ্মশানে যখন তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, তখন দেখিবে সমস্ত স্নেহ-মমত্বশূন্য, বিবাদ-বিসম্বাদ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হীন এক জীর্ণ-শীর্ণ দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং তৎপূর্বেই লোক সমাজে ইহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং মরণকালে তজ্জন্য কোন শোক হইবে না।

৩৭। ন চান্তিক চরাঃ কেচি চ্ছোচন্তঃ কুর্বতে ব্যথাং।
বুদ্ধানু স্মৃতিং চাস্য বিক্ষিপন্তি ন কেচন ।।

মরণকালে সমীপচারী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ শোকাচ্ছন্ন হইলেও তাহার নিকট কোন দুঃখ পেঁাছে না। বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করিলে কেহই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে পায় না।

৩৮। তস্মাদেকা কিতা রম্যা নিরায়াসা শিবোদয়া।
সর্ব বিক্ষেপ শমনী সেবিতব্যা ময়া সদা ।।

অতএব নির্জনতায় আমাকে অবিরাম নিঃসঙ্গতাই সাধনা করিতে হইবে। ইহা সকল প্রকার বিক্ষেপ (অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক ও বাচনিক দুরাচার) নাশক, সর্ব আয়াস বর্জিত কল্যাণজনক ও আনন্দদায়ক।

৩৯। সর্বান্য চিন্তা নির্মুক্তঃ স্বচিত্তৈকাগ্রমানসঃ।
সমাধানায় চিত্তস্য প্রযতিষ্যে দমায় চ ।।

অন্য সকল প্রকার চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক আপন ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্রমনাঃ হইয়া আমি সমাধি ও সংযম সাধনায় প্রযত্ন করিব।

৪০। কামা হ্যর্থ জনকা ইহলোকে পরত্র চ।
ইহ বন্ধচ্ছেদৈর্ণরকাদৌ পরত্র চ ।।

ইহলোক এবং পরলোক—উভয়ত্রই কাম দ্বারা অনর্থের সৃষ্টি হয়। ইহা ইহলোকে এবং পরলোকে—নরকাদিতে বধ, বন্ধন, ছেদন প্রভৃতি বিপদ সৃষ্টি করে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪১। যদর্থং দূত-দূতীনাং কৃতাঞ্জলির নেকধা।
নচ পাপম কীর্তি র্বা যদর্থ গণিতা পুরা।।

৪২। প্রক্ষিপ্তশ্চ ভয়ে' প্যাত্মা দ্রবিণং চ ব্যয়ীকৃতং।
যান্যেব চ পরিষজ্য বভূবোত্তম নির্বৃতিঃ।।

৪৩। তান্যেবাস্থীনি নান্যানি স্বাধীনান্য মমানিচ।
প্রকামং সংরিষজ্য কিং ন গচ্ছসি নির্বৃতিং।।

যাহাদের জন্য দূত ও দূতীগণের নিকট বহুবার করজোড় করিয়া অনুনয় করিয়াছিলে, যাহাদের জন্য পাপ ও অপযশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর নাই, যাহাদের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলে এবং নিজকে মহাবিপদে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠাবোধ কর নাই, যাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলে পরম গৌরব ও পরম সুখ অনুভব করিতে,—ইহারা সেই অস্থি-পঞ্জর, অন্য কিছু নহে। ইহা আজ আপন বশে রহিয়াছে। আজ ইহাদিগকে আপন বলিয়া দাবী করিবার কেহই নাই। ইহাদিগকে স্বেচ্ছামত আলিঙ্গন করিয়া আজ কেন সুখী হইতেছ না?

৪৪। উন্নাম্য মানং যত্নাদ্ যন্নীয়মানমধো হ্রিয়া।
পুরা দৃষ্ট মদৃষ্টং বা সুখং জালিকযাবৃতং।।

৪৫। তন্মুখং ত্বৎপরিক্লেশ মসহদ্ ভিরিবাধনা।
গৃধ্রৈর্ব্যক্তীকৃতং পশ্য কিমিদানীং পলায়সে।।

যত্ন করিয়া উঠাইয়া ধরিলে যে মুখ লজ্জায় নত হইয়া পড়িত, যে মুখ সুক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকিত। পূর্বে কদাচিৎ তোমার নয়ন গোচর হইত, হয়তো বা হইত না। তোমার খেদ সহ্য করিতে না পারিয়া আজ যেন গৃধ্রগণ সেই মুখ অনাবৃত করিয়াছে। এবং তাহা তৃপ্তিভরে দর্শন কর। এখন পলাইয়া যাইতেছ কেন?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪৬। পর চক্ষু'নি পাতেভ্যো' প্যাসীদ্ যত্পরি রক্ষিতং।
তদস্থ ভক্ষিতং যাবত্ বিসর্য্যালো ন রক্ষসি ॥

হে ঈর্ষ্যালু। কোথাও অন্যের দৃষ্টি গোচরে যাহাতে না যায়, তজ্জন্য তুমি যাহাকে সর্ব প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলে; সে-মুখ আজ গৃধ্গণ ভক্ষণ করিতেছে। আজ তাহা রক্ষা কর না কেন?

৪৭। মাংসোচ্ছ্রয়মিমং দৃষ্টা গৃধ্রৈরন্যৈশ্চ ভক্ষিতং।
আহারঃ পূজ্যতে' ন্যেষাং স্রকচন্দন বিভূষণৈঃ॥

গৃধ্-শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়াও এই মাংস রাশি দেহকে তুমি অলংকৃত করিতেছ। মালা, চন্দন ও ভূষণ দ্বারা অন্যের আহার্য—এই দেহকে পূজা করিতেছ।

৪৮। নিশ্চলাদপি তে ত্রাসঃ কংকালাদেব মীক্ষিতাত্।
বেতাড়েনেব কেনাপি চাল্য মানাদ্ ভয়ং ন কিং॥

এই স্থির নিশ্চল কংকালমাত্র দর্শন করিয়াই তোমার ভয় উৎপন্ন হয়। আর, কোন বেতাল বা ভূত যখন এই কংকালের উপর ভর দিয়া ইহাকে চালিত করে অর্থাৎ সজীব কংকাল দর্শনে কি তোমার ভয় নাই?

৪৯। এক স্মাদশনা দেষাং লাল মেধাং চ জায়তে।
তত্রামেধ্য মনিষ্টং তে লালাপানং কথং প্রিয়ং॥

একই খাদ্য দ্রব্যের ভোজন হইতে মানুষের লালা ও মল জন্মে। ইহাদের মধ্যে মল তোমার প্রিয় নহে; অথচ পরের লালা পান তোমার প্রিয় হয় কিরূপে?

৫০। তুল গর্ভৈ মৃদু'স্পর্শৈ রমন্তে নোপধানকৈঃ।
দুর্গন্ধং ন স্রবন্তীতি কামিনো' মেধ্য মোহিতাঃ॥

তুলা-পরিপূরিত, কোমল-স্পর্শ উপাধান লইয়া কামুকেরা রমন করে না। কারণ, উহা হইতে অশুচি দুর্গন্ধ বাহির হয় না। কামুকেরা যে অশুচি দুর্গন্ধেই মুগ্ধ হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫১। যত্র চ্ছন্নে' প্যযং রাগস্তদচ্ছন্নং কিমপ্রিয়ং।
ন চেত্ প্রয়োজনং তেন কস্মাচ্ছন্নং বিমৃদ্যতে ॥

আবৃত থাকিলেও যাহাতে তোমার আসক্তি হয়, অনাবৃত থাকিলে তোমার প্রিয় হয় না কেন? অশুচি বস্তুতে যদি তোমার প্রয়োজন না থাকে, তবে আবৃত হইলে তাহাকেই আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিমর্দন কর কেন?

৫২। যদি তে না শুচৌ রাগঃ কস্মাদালিংগসে' পরং।
মাংস কর্দম সংলিপ্তং স্নায়ুবদ্ধাস্থি পঞ্জরং ॥

যদি অশুচি বস্তু তোমার অপ্রিয় হয়, তবে মাংস-কর্দম সংলিপ্ত স্নায়ু-মণ্ডলীতে আবদ্ধ অপরের অস্থি-পঞ্জরকে কেন আলিঙ্গন করিতেছ?

৫৩। স্বমেব বহ্ব মেধ্যং তে তৈনৈব ধৃতিমাচর।
অমেধ্য ভস্ত্রামপরাং গূথঘস্মর বিস্মর ॥

এই ভাবে আবৃত অশুচি বস্তু তোমার নিজের মধ্যেও বহু রহিয়াছে। তাহাতেই তুমি সন্তোষ লাভ কর। হে মল ভক্ষণকারি! তুমি অপরা অমেধ্য ভস্ত্রাকে অর্থাৎ অশুচির ভিত্তি—স্ত্রী দেহকে বিস্মৃত হও।

৫৪। মাংস পিয়ো' হমস্যেতি দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুং বাঞ্ছসি।
অচেতনং স্বভাবেন মাংসং ত্বং কথামিচ্ছসি ॥

স্ত্রীলোকের মাংস তোমায় প্রির বলিয়াই তুমি ইহা দেখিতে ও স্পর্শ করিতে ইচ্ছা কর। মাংস তো স্বভাবতঃ অচেতন। এই অচেতন মাংসকে তুমি আকাঙ্ক্ষা কর কেন?

৫৫। যদিচ্ছসি ন তচ্ছিতং দ্রষ্টং স্প্রষ্টং চ শক্যতে।
যচ্চ শক্যং ন তদ্বেতি কিং তদাঙ্গিসে মুধা ॥

তুমি যাহাকে চাও, তাহা চিৎ-স্বভাব। ইহাকে দর্শন বা স্পর্শন সম্ভব নহে। যাহা দর্শন ও স্পর্শন স্বভাব, তাহা

অচেতন। কেন তুমি এই অচেতন দেহকে বৃথা আলিঙ্গন করিতেছ।

৫৬। মা মেধ্যময়মন্যস্য কায়ং বেত্সীত্যনদ্ ভুতং।
স্বামেধ্যময়মেব ত্বং তং নাবৈষীতি বিস্ময়ঃ।।

অন্যের দেহ অপবিত্র পদার্থে পরিপূর্ণ,—ইহা যে তুমি জান না—তাহা আশ্চর্য নহে। কিন্তু তোমার দেহ যে অশুচি পদার্থে পূর্ণ,—ইহাও তুমি জান না—তাহাই বড় আশ্চর্য।

৫৭। বিঘনার্কাংশু বিকচং মুক্ত্বা তরুণ পংকজং।
অমেধ্য শৌণ্ডচিত্তস্য কা রতির্গূথ পংজরে।।

মেঘ-মুক্ত সূর্যের কিরণ-প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া অমেধ্যাসক্ত চিত্তের মলাধারে রতি উৎপন্ন কিরূপে হয়।

৫৮। মৃদাদ্য মেধ্যলিপ্ত্বাদ্ যদি স্প্রষ্টুমিচ্ছসি।
যতস্তন্নির্গতং কায়ান্তং স্প্রষ্টুং কথমিচ্ছসি।।

অশুচি বস্তু দ্বারা ভূমি প্রভৃতি লিপ্ত হইলে তুমি তাহা—স্পর্শ করিতে ইচ্ছা কর না। অথচ এই অশুচি দ্রব্য যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, সেই অশুচি পূর্ণ দেহ কিরূপে স্পর্শ করিতে চাও?

৫৯। যদি তে নাশুচৌ রাগঃ কস্মাদালিংগসে পরং।
অমেধ্য ক্ষেত্র সংভূতং তদ্বীজং তেন বর্ধিতং।।

অশুচি বস্তুতে তোমার প্রেম না জন্মে, তবে অশুচি ক্ষেত্রে অশুচি বীজ হইতে উৎপন্ন, অশুচি বস্তু দ্বারা বর্দ্ধিত অন্যকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন?

৬০। অমেধ্য ভব মল্লস্থান্ন বাংছস্য শুচিং কৃমিং।
বহ্বমেধ্য ময়ং কায়মমেধ্যজম পীচ্ছসি।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মলাদি অপবিত্র বস্তু হইতে উৎপন্ন কীট-কৃমি তোমার অবাঞ্ছিত অথচ অপবিত্রতা হইতে উৎপন্ন ও বহু অপবিত্রতা-পূর্ণ দেহকে তুমি কামনা করিতেছ।

৬১। ন কেবল মমেধ্য ত্বমাত্মীয়ং ন জুগুপ্সসি।
অমেধ্য ভাণ্ডান্ পরান্ গৃথবস্থরং বাংছসি ॥

তুমি যে শুধু তোমার নিজের মনের প্রতি ঘৃণা না কর এমন নহে। অন্যের মনের প্রতিও তোমার ঘৃণা আছে। তবু হে মন ভক্ষক! তুমি অন্যের অশুচি বা মল ভাণ্ডের প্রতি লালায়িত হইতেছে।

৬২। কর্পূরাদিষু হৃদ্যেষু শাল্যন্নব্যয়ং গণেষু বা।
মুখ ক্ষিপ্ত বিসৃষ্টেষু ভূমিরপ্য শুচির্মতা ॥

কর্পূরাদি মনোরম দ্রব্য, শালি ধান্যের অন্ন কিংবা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি মুখে পুরিয়া পুনরায় মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে যে ভূমিতে পতিত হয়, সেই ভূমি পর্যন্ত অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয়।

৬৩। যদি প্রত্যক্ষ মপ্যেতদ মেধং নাধি মুচ্যসে।
শ্মশানে পতিতান্ ঘোরান্ কায়ান্ পশ্যাপরানপি ॥

যদি এই প্রত্যক্ষ অশুচির প্রতি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে শ্মশানে পতিত অন্য কতকগুলি বীভৎস দেহ দর্শন কর।

৬৪। চর্মনুৎপাটিতে যস্মাদ্ ভয়মুৎপদ্যতে মহৎ।
কথং জ্ঞাত্বাপি তত্রৈব পুনরুৎপদ্যতে রতিঃ ॥

চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া লইলে যে ক্ষেত্রে মহা ভয় উৎপন্ন হয়, জানিয়া শুনিয়া সে ক্ষেত্রে তোমার আসক্তি কিরূপে হয়?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬৫। কায়েন্মস্তো 'পায়ং গন্ধশ্চন্দনাদেব নান্যতঃ।
অন্যদীযেন গন্ধেন কস্মাদন্যত্র রজ্যতে ।।

দেহে চন্দন লেপন করিলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা চন্দনেরই গন্ধ। অন্য কাহারো নহে। একের গন্ধে অন্যের প্রতি আসক্ত হও কেন?

৬৬। যদি স্বভাব দৌর্গন্ধ্যাদ্ রাগো নাত্র শিবং ননু।
কিমনর্থরুচিলো কিস্তং গন্ধে নানু লিম্পতি ।।

দেহের সহজাত দুর্গন্ধবশতঃ যদি ইহার প্রতি আসক্তি না হয়, তবে ইহা কল্যাণকর। নচেৎ অনর্থ প্রিয়জনগণ কেন ইহার উপরে সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করিতেছে?

৬৭। কায়স্যাত্র কিমায়াতং সুগন্ধি যদি চন্দনং।
অন্যদীয়েন গন্ধেদ কস্মাদন্যত্র রজতে ।।

যদি চন্দন সুগন্ধযুক্ত হয়, তবে তাহাতে দেহের কি আসে গেল? একের গন্ধে অন্যের প্রতি আসক্ত হও কেন?

৬৮। যদি কেশ নখৈ দীর্ঘৈর্দন্তৈঃ সমন পাণ্ডুরৈঃ।
মনপংকধরো নগ্নঃ কায়ঃ প্রকৃতি ভীষণঃ।

৬৯। স কিং সংস্ক্রিয়তে যত্নাদাত্মঘাতায় শস্ত্রবত্।
আত্মব্যা মোহনেদ্যুক্তৈরন্ম তৈরাকুলা মহী ।।

দীর্ঘ কেশ, বড় বড় নখ, মলিন বিবর্ণ দন্ত-যুক্ত এবং পঙ্ক-সম ক্লেদধারী, নগ্ন উলঙ্গ দেহ স্বভাবতঃই যদি ভয়ঙ্কর হয়, তবে তাহা তো মঙ্গলজনক। অস্ত্রকে যেরূপ সংস্কৃত্য নির্মল করিয়া রাখা হয়, সেরূপ আত্মহত্যার জন্য যত্নের সহিত অন্যের দেহকে কেন অলঙ্কৃত কর? হায়! নিজকে নিজে মোহ-মুগ্ধ করিতে উদ্যত, উন্মত্ত লোক দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭০। কংকালান্ কতিচিদ্ দৃষ্ট্বা শ্মশানে কিলতে ঘৃণা।
গ্রাম-শ্মশানে রমসে চলত্‌কংকাল সংকুলে ॥

শ্মশানে সামান্য কঙ্কাল দেখিয়া তোমার ঘৃণা হয়। আর চলমান কঙ্কালপূর্ণ গ্রাম-শ্মশানে তুমি আনন্দ করিয়া থাক।

৭১। এবং চামেধ্য মপ্যেতদ্ বিনা মূল্যং ন লভ্যতে।
তদর্থ মর্জনায়াসো নরকাদিষু চ বাধা ॥

এইরূপ অশুচি হইলেও ইহা বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। তাহার জন্য ইহলোকে ধন উপার্জনের দুঃখ এর পরলোকে নরকাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

৭২। শিশোর্নার্জন্ সামর্থং কেনসৌ যৌবনে সুখী।
যাত্যর্জনেন তারুণ্যং বৃদ্ধঃ কামৈঃ করোতি কিং ॥

শিশুর উপার্জন করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব কিসের বলে সে যৌবনে সুখী হইবে। উপার্জন করিতে করিতে যৌবন চলিয়া যায়। বৃদ্ধ ভোগ্য বস্তু লইয়া কি করিবে?

৭৩। কেচিদ্ দিনান্ত ব্যাপারৈঃ পরিশ্রান্তাঃ কুকামি নঃ।
গৃহ মাগত্য সায়াহ্নে শেরতে স্ম মতা ইব ॥

কুৎসিৎ ভোগ-লোলুপ কোন কোন ব্যক্তি সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া মৃতবৎ নিদ্রা যায়।

৭৪। দণ্ড যাত্রা ভির পরে প্রবাস-ক্লেশ দুঃখিতাঃ।
বত্‌সরৈরপি নেক্ষন্তে পুত্র দারাংস্ত দর্থিনঃ ॥

কেহ যুদ্ধ যাত্রায় কষ্ট পায়, কেহ প্রবাসে শ্রমকষ্টে পীড়িত হয়। যাহাদের জন্য তত কষ্ট স্বীকার করে, সেই স্ত্রী-পুত্রকে তাহারা বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়াও দেখিতে পায় না। হয়তো চিরতরেই অদৃশ্য হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭৫। যদর্থমিব বিক্রীত আত্মা কাম বিমোহিতৈঃ।
তন্ন প্রাপ্তং মুধৈ বায়ুর্নীতং তু পর কর্মনা ॥

এই কাম-মোহিত ব্যক্তিগণ যাহার জন্য নিজকে বিক্রয় করিল, তাহাকে লাভ করিল না। নিজের জীবন বৃথাই পরের চাকুরীতে নষ্ট করিল।

৭৬। বিক্রীত স্বাত্মা ভাবানাং সদা প্রেষণ কারিণাং।
প্রসূয়ন্তে স্ত্রিয়ো' ষেষা মটবী স্থিত্পাদিষু ॥

যাহারা পরের চাকুরীতে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে, প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সপরিবারে কার্যোপলক্ষে সর্বদা যত্র তত্র গমন করে, তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষতলে, অরণ্যে, পর্বতে, নদীতটাদিতে সন্তান প্রসব করে।

৭৭। রণং জীবিত সংদেহং বিশন্তি কিল জীবিতুং।
মানার্থং দাসতাং যান্তি মূঢ়া কাম-বিড়ম্বিতা ॥

কাম-বিড়ম্বিত মূর্খগণ জীবন ধারণের জন্য জীবন সংশয়াকুল যুদ্ধে গমন করে। মান রক্ষার জন্য পর-চাকুরী করিয়া থাকে।

৭৮। ছিন্দন্তে কামিনঃ কে বিদন্যে শূল-সমর্পিতাঃ।
দৃশ্যন্তে দহ্যমানাশ্চ হণ্যমানাশ্চ শক্তিভিঃ ॥

বিষয় ভোগে লালায়িত হইয়া দুষ্কর্ম করিলে কাহারো হস্ত-পদাদি ছেদন করা হয়। কাহাকেও শূলে নিক্ষেপ করা হয়। কেহ শক্তি দ্বারা নিহত হয়। কাহাকেও জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেখা যায়।

৭৯। অর্জন রক্ষণ নাশ বিষাদৈরর্থ মনর্থ মনন্ত মবৈ হি।
ব্যগ্রতয়া ধনসুক্ত মতীনাং নাবসরো ভবদুঃখ বিমুক্তেঃ ॥

জানিয়া রাখ—অর্থে অনর্থের অন্ত নাই। অর্থ উপার্জনে দুঃখ, সংরক্ষণে দুঃখ, অর্থ হানি ঘটিলে দুঃখ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ধনাসক্ত ব্যক্তির ধন উপার্জনে মন অতীব উদগ্রীব থাকে। কাজেই ভব দুঃখ হইতে বিমুক্তি লাভের অবকাশ তাহাদের মিলে না।

৮০। এবমাদিনবো ভূয়ানল্প স্বাদস্তু কামিনাং।
শকটং বহতো যদ্বত্ পশোর্ঘাসল বগ্রহঃ।।

এই প্রকারে বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের অনর্থ প্রাপ্তিই অধিকতর ঘটে। তাহাদের সুখাস্বাদ লাভ শকট বহনকারী পশুর ঘাসে মুখ দেওয়ার ন্যায় অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

৮১। তস্যাস্বাদ লবস্যার্থে যঃ পশোরপ্য দুর্লভঃ।
হতা দৈব হতে নেযং ক্ষণ সংপত্ সুদুর্লভা।।

এই অতি তুচ্ছ সুখাস্বাদ গ্রহণের জন্য যাহা পশুর মধ্যে দুর্লভ নহে, হতভাগা মনুষ্যগণ সেই অতি দুর্লভ 'ক্ষণ-সম্পত্তি' বিনাশ করিয়া থাকে।

৮২। অবশ্যং গন্তরল্পস্য নরকাদি প্রপাতিনঃ।
কায়াস্যার্থে কৃতো যো' য়ং সর্বকালং পরিশ্রমঃ।।

৮৩। ততঃ কোটি শতেনাপি শ্রমভাগেন বুদ্ধতা।
চর্যা দুঃখমহদ্ দুঃখং সাচ বোধি র্ন কামিনাং।।

নিয়ত নশ্বর, নিকৃষ্ট, নরকাদির মধ্যে পতনশীল, তুচ্ছ দেহের জন্য অনাদি কাল হইতে যে পরিশ্রম করা হইতেছে,— ইহার শত কোটি ভাগের এক ভাগও যদি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য করা হইত, তবে বুদ্ধত্ব লাভ হইয়া যাইত। বোধি-চর্যার দুঃখ অপেক্ষা কামী ব্যক্তিগণের গুরুতর দুঃখ সহ্য করিতে হয়। অথচ তাহাদের সেই বোধি-প্রাপ্ত তো হয়-ই না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৮৪। ন শস্ত্রং ন বিষং নাগ্নির্ন প্রপাতো ন বৈরিনঃ।
কামানা মুপসাং যান্তি নরকাদি ব্যথা স্মৃতৈঃ ॥

নরকাদির ব্যথা স্মরণ করিলে জানিতে পারা যায় যে কাম-জনিত দুঃখ যেরূপ কষ্ট দিতে পারে, শস্ত্র, বিষ, অগ্নি প্রপাত কিংবা শত্রুগণ প্রভৃতি সেরূপ কষ্ট দিতে পারে না।

৮৫। এব মুদ্বিজ্য কামেভ্যো বিবেকে জনয়েদ্ রতিং।
কলহায়াস শূন্যাসু শাংতাসু বন ভূমিষু ॥

এইরূপে কাম্য বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া কলহ বিবাদ শূন্য শান্ত বনভূমিতে বিবেকারামতা বা নিরাসঙ্গতার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

৮৬। ধন্যৈঃ শশাংক কর চংদন শীতলেষু রম্যেষু হর্ম্য বিপুলেষু শিলাতলেষু।
নৈঃশব্দ সৌম্য বন মারুত বীজ্য মানৈশ্চং ক্রম্যতে পরহিতায
বিচিন্ত্যতে চ ॥

চন্দ্র কিরণ তুল্য চন্দন দ্বারা শীতল, বিরাট প্রাসাদ তুল্য বিস্তীর্ণ, রমনীয় শিলাতলে ভ্রমণ করিতে করিতে সুকৃতকারী ব্যক্তিগণ নিঃশব্দ, সুখ-স্পর্শ বন-পবন দ্বারা বীজ্যমান হইয়া পরহিত বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন।

৮৭। বিহৃত্য যত্র ক চিদিষ্টকালং শূন্যালয়ে বৃক্ষতলে গুহাষু।
পরিগ্রহ রক্ষণ খেদ মুক্তশ্চ রত্যপেক্ষা বিরতো যথেষ্টং ॥

অনাসক্ত ব্যক্তি পরিত্যক্ত গৃহে, বৃক্ষমূলে, গুহা-গহ্বরে, যেখানে সেখানে ইচ্ছামত সময় কাটাইয়া, ধন উপার্জন ও রক্ষণা-বেক্ষণজনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

৮৮। স্বচ্ছন্দ চার্যনিলয়ঃ প্রতিবদ্ধো ন কস্য চিত্।
যত্ সংতোষ সুখং ভুংক্তে তদিন্দ্রস্যাপি দুর্লভং ॥

তাঁহাদের গৃহ নাই, তাঁহারা কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ

নহেন, স্বাধীন, স্বাচ্ছন্দ্য-চারী। তাঁহারা যেই সন্তোষ পরম ধন ভোগ করেন—তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রেরও দুর্লভ।

৮৯। এবমাদি ভিরা কারৈ বিবেক গুণ ভাবনাত্।
উপশাংত বিতর্কঃ সন্ বোধিচিত্তং তু ভাবযেত্ ॥

এইরূপে বিবিধ উপায়ে বাহ্যিক নিঃসঙ্গতা ও আন্তরিক নিরাসঙ্গতার মাহাত্ম্য ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত-বিক্ষেপ শান্ত করতঃ বোধিচিত্তের উদ্বোধন করিবে।

৯০। পরাত্ম সমতা মাদৌ ভাবযেদেব মাদরাত্।
সম দুঃখ সুখাঃ সর্বে পালনীযা মযাত্মবত্ ॥

প্রথমতঃ অতীব যত্নের সহিত 'পরাত্মসমতার' বিষয় এই-রূপ চিন্তা করিবে ঃ—আমার সুখ-দুঃখ আমার জীবনে যেরূপ হর্ষ-বিষাদ উৎপন্ন করে। সুখ-দুঃখ যখন সকলের নিকট সমান তখন সকলকেই আমার নিজের ন্যায় রক্ষা করা উচিত।

৯১। হস্তাদি ভেদেন বহু প্রকারঃ কাযো যথৈকঃ পরি পালনীয়ঃ।
তথা জগদ্ ভিন্নমভিন্ন দুঃখ সুখাত্মকং সর্বমিদং তথৈব ॥

হস্ত-পদাদি অঙ্গভেদে বহুরূপ বিশিষ্ট এই দেহকে যেমন এক বিবেচনা করিয়া পালন করিতে হয়, তেমনি অনেক ভেদ-বৈষম্য থাকিলেও জগতকে এক বিবেচনা করিয়া পালন করিতে হইবে। যেহেতু হস্ত-পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুখ-দুঃখ আমার নিকট ভিন্ন নহে—এক; জগতের সুখ দুঃখও ভিন্ন নহে,—এক।

৯২। মত্থপ্যন্যেষু দেহেষু মদ্ দুঃখং ন প্রবাধতে।
তথাপি তদ্ দুঃখমেব মমাত্ম স্নেহ দুঃসহং ॥

যদিও আমার দুঃখ অন্যের দেহকে কোনরূপ পীড়া না দেয়—তবু তাহা আমার নিকট দুঃখই। কেননা, আপন জীবনের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহা আমার নিকট দুঃসহ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৯৩। তথা মন্তপ্য সংবেন্থ মন্বদ্ দুঃখং ময়াত্মনা।
তথাপি তস্থ তদ্ দুঃখমাত্ম স্নেহেন দুঃসহং ॥

পক্ষান্তরে, অন্যের দুঃখ আমাকে যদিও পীড়া না দিয়া থাকে, তথাপি তাহার নিকট তাহা দুঃখই। কেননা, জীবনের মায়াবশতঃ তাহা তাহার নিকট দুঃসহ।

৯৪। ময়ান্যদ্ দুঃখং হন্তব্যং দুঃখত্বাদাত্ম দুঃখবত্।
অনুগ্রাহয়া ময়ান্যে' পি সত্ত্বত্বাদাত্ম সত্ত্ববত্ ॥

আমি যেমন আমার দুঃখ দূর করিতে চাই, তেমন অপরের দুঃখও আমার দূর করা কর্তব্য। কারণ, দুঃখ সকলের নিকট সমান। অন্য প্রাণীকেও নিজের ন্যায় আমার অনুগ্রহ করিতে হইবে। কেননা, আমি যেমন প্রাণবান, তাহারাও সেরূপ প্রাণবান।

৯৫। যদা মম পরেষাং চ তুল্যমেব সুখং প্রিয়ং।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্রৈব সুখোদ্যমঃ ॥

আমার সুখ যেমন আমার নিজের নিকট প্রিয়, অন্যের নিকটও তাহার সুখ তেমনি প্রিয়। তাহা হইলে অন্যের দুঃখ হইতে আমার দুঃখের প্রভেদ কোথায় যাহাতে শুধু আমার সুখই আমি অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিব?

৯৬। যদা মম পরেষাং চ ভয়ং দুঃখং চ ন প্রিয়ং।
তদাত্মন কো বিশেষো যত্তং রক্ষামি নেতরং ॥

ভয় ও দুঃখ যেমন আমার প্রিয় নহে, তেমনি অন্যের নিকটও ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে। তাহা হইলে আমার ভয়-দুঃখে ও অন্যের ভয়ে দুঃখ পার্থক্য কোথায়? যাহাতে আমি শুধু আমাকেই রক্ষা করিব, অন্যকে নহে।

৯৭। তদ্ দুঃখেন ন মে বাধেত্যতো যদি ন রক্ষতে।
নাগামিকায় দুঃখান্মে বাধা তত্তেকন রক্ষতে ॥

অন্যের দুঃখ আমাকে পীড়া দিতেছে না বলিয়া যদি আমি তাহাকে রক্ষা না করি, তাহা হইলে আগামী জন্মের দুঃখ তো আমাকে এখন পীড়া দিতেছে না। সেই দুঃখ যাহাতে আমাকে পীড়া না দেয়—তাহা বারণ করিবার জন্য কুশল সঞ্চয় করি কেন ?

৯৮। অহমেব তদাপীতি মিথ্যেয়ং পরিকল্পনা।
অন্য এব মৃতো যস্মাদন্য এব প্রজায়তে ॥

যদি বল,—"পরলোকে আমিই তো জন্ম গ্রহণ করিব, এই জন্য আমি নিজকে রক্ষা করি", তাহা হইলে বলিতে হইবে তোমার এই কল্পনা মিথ্যা। কেননা, যে মরে আর যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা এক নহে। মরে এক, জন্ম ধারণ করে অন্য।

[বৌদ্ধ দর্শন মতে—বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ন্যায়, অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ হইতে না-এক, না-অন্য, অপূর্ব এক পঞ্চস্কন্ধ পরলোকে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চস্কন্ধ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, শক্তি, আত্মা কিংবা স্রষ্টা স্বীকার বৌদ্ধগণ করেন না। এই পঞ্চস্কন্ধ হইতেছে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধকে আবার সংক্ষেপে 'নামরূপ' বলা হইয়াছে। 'রূপ' বলিতে শুধু রূপ স্কন্ধকে বুঝায় এবং 'নাম' বলিতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বুঝায়। সংক্ষেপে নাম-রূপ বলিতে সাধারণ ভাষায় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিশিষ্ট সমস্ত বিশ্ব-জগতকে বুঝিতে হইবে। (১) রূপস্কন্ধ বলিতে আমাদের এই ভৌতিক দেহ, তথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, তরু-লতা, তৃণ-পুষ্প ইত্যাদি সমষ্টিগত সমগ্র বাহ্য জগতকে বুঝায়। (২) চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় ও রূপ শব্দাদি বিষয় বস্তুর সংযোগ ঘটিলে চিত্তের সহজাত সুখ-দুঃখ উপেক্ষাদি শারীরিক মানসিক অনুভূতিকে 'বেদনা' বলে। ইউরোপীয় মনস্তত্ব যাহাকে Feelings বলে। (৩) রূপ শব্দাদি বিষয় বস্তু চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয় পথে যখন যেই-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

রূপ প্রতিভাত হয়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যেই পার্থক্য বোধ বা চিত্তের যেই ভিন্ন ভিন্ন অবগতি—সেই লাক্ষণিক জ্ঞানই 'সংজ্ঞা' নামে অভিহিত। ইউরোপীয় দর্শন যাহাকে Perception, Ideation বলে। (৪) বেদনা ও সংজ্ঞার স্মৃতি বা রেশ চিত্ত-গর্ভে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে সঞ্চিত হইলে অন্তর্জগতের সংকল্পাদি অন্য সমস্ত বৃত্তিকে 'সংস্কার' বলে। ইউরোপীয় দর্শনে যাহাকে Volitions and other faculties বলা হয়। আর (৫) বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার—এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থা যাহার আশ্রয়ে, কর্তৃত্বে ও প্রাধান্যে প্রবর্তিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে 'বিজ্ঞান' বা চিত্ত বলা হয়। ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে General Consciousness বলে। বৌদ্ধ দর্শন এই পঞ্চস্কন্ধকেও নিত্য বলিয়া মানে না। ইহাদিগকে ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করে। এই পঞ্চস্কন্ধ হেতু-প্রত্যয়ের প্রভাবে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, ক্ষণে ক্ষণে বিলীন হইয়া যায়। এই মুহূর্তের স্কন্ধ এবং পর মুহূর্তের স্কন্ধ এক নহে। আবার ইহা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাও নহে। একের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অপরের উৎপত্তি হইতেছে। ইহা তত অবিচ্ছিন্ন গতিতে সম্পন্ন হয় যে ইহার মধ্যকার ব্যবধান বা ফাঁক ধরা যায় না। ইহা দীপ-শিখার সঙ্গে তুলনীয়। তৈল-বর্তিকা প্রভৃতি উপদানের প্রভাবে দীপ-শিখা অনবরতঃ জ্বলিতে থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয় নামে একটি অবিরাম ধারা রহিয়াছে। ইহাকে এক কিংবা ভিন্ন বলা যায় না। এক বলিলে শাশ্বতবাদ এবং ভিন্ন বলিলে উচ্ছেদবাদকে সমর্থন করা হয়। এই উভয় পন্থাই বৌদ্ধ মতে ভুল। বৌদ্ধ দর্শন হইতেছে মধ্যবিন্দু বা মধ্যপথ। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয় ধর্মের মাধ্যমে জীবন-দর্শনকে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।]

৯৯। যদি যস্যৈব যদ্ দুঃখং রক্ষ্যং বস্যৈব তন্মতং।
পাদ দুঃখং ন হস্তস্য কস্মাত্তত্তেন রক্ষতে।।

যদি বল,—যাহার যাহা দুঃখ, সে তাহা রক্ষা করিবে, একের দুঃখ অন্যে ঘুচাইবে কেন ? এই যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়,—পায়ের ব্যথা তো হাতের নহে। পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবার উপক্রম লইলে হাত রক্ষা করিতে যায় কেন ?

১০০। অযুক্তিমপি চেদেতদহং কারাত্ প্রবর্ততে।
যদ যুক্তং নিবর্ত্য তত্ স্বমন্যচ্চ যথাবলং ॥

আত্মা বলিয়া কিছু না থাকা সত্ত্বেও আত্মা আছে বলিয়া যদি অহঙ্কারবশতঃ এরূপ বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তবে তাহা অসঙ্গত। যাহা অসঙ্গত তাহা যথা শক্তি নিবারণ করিবে। চাই তাহা নিজের হউক কিংবা পরের হউক।

১০১। সংতানঃ সমুদাযশ্চ পংক্তি সেনাদি বন্মৃষা।
যস্য দুঃখং স নাস্ত্যস্মাত্ কস্য তত্ সবং ভবিষ্যতি ॥

পংক্তি বা সেনার ন্যায় সন্তান ও সমুদায় মিথ্যা ধারণা। যাহার দুঃখ অনুমান করা হইতেছে—সে-ই যখন নাই, তখন ইহা কাহার দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবে।

[আত্মা না মানিলেও কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিক জীবন দর্শনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বা প্রবাহ ('সন্তান') রূপে এবং কর-চরণাদি প্রতি অঙ্গ ভিন্ন হইলেও সমষ্টিগত ঐক্য (সমুদায়) স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকার শূন্যবাদের ভিত্তিতে তাহাও খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে জীবন-দর্শনকে পংক্তি বা সেনার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতে চান—ধারা ('সন্তান') কিংবা সমষ্টিগত ঐক্য (সমুদায়) বলিয়া কোন বস্তু নাই। উহা পংক্তি বা সেনার মত ব্যবহারিক এক সত্য বা সংজ্ঞা মাত্র। বাস্তবিক উহার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আত্মা, দেহী, ধারা কিংবা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া কিছু নাই। ইহা পংক্তি বা সেনার ন্যায় কাল্পনিক, ইহা মিথ্যা।]

১০২। অস্বামিকানি দুঃখানি সর্বাণ্যে বা বিশেষতঃ।
দুঃখত্বাদেব বার্যানি নিয়মস্তত্র কিংকৃতঃ ॥

সংসারে সর্ব স্বত্ব-বর্জিত এক অভিন্ন দুঃখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ দুঃখের অধিকারী বলিতে কেহ নাই। আমার দুঃখ অন্যের দুঃখ বলিয়া দুঃখের মধ্যে একটা গণ্ডীর দৃষ্টি কেন করা হইতেছে। দুঃখ,—দুঃখ বলিয়াই নিবারণ করা কর্তব্য। আমার কিংবা তাহার বলিয়া নহে।

১০৩। দুঃখং কস্মান্নিবার্যং চেত্ সর্বেষাম বিবাদতঃ।
বার্যং চেত্ সর্বমপ্যেবং ন চেদাত্মনি সর্ববত্ ॥

যখন আত্মা বা দুঃখী বলিয়া কেহ বিদ্যমান নাই, তখন দুঃখ নাশ করার প্রয়োজন কি? জগতে সকলেই দুঃখ নিবারণ করিতে চায়। এ সম্পর্কে সকলেই একমত, ইহাতে কাহারো বিরোধ নাই। যদি দুঃখ ধ্বংস করিতে চাও, তবে সকল দুঃখ বা সকলেরই দুঃখ ধ্বংস করা কর্তব্য। আর যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সকলের ন্যায় নিজের দুঃখও দূর করা কর্তব্য নহে।

১০৪। কৃপয়া বহু দুঃখং চেত্ কস্মাদুত্পাদ্যতে বলাত্।
জগদ্ দুঃখং নিরূপ্যেদং কৃপা দুঃখং কথং বহু ॥

মানুষের মধ্যে করুণার উৎপত্তি হইলেই তাহার দুঃখ বর্দ্ধিত হয়। তাহা হইলে বলপূর্বক যত্ন করিয়া করুণা উৎপন্ন কর কেন? ইহার উত্তর এই,—জগতের দুঃখের অন্ত নাই। অনন্ত অসীম জাগতিক দুঃখের বিষয় চিন্তা করিলে করুণা-জনিত দুঃখ বহু,—তাহা কিরূপে বলা যায়?

১০৫। বহুনামেক দুঃখেন যদি দুঃখং বিগচ্ছতি।
উত্পাদ্যমেব তদ্ দুঃখং সদযেন পরাত্মনোঃ ॥

যদি এক জনের দুঃখ সৃষ্টি দ্বারা বহুজনের দুঃখ দূর করা যায়, তবে সেই দুঃখ সৃষ্টি করাই যুক্তিসঙ্গত। দয়ালু ব্যক্তির

পক্ষে নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে এরূপ দুঃখের সৃষ্টি করা উচিত।

১০৬। অতঃ সুপুষ্প চন্দ্রেন জানতা পি নৃপাপদং।
আত্ম-দুঃখং ন নিহতং বহুনাং দুঃখিনাং ব্যয়াত্॥

সেইজন্য বোধিসত্ত্ব সুপুষ্প চন্দ্র রাজ-দণ্ড হইতে তাঁহার বহু দুঃখের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও বহুজনের দুঃখের বিনিময়ে তিনি একা নিজের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই।

১০৭। এবং ভাবিত সংতানাঃ পর দুঃখ শম প্রিয়াঃ।
অবীচি মব গাহন্তে হংসাঃ পদ্মবনং যথা॥

এইরূপ চিন্তাধারায় যাঁহারা অবিরাম চিন্তা করেন। অপরের দুঃখের জন্য নিজের সুখও যাঁহাদের নিকট দুঃখের ন্যায়; হংস যেমন আনন্দে পদ্মবনে প্রবেশ করে, তেমনি তাঁহারাও অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য নরকে অবতরণ করিতে পারেন।

১০৮। মুচ্যমানেষু সত্ত্বেষু যে তে প্রামোদ্য সাগরাঃ।
তৈরেব ননু পর্যাপ্তং মোক্ষেণা রসিকেন কিং॥

প্রাণিগণ যখন দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে থাকিবে, তখন প্রাণে যেই আনন্দ সাগরের সৃষ্টি হইবে, তাহাই তো পর্যাপ্ত। নিরস শুষ্ক মোক্ষে কী প্রয়োজন?

১০৯। অতঃ পরার্থং কৃত্বাপি ন মদো নচ বিস্ময়ঃ।
ন বিপাক ফলাকাংক্ষা পরার্থৈকান্ত তৃষ্ণয়া॥

এই জন্য পরোপকার সাধন করিয়াও তাঁহাদের দর্প হয় না, দম্ভ হয় না, শুভ কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের থাকে না। তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ হইল—পরোপকার সাধন করা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১১০। তস্মাদ্য থাম্নাশো 'বর্ণাদাত্মানং গোপয়াম্যহং।
রক্ষা চিত্তং দয়া চিত্তং করোম্যেবং পরেষপি ॥

অতএব আমি যেমন সর্ববিধ অনর্থ ও কলঙ্ক হইতে নিজেকে রক্ষা করি, তেমন পরের প্রতিও দয়া ও রক্ষার আগ্রহ অন্তরে সর্বদা পোষণ করিব ॥

১১১। অভ্যাসাদন্যদীয়েষু শুক্র-শোণিত বিন্দুষু।
ভবত্য হমিতি জ্ঞান মসত্যপি হি বস্তুনি ।।

১১২। তথা কায়ো' ন্য দীয়ো 'পি কিমা ত্মেতি ন গৃহ্যতে।
পরত্বং তু স্বকায়স্য স্থিতমেব ন দুষ্করং ।।

অভ্যাসবশে শুক্র-শোণিত বিন্দু ইত্যাদি পরকীয় বস্তুতে ও আত্মা না থাকিলেও আমার অহং-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে 'আমি বা আমার' বলিয়া স্বীকার করি। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে অন্যের দেহকে কেন 'আমি বা আমার' বলিয়া স্বীকার করি না। যাহাকে নিজ বা আপন দেহ বলি—তাহা তো পর, তাহা তো নিশ্চিত। অতএব যাহাকে পর মনে করি,—তাহাকে আপনত্ব বোধে গ্রহণ করা তো দুষ্কর নহে।

১১৩। জ্ঞাত্বা সদোষ মাত্মানং পরানপি গুণোদধীন্।
আত্ম-ভাবং পরিত্যাগং পরাদানং চ ভাবযেত্ ।।

আপনাকে দোষের আকর ও পরকে গুণের সাগর ভাবিয়া আপনত্ব পরিত্যাগে ও পরত্ব গ্রহণে আপনার চিত্তকে গঠন করিবে।

১১৪। কায়স্যাবয়বত্বেন যথাভীষ্টাঃ করাদয়ঃ।
জগতো' বযবত্বেন তথা কস্মান্ন দেহিনঃ ।।

যেমন হস্ত পদাদি অঙ্গ দেহের অবয়ব বলিয়া ইহা তোমার অভীষ্ট বা প্রিয়। তেমনি দেহধারী জগতের প্রাণি-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গণ কেন তোমার প্রিয় হইবে না। তাহারাও তো জগতের অবয়ব।

১১৫। যথাত্ম বুদ্ধির ভ্যাসাত্ স্বকায়েʼস্মিন্ নিরাত্মকে।
পরেষপি তথাত্মত্বং কিমভ্যাসান্ন জায়তে॥

যেমন অভ্যাসবশতঃ এই অনাত্মক নিজ দেহে আত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমনি অন্যের দেহের প্রতিও অভ্যাসবশতঃ কেন আত্ম-বুদ্ধি জাগিবে না?

১১৬। এবং পরার্থং কৃত্বাপি ন মদো নচ বিস্ময়ঃ।
আত্মানং ভোজয়িত্বৈব ফলাশা নচ জায়তে॥

এইরূপে পরোপকার সাধন করিয়াও দর্প হয় না, দম্ভ হয় না। কারণ, পরোপকার তখন নিজের ভরণ-পোষণের ন্যায় স্বাভাবিক মনে হয়। তজ্জন্য ইহাতে কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মে না।

১১৭। তস্মাত্ত্বথার্তি শোকাদেরাত্মনং গোপ্ত মিচ্ছসি।
রক্ষা চিত্তং দয়া চিত্তং জগত্যভ্যস্যাং তথা॥

অতএব দুঃখ ও শোকাদি হইতে যেমন তোমার নিজেকে বাঁচাইতে চাও, তেমনি জগতের প্রতিও তোমার অন্তরে দয়া ও রক্ষার ভাব জাগাইয়া তোল, অভ্যাস কর।

১১৮। অধ্যতিষ্ঠদতো নাথ স্বনামাপ্য বলোকিতঃ।
পর্যচ্ছারদ্য ভয়মপ্য পনেতুং জনস্য হি॥

এইজন্য স্বনাম-খ্যাত নাথ অবলোকিতেশ্বর জনগণের সভা-ভীতি কিংবা জনতা-ভীতি পর্যন্ত নাশ করার জন্য নিম্নে অবলোকনপূর্বক অধিষ্ঠান বা সংকল্প করিয়া থাকেন।

১১৯। দুষ্করান্ন নিবর্তেত যস্মাদভ্যাস শক্তিতঃ।
যস্যৈব শ্রবণাত্ ত্রাসস্তেনৈব ন বিনা রতি॥

অভ্যাসগুণে মানুষ দুষ্কর কর্ম হইতেও পশ্চাদ্ অপসারণ করে না। কারণ, আজ যাহা শ্রবণ করিয়া তোমার ভয় উৎপন্ন হইতেছে। অভ্যাস-বলে এমনও হইবে যে তাহা ছাড়া তোমার অন্য কিছুতে আনন্দ হইবে না।

১২০। আত্মানং চ পরাংশ্চৈব যঃ শীঘ্রং ত্রাতুমিচ্ছতি।
সচরেত্ পরমং গুহ্যং পরাত্ম পরিবর্তনং ।।

যিনি নিজের পরিত্রাণ ও পরের পরিত্রাণ শীঘ্রই আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার পরম রহস্য হইতেছে 'পরাত্ম পরিবর্তন' অর্থাৎ নিজকে পর ও পরকে আপনে পরিবর্তন করার অভ্যাস করা।

১২১। যস্মিন্নাত্মন্যতি স্নেহাদল্পদপি ভয়াদ্ ভয়ং।
ন দ্বিষেত্ কস্তমাত্মানং শক্রবদ্ যো ভয়াবহঃ ।।

যে শরীরের প্রতি অতীব আসক্তি বশতঃ নিতান্ত তুচ্ছ ভয় হইতেও বিভীষিকা উৎপন্ন হয়, সেই শত্রু-তুল্য ভয়ঙ্কর আপন শরীরের প্রতি কাহার না বিদ্বেষ হইবে।

১২২। যো মান্দক্ষুত্ পিপাসাদি প্রতীকার চিকীর্ষয়া।
পক্ষি মত্স্যমৃগান্ হন্তি পরিপন্থং চ তিষ্ঠতি ।।

যে অগ্নি-মান্দ্য, ক্ষুধা, পিপাসাদি দুঃখের প্রতিকার করার জন্য মৎসাদির প্রাণ নাশ করে এবং সকলের বিরোধী হইয়া অবস্থান করে।

১২৩। যো লাভ সক্রিয়াহেতোঃ পিতরাবপি মারয়েত্।
রত্নত্রয় স্বমাদত্তাদ্ যেনা বীচীন্ধনো ভবেত্।

যে লাভ সৎকারাদির জন্য মাতা-পিতাকেও হত্যা করে, যে ত্রি-রত্নের ধন অপহরণ করে, যে অবীচি মহা নরকের ইন্ধন হয়।

১২৪। কঃ পণ্ডিত স্তমাত্মান মিচ্ছেদ্ রক্ষেচ্চ পূজ্যেত্।
ন পশ্যে চ্ ছক্রবচ্চৈনং কশ্চৈনং প্রতি মানয়েত্ ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সেই ব্যক্তিকে (আমাকে) কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করিবে ? কে তাহাকে রক্ষা করিবে ? কে তাহারে পূজা করিবে ? তাহাকে শত্রুর ন্যায় না দেখিয়া সম্মান করিবে কে ?

১২৫। যদি দাস্যামি কিং ভোক্ষ্য ইত্যাত্মার্থং পিশাচিতা।
যদি ভোক্ষ্যে কিং দদামীতি পরার্থে দেব রাজতা ।।

যদি দিই,—খাইব কি ? নিজের জন্য এরূপ চিন্তা করিয়া মানুষ পিশাচ হইয়া পড়ে। যদি খাই,—দিব কি ? পরের জন্য এইরূপ চিন্তা করিয়া মানুষ দেবাধিদেবে পরিণত হয়।

১২৬। আত্মার্থং পীড়য়িত্বান্যং নরকাদিষু পচ্যতে।
আত্মানং পীড়য়িত্বা তু পরার্থে সর্ব সংপদঃ ।।

স্বার্থের জন্য পরকে পীড়া দিয়া মানুষ নরকাদিতে দুঃখ ভোগ করে। পরার্থের জন্য নিজেকে পীড়া দিয়া সর্ব সম্পদের অধিকারী হয়।

১২৭। দুগতি নীচতা মৌখ্যং যথৈবাত্মোন্নতোচ্ছয়া।
তামেবান্যে ত্র সংক্রাম্য স্থগতিঃ সত্কৃতির্মতি ।।

নিজের উন্নতির জন্য যেরূপ কামনায় আমি দুর্গতি, নীচতা ও মূর্খতা উৎপাদন করি, সেরূপ উন্নতি কামনাই অন্যত্র সংক্রামিত করিয়া অর্থাৎ পরহিতার্থে করিলে আমি সুগতি, সম্মান ও প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারি।

১২৮। আত্মার্থং পরমাজ্ঞাপ্য দাসত্বাদ্য নু ভুয়তে।
পরার্থং ত্বেন মাজ্ঞাপ্য স্বামিত্বাদ্য নু ভুয়তে ।।

নিজের জন্য নরকে আজ্ঞা প্রদান পূর্বক চালনা করিলে ইহার ফল স্বরূপ দাসত্বাদি ভোগ করিতে হয়। আর, অপরের জন্য নিজকে আজ্ঞা প্রদান পূর্বকচালনা করিলে ইহার ফল স্বরূপ প্রভুত্বাদি উপভোগ করিবার অধিকারী হয়।

১২৯। যে কেচিদ্ দুঃখিতা লোকে সর্বে তে স্বসুখেচ্ছয়া।
যে কেচিত্ সুখিতা লোকে সর্বে তে ন্য সুখেচ্ছয়া ।।

এই সংসারে যাহারা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহারা নিজের সুখাকাঙ্ক্ষাতেই দুঃখ পাইয়া থাকে। আর, সংসারে যাহারা সুখী, তাহারা পরের সুখাকাঙ্ক্ষা করিয়াই সুখী হইয়া থাকেন।

১৩০। বহুনা বা কিমুক্তেনা দৃশ্যতা মিদমন্তরং।
স্বার্থার্থিনশ্চ বালস্য মুনেশ্চান্যার্থ কারিণঃ ॥

অধিক বলিয়া আর কি লাভ ? স্বার্থ পরায়ণ অজ্ঞানী আর পরোপকারী জ্ঞানী মুনিগণের মধ্যে কি পার্থক্য দর্শন কর। কেহ সুখী আর কেহ দুঃখী।

১৩১। ন নাম সাধ্যং বুদ্ধত্বং সংসারে 'পি কুতঃ সুখং।
স্বসুখ স্যান্য দুঃখেন পরিবর্ত মকুর্বতঃ ॥

"অন্যকে দুঃখ দিয়া নিজের সুখ লাভ"—ইহার পরিবর্ত'ন না করিলে অর্থাৎ নিজের দুঃখ স্বীকার করিয়া অন্যের সুখ আহরণ না করিলে বুদ্ধত্ব লাভ তো দূরের কথা,—এই জগতেই বা সুখ কোথায় ?

১৩২। আস্তাং তাবত্‌পরো লোকো দৃষ্টো প্যর্থো ন সিধ্যতি।
ভৃত্যস্যা কুর্বতঃ কর্ম স্বামিনো 'দদতো ভৃতিং ॥

পরলোকের কথা ছাড়িয়া দাও, পরহিত-বুদ্ধি ব্যতীত ইহজগতের কার্যও সিদ্ধ হয় না। চাকর যদি প্রভুর কার্য না করে বা প্রভু যদি চাকরের বেতন না দেয়, আমাদের কার্য অচল হইয়া যায়।

১৩৩। ত্যক্ত্বান্যোন্য সুখোত্‌পাদং দৃষ্টা দৃষ্টসু বোত্‌সবং।
অন্যোন্য দুঃখ নাদ্‌ ঘোরং দুঃখং গৃহ্‌নন্তি মোহিতাঃ ॥

পরস্পর সুখ উৎপাদন দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে পারে। এই উপায় ত্যাগ করিয়া মোহ-মুগ্ধ জনগণ একে অন্যকে দুঃখ দিয়া সুখ আহরণ করিতে গিয়া ঘোর দুঃখ আহরণ করিয়া থাকে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৩৪। উপদ্রবা যেচ ভবন্তি লোকে যাবন্তি দুঃখানি ভয়ানি চৈব।
সর্বানি তান্যাত্ম পরিগ্রহেণ তত্ কিং সমানেন পরিগ্রহেণ ।।

এই সংসারে যত উপদ্রব, যত প্রকার দুঃখ ও ভয় রহিয়াছে ; তৎ সমস্তই এই 'আমি' বা 'আত্মাকে' আঁকড়াইয়া ধরার জন্যই। অতএব এই আত্মাকে আঁকড়াইয়া ধরাতে আমার কি লাভ ?

১৩৫। আত্মান পরিত্যজ্য দুঃখং ত্যক্তুং ন শক্যতে।
যথাগ্নিম পরিত্যজ্য দাহং ত্যক্তুং ন শক্যতে ।।

অগ্নিকে ত্যাগ না করিলে যেমন দাহ-ত্যাগ সম্ভব নহে, তেমনি 'আমি'-কে ত্যাগ না করিলে দুঃখ-মুক্তি সম্ভব নহে।

১৩৬। তস্মাত্ স্বদুঃখ শান্ত্যর্থং পর দুঃখ শমায় চ।
দদাম্য ন্যেভ্য আত্মানং পরান্ গৃহ্ণামি চাত্মবত্ ।।

এই জন্য নিজের ও পরের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার এই 'আমি' অন্যকে প্রদান করিতেছি। এবং অন্যকে 'আমি'র ন্যায় গ্রহণ করিতেছি।

১৩৭। অন্য সংবদ্ধ মস্মীতি নিশ্চয়ং কুরু মে মনঃ।
সর্ব সত্ত্বার্থ মুত্সৃজ্য নান্যচ্চিন্ত্যং ত্বয়াধুনা ।।

হে মন! "আমি অপরের সকলের বন্ধু" ইহাই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত হউক। সকল প্রাণীর হিত-সাধন ব্যতীত এখন তুমি অন্য কোন চিন্তা করিও না।

১৩৮। নযুক্তং সার্থ দৃষ্ট্যাপি তদীয়ৈশ্চ ক্ষুরাদিভিঃ।
নং যুক্তং স্পন্দিতুং সার্থমন্য দীয়ৈঃ করাদিভিঃ ।।

অন্যের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার নিজের দর্শনাদি উচিত নহে। তদ্রূপ এই হস্তপদাদি দ্বারা আমার স্বার্থ-সাধন কর্তব্য নহে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৩৯। তেন সত্বপরো ভূত্বা কায়ে 'স্মিন্ যদ্যদীক্ষসে।
তত্তদেব পহৃত্যাস্মাৎ পরেভ্যো হিতমাচর ॥

অতএব প্রাণিগণের হিত-পরায়ণ হইয়া এই দেহে যাহা যাহা দেখিতে পাও, তাহা তাহা ছিনাইয়া লইয়া অপরের হিত-সাধন কর।

১৪০। হীনাদিষ্বাত্মতাং কৃত্বা পরত্বমপি চাত্মনি।
ভাবয়েরীর্ষাং চ মানং চ নির্বিকল্পেন চেতসা ॥

হীন-জনে আপনত্ব-বোধ ও আপনাতে পরত্ব-বোধ আরোপ কর। অতঃপর অধিকৃত চিত্তে ঈর্ষা ও মানের বিষয় চিন্তা কর।

১৪১। এষ সৎক্রিয়তে নাহং লাভী নহে ময়ং যথা।
স্তূয়তে 'যমহং নিন্দ্যো, দুঃখিতো 'হময়ং সুখী ॥

ইনি সম্মান পান, আমি পাই না। ইনি লাভবান, আমি সেরূপ লাভবান নহি। তাহার প্রশংসা, আমার নিন্দা। সে সুখী,—আমি দুঃখী।

১৪২। অহং করোমি কর্মানি তিষ্ঠত্যেষ তু সুস্থিতঃ।
অয়ং কিল মহান্ লোকে নীচোহং কিল নির্গুণঃ ॥

আমি কর্ম করিতেছি, ইনি কাজ না করিয়া সুখে বাস করিতেছেন। জগতে ইনি নাকি মহৎ আর আমি নাকি হীন, নির্গুণ।

১৪৩। কিং নির্গুণেন কর্তব্যং স্ব (র্ব) স্যাত্মা গুণান্বিতঃ।
সন্তি তে যেধহং নীচঃ সন্তি তে যেষহং বরঃ ॥

আমি নির্গুণ, নিজকে নিজে কি গুণী করিতে পারিব? একেবারে গুণ-শীল ব্যক্তিই কে? এমন অনেক আছে— তুলনায় যাহাদের মধ্যে আমি হীন, নীচ। আবার এমন অনেকে আছে—তুলনায় যাহাদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪৪। শীল দৃষ্টি বিপত্যাদি ক্লেশশক্ত্যা ন মদ্বশাত্ ।
চিকিত্স্যো 'হং যথাশক্তি পীড়াপ্যঙ্গীকৃত ময়া ।।

আমার শীল-বিপত্তি ও দৃষ্টি বিপত্তি ইত্যাদি ক্লেশ-শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হইতেছে। ইহার উপর আমার কোন বশ্যতা নাই। অতএব আমি চিকিৎসার যোগ্য। চিকিৎসাক্রিয়ার দুঃখও আমি যথা-শক্তি সহ্য করিতে প্রস্তুত।

১৪৫। অথাহম চিকিতেস্যা' স্য কস্মান্মাম বমন্যতে।
কিং মমৈতদ্ গুণৈঃ কৃত্যমাত্মা তু গুণবানয়ং ।।

ইনি যদি আমার চিকিৎসা না করেন তো না করুন; কিন্তু অবজ্ঞা করিতেছেন কেন। তাঁহার আত্মা গুণবান; তাঁহার গুণের দ্বারা আমার কি লাভ?

১৪৬। দুর্গতি ব্যাড় বক্ত্রস্থে নৈবাস্য করুণা জনে।
অপবান্ গুণ মানেন পংডিতান্ বিজিগীষতে ।।

দুর্গতি রূপ মহা সর্পের মুখে পতিত বিপন্ন ব্যক্তির প্রতিও তাহার কোন করুণা জাগে না। আর গুণ-গর্বে গর্বিত ইনি পণ্ডিতগণকে জয় করিতে চান।

১৪৭। স্বসাম্যা ন মানোক্য যতেত্ স্বাধিক্য স্বঙ্করে।
কলহেনাপি সংসাধং লাভ সত্কার মাত্মনঃ ।।

যদি নিজেকে অপরের সমান দেখিতে চাও, তবে নিজের গুণ বৃদ্ধির চেষ্টা কর। কলহের দ্বারাও যদি নিজের লাভ ও সৎকার সংসাধিত হয়, তবে সে উপায় অবলম্বন করিবে।

১৪৮। অপি সর্বত্র মে লোকে ভবেযুঃ প্রকটা গুণাঃ।
অপি নাম গুণা যে 'স্য ন শ্রোষ্যন্ত্যপি কেচন ।।

আমার গুণ যদি পৃথিবীর সর্বত্র প্রকাশিত হয়। তবে তাঁহার যে গুণ আছে তাহা কেহ শুনিবে না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪৯। ছাদ্যেরন্নপি মে দোষাঃ স্যান্নে পূজাস্য নো ভবেত্।
সুলব্ধা অস্থ মে লাভা পূজিতো 'হময়ং নতু।।

আমার দোষ আচ্ছাদিত থাকে। ইহার পূজা না হইয়া আমার পূজা হয়। হাঁ, আমার লভ্য-বস্তুসমূহ লাভ হইয়াছে। আজ ইনি নহেন। আমি পূজিত হইতেছি।

১৫০। পশ্যামো মুদিতা স্তাবচ্চিরাদেনং খলীকৃতং।
হাস্যং জনস্য সর্বস্য নিন্দ্যমানমিত স্ততঃ।।

আজ বহুকাল পরে ইঁহাকে সব লোক দ্বারা ইতস্ততঃ নিন্দিত, অপদস্থ ও সকলের বিদ্রূপ-ভাজন হইতে দেখিতে পাইয়া আমরা প্রসন্ন হইতেছি।

১৫১। অস্যামি হি বরাকস্য স্পর্ধা কিল ময়া সহ।
কিমস্য শ্রুত মেতাবত্ প্রজ্ঞা-রূপং কুলং ধনং।।

এই অভাজন ব্যক্তি নাকি আবার আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই তাহার বিত্ত এই তালার প্রজ্ঞা, এই তাহার ফুল, এই তাহার ধন।

১৫২। এব মাত্ম গুনান্ শ্রুত্বা কীর্তমান মিতস্ততঃ।
সংজাত পুলকো হৃষ্টঃ পরিভোক্ষ্যে সুখোত্সবং।।

এই ভাবে ইতস্ততঃ আমার গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পুলকিত, হৃষ্ট হইয়া আমি আনন্দোৎসব উপভোগ করিব।

১৫৩। যদ্যপস্য ভবেল্লাভো গ্রাহ্যো 'স্মাভিবসো বলাত্।।
তস্মৈ 'স্মৈ যাপনা মাত্র মস্মত্কার্যং করোতি চেত্।।

১৫৪। সুখাচ্চ চ্যানীয়ো 'য়ং যোজ্যো 'সদ্ব্যথয়া সদা।
অনেন শতশঃ সর্বে সংসার ব্যথিতা বয়ং।।

যদিও ইহার ধনাদি লাভ হয়, তবে বল পূর্বক তাহার থেকে কাড়িয়া লইতে হইবে। যদি সে আমাদের করে, তবে শুধু জীবিকা মাত্রই ইহাকে দিবে। ততোধিক নহে।

ইহাকে সুখ হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। সর্বদা কঠোর দুঃখে ফেলিতে হইবে। ইহার দ্বারাই আমরা শতশত বার জন্ম-মৃত্যুর ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছি।

১৫৫। অপ্রমেয়া গতাঃ কল্পা স্বার্থং জিজ্ঞাস তস্তব।
শ্রমেন মহতানেন দুঃখমেব ত্বয়ার্জিতং ।।

স্বার্থের সন্ধান করিতে করিতে অসংখ্য অপ্রমেয় কল্প অতীত হইয়াছে। এই বিরাট শ্রমের দ্বারা তুমি কেবল দুঃখই অর্জন করিয়াছে।

১৫৬। মদ্বিজ্ঞপ্ত্যা তথাত্রাপি প্রবর্তস্বাবিবারতঃ।
দ্রক্ষ্যস্যেতদ্ গুনান্ পশ্চাদ্ ভূতং হি বচনং মুনেঃ ।।

এই বিষয়ে পরাত্ম পরিবর্তনে বিচার না করিয়া আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া বোধিচর্যায় প্রবৃত্ত হও। পরে ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবে। মুনির বাক্য মিথ্যা নহে।

১৫৭। অভবিষ্য দিদং কর্মং কৃতং পূর্বং যদি ত্বয়া।
বৌদ্ধং সংপত্ সুখং মুক্ত্বা নাভবিষ্য দিযং দশা ।।

যদি তুমি প্রথমেই এই পরাত্ম পরিবর্তন কর্ম সম্পাদন করিতে, তবে এরূপ দশা হইত না। বোধি প্রাপ্তি-জনিত সুখ তোমার লাভ হইত।

১৫৮। তস্মত্তথান্য দীযেষু শুক্রশোনিত বিন্দুষু।
চকর্থ ত্বমহং কারং তথান্যেষ্বপি ভাবয় ।।

অতএব তুমি যেমন তোমার নিজ দেহের শুক্র-শোণিত বিন্দু সমূহে অন্যদীয় হইলেও আমিত্ব আরোপ করিয়াছে। তেমনি অন্য জনেও আমিত্ব আরোপ কর। অন্য জনগণকে 'তুমি' বলিয়া মনে কর।

১৫৯। অন্যদীয়শ্চরো ভূত্বা কায়ে 'স্মিন্ যদ্যদীক্ষসে।
তত্ত দেবা পহৃত্যার্থং পরেভ্যো হিত মাচর ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অপরের গুপ্তচর হইয়া এই দেহে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু লক্ষ্য করিতেছ তাহা তাহা অপহরণ করিয়া অন্য জনগণের হিত সাধন কর।

১৬০। অযং সুস্থঃ পরো দুস্থো নীচৈরন্যো 'যমুচ্চকৈঃ।
পরঃ করোত্যয়ং নেতি কুরুধের্ষ্যা স্বমাত্মনি ॥

এ সুস্থ—অন্যেরা দুঃস্থ। এ সম্মানিত, উচ্চ পদস্থ—অন্যেরা দীন, হীন। এ নিষ্কর্মা—অন্যেরা কাজ করিতেছে—এইরূপ ভাবিয়া নিজেই পর সাজিয়া নিজেকে ঈর্ষ্যা কর।

১৬১। সুখাশ্চ চ্যাবয়াত্মানং পর দুঃখে নিয়োজয়ে।
কদায়ং কিং করোতীতি ছলমস্য নিরূপয় ॥

নিজকে সুখ হইতে বিচ্যুত কর এবং পর দুঃখ মোচনের জন্য নিজকে নিযুক্ত কর। এ কখন কি করিতেছে—ইহার ছল-চাতুরী লক্ষ্য কর।

১৬২। অন্যোনা পি কৃত দোষং পাতযাস্যৈব মস্তকে।
অল্প মপ্যস্য দোষং চ প্রকাশয় মহাজনে ॥

অন্যের কৃত দোষও ইহার মস্তকে স্থাপন কর এবং ইহার সামান্য দোষও জগতের সকলের নিকট প্রকাশ কর।

১৬৩। অন্যাধিক্য যশোবাদৈ'যশো 'স্য মলিনী কুরু।
নিকৃষ্ট দাস বচ্চৈনং সত্ত্বা কার্যেষু বাহয় ॥

অন্যের অধিক যশ-কীর্তন করিয়া ইহার নাম মলিন করিয়া দাও। নিকৃষ্ট চাকরের ন্যায় জীব সেবা-কার্যে ইহাকে নিযুক্ত কর।

১৬৪। নাগন্তুক গুণাংশেন স্তুত্যো দোষ ময়ো।
যথা কশ্চিন্ন জনীয়াদ্ গুণমস্য তথা কুরু ॥

কোন রকমে প্রাপ্ত সামান্য গুণের সমাবেশ হইলেই দোষ পরিপূর্ণ ব্যক্তি কখনও স্তুতির যোগ্য নহে। ইহার

বিষয় যাহাতে অন্য কেহ জানিতে না পায়—তাহার ব্যবস্থা কর।

১৬৫। সংক্ষেপাত্তত্তদাত্মার্থে পরেষপকৃতং ত্বয়া।
তত্তদাত্মনি সত্ত্বার্থে ব্যসনং বিনি পাতয়।।

সংক্ষেপে শুধু এই বলি যে আপন হিতের জন্য অপরের যাহা কিছু অপকার করিয়াছ—আজ অপরের উপকার সাধনের জন্য সমস্ত দুঃখ ক্লেশ তোমার নিজের উপর নিক্ষেপ কর।

১৬৬। নৈবোতসাহো 'স্য দাতব্যো যেনায়ং মুখরো ভবেত্।
স্থাপ্যো নব বধূবত্তো হ্রীতো ভীতো' থ সংবৃতঃ।।

যাহাতে সে মুখর হয়,—তদ্রূপ কোনরূপ উৎসাহ ইহাকে দেওয়া উচিত নয়। নব বধূর ন্যায় ইহাকে লজ্জিত, ভীত এবং সংবৃত করিয়া পর্দার ভিতরে রাখিবে।

১৬৭। এবং কুরুষ্ব তিষ্ঠৈবং ন কর্তব্য মিদং ত্বয়া।
এবমেষ বশঃ কার্যো নিগ্রাহয স্তদতি ক্রমে।।

এমনি কর, এইভাবে দাঁড়াও, তোমার ইহা করা উচিত নয়। এই রকম অনুশাসন দ্বারা ইহাকে বশীভূত করিবে। এই আদেশ অমান্য করিলে দণ্ড প্রদান কর্তব্য।

১৬৮। অথৈব মুচ্য মানে 'পি চিত্ত নেদং করিপ্যসি।
ত্বামেব নিগ্রহীষ্যামি সর্ব দোষাস্থ দাশ্রিতাঃ।।

হে চিত্ত! এইরূপে আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি সঠিক প্রতিপালন না কর, আমি তোমাকে নিগ্রহ করিব। তুমিই যত দোষের আশ্রয়।

১৬৯। ক্ব যাস্যসি ময়াদৃষ্টঃ সর্ব দর্পান্ নিহন্মি তে।
অন্যো 'সৌ পূর্বকঃ কাস্তযা যত্রাসি নাশিতস্ত।।

কোথায় যাইবে? আমি তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। আমি তোমার সর্ব দর্প খর্ব করিয়া ফেলিব। এমনি এক দিন

ছিল—যেদিন তুমি আমাকে বিনাশ করিয়াছিলে। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই।

১৭০। অদ্যাপ্যস্তি মম স্বার্থ ইত্যাশাং ত্যজ সাংপ্রতং।
ত্বং বিক্রীতো ময়ান্যেষু বহুখেদ মচিন্তয়ন্ ॥

'আজও আমার স্বার্থসিদ্ধ হইবে'—এই আশা এখন ত্যাগ কর। অতীতের বহু দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া আমি তোমাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।

১৭১। ত্বাং সত্ত্বেষু ন দাস্যামি যদি নাম প্রমাদতঃ।
ত্বং মাং নরক পালেষু প্রদাস্য সি ন সংশয়ঃ ॥

প্রমাদবশতঃ আমি যদি তোমায় প্রাণিগণকে সমর্পন না করি, তবে তুমি আমায় নরক পালগণকে দান করিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৭২। এবং চানেকধা দত্বা ত্বয়াহং ব্যথিত শ্চিরং।
নিহন্মি স্বার্থ চেটং ত্বাং তানি বৈরাণ্যনু স্মরণ্ ॥

এইভাবে বহুবার তাহাদের হাতে সমর্থন করিয়া তুমি আমাকে বহু দুঃখ দিয়াছ। সেই শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া, হে স্বার্থদাস, আমি তোমাকে বধ করিব।

১৭৩। ন কর্তব্যাগত্মনি পীতির্যদ্যাত্ম প্রীতি বস্তি তে।
যদ্যাত্মা রক্ষিতব্যো 'যং রক্ষিতব্যো ন যুজ্যতে ॥

যদি তোমার নিজের প্রতি যথার্থই প্রীতি থাকে, তবে আত্মাকে প্রীতি করিও না। যদি সত্যই আত্মা-রক্ষা চাও, তবে আত্মা রক্ষা না করাই উচিত।

১৭৪। যথা যথাস্য কায়স্য ক্রিয়তে পরিপালনং।
সকুমার তরো ভূত্বা পততোব তথা তথা ॥

যে যে পরিমাণে এই দেহকে তুমি পালন করিতেছ, সে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সে পরিমাণে এই দেহ পেলবও সুকুমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

১৭৫। অস্যৈবং পতিতস্যাপি সর্বাপীয়ং বসুন্ধরা।
নালং পূরয়িতুং বাংছা তত্‌কো 'স্যচ্ছাং করিষ্যতি।।

এই সমগ্র বসুন্ধরাও, এই প্রকারে এই পতিত দেহের ইচ্ছা পূরণের জন্য যথেষ্ট নহে। সুতরাং ইহার বাঞ্ছা পূরণের জন্য ইহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিবে কে?

১৭৬। অশক্য মিচ্ছতঃ ক্লেশ আশাভংগশ্চ জায়তে।
নিরাশো বস্তু সর্বত্র তস্য সংপদ জীর্ণকা।।

যাহা অলভ্য, ক্ষমতার বাহিরে, তাহা কামনা করিলে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, আশা ভঙ্গ হয়। যে সর্বত্র নিরাশ অর্থাৎ কোন কিছু আশা করে না, তাহার সম্পদ কখনো নষ্ট হয় না।

১৭৭। তস্মান্ন প্রসরো দেয় কায়স্যেচ্ছভি বৃদ্ধয়ে।
ভদ্রকং নাম তদ্বস্তু যদিষ্টত্বান্ন গৃহ্যতে।।

সুতরাং কায়ার আকাঙ্ক্ষাকেই ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত হইতে অবসর দিবে না। সে যাহা ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবে না বা যাহাতে প্রেমাসক্তি না হইবে—তাহাই কল্যাণকর বলিয়া জানিবে।

১৭৮। ভস্ম নিষ্টাব সানেযং নিশ্চেষ্টাণ্যেন চাল্যতে।
অশুচি প্রতিমা ঘোরা কস্মাদত্র মমাগ্রহঃ।।

অপবিত্রতার ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তি এই দেহ; যাহার ভস্মেই পরিণতি। যাহা নিজে নিশ্চেষ্ট, অন্য দ্বারা পরিচালিত হয়, ইহার প্রতি আগ্রহ কেন?

১৭৯। কিং মমানেন যন্ত্রেন জীবিনা বা মৃতেন বা।
লোষ্টাদৈঃ কো বিশেষো 'স্য হাহংকার ন নশ্যসি।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জীবন্ত হউক বা মৃত হউক, এই যন্ত্রে আমার কি প্রয়োজন? লোষ্ট্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়? হায়! অহঙ্কার, তোমার বিনাশ নাই।

১৮০। শরীর পক্ষ পাতেন বৃথা দুঃখ মুপার্জ্যতে।
কিমস্য কাষ্ট তুল্যস্য দ্বেষেণানু নয়েন বা।।

শরীরের প্রতি পক্ষপাত বা আসক্তিবশতঃ বৃথাই দুঃখ সঞ্চিত হইতেছে। এই কাষ্ঠ-তুল্য দেহের প্রতি আসক্তিই বা কেন আর হিংসাই বা কেন?

১৮১। ময়া বা পালিত স্যৈবং গৃধ্রাদ্যৈ র্ভক্ষিতস্য বা।
ন চ স্নেহো নচ দ্বেষস্তস্মা তেস্নহং করোমি কিং।।

এইভাবে আমা দ্বারা পালিত কিংবা গৃধ্র দ্বারা ভক্ষিত হইলেও ইহার স্নেহও নাই। বিদ্বেষও নাই। অতএব আমি ইহাকে স্নেহ করি কেন?

১৮২। রোষো যস্য খলীকারাত্ তোষো যস্য চ পূজযা।
স এব চেন্ন জানাতি শ্রমঃ কস্য কৃতে নু মে।।

যাহাকে তিরস্কার করিলে আমার রোষ হয় ও যাহাকে পূজা করিলে আমার সন্তোষ হয়, সে যদি নিজেই রোষ ও তোষের বিষয় জানিতে না পারিল—তবে আমার এত পরিশ্রম কাহার জন্য?

১৮৩। ইমং যে কায়মিচ্ছন্তি তে 'পি মে সুহৃদঃ কিল।
সর্বে স্বকায মিচ্ছন্তি তে 'পি কস্মান্ন মে প্রিয়া।।

আমার এই দেহকে যাহারা ভালবাসে, তাহারাও আমার প্রিয়। সকলেই যখন নিজ নিজ দেহকে ভালবাসে, তবে তাহারা সকলেই আমার প্রিয় হইবে না কেন?

১৮৪। যস্মান্ময়া নপেক্ষেণ কাযস্ত্য ক্তো জগদ্ধিতে।
অতো 'যং বহু দোষো 'পি ধার্য্যতে কর্ম ভাণ্ডবত্।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অতঃপর আমি অনাসক্ত চিত্তে অর্থাৎ কোনরূপ প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা না করিয়া জগতের হিত-সাধন উদ্দেশ্যে এই দেহকে দান করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া বহু দোষযুক্ত হইলেও কর্মের যন্ত্র বা উপকরণ স্বরূপ এখন ধারণ করিতেছি।

১৮৫। তেনালং লোক চরিতৈঃ পংডিতান নুয়াম্যহং।
অপ্রমাদং কথাং স্মৃত্বা স্ত্যান মিদ্ধং নিবারয়ন্।।

লোক চরিত বা প্রাকৃত জনের আচরণে আমার কি প্রয়োজন। অপ্রমাদের কথা স্মরণ করিয়া চিত্তের জড়ত্ব ও অকর্মণ্যতা দূর করিয়া আমি প্রাজ্ঞজনকে অনুসরণ করিব।

১৮৬। তস্মাদা বরণং হন্তুং সমাধানং করোম্যহং।
বিমার্গাচ্চিত্ত মাকৃষ্য স্বালংবন নিরংতরং।।

অতএব, বিমার্গ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান সাধনার আবরণ ধ্বংস করিবার জন্য স্বীয় ধ্যেয় বস্তুতে নিরন্তর সমাধিস্থ রাখিব।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নবম পরিচ্ছেদ

প্রজ্ঞা-পারমিতা

এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়—শূন্যবাদ। বৌদ্ধ সাহিত্যে নানাভাবে শূন্যতা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু শূন্যবাদের প্রতিপাদনকারী মাধ্যমিকগণ ইহাকে দ্বিবিধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই শূন্যতাকে তাঁহারা কখন কখন হেতু-প্রত্যয় সাপেক্ষতা অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ নাগার্জুনের এক কারিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।
সা প্রজ্ঞপ্তি রূপাদায় প্রতিপত্তৈসব মধ্যমা।।
(মাধ্যমিক কারিকা)

এই অর্থে গৃহীত শূন্যতা দ্বারা যখন মাধ্যমিকগণ বিশ্ব সম্পর্কিত গবেষণা করেন, তখন ইহা নিঃসার, নিঃস্বভাব এবং মায়াময় বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, যাহা আপনার সিদ্ধির প্রয়োজনে হেতু-প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে। উহা আপনাপনি অসিদ্ধ বিশ্বের স্বভাব কিংবা সার কি প্রকারে হইতে পারে? কখন কখন মাধ্যমিক পণ্ডিতগণ নিষ্প্রপঞ্চতা অর্থে শূন্যতা শব্দের প্রয়োগ করেন। যাহা নিষ্প্রপঞ্চ—তাহা শব্দ-প্রপঞ্চ দ্বারা বর্ণনা করা কত অসম্ভব। ইহা তত্ত্ব-দর্শিগণের অবশ্যই প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করার বস্তু নহে। এই জন্য ইহা অনক্ষর তত্ত্ব নামেও অভিহিত। এই অর্থে শূন্যতা নির্বাণেরই নামান্তর। ইহাই পরমার্থ। ইহাই পরম পুরুষার্থ, তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব, এই তত্ত্ব প্রত্যাত্মবেদ্য, শান্তি-রূপ, নিষ্প্রপঞ্চ, নির্বিকল্প, অচিন্ত্য, নানা ভাব-রহিত, অবিভাজ্য তত্ত্ব,—এই দ্বিবিধ অর্থে শূন্যতার অর্থ গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিকগণ ব্যবহারিক ও পরমার্থ সাধনা করিয়া থাকেন এবং

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আপনার দার্শনিক জীবনরহস্য অনুসারে ইহাকে কখনও তথতা, কখনও ভূত-কোটি, কখনও বা ধর্ম-ধাতু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উহাকে তাঁহারা তথাগতের ধর্মকায়, বুদ্ধতা, ধর্মতা ও বোধি নামেও অভিহিত করেন।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—প্রজ্ঞা

১। ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ।
তস্মাদুৎ পাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখ নিবৃত্তি কাংক্ষয়া ॥

মুনি বলিয়াছেন—এই সব পরিকর বা সাধন সমূহ শুধু প্রজ্ঞা লাভের জন্যই। অতএব দুঃখ-নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্ঞার উৎপাদন করা কর্তব্য। (১)

[বুদ্ধের উপদিষ্ট চুরাশি হাজার ধর্ম-স্কন্ধকে সংক্ষেপ করিলে সাই-ত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে পরিণত হয়। সাইত্রিশ প্রকার বোধি-পক্ষীয় ধর্মকে সংক্ষেপ করিলে পাওয়া যায় আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই মার্গকে সংক্ষেপ করিলে চারি আর্য্য সত্যে, পুনঃ এই সত্য-চতুষ্টয়কে সংক্ষেপ করিলে শুধু শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় রূপায়িত হয়। আবার যদি এই তিন বিষয়ের সার চয়ন করা হয়, তবে একমাত্র প্রজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম-সাধনার মূল উদ্দেশ্য—এই প্রজ্ঞার পূর্ণতা লাভ। সাধনা-ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার উদ্বোধন হইলেই জগতের সকল দুঃখের উপলব্ধি ও নিবৃত্তি ঘটে। সুতরাং দুঃখ-ধ্বংসকামী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব-প্রযত্নে প্রজ্ঞা সাধনায় নিযুক্ত হইয়া প্রজ্ঞার উদ্বোধন করা নিতান্ত কর্তব্য।]

ব্যবহারিক ও পরমার্থ ভেদে সত্য দ্বিবিধ

২। সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয় মিদং মতং।
বুদ্ধের গোচর স্তত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতি রুচ্যতে ॥

সংবৃতি ও পরমার্থ সত্য ভেদে সত্য দ্বিবিধ, যে তত্ত্ব

বুদ্ধির অগোচর তাহা পরমার্থ; আর যাহা বুদ্ধি গোচর তাহা সংবৃতি সত্য। (২)

[যে বুদ্ধি প্রপঞ্চ-বিষয়ক অর্থাৎ তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানের অন্তর্গত—তাহা সংবৃতি বা ব্যবহারিক সত্য আর যে বুদ্ধি নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মানের অতীত—তাহা পরমার্থ সত্য।]

সাধারণ ও রহস্যবাদী ভেদে লোক দ্বিবিধ

৩। তত্র লোকো দ্বিধা দৃষ্টো যোগী প্রাকৃতক স্তথা।
তত্র প্রাকৃতকো লোকো যোগি লোকেন বাধ্যতে॥

৪। বাধ্যন্তে ধী-বিশেষেণ যোগিনো' প্যুত্তরোত্তরৈঃ।
দৃষ্টান্তে নোভয়েস্টন কার্টার্থ মরিচারতঃ।।

সেই দুই প্রকার সত্য অনুসারে লোকও দুই প্রকার। যথা—যোগি-লোক ও প্রাকৃত লোক। তন্মধ্যে প্রাকৃত লোক যোগি-লোকের দ্বারা বাধিত হয়। জ্ঞান লাভের তারতম্য অনুসারে উত্তরোত্তর উন্নত যোগিগণ পূর্ব পূর্ব যোগিগণকে বাধিত করেন। (৩, ৪)

[উক্ত ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ সত্যানুযায়ী জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। ব্যবহারিক সত্যের অন্তর্গত যাহারা—তাহারা সাধারণ লোক আর পরমার্থ সত্যের অধিকারী যাঁহারা—তাঁহারা যোগী অর্থাৎ রহস্যবাদী বা তত্ত্ব-দর্শী। রহস্যবাদী লোক সাধারণ লোকের সিদ্ধান্ত মানেন না। যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা বিশিষ্ট জ্ঞানী বলিয়া অপেক্ষাকৃত অনুন্নত যোগিগণের সিদ্ধান্ত মানেন না।]

বাহ্যজগতের মায়াময়তা

৫। লোকেন ভাবা দৃশ্যন্তে কল্প্যন্তে চাপি তত্ত্বতঃ।
নতু মায়াব দিত্যত্র বিবাদো যোগি লোকয়োঃ।।

অনু ঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা উভয়েই কার্য সাধনের জন্য (মায়াময় হেতু) অবিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।
সাধারণ লোক কর্তৃক যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহা পরমার্থ বলিয়া কল্পিত হয় ; কিন্তু তাহা যে মায়াময়, সাধারণ লোক উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাই যোগী ও সাধারণ লোকের মধ্যে প্রভেদ। (২, ৫)

[সাধারণ লোক ও যোগী—এই উভয়ের অভিমতে স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের মায়াময়তা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং মায়াময় জগতে লোক অবিচারের সহিত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আত্ম-নিয়োগ করে। বস্তুতঃ জগত যে মায়াময়, তাহারা তাহা বুঝে না। এখানেই যোগিগণের সহিত সাধারণ লোকের বিবাদ বা পার্থক্য।]

৬। প্রত্যক্ষমপি রূপাদি প্রসিদ্ধ্যা ন প্রমাণতঃ।
অশুচ্যাদিষু শুচ্যা দি প্রসিদ্ধিরিব সা মৃষা ॥

রূপাদি বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ নয়, ইহারাও প্রামাণিক নহে। অশুচিতে শুচি-প্রসিদ্ধি, অনিত্যে নিত্য-প্রসিদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের ন্যায় ইহারা মিথ্যা। (৬)

[-রূপাদি যে সকল বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্ব-বিচারে ইহা প্রমাণিত হয় না, তাহা লোক-ব্যবহার মাত্র। ইহা অশুচি বস্তুসমূহে শুচি বলিয়া সিদ্ধান্তের ন্যায় মিথ্যা ভ্রম মাত্র। ইহার মর্মার্থ এই যে জগতের যে বস্তুটি বাহ্য-দৃষ্টিতে যেরূপ দেখায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই যদি ইহার প্রকৃত রূপ হইত, তবে সাধারণ লোকে আর তত্ত্বদর্শীর মধ্যে ব্যবধান থাকিত না এবং তত্ত্ববাদের সাধনা নিরর্থক হইত। জগতের বিচার সাধারণের পক্ষে যাহা, তত্ত্ববাদী লোকের পক্ষে তাহা নহে। জগত মোহ-দৃষ্টিতে এক,—জ্ঞান দৃষ্টিতে আরেক। আবার তত্ত্ব-দর্শিগণের মধ্যেও জ্ঞানের তারতম্যে জগতের প্রতি দৃষ্টির পার্থক্য ঘটে।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭। লোকাবতারনার্থং হি ভাবা নাথেন দেশিতাঃ।
তত্ত্বতঃ ক্ষণিকা নৈতে, সংবৃত্যা চেদ্, বিরুধ্যতে।।

৮। ন দোষো যোগি সংবৃত্ত্যা লোকাত্ তে তত্ত্ব দর্শিনঃ।
অন্যথা লোক বাধা স্যাদ্ অশুচি স্ত্রী নিরূপণে।।

দৃশ্যমান জগতকে শূন্যতারূপে প্রদর্শন করার জন্যই নাথ (বুদ্ধ) কর্তৃক ভাব (রূপাদি স্কন্ধ) সকল দেশিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ ভাব সকল ক্ষণিক নহে—বলিলে সংবৃতি সত্য অনুসারে ইহা যেন স্বভাব বিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা দোষের নহে, ইহা যোগি-সংবৃতি। যোগিগণ সাধারণ লোক অপেক্ষা তত্ত্বদর্শী। লোক-ব্যবহারের অন্যথা হইলেও যেমন যোগিগণের তত্ত্ব-দৃষ্টিতে স্ত্রী প্রভৃতি অশুচি বলিয়া গণ্য হয়। (৭, ৮)

[প্রশ্ন ঃ জগৎ যখন স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত, তখন ইহাকে স্কন্ধাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করার এবং জগৎ ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করার অর্থ কি?

উত্তর ঃ ভগবান জগতকে লোক সমাজে শূন্যতারূপে বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে স্কন্ধাদি পদার্থের দেশনা করিয়াছেন। পরমার্থতঃ ইহারা ক্ষণিক নহে।

প্রশ্ন ঃ পরমার্থতঃ যদি ইহারা ক্ষণিক না হয়, তবে ব্যবহারিকরূপে কি উহারা ক্ষণিক?

উত্তর ঃ তাহা হইলে উহা তো বিপরীত কথা হইয়া যায়। উহারা তো অনেকক্ষণ বা কাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা দোষের বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহা দোষ নহে। কারণ, যোগিগণের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পদার্থসমূহ ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। কেননা, যোগিগণ সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্ব-জ্ঞানী। যেমন লোক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ব্যবহারের বিরুদ্ধ হইলেও তত্ত্ব-জ্ঞানিগণের দৃষ্টিতে স্ত্রীলোক-দিগকে অশুচি বলিয়া গণ্য করা হয়।]

সর্ব্বাস্তি বাদিগণের আক্ষেপ ও ইহার সমাধান

৯। মায়োপমাজ্জিনা তপুণ্যং সদ্‌ভাবে'পি কথং যথা।
যদি মায়োপমঃ সত্বঃ কিং পুনর্জায়তে মৃতঃ॥

১০। যাবতপ্রত্যয় সামগ্রী তাবন্মায়াপি বর্ত্ততে।
দীর্ঘ সংতান মাত্রেণ কথং সত্ত্বোহস্তি তত্ত্বতঃ॥

মায়োপম বুদ্ধ হইতে কিরূপে পুণ্য উপাজ্জিত হইতে পারে? মায়োপম না হইলে বুদ্ধ সৎ-স্বরূপ, তাহা হইলেই বা বুদ্ধ হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে পারে? যদি প্রাণিগণ মায়োপম, তবে তাহারা মৃত হইয়া পুনরায় কিরূপে জন্মায়? (৯)

যতকাল মায়ার হেতু-প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে, ততকাল মায়াও থাকে। দীর্ঘ থাকিলেই যে সত্ত্ব পরমার্থ সৎ হইবে তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? (১০০)

[আক্ষেপঃ যখন সমগ্র জগতই মায়াময়, তখন বুদ্ধও মায়াময়। তাহা হইলে মায়াময় বুদ্ধের পূজায় পুণ্য কিরূপে হয়?

প্রত্যাক্ষেপ ঃ পরমার্থ বুদ্ধের পূজায়ও বা পুণ্য কিরূপে হয়?

প্রশ্ন ঃ যদি জীব মায়া-সদৃশ হয়, তবে মৃত্যুর পর তাহার পুর্নজন্ম হয় কেন?

উত্তর ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ার কারণ বা উপাদান বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মায়াও বিদ্যমান থাকে। চাই ক্ষণ কালের জন্যই হউক আর চিরকালের জন্যই হউক। শুধু দীর্ঘ কাল পর্যন্ত সংসারে অবস্থান করিলেই জীব কোন কারণেই বাস্তব হইতে পারে না।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১১। মায়া পুরুষ ঘাতাদৌ চিত্তাভাবান্ন পাপকং।
চিত্ত মায়া সমেতে তু পাপ পুণ্য সমুদ্ভবঃ ॥

মায়া পুরুষকে বধাদি করিলে বধ-চিত্তের অভাবে পাপ হয় না; কিন্তু চিত্তরূপে মায়া নির্মিত সত্ত্বের অপকার বা উপকার করিলেই পাপ-পুণ্য সমুদ্ভূত হয়। (১১)

[আক্ষেপ ঃ যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষ হত্যাকাণ্ড করিলেও তাহার পাপ হয় না, তেমন লৌকিক পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যায়ও পাপ হয় না; কেননা, উভয়ই তোমার মায়াময়।

সমাধান ঃ মায়া বা ইন্দ্রজাল দ্বারা যে হত্যা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা বধ-চিত্ত-হীন। এই জন্য ইন্দ্র জালিকের হত্যায় পাপ হয় না। যে পুরুষের অন্তরে বধ-চিত্ত রহিয়াছে, এই বধ-চিত্তের সঙ্গে পাপও জড়িত। পক্ষান্তরে কুশল চিত্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুণ্য বৃদ্ধি হওয়াও নিশ্চিত।]

১২। মন্ত্রাদী নাম সামর্থ্যান্ন মায়া চিত্ত সংভবঃ।
সাপি নানা বিধা মায়া নানা প্রত্যয় সংভবা ॥

১৩। নৈকস্য সর্ব সামর্থ্যং প্রত্যয়স্যাস্তি কুত্রচিৎ।
নিবৃতঃ পরমার্থেন সংবৃত্যা যদি সংসরেৎ ॥

মন্ত্রাদির মধ্যে ততদূর সামর্থ নাই বলিয়া মায়া চিত্ত উৎপন্ন হয় না। সেই মায়াও নানাবিধ এবং নানা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এক মাত্র কারণ বা প্রত্যয়ের মধ্যে কুত্রাপি সর্ব সামর্থ্য থাকে না। (১২, ১৩)

[মন্ত্রাদির মধ্যে এই শক্তি নিহিত নাই যে মন্ত্র হইতে মায়া-চিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে। কেননা, মায়া বিভিন্ন প্রকার এবং বিভিন্ন প্রত্যয় বা উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়। আবার, একমাত্র কোনও প্রত্যয়ের মধ্যে এরূপ শক্তি বিদ্যমান নাই যাহাতে সব কিছু উৎপন্ন হইতে পারে।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪। বুদ্ধো 'পি সংসরেদেবং ততঃ কিং বোধিচর্যয়া।
প্রত্যয়ানামনুচ্ছেদে মায়াপ্যুচ্ছিদ্যতে ন হি ॥

১৫। প্রত্যয়ানাং তু বিচ্ছেদাত্ সংবৃত্যাপি ন সংভবঃ।

পরমার্থ সাধনায় নির্বান প্রাপ্ত হইয়া যদি পুনরায় সংসৃত হয়, তবে বুদ্ধও সংসৃত হইবেন। তাহা হইলে বোধিচর্যায় কি লাভ? (১, ১৪)

প্রত্যয় সমূহের উচ্ছেদ না হইলে মায়াও উচ্ছিন্ন হয় না। প্রত্যয় সমূহের বিচ্ছেদ হইলে সংবৃতির প্রভাবে আর মায়া হয় না। (১)

[আক্ষেপ ঃ যে-দৃষ্টিতে সংসার কিছুই নহে, সর্বত্র মায়াই মায়া। বস্তুতঃ ইহারা সংসার-ভাব-সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহাদের সংসরণ বা সংসারী ভাব লক্ষিত হয়। অতএব যদি পরমার্থ ধর্মে নিরত বা অসংসারী হইয়াও ব্যবহারে সংসারী হইয়া পড়েন, তবে স্বয়ং বুদ্ধও সংসারী হইয়া যান। তাহা হইলে বোধিচর্যার সাধনায় কি প্রয়োজন?

সমাধান ঃ যতদিন পর্যন্ত প্রত্যয়ের উচ্ছেদ না হয় ততদিন মায়াও উচ্ছিন্ন হয় না। আর যখন প্রত্যয়ের উচ্ছেদ সাধিত হয়, তখন ব্যবহারিক সত্যের প্রভাবেও ইহাদের উৎপত্তির থাকে না।]

বিজ্ঞান বাদীগণের আক্ষেপ ও ইহার সমাধান

যদা ন ভ্রান্তিরপ্যস্তি মায়া কেনোপ লভ্যতে ॥

১৬। যদা মায়ৈব তে নাস্তি তদা কিমুপ লভ্যতে।
চিত্তস্যৈব স আকারো যদ্যপ্যন্যো 'স্তি তত্ত্বতঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৭। চিত্তমেব যদা মায়া তদা কিং কেন দৃশ্যতে।
উক্তং হি লোক নাথেন চিত্তং চিত্তং না পশ্যতি।।

১৮। ন চ্ছিনত্তি যথাত্মান মসি ধারা তথা মনঃ।

ভ্রান্তি বা মায়া-গ্রাহী বুদ্ধিও অসৎ বলিয়া গণ্য হইলে মায়ারউপলব্ধি কিরূপে হয়? (১)

যখন মায়াই নাই, তখন তাহা উপলব্ধির কথা বৃথা। যদ্যপি মায়া চিত্তেরই আকার, তথাপি তাহার অস্তিত্ব স্বীকার্য। (১৬)

চিত্তই যখন মায়া তখন কাহাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে? লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন যে চিত্ত চিত্তকে দেখিতে পায় না। (১৭)

অসি ধারা যেমন নিজকে ছিন্ন করিতে পারে না, মনও তেমন নিজকে জানিতে পারে না। (১)

[আক্ষেপ ঃ মাধ্যমিকগণের মতানুসারে—সমগ্র জগৎ মায়াময় বলিয়া ভ্রান্তি অর্থাৎ মায়া-গ্রাহী বুদ্ধিও অসৎ বা মায়াময়। তাহা হইলে মায়ার উপলব্ধি করিবে কিসে?

প্রত্যাক্ষেপ ঃ তোমরা বিজ্ঞানবাদী এক মাত্র চিত্তকেই সৎ বলিয়া মানিয়া থাক। তোমাদের মতে যখন মায়াই বিদ্যমান নাই এখন কোন কিছু উপলব্ধির কথাই বা কিরূপে আসিবে?

বিজ্ঞানবাদীর সমাধান ঃ এই মায়া চিত্তেরই আকার বা চিত্তবৃত্তি। বাহিরে প্রকাশ বা আকার লাভ করিলেই জানা যায় যে ইহা চিত্ত হইতে পৃথক।

মাধ্যমিকগণের আক্ষেপ ঃ যখন বিজ্ঞানবাদীর মতানুযায়ী—চিত্তই মায়া বলিয়া পরিগণিত, তখন দৃশ্য কি এবং দ্রষ্টাই বা কে? ভগবান বলিয়াছেন,—চিত্ত চিত্তকে দেখিতে পায় না।

যেমন তলোয়ার নিজেকে নিজে কাটিতে পারে না। তদ্রূপ্ মন নিজেকে নিজে দেখে না।

এক্ষেত্রে পঞ্জিকা-কার আর্য্য-রত্ন-চূড় সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপরোক্ত কারিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ সূত্রের যে অংশ তাহা এই—"ন হি চিত্তং চিত্তং সমনুপশ্যতি। তদ্যথা ন তয়ি বাসি-ধারয়া সৈ বাসিধারা শক্যতে ছেত্তুং...এবমেব তেনৈব চিত্তেন তদেব চিত্তং দ্রষ্টুং (ন শক্যতে)।" চিত্ত চিত্তকে দেখিতে পায় না। উদাহরণ—যেমন এই তলোয়ারের ধারে এই তলোয়ারের ধার কাটা সম্ভব নহে,—তেমন এই চিত্তের দ্বারা এই চিত্তকে দর্শন করা সম্ভবপর নহে।)

আত্ম ভাবং যথা দীপঃ সংপ্রাশেয়তীতি চেত্ ॥

১৯। নৈব প্রকাশ্যতে দীপো যস্মান্ন তমসাবৃতঃ।
ন হি স্ফটিক বন্নীলং নীলত্বে' ন্য মপেক্ষতে ॥

২০। তথা কিং চিত্ পরাপেক্ষ মনপেক্ষং চ দৃশ্যতে।
অনীলত্বে ন তন্নীলং নীল হেতু র্যথেক্ষ্যতে ॥

২১। নীল মেব হি কো নীলং কুর্যাদাত্মানমাত্মনা।
অনীলত্বে ন তন্নীলং কুর্যাদাত্মানমাত্মনা ॥

প্রদীপ যেমন নিজকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ চিত্তও স্ব-প্রকাশ। (তাহা বলাও সঙ্গত নহে), যেহেতু দীপ অন্য বস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হয় না, কারণ তাহা পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। স্ফটিকের যেমন উহার নীলত্বের জন্য অন্য নীল পদার্থের প্রয়োজন হয়, নীলকে তেমনি স্বকীয় নীলত্বের জন্য অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। (?, ১৯)

দেখা যায়—কোন বস্তু সাপেক্ষ, কোন বস্তু নিরপেক্ষ। নীল যদি নীল না হইত, তাহা হইলে নিজকে নিজে নীল করিতে পারিত না। (২০)

যাহা স্বয়ং স্বাভাবিক নীল, ইহাকে ইহার নিজের দ্বারা

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নীলা করিবে কে ? আর, যাহা স্বাভাবিক অ-নীল পদার্থ, তাহা নিজের দ্বারা নিজকে নিজে নীলা করিতে সক্ষম হয় না। (২১)

[বিজ্ঞানবাদী ঃ দীপ যেরূপ নিজেকে নিজে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ চিত্তও নিজেকে নিজে দেখিতে সক্ষম।

মাধ্যমিক ঃ বিজ্ঞানবাদীর এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। দীপ প্রকাশিত হয় না। কেননা, যে বস্তু প্রথমতঃ আচ্ছন্ন থাকে, সেই বস্তুই উন্মুক্ত বা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। দীপ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, সুতরাং ইহার প্রকাশনার কি অর্থ।

বিজ্ঞানবাদী ঃ কোন বস্তু সাপেক্ষ, কোন বস্তু নিরপেক্ষ। স্ফটিককে নীলা করার জন্য অন্য নীল বর্ণ পদার্থের যেরূপ প্রয়োজন হয়, নীল নিজের নীলিমার জন্য তদ্রূপ অন্য নীল বর্ণ পদার্থের প্রয়োজন হয় না। ইহা নিরপেক্ষ।

মাধ্যমিক ঃ যে নীলবর্ণ পদার্থ স্বাভাবিক নীল-গুণ-বিরহিত, সেই পদার্থকে নীল বলিয়া বলা যায় না। যাহা স্বয়ং স্বাভাবিক নীল, ইহাকে ইহার নিজের দ্বারা নীলা করিবে কে ? আর, স্বাভাবিক নীল-গুণ-রহিত যে নীল বর্ণ পদার্থ নিজের দ্বারা নিজেকে নিজে নীলা করিতে সক্ষম হয় না।]

২২। দীপঃ প্রকাশত ইতি জ্ঞাত্বা জ্ঞানেন কথ্যতে।
বুদ্ধি প্রকাশত ইতি জ্ঞাত্বেদং কেন কথ্যতে ॥

২৩। প্রকাশা বা প্রকাশা বা যদা দৃষ্টা ন কেন চিত্।
বন্ধ্যা দুহিতৃ লীলেব কথ্যমানা পি সা মুধা ॥

দীপ প্রকাশিত হয়,—ইহা জানিয়া জ্ঞানের দ্বারা বলা যায়। বুদ্ধি প্রকাশিত হয়,—ইহা কিসের দ্বারা জানিয়া বলা যায় ? (২২)

বুদ্ধি স-প্রকাশ কিংবা অপ্রকাশ—তাহা কেহ দেখে নাই। বন্ধ্যা দুহিতার লীলা বর্ণনার ন্যায় উহা বলা মিথ্যা। (২৩)

[দীপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়—ইহা চিত্ত দ্বারা অবগত হইয়া বলা যাইতে পারে ; কিন্তু চিত্ত স্বয়ং প্রকাশ বা অপ্রকাশ—এই কথা কোন দ্রষ্টার অভাবে যাহাকে বলা হয়—তাহা বন্ধ্যা-মমতা কল্পনা-বিলাসের ন্যায় মিথ্যা।]

২৪। যদি নাস্তি স্ব সংবিত্তি র্বিজ্ঞানং স্মর্যতে কথং।
অন্যানুভূতে সংবন্ধাত্‌ স্মৃতি রাখু বিষং যথা।।

যদি বিজ্ঞান বা চিত্তের স্বানুভূতি না থাকে, তবে স্মৃতি উৎপন্ন হয় কিরূপে ? শরীরে প্রবিষ্ট মূষিক-বিষ মেঘ-গর্জ্জনে প্রকোপিত হওয়ার ন্যায় পূর্বানুভূত বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। (২৪)

[বিজ্ঞানবাদী ঃ যদি বিজ্ঞান বা চিত্তের স্বানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে স্মৃতি উৎপন্ন হয় কিসে ?

মাধ্যমিক ঃ যখন জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের গ্রাহ্য-গ্রাহক সম্বন্ধ হয়, তখন জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি অনুভূতি জন্মিলে জ্ঞানের স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত মূষিক-বিষ। যেই মুহূর্তে মূষিক-বিষ শরীরে প্রবেশ লাভ করে, তখন জানা যায় না ; কিন্তু মেঘ-গর্জনে প্রকুপিত হইলে জানিতে পারা যায়। কেননা, মূষিক-বিষ ও মেঘ-গর্জনের সম্বন্ধ প্রকোপ্য-প্রকোপক সদৃশ।]

২৫। প্রত্যয়ান্তর যুক্তস্য দর্শনাত্‌ স্বং প্রকাশতে।
সিদ্ধাঞ্জন বিধের্দৃষ্টো ঘটো নৈবাঞ্জনং ভবেত্‌।।

অন্য কারণের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান ঘটিলেই চিত্তের নিজত্বের প্রতি জ্ঞান জন্মে। সিদ্ধাঞ্জন বিধিতে ঘট দেখিলেই ইহা সিদ্ধাঞ্জন হয় না। (২৫)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

[বিজ্ঞানবাদী ঃ যখন ঋদ্ধিমান লোক 'প্রত্যয়ান্তর যুক্ত' অর্থাৎ অন্য অন্য দেশ-কাল-পাত্রে সঞ্চারিত বিজ্ঞান বা চিত্তের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন, তখন বলিতে হইবে যে বিজ্ঞান বা চিত্তের স্বয়ং সংবেদন (অনুভূতি) আছে।

মাধ্যমিক ঃ যোগ-বলে মাটির নির্মিত ধন-পূর্ণ ঘট দেখিতে পাইলেও উহাকে যোগ-বল বলিয়া বলা যায় না ; তদ্রূপ ঋদ্ধি-যোগে যেই বিজ্ঞান বা চিত্তের দ্বারা অন্য যেই বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—এই উভয় বিজ্ঞান এক নহে। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে বিষয় ও অন্যটি বিষয় বিজ্ঞাতা। বিষয় ও ইহার বিজ্ঞাতা এক হইতে পারে না।]

২৬। যথা দৃষ্টং শ্রুতং জ্ঞাতং নৈবেহ প্রতি ষিধ্যতে।
সত্যতঃ কল্পনাত্বত্র দুঃখ হেতু নিবার্যতে ॥

যাহা দৃষ্ট, শ্রুত ও জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা নিষিদ্ধ নহে। সত্যতঃ ইহা নিষিদ্ধ। ইহা দুঃখের হেতু। (২৬)
[লোক-ব্যবহারের মধ্যে যাহা দৃষ্ট, শ্রুত ও জ্ঞাত হওয়া যায়, লোক-ব্যবহারে ইহাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। শুধু পরমার্থের কল্পনা ইহাতে নিষিদ্ধ। কেননা ইহা দুঃখের হেতু।] (২৬)

২৭। চিত্তাদন্যা ন মায়া চেন্নাপ্য নন্যেপি কল্প্যতে।
বস্তু চেত্ সা কথং নান্যা' নন্যা চেন্নাস্তি বস্তুতঃ ॥

২৮। অসত্যপি যথা মায়া দৃশ্যা দ্রষ্টৃ তথা মনঃ।

চিত্ত হইতে মায়া যদি অন্য না হয়, তবে মায়াকে চিত্ত হইতে অনন্য কল্পনা করিতে হইবে। মায়া যদি বস্তু হয়, তবে চিত্ত হইতে অন্য হইবে না কেন ? আর যদি মায়া চিত্ত হইতে অনন্য হয় তবে তাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই। (২৭)

মায়া পরমার্থ সৎ না হইলেও যেমন তাহা দৃশ্য হয়, তেমন মন্ অসৎ-স্বভাব হইলেও দ্রষ্টা বা দর্শন-সমর্থ। (২)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

[বিজ্ঞানবাদীগণের কল্পনানুসারে মায়া ও চিত্ত—এক নহে বটে, কিন্তু মায়া চিত্ত হইতে পৃথকও নহে। পরন্তু মায়া যদি পরমার্থ সৎ হয়, তাহা হইলে পৃথক কেন হইবে না? যদি মায়া চিত্ত হইতে অভিন্ন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে ইহা পরমার্থ সৎ নহে। মায়া যেরূপ পরমার্থ সৎ না হইলেও দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ দ্রষ্টা মনও পরমার্থ সৎ নহে; কিন্তু পুনঃপুনঃ দ্রষ্টারূপে প্রতীত হয়।]

বস্ত্বাশ্রয় শ্চেত্ সংসারঃ সো'ন্যথাকাশবদ্ ভবেত্ ॥

২৯। বস্ত্বাশ্রয়েণা ভাবস্য ক্রিয়া বত্ত্বং কথং ভবেত্।
অসত্ সহায়মেকং হি চিত্ত মাপশ্যতে তব ॥

৩০। গ্রাহ্য মুক্তং যদা চিত্তং তদা সর্বে তথাগতাঃ।
এবং হি কো গুণো লব্ধশ্চিত্ত মাত্রে 'পি কল্পিতে ॥

সংসারকে যদি চিত্তরূপে বস্তুর আশ্রিত পদার্থ বলা হয়, তবে তাহা চিত্ত হইতে ভিন্ন। যেমন আকাশ বাক্যমাত্র সৎ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অসৎ। (১/২)

চিত্ত-রূপ বস্তুর আশ্রিত বলিয়া মায়ার অর্থ-ক্রিয়া সামর্থ্য হইবে—ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ বস্তুর আশ্রয়ের দ্বারা অভাবের ক্রিয়াবত্তা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? (২৯)

চিত্ত গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি মুক্ত হইলেই যদি অদ্বয়-স্বভাব এবং সর্বগত হয়, তবে সকল প্রাণী তথাগত হইয়া যায়। সুতরাং সর্বগত অদ্বয়-স্বভাব চিত্ত-মাত্র কল্পনায় কী লাভ? (৩০)

[বিজ্ঞানবাদীঃ এই সংসারের আধার নামে কোন পরমার্থ সৎ পদার্থ থাকা উচিত। যদি থাকে, তাহা সৎ পদার্থ,—চিত্ত হইতে অতিরিক্ত কিছু হওয়া কি সম্ভব? যদি এরূপ যুক্তি স্বীকার করা না যায়, তবে ইহাকে আকাশ-তুল্য শূন্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সংসারের আধার নামে কোন পরমার্থ সৎ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পদার্থ না থাকিলে উহা দ্বারা অর্থ-সিদ্ধি-কর কার্য কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে ?

মাধ্যমিক ঃ তোমাদের বিজ্ঞানবাদীগণের মতানুযায়ী একমাত্র চিত্তই পরমার্থ সৎ। ইহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন পরমার্থ সৎ পদার্থ বিদ্যমান নাই। এরূপে চিত্ত যখন গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি ভাব হইতে মুক্ত সিদ্ধ হইল, তবেত সকল প্রাণীই তথাগত হইয়া গেল এবং আর্য্য মার্গ ভাবনার আবশ্যকতা রহিল না। তাহা হইলে (বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা বা বিজ্ঞান-মাত্রতা) কল্পনায়ও বা কি লাভ হইবে ?)

৩১। মায়োপমত্বে 'পি জ্ঞাতে কথং ক্লেশো নিবর্ততে।
যদা মায়া-স্ত্রিযাং রাগস্তত্ক র্তুরপি জায়তে ॥

৩২। অপ্রহীণা হি তত্কর্তুর্জ্ঞে'য় সংক্লেশ বাসনা।
তদ্দৃষ্টি কালে তস্যাতো দুর্বলা শূন্য-বাসনা ॥

৩৩। শূন্যতা বাসনা ধানাদ্ধীয়তে ভাব বাসনা।
কিংচিন্নাস্তীতি চাভ্যাসাত্সাপি পশ্চত্প্রহীয়তে ॥

জগতের মায়োপমত্ব সম্পর্কে অবগত হইলেই বা কিরূপে ক্লেশের নিবৃত্তি হয়? যেহেতু মায়া নির্মিত স্ত্রীর প্রতিও নির্মাতার রূপাদি উৎপন্ন হয়। (৩১)

মায়াবীর মায়া-স্ত্রীতে রাগ উৎপন্ন হওয়ার কারণ আছে বলিয়াই রাগ উৎপন্ন হয়। তাহার কারণ এই,—তাহার সংক্লেশ-বাসনা অপরিত্যক্ত এবং শূন্য-বাসনা দুর্বল। (৩২)

শূন্যতা-বাসনা সঞ্চার হইলে ভাব-বাসনা নষ্ট হইয়া যায়। 'কিছুই নাই' এরূপ ভাবের অভ্যাসের দ্বারা শূন্য-বাসনাও পরে নষ্ট হয়। (৩৩)

[বিজ্ঞানবাদী ঃ যখন মায়া দ্বারা নির্মিত স্ত্রীর প্রতি নির্মাতার আসক্তি

উৎপন্ন হয়, তখন জগতকে মায়া-তুল্য জ্ঞাত হইলেও ক্লেশ-নিবৃত্তি কিরূপে হওয়া সম্ভব ?

মাধ্যমিক ঃ সেই মায়া দ্বারা নির্মিত স্ত্রীর যে নির্মাতা তাহার অন্তরে জ্ঞেয়-রবণের বাসনা নিহিত থাকে। জ্ঞেয় পদার্থের যে নিঃস্বভাবতা নামে একটি যথার্থ রূপ আছে—তাহাতে পরদা পড়িয়া যাওয়াতে যথার্থ রূপটি দেখিতে দেয় না। কারণ ভাব-বাসনাই সেখানে বলবৎ হইয়া উঠে। এই জন্য সেই মায়া-স্ত্রীর রূপ পদার্থ দর্শনের সময় শূন্য-বাসনা বলবৎ থাকে না। অতঃপর শূন্যতা-বাসনা যখন স্থির হইয়া যায় তখন সেই ভাব-বাসনা অর্থাৎ পরমার্থকে সৎ বলিয়া কল্পনার বাসনা নষ্ট হইয়া যায়। এবং সেই শূন্য-বাসনাও অবশেষে "কিছুই বিদ্যমান নাই"—তজ্জন্য আলম্বন শূন্য হইয়া আপনা-পনি নষ্ট হইয়া যায়।]

৩৪। যদা ন লভ্যতে ভাবো যো নাস্তীতি প্রকল্প্যতে
তদা নিরাশ্রয়ো ভাবঃ কথং তিষ্ঠেন্মতেঃ পুরঃ ॥

যে ভাব-পদার্থ নাই বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা যখন উপলব্ধ না হয়, তখন নিরাশ্রয় ভাব কিরূপে বুদ্ধির অগ্রে থাকিবে ? (৩৪)

[যেই ভাবের 'নাস্তি' কল্পনা করা হয়, সেই ভাব যখন নিঃস্বভাব কারণে লাভ করা যায় না ; তখন সেই ভাব আশ্রয় ব্যতীত বুদ্ধির সম্মুখে কিরূপে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে ?]

৩৫। যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সংতিষ্ঠতে পুরঃ
তদান্য গত্য ভাবেন নিরালংবা প্রশাম্যতি ॥

যখন ভাব কিংবা অভাব বুদ্ধির অগ্রে থাকে না, তখন অন্য গতির অভাবে নিরালম্ব হইয়া বুদ্ধি স্থির বা প্রশমিত হয়। (৩৫)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

[ভাব অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ। পঞ্চ স্কন্ধাদি প্রতি যে বাসনা, তাহাই ভাব বা ভাব-বাসনা এবং অভাব অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের অভাব বা অলব্ধ স্কন্ধে লাভের জন্য বাসনা। যখন বুদ্ধির সম্মুখে ভাব ও অভাব—এই দুই অবস্থার কোনটাই না থাকে, তখন ইহার সামনে আর কোন গতিও থাকে না। কোনরূপ অবলম্বন থাকে না। বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, শান্ত হইয়া যায়। ইহাই তো শান্ত-পদ বা নিবৃত্তি।]

শূন্যবাদে বুদ্ধ-পূজার ফল

৩৬। চিন্তামণিঃ কল্পতরু যথেচ্ছা পরি পূরণঃ।
বিনেয় প্রণিধা নাভ্যাং জিন-বিম্বং তথেক্ষতে॥

চিন্তামনি ও কল্পতরু যেমন ইচ্ছার পূর্ণতা সাধক, সেইরূপ জিনগণের বিনেয়, প্রণিধি ও বিম্ব প্রাণিগণের সর্ব কামনা পূরণে সমর্থ। (৩৬)

[যেমন চিন্তামণি ও কল্পতরু মনোবাসনা পূর্ণ করে, তেমনি তথাগতের শিক্ষা, হিত সংকল্প ও নীতি-ধর্ম প্রাণিগণের সকল কামনা পরিপূরণ করিতে সমর্থ।]

৩৭। যথা গারুড়িকঃ স্তম্ভং সাধয়িত্বা বিনশ্যতি।
স তস্মিং শ্চির নষ্টে' পি বিষাদীনুপ শাম্যতি॥

৩৮। বোধি চর্যানুরূপ্যেন জিন-স্তং ভো ঽপি সাধিতঃ
করোতি সর্ব কার্যানি বোধি সত্ত্বে 'পি নির্বৃতে॥

যেমন বিষ-বৈদ্য মন্ত্রাভি সংস্কৃত করিয়া স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যায়, বৈদ্য লোকান্তরে গমন করিলেও দীর্ঘদিন বিষ-স্তম্ভ বিদ্যমান থাকিয়া বিষাদি উপশমিত করে; তেমনি বোধিচর্যা দ্বারা জিন স্তম্ভ সাধিত করিয়া বোধিসত্ত্বগণ নিরত হইলেও চিরদিন সর্ব কার্য সম্পাদন করেন। (৩৭, ৩৮)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩৯। অচিত্তকে কৃতা পূজা কথং ফলবতী ভবেৎ।
তুল্যৈব পঠ্যতে যস্মাৎ তিষ্ঠতো নিবৃতস্য চ॥

অচিত্তক বুদ্ধকে পূজা করিলে, সেই পূজা কিরূপে ফলবতী হয়? কারণ, জীবিত ও নির্বৃত উভয়ের পূজায় ফল সমতুল্যই হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (৩৯)

[আক্ষেপ : চিত্ত-হীন, শুধু প্রতিমা অথবা স্তূপকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃত বুদ্ধ পূজা কিরূপে ফলবতী হইতে সক্ষম হইবে; যখন পূজা গ্রহণকারী ব্যক্তির অস্তিত্বই নাই।

সমাধান : যেহেতু শাস্ত্রে আছে,—জীবিত ও পরিনির্বৃত- এই উভয় প্রকার বুদ্ধ পূজায় ফল লাভে সমতুল্য ভাব প্রতিপন্ন অর্থাৎ ফল লাভে কোন পার্থক্য নাই। তদ্ধেতু এরূপ আক্ষেপের অবকাশ কোথায়? যেহেতু ঐতিহাসিক বুদ্ধ পরিনিবৃত হইলেও উপাস্য বুদ্ধ বা বুদ্ধের ধর্ম-গুণ চির বিদ্যমান। ইহার ক্ষয়-ব্যয় কিংবা গমনাগমন কিছুই নাই।]

৪০। আগমাচ্চ ফলং তত্র সংবৃত্যা তত্ত্বতো'পি বা।
সত্য বুদ্ধে কৃতা পূজা সফলেতি কথং যথা॥

আগম বা শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে জীবি বুদ্ধ-পূজায় যেরূপ ফল লাভ হয়, পরিনিবৃত বুদ্ধ-পূজায়ও সেরূপ বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়। এখন এই ফল চাই—পরমার্থ সৎ হউক কিংবা ব্যবহারিক সৎ হউক। (৪০)

আগম-প্রামাণ্য

৪১। সত্য দর্শনতো মুক্তিঃ শূন্যতা দর্শনেন কিং।
ন বিনানেন মার্গেন বোধি-রিত্যাগমো যতঃ॥

সত্য দর্শন করিলে মুক্তি লাভ হয়; শূন্যতা দর্শনে কী

লাভ ? আগম বলে যে—শূন্যতা ভাবনারূপ এই মার্গ লাভ ব্যতীত বোধি লাভ হয় না। (৪১)

[সর্বাস্তিবাদী ঃ যদি সত্য দর্শন দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়, তবে শূন্যতা দর্শনের আর কি প্রয়োজন, কি লাভ ?

মাধ্যমিক ঃ এই শূন্যতা দর্শন রূপ মার্গ লাভ ব্যতীত বোধিলাভ সম্ভব নহে। —এই বিধান আগমে রহিয়াছে, সুতরাং শূন্যতা দর্শন অতীব প্রয়োজনীয়।]

৪২। নন্বসিদ্ধং মহাযানং কথং সিদ্ধস্তদাগমঃ।
যস্মাদদুভয় সিদ্ধোঽসৌন সিদ্ধো' সৌ তবাদিতঃ।।

৪৩। যত্ প্রত্যয়া চ তত্রাস্থা মহাযানে' পি তাং কুরু।
অন্যোভয়েষ্ট সত্যত্বে বেদাদের পি সত্যতা।।

মহাযান যদি অসিদ্ধ হয়, তবে আগম যে সিদ্ধ—তাহাও কিরূপে বলা যায় ? যদি উভয়ের সিদ্ধতাই আগমের সত্যতার লক্ষণ হয়, তবে পূর্বে যখন কোনটাই ছিল না, তখন তোমাদের আগম কিরূপে যথার্থ আগম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। (৪২)

যেই কারণে নিজের আগমের প্রতি অবস্থা, মহাযানেও তদ্রূপ আস্থা রাখা কর্তব্য। আমাদের উভয়ের যাহা ইষ্ট, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বেদাদির ও সত্যতা থাকিলে মানিতে হইবে। (৪৩)

[সর্বাস্তিবাদী ঃ মহাযান আগম প্রমাণ-সিদ্ধ নহে।

মাধ্যমিক ঃ আপনার আগম প্রমাণ-সিদ্ধ কিরূপে ?

সর্বাস্তি-বাদী ঃ কেন, আমরা সেই উভয় প্রমাণই স্বীকার করি।

মাধ্যমিক ঃ আমরা যখন উভয় প্রমাণ স্বীকার করিয়া ছিলাম, তৎপূর্বে আপনাদের আগম ও প্রামাণ্য ছিল না। যেই-কারণে এখন ইহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মানা উচিত। এই আগমকে প্রামাণ্য বলিবার চারি কারণ বিদ্যমান ঃ (১) ইহা অনর্থ-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যুক্ত নহে ; (২) ধর্ম-সংযুক্ত হইবে, অধর্ম-সংযুক্ত নহে ; (৩) ক্লেশ-নাশক হইবে, ক্লেশ বৰ্দ্ধক নহে ; (৪) শান্তির (নির্বাণের মাহাত্ম্য প্রদর্শক হইবে, অশান্তির (সংসারের গরিমা প্রদর্শক হইবে না।

প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল এই : এই আগমগুলি সুভাষিত হওয়া উচিত যাহা সুভাষিত হইবে তৎসমস্তই বুদ্ধ-বচনের অন্তর্গত হইবে। আর, এইগুলি যদি পারস্পরিক বিবাদের কারণ হয়, তাহা হইলে দুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় একটি আগম—যাহা আমাদের পক্ষে ইষ্ট, কল্যাণকর তাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইবার যোগ্য হইলে মানিয়া লইতে হইবে।]

৪৪। সবিবাদং মহাযানম্, ইতি চেদাগমং ত্যজ।
তীর্থিকৈঃ সবিবাদত্বাত্তৈস্বঃ পরৈশ্চাগমান্তরং ।।

৪৫। শাসনং ভিক্ষুতামূলং ভিক্ষুতৈব চ দুঃস্থিতা।
সাবলংবন চিত্তা নাং নির্বাণমপি দুঃস্থিতং ।।

৪৬। ক্লেশ প্রহাণান্মুক্তি শ্চেত্ তদনন্তর বস্তু সা।
দৃষ্টং চ তেষু সামর্থ্যং নিঃ ক্লেশস্যাপি কর্মনঃ ।।

৪৭। তৃষ্ণা তাবদুপাদানং নাস্তি চেত্ সংপ্রধার্যতে।
কিমক্লিষ্টাপি তৃষ্ণাপি নাস্তি সংমোহবত্ সতী ।।

৪৮। বেদনা প্রত্যয়া তৃষ্ণা বেদনৈষাং চ বিদ্যতে।
সালংবনেন চিত্তেন স্থাতব্য যত্র তত্র বা ।।

মহাযান সবিবাদ বলিয়া ত্যাজ্য হইলে তোমার নিজের আগমও ত্যাগ কর। তীর্থিকগণের তথা অন্য সব আগমই ত্যাগ কর। এমন কি, আপনাদের আগমও ত্যাগ কর। (৪৪)

বুদ্ধ-শাসনের মূল যে ভিক্ষুতা, তাহা সাবলম্বন চিত্ত-দিগের হয় না। স্বাবলম্বন-চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে নির্বাণ লাভও দুষ্কর। অতএব অবলম্বনহীন শূন্যতা দর্শনই মুক্তির হেতু। (৪৫)

যদি মানিয়া লও যে ক্লেশ-ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই মুক্তি। কিন্তু তাহা সব ক্ষেত্রে হয় না। কোন ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। নিঃক্লেশ ব্যক্তিগণেরও কর্মফল ভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। (উদাহরণ, যথা মৌদ্গল্যায়ন)। (৪৬)

যদি বল—পুনর্জন্মের কারণ যে তৃষ্ণা—তাহা মুক্ত পুরুষের থাকে না। তাহা ঠিক নহে। কারণ সাবলম্বন-চিত্তের তৃষ্ণার অভাব ঘটা সম্ভব নহে। আচ্ছা! মুক্ত পুরুষের মধ্যে ক্লেশহীন অজ্ঞানতার ন্যায় ক্লেশ-হীন তৃষ্ণাও কি থাকিতে পারে না। (৪৭)

তৃষ্ণা বেদনা হইতে উৎপন্ন। উক্ত পুরুষদের বেদনা বিদ্যমান থাকে। (সুতরাং তৃষ্ণাও থাকে)। কারণ স্বাব-লম্বন-চিত্ত ব্যক্তিতেও চিত্তকে যত্র তত্র আলম্বনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। (৪৮)

[সর্বাস্তিবাদী : মহাযান আগমের প্রামাণিকতা বিবাদ-গ্রস্ত।

মাধ্যমিক : যদি এই কথা সঠিক হয়, তবে নিজেদের আগম ত্যাগ কর। কেননা, ইহার সম্বন্ধে তৈথিকগণের বিবাদের কারণ আছে। বিবিধ নিকায় ভিন্ন অন্য বৌদ্ধ আগমও ত্যাগ কর। কেননা, স্বকীয় ও পরকীয় নিকায় সমূহের মধ্যে একে অন্যের সহিত বিবাদ হয় এবং সময়ে এই নিকায়ের মধ্যেও অবান্তর ভেদ-বিভেদের কারণে বিবাদ সৃষ্টি হয়।

ভিক্ষুতা অর্থাৎ ক্লেশ-হীনতার উপর ভিত্তি করিয়া ধর্ম-বৃক্ষ স্থিত হয়। তাহাই ক্লেশ উন্মূলিত অর্থাৎ শূন্যতা দর্শনের অভাবে ক্লেশ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে চিত্ত যখন কোন না

কোন আলম্বনে আবদ্ধ হয়, তখন নির্বাণ লাভও সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। এতদ্ব্যতীত সত্য দর্শন দ্বারা ক্লেশের ধ্বংস হইলেও মুক্তি লাভ সম্ভব। যদি মানিয়াও লও যে ক্লেশ ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই মুক্তি। তবে তাহা হওয়াই অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা হয় না। কেননা, অঙ্গুলি-মনে ও মহা মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি অর্হৎগণকে ক্লেশ-ধ্বংসের পরেও কর্ম-ফল ভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। কিরূপে? ইহা নিশ্চয়ই মানিবে যে অর্হতের মধ্যে যে তৃষ্ণা পুনর্জন্মের কারণ, তাহা আর থাকে না। অবশ্য তাহা ঠিক নহে। কেননা, অর্হতের মধ্যে ক্লেশ-হীন অজ্ঞানতার ন্যায় কি ক্লেশ রহিত তৃষ্ণাও থাকে না? অবশ্যই থাকে। যেহেতু বেদনার কারণে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এই বেদনা অর্হতের উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতদিন তৃষ্ণা ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন চিত্তকে কোন না কোন আলম্বনে বাঁধিয়া—যত্রতত্র রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে মুক্তি কোথায়? এইরূপ মুক্তি সাধন হইলে মহাযান আগমের সপ্রমাণতা সন্দেহ-যুক্ত হইয়া পড়ে।]

শূন্যতার স-প্রয়োজনতা

৪৯। বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপদ্যতে পুনঃ।
যথা সংজ্ঞি সমাপত্তৌ ভাবযেত্তেন শূন্যতাং॥

শূন্যতা বিনা চিত্ত বদ্ধ থাকে। পুনরায় উৎপন্ন হয়। যেমন অসংজ্ঞ সমাপত্তিতে চিত্ত দীর্ঘদিন নিরুদ্ধ থাকিলেও পুনঃ উৎপন্ন হয়। অতএব শূন্যতা ভাবনা করিবে। (৪৯)

[শূন্যতা ভাবনা ব্যতীত চিত্ত-বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। অতএব চিত্তের প্রবাহকে সমাধির মধ্যে স্থির করিলেও চিত্ত পুনরায় চলিতে থাকে। যেমন অসংজ্ঞ সমাপত্তি ধ্যানে চিত্ত

চৈতসিক ধর্ম নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর সমাধি ভঙ্গ হইলেই ইহাদের প্রবাহ পুনরায় চলিতে থাকে। অতএব চিত্ত-প্রবাহের পূর্ণ নিরোধের জন্য শূন্যতা-ভাবনা করা কর্তব্য।]

৫০। যত্ সূত্রে 'বতরেদ্ বাকং তচ্ছেদ্ বুদ্ধোক্ত মিষ্যতে।
মহাযানং ভবতস্থূত্রৈঃ প্রায়স্তুল্যং ন কিং মতং॥

৫১। একেনা গম্য মানেন সফলং যদি দোষবত্।
একেন সূত্র-তুল্যেন কিং ন সর্বং বিনোদিতং॥

৫২। মহা কাশ্যপ মুখ্যৈশ্চ যদ্ বাকং নাবগাহ্যতে।
তত্ত্বয়ানব বুদ্ধত্বাদ গ্রাহ্যং কঃ করিষ্যতি॥

যে বাক্য সূত্রের মধ্যে উদ্ধৃত আছে—তাহা যদি বুদ্ধ-বচন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে যেই মহাযান সূত্রের সঙ্গে তোমাদের সূত্রের সামঞ্জস্য আছে তাহাকে বুদ্ধ-বচনের সম-তুল্য প্রামাণিক বলিয়া মানিবে না কেন? (৫০)

একটি মাত্র অসঙ্গতির জন্য যদি সকল বাক্যকে অসঙ্গত মনে কর, তবে সমগ্র বুদ্ধ-বচনকে এক-সূত্রতুল্য গণ্য কর না কেন? (৫১)

মহাকাশ্যপ প্রমুখ অর্হৎগণ যেই বুদ্ধ-বচনকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—তাহা যদি তোমাদের বোধগম্যে না আসে, তবে সেইগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে কে? (৫২)

[প্রজ্ঞাকর মতির টীকা: পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোক অন্য কাহারো দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এক্ষেত্রে যে বিষয়ের বর্ণনা চলিয়া আসিতে ছিল, এই তিনটি শ্লোক ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতে ভিন্ন ও অপ্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রের স-প্রমাণতা ও অপ্রমাণতাই হইতেছে এই শ্লোকগুলির বিচার্য বিষয়। শাস্ত্রীয় বিবাদ যাহা ছিল, তাহা 'শাসনং ভিক্ষুতা' (৯/৪৫-৪৮) ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে তো ভিন্ন প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছিল। প্রয়োজন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হইলে এই সকল শ্লোক প্রথমেই বলা উচিত ছিল। এক বিষয় সমাপ্ত না করিয়া অন্য বিষয় আলোচনা করিতে যাওয়া এবং আবার নিরূপিত আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া পূর্ব বিষয় পুনঃ আরম্ভ করা কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ-প্রণয়ন নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। 'যতপ্রত্যয় আদি' (৯/৪৩/৪৪) এই দুই শ্লোকে যেই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই শ্লোকগুলির মধ্যে ইহাদের পুনরুক্তি মাত্র। তাহা ছাড়া 'মহাকাশ্যপ প্রমুখৈঃ' এই শ্লোকে অশালীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, ইহা একজন মহান পুরুষের প্রতি অসম্মানজনক। এই সকল কারণে নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মে যে এই তিনটি শ্লোক গ্রন্থকারের রচিত নহে। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।]

৫৩। সক্তি-ত্রাসান্ত-নির্মুক্ত্যা সংসারে সিধ্যতি স্থিতিঃ।
মোহেন দুঃখি নামর্থে শূন্যতায়া ইদং ফলং॥

(বোধিসত্ত্ব) আসক্তিস্থান ও ভয়স্থান পরিত্যাগ করিয়া মোহবশে দুঃখী প্রাণিদিগের কল্যাণার্থ সংসারে স্থিত থাকেন,—ইহাই শূন্যবাদের ফল। (৫৩)

(শূন্যবাদ ধর্মের ফল এই যে—বোধিসত্ত্ব ব্যবহারিক সত্যকে আশ্রয় করিয়া দুঃখ পীড়িত জীবগণের কল্যাণের জন্য সংসারে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং আসক্তি-রূপ অন্তরায় হইতে মুক্ত হন। কেননা, তাঁহার মধ্যে কোন পদার্থের নিত্যত্ব কল্পনা নাই যাহাতে আসক্ত হইতে পারেন এবং ত্রাস রূপ অন্তরায় হইতেও মুক্ত হন। কেননা, তিনি উচ্ছেদের কল্পনাও করেন না—যাহাতে তাঁহার ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। এইরূপে বোধিসত্ত্ব এই দ্বিবিধ অন্তরায়ের কোনটির মধ্যেই প্রবেশ না করিয়া মধ্যমা প্রতিপদারই সাধন করেন।)

৫৪। তদেবং শূন্যতা পক্ষে দূষণং নোপ পদ্যতে।
তস্মা ন্নি বিচিকিৎসেন ভাবনীয়ৈব শূন্যতা॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫৫। ক্লেশজ্ঞেয়া বৃত্তিতমঃ প্রতিপক্ষো হি শূন্যতা।
শীঘ্রং সর্বজ্ঞতা কামো ন ভাবয়তি তাং কথং ॥

৫৬। যদ্ দুঃখ জননং বস্তু ত্রাসস্তু স্মাত্ প্রজায়তাং।
শূন্যতা দুঃখ শমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ং ॥

এইরূপে সুন্যতার মধ্যে দোষ থাকিতে পারে না। অতএব নিঃসন্দেহে সুন্যতা ভাবনা করা কর্তব্য। (৫৪)

ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ রূপ অন্ধকার বিনাশ করিতে শূন্যতাই সক্ষম। যাঁরা শীঘ্র সর্বজ্ঞতা লাভে ইচ্ছুক, তাঁরা কেন শূন্যতা ভাবনা করেন না? (৫৫)

যে বস্তু দুঃখের সৃষ্টি করে, তাহাই ভয়জনক। কিন্তু শূন্যতা দুঃখ-শান্তিকারী, তাহাতে ভয় কোথায়? (৫৬)

(এরূপ বহুপকারী শন্যতা-ধর্মের প্রতি দোষারোপ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। সুতরাং শূন্যতার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করিয়া শূন্যতার ভাবনা করা বিধেয়। শূন্যতা ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ রূপ অন্ধকার বিনাশ করে। যিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শূন্যতা ভাবনা—কেন করেন না? যে বস্তু হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহার প্রতি কেহ ভয় পাইলে এই ভয়ের মধ্যে যদি শূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া দুঃখের বিনাশ সাধন করেন, তবে দুঃখে ভয় পাইবে কিরূপে?)

অহঙ্কারের বিষয়

৯। শরীর অহঙ্কারের বিষয় নহে—

৫৭। যথস্ততো বাস্তু ভয়ং যদহং নাম কিংচন।
অহমেব ন কিং চিচ্ছেদ্ ভয়ং কস্য ভবিষ্যতি ॥

৫৮। দন্ত কেশ নখা নাহং নাস্থি নাপ্যস্মি শোনিতং।
ন শিংঘানং নচ শ্লেষ্মা ন পূয়ং লসিকাপি বা ॥

৫৯। নাহং বসা নচ স্বেদো ন মেদো 'ন্ত্রানি নাপ্যহং।
ন চাহমন্ত্র-নির্গুণ্ডী গূথমূত্র মহং নচ ॥

৬০। নাহং মাংসং নচ স্নায়ু নোষ্মা বায়ুরহং নচ।
নচ ছিদ্রাণ্যহং নাপি ষড় বিজ্ঞানানি সর্বথা ॥

'আমি' নামক কোনরূপ অস্তিত্ব সম্পন্ন পদার্থ যদি না থাকে, তাহা হইলে যে কোন কিছু হইতে আমার ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। পরমার্থতঃ যদি 'আমি' নামক কিছু না থাকে, তবে ভয় হইবে কাহার? (৫৭)

দন্ত, কেশ, নখ, অস্থি, রক্ত, শিখনী, থুথু, শ্লেষ্মা, পুয, লসিকা, চর্বি, স্বেদ, মেদ, অন্ত্র, ছোত্র, অস্ত্র, মল, মূত্র, মাংস, স্নায়ু, উষ্মা, বায়ু, লোম-কুপ এবং ছয় প্রকার বিজ্ঞান ইত্যাদি কোন প্রকারেই 'আমি' নহি কিংবা 'আমার' নহে।

(৫৮, ৫৯, ৬০)

২। জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য অহঙ্কারের বিষয় নহে—

৬১। শব্দ-জ্ঞানং যদি তদা শব্দো গৃহ্যেত সর্বদা।
জ্ঞেয়ং বিনা তু কিং বেত্তি যেন জ্ঞানং নিরুচ্যতে ॥

৬২। অজানা নং যদি জ্ঞানং কাষ্ঠং জ্ঞানং প্রসজ্যতে।
তেনাসং নিহিত জ্ঞেয়ং জ্ঞানং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥

৬৩। তদেব রূপং জানাতি তদা কিং ন শৃণোত্যপি।
শব্দস্যা সংনিধানাচ্ছেত্ ততস্তজজ্ঞান মপ্যসত্ ॥

৬৪। শব্দ-গ্রহণ রূপং যত্ তদ্রূপ গ্রহণং কথং।
একঃ পিতা চ পুত্রশ্চ কল্প্যতে ন তু তত্ত্বতঃ ॥

৬৫। সত্ত্বং রজস্তমো বাপি ন পুত্রো ন পিতা যতঃ।
শব্দ গ্রহণ যুক্তস্ত স্বভাব স্তস্য নেক্ষতে ॥

৬৬। তবেবান্যেন রূপেন নটবত্ সো' প্য শাশ্বতঃ।
সত্ত্বাদ্য স্বভাব শেচদ পূর্বেয়ং তদেকতা ॥

৬৭। অন্য রূপম সত্যং চেন্নিজং তদ্রূপমুচ্যতাং।
জ্ঞানতা চেত্ ততঃ সর্ব পুংসামৈক্যং প্রসজতে ॥

৬৮। চেতনাচেতনে চৈক্যং তয়োর্যেনাস্তিতা সমা।
বিশেষশ্চ সদা মিথ্যা কঃ সাদৃশ্যাশ্রয়স্তদা ॥

যদি আত্মা শব্দ-জ্ঞানাত্মক হয়, তবে শব্দ সর্বদাই গৃহীত হইতে থাকিবে। জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞান কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে? (৬১)

যদি কিছু না জানিলেও জ্ঞান হয়, তবে কাষ্ঠও এক প্রকার জ্ঞান! জ্ঞেয়-হীন জ্ঞান থাকিতে পারে না—ইহা নিশ্চয়। (৬২)

তাহা যখন রূপকে জানিতে থাকে, তখন শব্দ শুনিতে সক্ষম হয় না কেন? যদি বল শব্দের অসন্নিধান হেতু শব্দ গৃহীত হয় না, তবে সেই কালের শব্দ-জ্ঞান অসৎ অর্থাৎ তাহা শব্দ জ্ঞানই নহে। (৬৩)

যাহা 'শব্দ-গ্রহণ' তাহা কিরূপে 'রূপ-গ্রহণ' হইতে পারে? 'একই ব্যক্তি পিতা ও পুত্র'—এরূপ উক্তি শুধু কল্পিত মাত্র। ইহা পারমার্থিক নহে। (৬৪)

সত্ত্ব, রজঃ বা তম—এই ত্রিগুণ পিতাও নহে পুত্রও নহে। ইহাদের শব্দ-গ্রহণ-যুক্ত স্বভাব দেখা যায় না। (৬৫)

নট যেমন এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ শব্দ-জ্ঞানও বিভিন্নতালম্বনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাহা হইলে শব্দ-জ্ঞান অশাশ্বত বা অনিত্য। যদি বল সেই শব্দ-জ্ঞান এক হইলেও ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহার সেই একতা অপূর্ব পদার্থ। (৬৬)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যদি বল—আত্মার বিষয় অবলম্বনজনিত রূপ অসত্য, ইহার নিজ রূপই সত্য ; তবে ইহার জ্ঞানতাই স্বরূপ। তাহা হইলে তাহাতে সর্ব পুরুষের ঐক্য আসিয়া পড়ে। (৬৭)

চেতন (পুরুষ) ও অচেতন (প্রকৃতি)—এই দুই পদার্থের অস্তিতা নামক সমান ধর্ম থাকাতে উহারা দুই-ই এক হয়। ইহাদের ভেদ বা বিশেষ যখন মিথ্যা, তখন তাহাদের সাদৃশ্য কোথায়? বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয়। (৩৮)

[মাধ্যমিক ঃ জ্ঞান অহঙ্কারের বিষয় নহে। যদি কল্পনা কর যে শব্দ-জ্ঞান অহঙ্কারের বিষয়, ইহাও ঠিক নহে। কেননা, যদি তাই হয়, তাহা হইলে সর্বদা শব্দ শ্রবণ চলিতে থাকিত। যাহা জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে সক্ষম, তাহাই জ্ঞান বলিয়া গণ্য। যখন জ্ঞেয় বলিতে কোন পদার্থের অস্তিত্ব না থাকে, তখন জানিবার জন্য কি রহিল যে আমরা জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া জানিব। যদি জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু জানিতে সক্ষম হয়, তবে কাষ্ঠও জ্ঞান রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে জ্ঞান কখনও জ্ঞেয় বিষয় হইতে অসংলগ্ন থাকে না। যে-জ্ঞান শব্দকে জানিতে সক্ষম তাহা যখন রূপকে জানিতে থাকে, তখন শব্দ শুনিতে সক্ষম হয় না কেন? যদি সেই শব্দ-জ্ঞান শব্দকে অবলম্বন না করাতে শুনিতে না পায়, তখন ইহা অসৎ। যে-জ্ঞান শব্দগ্রাহী তাহা রূপ-গ্রাহী হইবে কিরূপে?

সাংখ্যানুযায়ী ঃ যেমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কাহারো পিতা, আবার কাহারো সম্পর্কে পুত্র, তেমন একই জ্ঞান শব্দ অবলম্বন করিলে শব্দ-গ্রাহী ও রূপকে অবলম্বন করিলে রূপ-গ্রাহী বলিয়া গণ্য।

মাধ্যমিক ঃ এরূপ কল্পনা সিদ্ধান্তকৃত পরমার্থের কথা হইতে পারে না। (কেননা, তোমরা সাংখ্য মতাবলম্বী লোকের বিচার হইতে

পরমার্থ-রূপে যাহা) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সম্পর্কিত তত্ত্ব আছে; ইহারা পিতাও নহে, পুত্রও নহে। যে-জ্ঞান রূপগ্রাহী, স্বভাব শব্দ-গ্রাহী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যদি সেই শব্দ জ্ঞান নটের মত রূপ-গ্রাহী সাজিয়া রূপ গ্রাহী বলিয়াও স্বীকার কর, তবু ইহাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হইবে। কেননা, ইহা নিয়ত একই স্বভাবসম্পন্ন নহে। একই জ্ঞানে যদি স্বভাবের পার্থক্য স্বীকার কর, তবে বলিতে হইবে এই একতা এক অপূর্ব। ইহা দ্বারা কদাচিৎ কেহ বুঝিতে পারে।

সাংখ্যানুযায়ী ঃ জ্ঞান এক। ইহা যখন শব্দ বা রূপ ইত্যাদি বিষয়-রূপ উপাধি-যুক্ত হয়, তখন ইহা যে এক উপাধি যুক্ত হইয়া অন্য রূপ গ্রহণ করে সেই অন্য রূপটি সত্য নয়।

মাধ্যমিক ঃ যদি ইহা স্বীকার কর, তবে বল, ইহার স্বরূপ কি? যদি 'জ্ঞানতা' কে ইহার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার, তাহা হইলে সকল পুরুষের (আত্মার) মধ্যে ভেদ-বিভেদের অভাবে ইহা এক সদৃশ। ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। কিন্তু তোমাদের তত্ত্ব চর্যায় আত্মা অনেক। কিন্তু এই যুক্তিবাদের প্রভাবে আমরা চেতন ও অচেতনকে এক বলিতে পারি। কেননা, উভয়ের মধ্যে অস্তিত্ব নামক ধর্ম একই সমান। কিন্তু যখন ইহা নিছক মিথ্যায় পর্যবসিত হইল, তখন সমানতা বা সাদৃশ্য আরোপিত হইবে কোথায়? (অর্থাৎ ভেদ-বিভেদ থাকিলেই তো সাদৃশ্য সম্ভব। ভেদ-বিভেদ মিথ্যা হইলে বা না থাকিলে সমস্ত কিছুই এক হইয়া যাইবে। তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষ ইত্যাদি বিভাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? এরূপে জ্ঞান স্বরূপ আত্মা অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না।)

৬৯। অচেতনশ্চ নৈবাহ মাচৈতন্যাত্ পটাদিবত্।
অথ জ্ঞশ্চেত না যোগাদজ্ঞো নষ্টঃ প্রসজ্যতে ॥

৭০। অথা বিকৃত এবাত্মা চৈতন্যেনাস্য কিং কৃতং।
অজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয় যস্যৈব মাকা শস্তত্মতা মতা ॥

৭১। ন কর্মফল সম্বন্ধো যুক্তশ্চেদাত্মনা বিনা।
কর্মং কৃত্বা বিনষ্টে হি ফলং কস্য ভবিষ্যতি ॥

৭২। দ্বয়োরপ্যা বয়ো সিদ্ধে ভিন্নাধারে ক্রিয়া ফলে।
নির্ব্যাপারশ্চ তত্রাত্মেতাত্র বাদো বৃথা ননু ।।

৭৩। হেতুমান ফল যোগীতি দৃশ্যতে নৈষ সংভব।
সন্তানস্যৈক্য মাশ্রিত্য কর্তা ভোক্তেতি দেশিতং ॥

ঘটপটাদি যেরূপ অচেতন 'আমি' বা আত্মা সেরূপ অচেতন নহেন। অচেতন হইলেও বেদনা-যোগে বা বুদ্ধি-যোগে জ্ঞ বা সচেতন হন। চেতনার যোগ না হইলে আত্মা নষ্ট হইয়া যাইবে। (৬৯)

আর যদি আত্মা অবিকৃত হন, তবে চৈতন্য যোগে ইঁহার কি আসে যায়? তাহা হইলে অজ্ঞ, নিষ্ক্রিয়, আকাশ-কল্প পদার্থের আত্মতা আসিয়া পড়ে। (৭০)

আত্মা ব্যতীত কর্মফল সিদ্ধ হয় না। কারণ, কর্ম করিয়া বিনষ্ট হইলে ফল ভোগ হইবে কাহার? (৭১)

কিন্তু আমাদের উভয়ের মতে কর্মফল ভিন্নাধারে সিদ্ধ হয়। নির্ব্যাপার পদার্থের দ্বারা কর্মফল সিদ্ধি অসম্ভব বলিয়া আত্মবাদ বৃথা। (৭২)

কর্ম-কর্তাই যে ফল ভোক্তারূপে পরিণত, এমন কোন নিয়ম নাই। জীবন-প্রবাহের একত্ব আশ্রয় করিয়া কর্তাই ভোক্তারূপে পরিণত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। (৭৩)

[মাধ্যমিক ঃ অচেতনতা অহঙ্কারের বিষয় নহে। বস্ত্র ইত্যাদি যেরূপ অচেতন বলিয়াই অহঙ্কারের বিষয় নহে।]

নৈয়ায়িক ঃ চেতনার যোগে অচেতন আত্মাও জ্ঞাতা হয়। অতঃপর চেতনা বস্ত্র ইত্যাদির ন্যায় নহে যে অহঙ্কারের বিষয় হইতে-

পারিবে না। কেননা, বস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে কখনও চেতনা দৃষ্ট হয় না।

মাধ্যমিক : ইহা ঠিক নহে, কেননা, মূর্চ্ছা প্রভৃতির মধ্যে আত্মা জ্ঞাতা হয় না। অতঃপর সেই চেতনার যোগ নষ্ট হইলে ইহাকে নষ্ট বলিয়া মানিতে হইবে।

নৈয়ায়িক : আত্মার নষ্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কেননা, ইহা সর্বদা অবিকৃতই থাকে।

মাধ্যমিক : ইহা ঠিক নহে। কেননা, যখন আত্মায় কোন পরিবর্তন নাই, তখন চৈতন্য ইহার কি করিতে পারে? ইহাকে জ্ঞাতা স্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইরূপ হইলে তো আকাশকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, তোমাদের নৈয়ায়িকের আত্মার ন্যায় আকাশও নিষ্কর্মা ও জ্ঞানহীন।

নৈয়ায়িক : কর্ম ও ইহার ফলকে তোমরা বৌদ্ধগণও স্বীকার করিয়া থাক; কিন্তু আত্মা স্বীকার কর না। আত্মা ব্যতীত কর্ম ও ফল কোন কিছুর মধ্যে যে নিহিত হয় তাহা সম্ভবপর নহে। কেননা, কর্ম সম্পাদন করিয়া ক্ষণিকতা বশতঃ কর্তা নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে ফল ভোগ হইবে কিরূপে?

মাধ্যমিক : আমাদের উভয়ের মতে কর্ম ও ফল এক আধারে সিদ্ধ হয় না। কেননা, আমাদের মতে কর্তা ক্ষণিক। যে কর্ম করে, সে ফলভোগ করে না। আর তোমাদের মতে কর্ম সম্পাদন করে শরীর। যে-শরীর কর্ম সম্পাদন করে, সে শরীর পরলোকে কিংবা ইহলোকে পুনরায় জন্ম ধারণ করিলেও ফল ভোগ করে না।

নৈয়ায়িক : শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আত্মা একরূপই থাকে। আত্মা এক

শরীরে কর্তা এবং অন্য শরীরে ভোক্তা। অতএব আমাদের মতে কর্ম ও ফলের আধার একজনই হইয়া থাকে।

মাধ্যমিক ঃ তোমাদের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। অতএব ইহার কর্তা বা ভোক্তার হওয়ার কথা উত্থাপন ব্যর্থ বা নিরর্থক। তবে আমাদের মতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল জীবের যে জীবন প্রবাহ—ইহাকে যদি এক বলিয়া স্বীকার করা যায়। এক আধারে কর্তা ভোক্তা স্বীকার করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ হেতু-প্রত্যয় সমন্বিত কর্তা ও ভোক্তা এক বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নহে।)

বিজ্ঞানবাদীগণের সিদ্ধান্তানুসারে চিত্তকে পরমার্থ সত্ মানা সত্ত্বেও ইহা অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না।

৭৪। অতীতানাগতং চিত্তং নাহং তদ্ধি ন বিদ্যতে।
অথোতপন্নমহং চিত্তং নষ্টে' স্মিন্ নাস্ত্যহং পুনঃ॥

৭৫। যথৈব কদলী স্তংভো ন কশ্চিদ্ ভাগশঃ কৃতঃ।
তথাহ মপ্য সদ্ ভূতো মৃগ্যমাণো বিচারতঃ॥

৭৬। যদি সত্ত্বো ন বিদ্যতে কস্যোপরি কৃপেতি চেত্।
কার্যার্থ মভ্যুপেতেন যো মোহেন প্রকল্পিতঃ॥

৭৭। কার্যং কস্য ন চেত্ সত্ত্বঃ সত্যমীহা তু মোহতঃ।
দুঃখ ব্যু পশমার্থং তু কার্যমোহো ন বার্যতে॥

৭৮। দুঃখ হেতু রহংকার আত্ম মোহাত্তু বর্ধতে।
ততো 'পি নিবর্ত্যশ্চেদ্ বরং নৈরাত্ম্য ভাবনা॥

অতীত ও অনাগত চিত্ত যথাক্রমে নষ্ট ও অজাত সুতরাং 'অহং' তাহা নহে। আর বর্তমান চিত্ত যদি 'অহং' হয়, তবে তাহা নষ্ট হইলে পুনরায় 'অহং' থাকিবে না। (৭৪)

কদলী স্তম্ভকে বিভক্ত করিলে যেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তেমন বিচারপূর্বক অন্বেষণ করিলে অহংভাবও থাকে না। (৭৫)

সত্ত্ব বা প্রাণী যদি না থাকে, তবে কাহার প্রতি কৃপা করা হয়? কার্য বা পুরুষার্থ সাধনের জন্য স্বীকৃত ও মোহের দ্বারা কল্পিত যে প্রাণী তাহার প্রতি কৃপা করা হয়। (৭৬)

যদি সত্ত্ব না থাকে, তবে কাহার এই পুরুষার্থ-রূপ কার্য?—ইহা সত্য। পুরুষার্থ সাধনে যে চেষ্টা তাহা মোহ-বশেই হয়। দুঃখ নিবারণ করে আবশ্যকীয় মোহ বারিত হয় না। (৭৭)

দুঃখ-হেতু যে অহঙ্কার তাহা আত্ম-মোহ হইতে বর্দ্ধিত হয়। আত্ম-মোহ দ্বারা অহঙ্কার নিবর্তিত করা সাধ্য নহে। সুতরাং নৈরাত্মা-ভাবনাই শ্রেয়ঃ। (৭৮)

[মাধ্যমিক ঃ বিজ্ঞানবাদিগণের মতানুযায়ী চিত্তকে পরমার্থ বলিয়া মানিয়া লইলেও অতীত ও অনাগতের যেই চিত্ত, তাহা অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না। কেননা, বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্বই বিদ্যমান নাই। অতীত ও অনাগতের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান চিত্তের সহিতও অহঙ্কার থাকিতে পারে না। কেননা, ইহা পরক্ষণে যখন নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন ইহার সহিত অহঙ্কার থাকিবে না। যেমন কদলী কাণ্ডকে বিভক্ত করিলে ভিতরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি বিচার বুদ্ধির সহিত বিশ্লেষণ করিলেও 'অহং' নামের অস্তিত্ব থাকে না।

প্রতিপক্ষ ঃ যদি 'অহং' অর্থাৎ সত্ত্ব না থাকে, তাহা হইলে বোধিসত্ত্বের করুণা হইবে কিসের উপর?

মাধ্যমিক ঃ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য যে ব্যবহারিক সত্য মানিয়া লওয়া

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হইয়াছে তদ্দারা যেই সত্ত্ব-কল্পনা করা হয়, তাহার প্রতি বোধিসত্ত্বগণের করুণা বিহিত হয়।

প্রতিপক্ষ ঃ যখন সত্ত্ব নামেই কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না, তখন পুরুষার্থ সাধিত হয় কাহার ?

মাধ্যমিক ঃ সত্যতঃ বলিতে গেলে সত্ত্ব কিংবা পুরুষার্থ নামে কোথাও কিছু বিদ্যমান নাই। কিন্তু মোহবশতঃ মানুষ পুরুষার্থ সিদ্ধি মানসে প্রবৃত্ত হয় এবং পুরুষার্থ বা পরম তত্ত্বাববোধের জন্য সাধন-ভূত এই মোহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন যখন দুঃখ-নিবৃত্তি অভিমুখী হয় তখন আমাদের মাধ্যমিক মতাবলম্বিগণের মতে ব্যবহারিক সত্যের প্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে।

প্রতিপক্ষ ঃ পুরুষার্থক সাধক মোহ যেমন নিষিদ্ধ নহে, তেমনি আত্মা সম্পর্কেও যদি কোনরূপ নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ থাকিবে না।

মাধ্যমিক ঃ এরূপ হইলেও ইহাতে পরবশ্যতা থাকে, কেননা, আত্মার প্রতি যে মোহ, তাহাতে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব দুঃখের এই কারণ ধ্বংস করিতে হইবে।

প্রতিপক্ষ ঃ আত্ম-দর্শন দ্বারা অহঙ্কার ধ্বংস হয়। অতএব অহঙ্কার দূর করিতে হইলে আত্মার নিষিদ্ধতার আবশ্যকতা নাই।

মাধ্যমিক ঃ আত্ম-দর্শন দ্বারাও অহঙ্কারের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে। আত্ম-দৃষ্টি হইলেও আত্ম-স্নেহও পর-বিদ্বেষ হইবে এবং কখনও আমিত্ব-মমত্বের বন্ধন ছিন্ন হইবে না। অতএব অহঙ্কার ধ্বংস করিবার উপায় নৈরাত্ম্য-ভাবনা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা অন্য কিছু হইতে পারে না।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কায়ার প্রতি স্মৃত্যুপস্থান

৭৯। কায়ো নপাদৌ ন জংঘা নোরূ কায়ঃ কটির্ন চ।
নোদরং নাপ্যযং পৃষ্ঠং নোরো বাহূ ন চাপি সঃ॥

৮০। ন হস্তৌ নাপ্যযং পার্শ্বৌ ন কক্ষৌ নাংসলক্ষণঃ।
ন গ্রীবা ন শিরঃ কায়ঃ কায়ো 'ত্র কতরঃ পুনঃ॥

পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটিদেশ, উদর, পৃষ্ঠ, উরঃ, বাহুদ্বয়, হস্তদ্বয়, পার্শ্ব-দেশ, কাঁখ, স্কন্ধ, গ্রীবা, শির,—কায় নহে। তবে এক্ষেত্রে কায় বলিতে কোন্‌টি বুঝায়? (৭৯, ৮০)

প্রসঙ্গক্রমে অবয়বীর সমীক্ষা

[নৈয়ায়িকগণ কল্পনা করেন যে অবয়ব হইতে ভিন্ন, অথচ সেই অবয়ব সমূহের সমবায় সম্পর্কে স্থিত এক অবয়বী বস্তু আছে যাহা আপনার অবয়ব, হাত ইত্যাদি হইতে পৃথক। এক্ষেত্রে অবয়ব ও অবয়বীর সহ-অবস্থান সম্পর্কে দুইটি মত হইতে পারে। প্রথম মত এই যে—এক অবয়বী নিজের কোন অংশের অবয়ব সমূহের মধ্যে অবস্থান করে। দ্বিতীয় মত এই যে—সমগ্র অখণ্ড এক অবয়বী অবয়ব সমূহে অবস্থান করে। বস্তুতঃ এই দুই মতই দোষ-যুক্ত; কেননা,]

৮১। যদি সর্বেষু কায়ো 'যমেকদেশেন বর্ততে।
অংশা অংশেষু বর্তন্তে সচ কুত্র স্বয়ং স্থিতঃ॥

৮২। সর্বাত্মনা চেৎ সর্বত্র স্থিতঃ কায়ঃ করাদিষু।
কায়স্তাবন্ত এব স্যুর্যাবন্তস্তে করাদয়ঃ॥

সমগ্র অবয়বের মধ্যে একদেশ ব্যাপ্ত করিয়া তথায় কায় বর্তমান আছে। অংশসমূহ প্রত্যেকের অংশে বর্তমান আছে। উহাদের মধ্যে কায় নিজে কোথায় স্থিত আছে? (৮১)

করাদি সমস্ত অঙ্গের সর্বাবস্থায় কায় যদি অবস্থিত থাকে, তবে করাদি যত সংখ্যক, কায় তত সংখ্যক হইবে। (৮২)

৮৩। নৈবান্তর্ন বহিঃ কায়ঃ কথং কায়ঃ করাদিষু।
করাদিভ্যঃ পৃথগ্ নাস্তি কথং নু খলু বিদ্যতে ॥

৮৪। তন্নাস্তি কায়ো মোহাত্তু কায়-বুদ্ধিঃ করাদিষু।
সংনিবেশ বিশেষেণ স্থানৌ পুরুষ বুদ্ধিবত্ ॥

সুতরাং কায় কর-চরণাদির অন্তরে কিংবা বাহিরে নাই। কর-চরণাদি হইতে পৃথকও নহে। অতএব কায় কোথায়? (৮৩)

তদ্ধেতু কায় বলিয়া কিছু নাই। মোহ-বশতঃই করাদিতে কায়-বুদ্ধি জন্মে। যেমন সন্নিবেশ বিশেষে স্থানুতে পুরুষ-বুদ্ধি হয়। (৮৪)

[অতএব অভ্যন্তরস্থ মাংস-ব্যধির ইত্যাদিও কায় নহে। এবং বহিবস্থ অবয়ব ও কায় নামে স্থিরীকৃত হয় না। কিন্তু হাত ইত্যাদি অবয়বে কায়ার প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে? এই কারণে কায় 'অস্থি-সিদ্ধ' পদার্থ বলিয়া কোন সিদ্ধান্ত নাই। ভ্রান্তি-বশে হাত ইত্যাদি অবয়বে কায় 'ভাতি-সিদ্ধ' পদার্থ বলিয়া অবশ্যই গণ্য। যেমন আকৃতির বিশেষত্ব হেতু স্তম্ভের মধ্যেও পুরুষের 'ভাতি-সিদ্ধ' বোধ জন্মে। 'অস্তি-সিদ্ধ' ও 'ভাতি-সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ এক্ষেত্রে বাস্তবিক ও ভ্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুপের জল অস্তি-সিদ্ধ মূলক; কেননা, ইহা দ্বারা স্নান-পান ইত্যাদি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। মরীচিকার জল 'ভাতি-সিদ্ধ'; কেননা, ইহা দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। জগতে যে-সব পদার্থে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া 'অস্তি-সিদ্ধ' নামে কথিত। সেই সব পদার্থই যোগিগণের দৃষ্টিতে 'ভাতি-সিদ্ধ'। কেননা, তাঁহারা যে-শান্তিমূলক পরমার্থের আকাঙ্ক্ষা করেন,—ঐ সকল বস্তুতে পাওয়া যায় না।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৮৫। যাবত্ প্রত্যয় সামগ্রী তাবত্ কায়ঃ পুমানিব।
এবং করাদৌ সা যাবত্ তাবত্ কায়ো'ত্র দৃশ্যতে।।

যতদিন প্রত্যয় সামগ্রী থাকিবে ততদিন পুরুষকে স্ত্রী সাজাইলে যেরূপ প্রতীতি জন্মে—কায়ও সেরূপ প্রতীত হয়। এইরূপে যতদিন কারণ সামগ্রী হাত ইত্যাদি অবয়বের অন্তরালে বর্তমান থাকিবে ততদিন তথায় কায় প্রতীতি জন্মিবে। (৮৫)

('কায়ঃ পুমানিব' এই ছত্র পাঠান্তরে 'কাষ্ঠং পুমানিব' দেখা যায়। তাহা হইলে ইহার অর্থ হয় এইরূপ: যতদিন কারণ সামগ্রী থাকিবে ততদিন কাষ্ঠময় স্তম্ভের মধ্যে পুরুষ-ভ্রম জন্মিবার ন্যায় হাত ইত্যাদি অবয়বে ও ইহাদের হেতু প্রত্যয় প্রভাবে কায়ার অস্তি-ভাব নিরূপিত হয়।

প্রসঙ্গ ক্রমে পরমাণু সমীক্ষা

৮৬। এব মংগুলি পুংজতাৎ পাদোঽপি কতরো ভবেত্।
সো'পি পর্ব সমূহত্বাত্ পর্বাপি স্বাংশ ভেদতঃ।।

৮৭। অংশা অপ্যণূ ভেদেন সো'প্যণুর্দিগ্বিভাগতঃ।
দিগ্বিভাগো নিরংশত্বাদ্ আকাশং তেন নাস্ত্বণুঃ।।

এইরূপে আঙ্গুলি সমূহের অতিরিক্ত পদ বলিতে কি কিছু আছে? এই পদও গ্রন্থিগুলির অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে এবং এই গ্রন্থিগুলিও নিজ নিজ অবয়বের অংশ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নহে। এই গ্রন্থিগুলির অংশ পরমাণুর মধ্যে বন্টিত হয়। এবং পরমাণুও দিগ্বিভাগে বিভক্ত হয়। দিক বিভাগ—আকাশ বা শূন্য। কেননা, আকাশের পৃথক কোন অংশ নাই। অতএব পরমাণুকে অসৎ-ই বলিতে হইবে।

(৮৬, ৮৭)

৮৮। এবং স্বপ্নোপমে রূপে কো রজ্যেত বিচারকঃ।
কাযশ্চৈবং যদা নাস্তি তদা কা স্ত্রী পুমাংশ্চ কঃ।।

এরূপ স্বপ্নতুল্য রূপে কোন্ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আসক্তি হইবে? পরমার্থতঃ কায়েরই যখন অস্তিতঃ বিদ্যমান নাই, তখন স্ত্রীই বা কে আর পুরুষই বা কে? (৮৮)

বেদনা স্মৃত্যুপস্থান

৮৯। যদ্যস্তি দুঃখং তত্ত্বেন প্রহৃষ্টান্ কিংন বাধতে।
শোকার্তায় মৃষ্টাদি সুখং চেত্ কিংন রোচতে॥

দুঃখ যদি তাত্ত্বিক ভাবে হয়, প্রহৃষ্ট ব্যক্তিগণের তাহা বাধিত করে না কেন? যদি মৃষ্টাদি সুখের হয়, তবে শোকার্ত ব্যক্তিগণের ভাল লাগে না কেন? (৮৯)

[দুঃখ যদি পরমার্থ সত্য বলিয়াই গণ্য হয়, তবে দুঃখের তরঙ্গে নিমগ্ন থাকিয়াও কেন দুঃখ বোধ জন্মে না? আর সুখ যদি পরমার্থ সত্য হয়, তবে শোকাদিতে যে কাতর হয়, তাহাকে মিষ্ট পদার্থের সুখ অনুভূতি কেন সংহৃষ্ট করিতে পারে না?]

৯০। বলীয়সাভি ভূতত্বাদ্ যদি তন্নানু ভূয়তে।
বেদনাত্বং কথং তস্য যস্য নানু ভবাত্মতা॥

অধিকতর বলবান অন্য ভাবের দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই যদি সুখ-দুঃখ অনুভূত না হয়, তবে বলিতে হইবে, যাহার অনুভবাত্মতা নাই তাহার বেদনাত্ব কোথায়? (৯০)

[যদি সেই দুঃখ বা সুখ প্রবল সুখ বা দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়, অভিভূত হওয়ার কারণ যদি অনুভূতিতে না আসে, তবে যাহা অনুভূতিতে আসিল না, তাহাতে বেদনীয়তা অর্থাৎ অনুভব করার যোগ্যতা কোথায়?]

৯১। অতি সূক্ষ্মতয়া দুঃখং স্থৌল্যং তস্য হৃতং ননু।
তুষ্টি মাত্রা পরা চেত্ তস্মাত্ সাপ্যস্য সূক্ষ্মতা॥

সুখের সময় দুঃখ সূক্ষ্মভাবে থাকে আর তাহার স্থূলতা তখন অপগত—তাহাও ঠিক নহে, কারণ তখন তুষ্টির মাত্রা

অতি অল্প হয়। তাহা হইলে তাহা সুখেরই সূক্ষ্মতা। (৯১)

[সুখের সময় দুঃখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। শুধু ইহা স্থূলতা বা প্রবলতা চলিয়া যায়।—ইহা ঠিক নহে, কেননা, দুঃখের সূক্ষ্মতার অনুভব সুখাবস্থায় হয় না। যদি অল্প মাত্র সুখকে দুঃখের সূক্ষ্মতা বলিয়া মানা যায়—তবে তাহা ঠিক নহে। কেননা, তাহা তো এই সুখেরই সূক্ষ্মতা।]

৯২। বিরুদ্ধ প্রত্যয়োৎপত্তৌ দুঃখ স্যানুদয়ো যদি।
কল্পনা ভিনিবেসো হি বেদনেত্যাগতং ননু॥

বিরুদ্ধ প্রত্যয় শক্তির উৎপত্তিতে যদি দুঃখের সৃষ্টি না হয়, তবে বেদনা শুধু কল্পনা দ্বারা অভিনিবেশ মাত্র। (৯২)

[যদি বিরুদ্ধ কারণের উপস্থিতির জন্য সুখাবস্থায় দুঃখ উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ইহাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে বেদনা শুধু মানসিক কল্পনার সহিত সম্পর্কিত।

৯৩। অতএব বিচারো'য়ং প্রতিপক্ষো'স্য ভাব্যতে।
বিকল্প ক্ষেত্র সংভূত ধ্যানাহারা হি যোগিনঃ॥

অতএব বিচার্য বিষয় এই যে, সুখাদি অভিনিবেশের প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে। এই জন্য যোগিরাও কল্পনা সম্ভূত ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইয়া প্রীতি সুখ আহার করিয়া জীবিত থাকেন।

(ঐ জন্য ইহার বিরোধী বিচারের চর্চা করা হইতেছে, কেননা, কল্পনা বিদূরিত না হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মে না। যোগী ধ্যানাহার অর্থাৎ ধ্যানলব্ধ প্রীতি-সুখ দ্বারা জীবন ধারণ করেন। এই ধ্যানাহার উৎপন্ন হয় বিকল্প অর্থাৎ কল্পনার ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ যোগি-সুখ মনেরই কল্পনা মাত্র। সাংসারিক লোকের অনুভূতির ন্যায় যোগিগণের বেদনাও মনের খেলা মাত্র। এই প্রকারে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বেদনা কোন পরমার্থ সত্ পদার্থ নহে। বেদনা শুধু মনের কল্পনা মাত্র। এই বিষয়কে প্রকারান্তরে সিদ্ধ করার জন্য বেদনা উৎপত্তির হেতু সমূহ এক্ষেত্রে খণ্ডন করা হইয়াছে। মন, বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয় ও বিষয়—এই তিনের একত্র সন্নিবেশে স্পর্শ উৎপন্ন হয় এবং স্পর্শ হইতে বেদনা হয়। এই ত্রিবিধ সন্নিবেশই স্পর্শ-বেদনার কার্য-কারণ ভাব সম্ভবপর নহে।] কেননাঃ

৯৪। সান্তরা বিন্দ্রিয়ার্থে চেত্ সংসর্গঃ কুত এতয়োঃ।
নিরন্তরত্বে'প্যেকত্বং কস্য কেনাস্ত সংগতিঃ ।।

ইন্দ্রিয় ও অর্থের (বিষয়ের) মধ্যে যদি অন্তর থাকে তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে সংসর্গ হয় কিরূপে? যদি অন্তর না থাকে, তবে দুইটি ত এক হইয়া যাইত। এবং কোনটির সঙ্গে কোনটির সংযোগ কিরূপে হওয়া সম্ভব? (৯৪)

৯৫। নাণোরনৌ প্রবেশো'স্তি নিরাকাশঃ সমশ্চ সঃ।
অপ্রবেশে ন মিশ্রত্ব মমিশ্রত্বে ন সংগতি।।

পদার্থ হইতেছে পরমাণুপুঞ্জ। পরমাণু পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ সম্ভব নহে। কেননা, পরমাণু নিরবকাশ ও অচ্ছেদ্য। প্রবেশ ভিন্ন মিলন সম্ভবপর নহে এবং মিলন ভিন্ন সংসর্গ সম্ভবপর নহে।

৯৬। নিরংশস্য চ সংসর্গে কথং নামোপপদ্যতে।
সংসর্গে চ নিরংশত্বং যদি নাম নিদর্শয়।।

নিরবয়ব পদার্থের সংসর্গ কিরূপে হইতে পারে। যদি নিরবয়ব পদার্থের সংসর্গের দৃষ্টান্ত থাকে, তবে তাহা উত্থাপন কর। (৯৬)

৯৭। বিজ্ঞানস্য ত্বমূর্তত্বাত্ সংসর্গো নৈব যুজ্যতে।
সমূহস্যাপ্য বস্তুত্বাদ্ যথা পূর্বং বিচারিতং।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মন নিরাকার। কোন কিছুর সঙ্গেই ইহার সংসর্গ হইতে পারে না। দৃশ্যমান প্রত্যেক সাকার পদার্থই পরমাণু সমষ্টি। তাহাও পরমার্থ সৎ নহে। এ সম্বন্ধে পূর্বেও বিচার করা হইয়াছে। -(৯৭) (৯/৮৬-৮৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

৯৮। তদেবং স্পর্শনাভাবে বেদনা সংভবঃ কুতঃ।
কিমর্থময় মায়াসঃ বাধা কস্য কুতো ভবেত্ ॥

এইরূপে মন, ইন্দ্রিয় ও অর্থের (বিষয়ের পরস্পর সংসর্গ সম্ভবপর নহে। অতএব বেদনা উৎপন্ন হয় কিরূপে? আর বেদনাই যদি না থাকে, তাহা হইলে এই কঠোর পরিশ্রম কিসের জন্য? ইহাতে বাধাই বা কোথায় হইতে কাহার হইতে পারে? (৯৮)

৯৯। যদা ন বেদকঃ কশ্চিদ্ বেদনা চ ন বিদ্যতে।
তদাবস্থামিমং দৃষ্ট্বা তৃষ্ণে কিং ন বিদীর্যসে ॥

যখন কোন বেদয়িতা বলিতে কেহ নাই এবং বেদনার অস্তিত্বই বিদ্যমান নাই, তখন হে তৃষ্ণা। তুমি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কেন বিদীর্ণ বা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাও না? (৯৯)

১০০। দৃশ্যতে স্পৃশ্যতে চাপি স্বপ্ন মায়োপমাত্মনা।
চিত্তেন সহজাত ত্বাদ্ বেদনা তেন নেক্ষ্যতে ॥

স্বপ্ন মায়োপম চিত্তের বিষয় দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হয়। ইহা চিত্তের সহজাত, অতএব বস্তুতঃ নাই।

[স্বভাবতঃ স্বপ্ন ও মায়ার তুল্য অপরমার্থ সৎ চিত্ত যখন চক্ষুর প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, তখন দেখা যায় আর যখন কায়ের প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন হয় তখন স্পর্শ হয়। এবং বেদনা ইহাদের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। এই জন্য তাহা পৃথকভাবে অনুভূত হওয়াতে দেখা যায় না।]

১০১। পূর্বং পশ্চাচ্চ জাতেন স্মর্যতে নানুভূযতে।
স্বাত্মানং নানুভবতি ন চান্যে নানুভূযতে ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পূর্ব বেদনা পশ্চাজাত জ্ঞানের দ্বারা স্মরণ করা যায় কিন্তু অনুভব করা যায় না। বেদন নিজেকে অনুভব করে না। অন্য কেহও অনুভব করে না। (১০১)

[যাহা পরে উৎপন্ন হয়েছে তাহা পূর্ব উৎপন্ন বস্তুকে অনুভব করিতে পারে না, স্মরণ করিতে পারে। কেননা, পরস্পর অনুভব করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহাদের উৎপত্তি সমকালীন। স্বয়ং স্ব-সংবেদন হওয়াও যেমনি সম্ভবপর নহে, (দ্রষ্টব্য ৯/১৭-২৫) তেমনি অপরদ্বারাও অনুভূত হওয়া সম্ভবপর নহে।]

১০২। ন চা বেদকঃ কশ্চিদ্ বেদনাতো ন বিদ্যতে।
নিরাত্মকে কলাপে 'স্মিন্ ক এব বাধ্যতে' নয়া ॥

এই জন্য পরমার্থে তো বেদয়িতাও নাই এবং বেদনার অস্তিত্বও বিদ্যমান নাই। এই নিরাত্মক প্রপঞ্চের মধ্যে ইহা দ্বারা ক্লেশ কিরূপে সম্ভব?

চিত্ত স্মৃত্যুপস্থান এবং ধর্ম্ম স্মৃত্যুপস্থান

১০৩। নেন্দ্রিয়েষু ন রূপাদৌ নান্তরালে মনঃ স্থিতং।
নাপ্যন্তর্ণ বহিশ্চিত্ত মন্যত্রাপি ন লভ্যতে ॥

মন ইন্দ্রিয় সমূহে নাই, রূপাদি বিষয়েও নাই, এই দুইয়ের অন্তরালেও নাই। মন ভিতরেও নাই। বাহিরেও নাই এবং এই সব বস্তু হইতে অন্যত্র কোন স্থানেও নাই। (১০৩)

১০৪। যন্ন কায়ে ন চান্যত্র ন মিশ্রং ন পৃথক ক্বচিত্।
তন্ন কিংচিদতঃ সত্ত্বা প্রকৃত্যা পরি নির্ব্বৃতাঃ ॥

যাহা কায়ের মধ্যে নাই, কায়ের বাহিরে অন্য স্থানেও নাই, উভয় স্থানেও নাই, অথবা এই উভয়ের থেকে পৃথক কোথাও নাই। ইহা কোন সৎ পদার্থ নহে। তদ্ধেতু প্রাণিগণ স্বভাবতঃই পরিনির্বৃত বা মুক্ত। (১০৪)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০৫। জ্ঞেয়াৎ পূর্বং যদি জ্ঞানং কিমালম্ব্য সংভবঃ।
জ্ঞেয়েন সহ চেদ্ জ্ঞানং কিমালং ব্যাস্থা সংভবঃ ॥

১০৬। অথ জ্ঞেয়াদ্ ভবেত্ পশ্চাত্তদা জ্ঞানং কুতো ভবেত্।
এবং চ সর্ব ধর্মানামুৎ পত্তির্ণাব সীয়তে ॥

জ্ঞায়ের পূর্বে যদি জ্ঞান হয়, কিংবা জ্ঞায়ের সহিত যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে কি অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইবে? আর যদি জ্ঞেয়ের পশ্চাৎ জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই বা জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপে সর্ব ধর্মের উৎপত্তি প্রতীত হয় না। (১০৫, ১০৬)

[যাহা কোন জ্ঞেয় বিষয় অবগত হয়,—তাহাই জ্ঞান নামে কথিত। চিত্ত, মনস্, জ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পর্যায় বাচক শব্দ। অতএব, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিতে হইবে। ইহাতে তিন প্রকার স্থিতি সম্ভব। জ্ঞান, জ্ঞেয় হইতে পূর্ব বা পশ্চাৎ, অথবা যুগপৎ হইতে পারে। অন্য কোন চতুর্থ স্থিতি হইতে পারে না এবং বস্তুতঃ এই ত্রিবিধ স্থিতিও সম্ভব নহে। কেননা ঃ—

জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পূর্বকার হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না হওয়াতে উহাকে কিরূপ আধারের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞান বলা সম্ভব হইবে? জ্ঞান ও জ্ঞেয় যদি যুগপৎ হয় তাহা হইলে কার্য-করণ নীতির সম্বন্ধ থাকে না। কেননা, কারণ সর্বদা পূর্বে এবং কার্য পরে দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন্ অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া জ্ঞান বল সম্ভব হইবে? যদি জ্ঞান জ্ঞেয় হইতে পশ্চাৎ হয়, তাহা হইলে ইহার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? কারণ, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ত জ্ঞেয় নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞানের উৎপত্তির ন্যায় সকল ধর্মের উৎপত্তির কোনরূপ ঠিক-ঠিকানা নাই।]

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সংবৃতি সত্যের ভ্রম-মাত্রতা

১০৭। যদ্যেবং সংবৃতির্নাস্তি ততঃ সত্যদ্বয়ং কথং।
অথ সাপ্যন্য সংবৃত্যা স্যাত্ সত্ত্বো নির্বৃতঃ কুতঃ ।।

যদি সংবৃতি না থাকে, তাহা হইলে সত্যদ্বয় কিরূপে যুক্ত হয়? সংবৃতি-সত্য যদি অন্য সংবৃতি দ্বারা দৃষ্ট হইতে থাকে, তবে সত্ত্ব কদাপি নির্বৃত হইবে না। (১০৭)

[এই প্রকারে সংবৃতি সত্য-নামে যদি কিছু না থাকে তবে সত্য দুই প্রকার হয় কিরূপে? ইহার সিদ্ধি যদি অন্য সংবৃতি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে জীব মুক্ত হয় কিরূপে? কেননা, মুক্ত পুরুষও কোন না কোন পুরুষের সংবৃতির বিষয়ীভূত হইয়া যান।]

১০৮। পরচিত্ত বিকল্পো 'সৌ স্বসংবৃত্যা তু নাস্তি সঃ।
স পশ্চান্নিয়তঃ সো 'স্তি ন চেন্নাস্ত্যেব সংবৃতিঃ ।।

নির্বৃত সত্ত্বকে সংবৃতিতে আনা পর-চিত্তের কল্পনা মাত্র। কিন্তু নির্বৃত সত্ত্বের স্ব-সংবৃতি হয় না। নিয়ম-বুদ্ধি থাকিলেই সংবৃতি থাকে। তাহা হইলে নিবৃত পুরুষ সংবৃতি পশ্চাৎ অনুসারী হইয়া পড়েন। সুতরাং পরিনির্বৃত পুরুষের ইহা যখন থাকে না, তখন সংবৃতিও থাকে না। (১০৮)

[সেই মুক্ত পুরুষ অন্যের মনের কল্পনায় আসেন; কিন্তু নিজে নিজের সংবৃতিতে (কল্পনায়) আসেন না। ধর্ম যে-কারণ হইতে উৎপন্ন হয় সর্বদা তাহার পিছনে থাকে। (এই বিধানে ইহা যদি হয় তাহা হইলে সংবৃতি হয়, যদি না হয়, তাহা হইলে সংবৃতি হয় না। তিনিও পশ্চাৎ অনুসারী। তিনি যদি কিছু হন, তাহা হইলে সংবৃতির অন্তর্গত হইয়া পড়েন।) ইহার ভাব এইঃ—যে ক্ষেত্রে কার্য-কারণ ভাব আছে—সেক্ষেত্রেই সংবৃতি আর যেক্ষেত্রে কার্য-কারণ ভাব নাই সেক্ষেত্রে সংবৃতি হয় না।]

১০৯। কল্পনা কল্পিতং চেতি দ্বয়মন্যোন্য নিশ্রিতং।
যথা প্রসিদ্ধি মাশ্রিত্য বিচারঃ সর্ব উচ্যতে ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কল্পনা ও কল্পিত—এই উভয় অবস্থাই পরস্পর আশ্রিত। এই সব বিচার প্রসিদ্ধি বা লোক ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়াই সূচিত হয়। (১০৯)

১১০। বিচারিতেন তু যদা বিচারেণ বিচার্যতে।
তদানবস্থা তস্যাপি বিচারস্য বিচারণাত্ ॥

বিচারিত বিষয় পুনঃ বিচার দ্বারা যখন বিচার করা হয়, বিচারের পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে তাহাতে অনবস্থা দোষ হয়।

[অনবস্থা দোষ অর্থাৎ কোনরূপ স্থিতিরহিত বা অন্তহীন তর্ক যখন উপস্থিত হয়, তখন উহাতে অনবস্থা-দোষ আরোপিত হয়। যেমন বৃক্ষের হেতু খোঁজ করিতে গিয়া বীজ পর্যন্ত পৌঁছিয়া ও পুনঃ বীজের হেতু খোঁজ চলিতে থাকে। বলা হয় যে এই বীজের হেতু দ্বিতীয় বীজ, পুনঃ দ্বিতীয় বীজের হেতু তৃতীয় বীজ—। এইরূপে বীজের হেতু সন্ধান করিতে করিতে কোথায়ও স্থিতি হয় না। সুতরাং এই সব তর্কের অনবস্থা দোষ যেরূপ, বিচারিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে গিয়া উপসংহার ঘটাইতে না পারিলেও সেরূপ অনবস্থা দোষ ঘটে।

১১১। বিচারিতে বিচার্যে তু বিচারস্যাস্তি নাশ্রয়ঃ।
নিরাশ্রয় ত্বান্নোদেতি তচ্চ নির্বাণ মুচ্যতে ॥

বিচার্য অর্থাৎ বিচারের বিষয়ভূত সকল ধর্মের যখন বিচার করা হয়, তখন বিচারের আশ্রয়ই থাকে না। আশ্রয়হীন হইলে উহার প্রাদুর্ভাব হয় না। বিচার বা বিকল্পের অভাবকেই নির্বাণ বলা হইয়া থাকে। (১১১)

১১২। যস্য ত্বেতদ্ দ্বয়ং সত্যং স এবাত্যন্ত দুঃস্থিতঃ।
যদি জ্ঞান বশাদর্থো জ্ঞানাস্তিত্বে তু কা গতিঃ ॥

১১৩। অথ জ্ঞেয় বশাজ জ্ঞানং জ্ঞেয়াস্তিত্বে তু কা গতি ঃ।
অথান্যোন্য বশাত্ সত্ত্বমভাবঃ স্যাদ্ দ্বয়োরপি ॥

যাহার নিকট বিচার্য ও বিচার—এই দুই ভাব পরমার্থ সত্য, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। যদি জ্ঞান বশে অর্থ ব্যবস্থাপিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের অস্তিত্ব কিসের দ্বারা নিরূপিত হইবে? (১১২)

জ্ঞেয় বশে জ্ঞান হইলে জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরস্পরের বশে যদি পরস্পরের সত্তা হয়, তাহা হইলে উভয়েরই অভাব হইবে। (১১৩)

[যাহার মতে বিকল্প ও বিকল্পিত বিষয়—এই উভয়টিই সত্য; সে ব্যক্তি অতীব দুর্দশাগ্রস্ত। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় যাহা বস্তুতঃ উভয়ই কল্পিত, ঐ ব্যক্তি ইহাদিগকে সৎ বলিয়া সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিবে—যাহা সম্ভব নহে। সম্ভব হয়ই বা কিরূপে? যদি জ্ঞেয় পদার্থের কারণ জ্ঞেয় হয়, তবে জ্ঞানের অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করিবে? আর যদি জ্ঞানের কারণ জ্ঞেয় হয়, তবে জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব কিসের উপর থাকিবে? যদি উভয়ের অস্তিত্ব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা উভয়ের অভাবই মানিতে হইবে। পিতা পুত্রের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট হইবে।]

১১৪। পিতা চেন্ন বিনা পুত্রং কতঃ পুত্রস্য সংভবঃ।
পুত্রাভাবে পিতা নাস্তি তথা সত্ত্বং তয়োর্দ্বয়োঃ।।

যদি পুত্র ছাড়া পিতা না হয়, তবে পিতা না থাকিলে পুত্রই বা কিরূপে হয়। পুত্রের অভাবে পিতাও থাকে না। একের অভাব ঘটিলে উভয়েরই অভাব। (১১৪)

[এই প্রকারে এই সিদ্ধান্ত হয় যে পরমার্থতঃ পিতা-পুত্রের দৃষ্টান্তের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের উভয়েরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই।]

১১৫। অংকুরো জায়তে বীজাদ্ বীজং তেনৈব সূচ্যতে।
জ্ঞেয়াজ্জ্ঞানেন জাতেন তৎসত্তা কিং ন গম্যতে।।

যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি বীজ হইতে হইয়া থাকে এবং সেই অঙ্কুর হইতেই বীজ উৎপত্তির পুনরায় সূচনা হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তেমনি জ্ঞানের উৎপত্তি জ্ঞেয় বস্তু হইতে হইয়া থাকে। আবার জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা জানা যায়। অতএব, তাহার সত্তা উপলব্ধ কেন না হইবে?

১১৬। অংকুরাদন্য তো জ্ঞানাদ্ বীজ মস্তীতি গম্যতে।
জ্ঞানাস্তিত্বং কুতো জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং যত্তেন গম্যতে।।

বীজের চিহ্ন অঙ্কুর দ্বারা বুঝা যায় না; কিন্তু সেই অঙ্কুর হইতে অন্য অতিরিক্ত জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে হয়। ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব কিসের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়—যাহাতে জ্ঞেয় বস্তুর প্রতীতি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অজাতিবাদ স্থাপন

[প্রতীত্য সমুদ্পাদ অথবা হেতুপ্রত্যয় সাপেক্ষতার নিয়ম দ্বারা লৌকিক সকল ব্যবহার চলিতেছে। কিন্তু এই নিয়ম স্বয়ং মিথ্যা। ভাঙ্গন-গড়নশীল পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ ভাব স্থাপন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ কোন পদার্থ গঠিত হয় না কিংবা ভগ্নও হয় না। কোন পদার্থের উৎপত্তিও হয় না এবং কোন পদার্থের নিরোধও নাই। এই অজাতিবাদের স্থাপন নাগার্জ্জুন এক কারিকার মধ্যে করিয়া ছিলেন।

ন স্বতো, নাপি পরতো, ন দ্বাভ্যাং, নাপ্য হেতুতঃ।
উত্পন্না জাতু বিদ্যন্তে ভাবাঃক্বচন কেচন।।

(মাধ্যমিক কারিকা ১।১)

কোথাও কোন পদার্থ আপনাআপনি উৎপন্ন হয় না। অন্য হইতেও নহে, উভয় হইতেও নহে, অথচ অহেতু হইতেও নহে। এই স্থাপনা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে ব্যক্তি পদার্থের উৎ-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পত্তিকে এইরূপ উপায়ে অথবা কোন প্রকার কারণে মানিয়া থাকে। (ইহার খণ্ডন ১১৭-১৪৩ কারিকার মধ্যে পাওয়া যাবে)।]

অজাতিবাদের প্রতিপক্ষ স্বভাববাদের উপর বিচার

[চার্বাকের মতে জগতের বৈচিত্র্যের কারণ চেতন পদার্থ নহে। কেননা, যদি চেতন পদার্থ হইত, তবে তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হওয়া উচিত ছিল। অবশিষ্ট প্রত্যক্ষ গোচর সেই জড় পদার্থ, তাহাতে এই সামর্থ বিদ্যমান নাই যে কমল ও ময়ূরপুচ্ছের মত অদ্ভুত ও বিচিত্র বস্তু নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব, জগতের বিচিত্রতা এমনিই হয়, স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহার কোনরূপ হেতু নাই। কিন্তু এইরূপ মতবাদ ঠিক নহে। কেননা :-]

১১৭। লোকঃ প্রত্যক্ষ তস্তাবত্ সর্বং হেতু মুদীক্ষতে।
পদ্ম নালাদি ভেদো হি হেতু ভেদেন জায়তে।।

বিশ্বের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করিলে সর্ব দ্রব্যের হেতু প্রমাণিত হয়। পদ্ম ও পদ্ম নালের ভেদ ইহাদের হেতুর ভেদেই উৎপন্ন হয়।

[সমস্ত লোক প্রত্যক্ষই নানা প্রকার কার্যের নানা প্রকার হেতু দেখিয়া থাকেন। যেই বস্তুর যেই কারণ সেই বস্তুর উৎপত্তি সেই কারণ হইতেই হয়। ইহা প্রত্যক্ষই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আম্র বীজ হইতে আমের উৎপত্তি এবং নিমের বীজ হইতে নিমের উৎপত্তি হয়। হেতুর পার্থক্য বশতঃ পদ্ম ও পদ্ম নাল ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকে। ইহারা এমনি কোন কারণেই হয় না।]

১১৮। কিংকৃতো হেতু ভেদ শ্চেদ্ পূর্বহেতু প্রভেদতঃ।
কস্মাচ্চ ফলদো হেতুঃ পূর্ব-হেতু প্রভাবতঃ।।

সেই হেতু ভেদ কিরূপে হয়? পূর্ব হেতুর ভেদ হইতে তাহা হইয়া থাকে। হেতু কেন ফলদ হয়। তাহাও পূর্ব হেতুর প্রভাবে হইয়া থাকে। (১১৮)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

[(চার্বাক) হেতু-ভেদের কারণ কি ? (মাধ্যমিক) পূর্ব পূর্ব হেতু ভেদের কারণবশতঃ পর পর হেতু-ভেদ সাধিত হয়। (চার্বাক) কোন্ হেতু কি কারণে বিশেষ প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে ? (মাধ্যমিক) স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ববর্তী হেতুর প্রভাবে পরবর্তী হেতু ফল প্রদান করিয়া থাকে।]

অজাতিবাদের প্রতিপক্ষ ঈশ্বরবাদের আলোচনা

(গৌতম প্রমুখ নৈয়ায়িকগণের মতে জগতের কারণ ঈশ্বর)

১১৯। ঈশ্বরো জগতো হেতুর্বদ কস্তাবদীশ্বরঃ।
ভূতানি চেদ্ ভবত্বেবং নাম মাত্রে' পি কিং শ্রমঃ ॥

জগতের হেতু ঈশ্বর। এখন বল, সেই ঈশ্বর কে ? ভূতই কি ঈশ্বর ? 'ঈশ্বর' এই নাম মাত্র সিদ্ধ করার জন্য কেন এত পরিশ্রম ?

[জগতের হেতু ঈশ্বর। এখন বল, ঈশ্বর কে ? যদি ভূত অর্থাৎ পৃথিবী, অপ, তেজঃ ও বায়ু—পৃথিব্যাদি মহাভূত কি ঈশ্বর ? তাহা হইলে আমরাও ঈশ্বরকে জগতের কারণ মানিয়া লইলাম। তবে ঈশ্বর এই নমে সিদ্ধ করার জন্য কেন এত পরিশ্রম ? ঈশ্বরের নাম না লইয়া সোজা ভূতের নাম লইলে কি জগতের হেতু মানিয়া লওয়া হইবে না ?]

১২০। অপি ত্বনেকে' নিত্যাশ্চ নিশ্চেষ্টা নচ দেবতাঃ।
লংঘ্যাশ্চা শুচয়শ্চৈব ক্ষ্মাদযো ন স ঈশ্বরঃ ॥

কিন্তু ইহারা অনেক, নিশ্চেষ্ট, অতিক্রমনীয় ও অশুচি বলিয়া পার্থিবাদি দ্রব্য আছে। ইহারা দেবতা বা ঈশ্বর নহেন। (১২০)

[পৃথিবী ইত্যাদি মহাভূত অনেক, কিন্তু ঈশ্বর এক। পৃথিবী ইত্যাদি মহাভূত অনিত্য, ঈশ্বর নিত্য। পৃথিবী ইত্যাদি অচেতন ;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ঈশ্বর সচেতন। পৃথিবী ইত্যাদি মহাভূত দেবতা নহে ; ঈশ্বর দেবতা। পৃথিবী আদি মহাভূত লংঘ্য ; ঈশ্বর অলংঘ্য। পৃথিবী ইত্যাদি অশুচি ; ঈশ্বর শুচি।]

১২১। নাকাশমীশো' চেষ্টত্বান্নাত্ম পূর্বনিষেধতঃ।
অচিন্ত্যস্য চ কর্তৃত্ব মপ্য চিন্তং কিমুচ্যতে ॥

আকাশ ও অচেষ্ট বলিয়া ঈশ্বর নহেন। পূর্বে নিরস্ত হওয়ায় আত্মাও ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বর অনিন্ত্য হইলে সেই অচিন্ত্য পদার্থের কর্তৃত্ব ও অচিন্ত্য। অতএব অবাচ্য। (১২১)

[আকাশ ঈশ্বর হইতে পারেন না ; কেননা, আকাশ অচেতন। আত্মাও ঈশ্বর হইতে পারেন না ; কেননা, পূর্বে (৯।৬৯-৭০) আত্মার নিরাকরণ করা হইয়াছে। যদি বল যে ঈশ্বর অচিন্ত্য, ইহার স্বরূপ 'এই বা এইরূপ' বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে না। তাহা হইলে অচিন্ত্য বিষয়ের কর্তৃত্বও অচিন্ত্য। ইহার চর্চা কিরূপে চলিতে পারে ?]

১২২। তেন কিং স্রষ্টুমিষ্টং চ আত্মা চেন্নসৌ ধ্রুবঃ।
ক্ষ্মাদি স্বভাব ঈশশ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়াদনাদিচ ॥

১২৩। কর্মনঃ সুখ-দুঃখে চ বদ কিং তেন নির্মিতং।

ঈশ্বর কি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। যদি আত্মাকে বলা যায়, তবে আত্মা ধ্রুব। পৃথিব্যাদি ভূতের স্বভাব, ঈশ্বর ও জ্ঞেয় হইতে উৎপদ্যমান জ্ঞান—ইহারা সব অনাদি। আর কর্ম হইতে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব বল—ঈশ্বর কি নির্মাণ করিয়াছেন। (১২২, ২)

[সেই ঈশ্বর কী সৃষ্টি করিতে চাহেন ? যদি আত্মার সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাহা ঠিক নহে, কেননা আত্মা নিত্য। পরমাণুরূপ পৃথিবী ইত্যাদি মহাভূতের স্বভাব এবং ঈশ্বর ও নিত্য। সুতরাং ঈশ্বর পৃথিবী ইত্যাদি মহাভূতের সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আপনাকেও সৃষ্টি করিতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহা অনাদি। আদি-সম্পন্ন সুখ-দুঃখ কর্ম হইতে সৃষ্ট হয়। এখন বল, এমন কোন্ বস্তু আছে—যাহা ইহাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারে ?]

হেতোরাদির্ণ চেদস্তি ফলস্যাদিঃ কুতো ভবেত্ ।

১২৪। কস্মাত্ সদা ন কুরুতে ন'হিসো' হ্যপেক্ষতে ।
তেনস্কৃতো 'ন্যো নাস্ত্যেব তেনাসৌ কিমপেক্ষতাং ॥

যদি হেতুর আদি না থাকে, তবে ফলের আদি কিরূপে থাকিবে ? কেন ঈশ্বর সর্ব্বদা সব কিছু করেন না ? তিনি তো অন্যের উপর নির্ভর করেন না। এরূপ বলা যায় না যে তিনি কোন কিছুর অপেক্ষায় ইহা করেন না। তাহা হইলে তিনি কিসের অপেক্ষা করিবেন ? (ই, ১২৪)

[যদি হেতু (ঈশ্বর) অনাদি হয়, তাহা হইলে সেই হেতুর কার্য সাদি কিরূপে হইবে ? পরন্তু হেতু সর্বদা কেন কার্য করে না ? ইহাতে অন্য কোন সাহায্যকারীর তো প্রয়োজন নাই (যে সাহায্যকারী না হইলে অচল হইয়া যাইবে,—কার্য চলিবে না) জগতে এমন কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই যাহা তাহা দ্বারা নির্মিত নহে। তদ্ধেতু হেতু ব্যতীত কিসের উৎপত্তি সম্ভব ?]

১২৫। অপেক্ষতে চেত্ সামগ্রীং হেতুর্ণ পুনরীশ্বরঃ ।
ন কর্তুমীশঃ সামগ্র্যাং ন কর্তুং তদভাবতঃ ॥

যদি ঈশ্বরকে সৃষ্টির জন্য সামগ্রীর অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর সৃষ্টির হেতু নহেন, সামগ্রীই হেতু। ঈশ্বর সামগ্রী সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন; কেননা, সামগ্রী সৃষ্টি করিতেও সামগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু তাহা তো নাই। (১২৫)

১২৬। করোত্য নিচ্ছন্নীশ শ্চেত পরায়ত্তঃ প্রসজ্যতে ।
ইচ্ছন্নপীচ্ছায়ত্তঃ স্যাত্ কুর্বতঃ কুত ঈশতা ॥

যদি ঈশ্বর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর পরাধীন। আর যদি আপন ইচ্ছায় সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইচ্ছাধীন। এই প্রকারে সৃষ্টি করিতে হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কিরূপ ?

অজাতিবাদের প্রতিপক্ষ পরমাণুবাদের আলোচনা

১২৭। যে 'পি নিত্যানূনাহু স্তে' পি পূর্বং নিবাবিতাঃ।

যেই মীমাংসকাদি নিত্য পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করে, ইহার খণ্ডন পূর্বেই করা হইয়াছে।

(৯।৮৬,৮৭) (ই)

অজাতি বাদের প্রতিপক্ষ সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতিবাদের আলোচনা

সাংখ্যাঃ প্রধান মিচ্ছন্তি নিত্যং লোকস্য কারণং ।।

সাংখ্যমতানুযায়ী নিত্য প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টির কারণ স্বীকার করিয়া থাকেন। (ই)

১২৮। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণা অবিষমস্থিতাঃ।
প্রধান মিতি কথ্যন্তে বিষমৈর্জ গদুচ্যতে ।।

সাম্যাবস্থায় স্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—গুণসমূহকে প্রধান প্রকৃতি বলে এবং বৈষম্যাবস্থায় স্থিত গুণসমূহকে জগৎ বলা হয়। (১২৮)

১২৯। একস্য ত্রি-স্বভাব ত্বমযুক্তং তেন নাস্তি তত্।
এবং গুণা ন বিদ্যন্তে প্রত্যেকং তে'পি হি ত্রিধা ।।

একের ত্রি-স্বভাব অযুক্ত। সুতরাং তাহা নাই। এরূপে গুণ বিদ্যমান নাই। কারণ, ইহারা প্রত্যেকেই তিন প্রকার।

(১২৯)

[একমাত্র প্রকৃতির তিন প্রকার স্বভাব হওয়া অসঙ্গত। এই

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জন্য ইহা পরমার্থতঃ সৎ নহে। এই প্রকার গুণ সৎ নহে। কেননা, ইহারও স্বভাব তিন প্রকার।]

১৩০। গুণাভাবে চ শব্দাদের স্তিত্ব মতিদূরতঃ।
অচেতনে নচ বস্ত্রাদৌ সুখাদেরপ্য সংভবঃ ॥

গুণের অভাবে শব্দাদির অস্তিত্বও অতিদূর। অচেতন বস্ত্রাদিতে সুখাদিও অসম্ভব। (১৩০)

[গুণসমূহ পরমার্থতঃ সৎ না হওয়ার কারণ ইহা হইতে উৎপন্ন শব্দাদি পরমার্থতঃ সৎ হওয়া সুদূর পর হত। ত্রিগুণাত্মক সর্গ বা সৃষ্টি সুখ-দুঃখ মোহাত্মক বলিয়া সাংখ্য মতে যেই স্বীকৃতি আছে তাহা ঠিক নহে। কেননা, অচেতন বস্ত্রাদির মধ্যে সুখাদি নিহিত থাকাও অসম্ভব।

১৩১। তদ্ধেতুরূপা ভাবাশ্চেন্ননু ভাবা বিচারিতাঃ।
সুখাদ্যেব চ তে হেতুঃ ন চ তস্মাঃ পটাদয়ঃ ॥

অতএব এরূপ ভাব সুখাদির হেতু বলিয়া বলা যায় না। কারণ, ভাব-সকল পূর্বেই বিচারিত হইয়াছে। পটাদি সুখাদির হেতু নহে, সুখাদিই পদাদির হেতু।

[যদি বল যে ভাব অর্থাৎ পদার্থ সেই সুখাদির হেতু, তবে তাহা ঠিক নহে। কেননা, ইহার বিচার পূর্বে সমাপ্ত করা হইয়াছে। ইহারা অবয়ব সম্পন্ন রূপ নহে। (৯।৮১-৮৫), পরমাণু রূপ নহে। (৯।৮৬-৮৭), ত্রি-গুণাত্মক নহে (৯।১২৮-১২৯)। তাহারা অসৎ। সুতরাং কিসের কারণ হইবে? তোমাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃই সুখ, দুঃখ ও মোহ এবং ইহা দ্বারা সর্গ বা সৃষ্টি হইয়া থাকে; অতএব সুখাদিই সর্ব কার্য জগতের কারণ। তদ্ধেতু বস্ত্র আদি পরমার্থতঃ অসৎ।]

১৩২। পটাদেস্তু সুখাদি স্যাত্ তদভাবাত্ সুখাদ্যসত্।
সুখাদীনাং চ নিত্যত্বং কদা চিন্নোপ লভ্যতে ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যদি পটাদি হইতে সুখাদি হয়, তাহা হইলে পটাদির অভাবে সুখাদি অসৎ। অতএব সুখাদি নিত্যত্ব কখনও উপলব্ধ হয় না। (১৩২)

[বস্ত্রাদি হইতে সুখাদি উৎপন্ন হয়, ইহারা যেমন অসৎ তেমনি সুখাদিও অসৎ। (কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণসম্পন্ন হওয়াতে সুখাদি তোমাদের মতে নিত্য।) বস্তুতঃ এই কথা সর্বদা বিপরীত। কেননা, সুখাদি কখনও নিত্য নয় বলিয়া উপলব্ধ; পরন্তু নশ্বর ও ক্ষণ ভঙ্গুর রূপে দেখা যায়।]

১৩৩। সত্যামেব সুখব্যক্তৌ সংবিত্তিঃ কিং ন গৃহ্যতে।
তদেব সূক্ষ্মতাং যাতি, স্থূলং সূক্ষ্মং চ তৎকথং॥

যদি সুখ অভিব্যক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে সুখ-সংবেদন সর্বদা হয় না কেন? তখন সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয়, তবে স্থূল হইলে পুনঃ সূক্ষ্ম হইবে কিরূপে?

[যদি সুখাদি নিত্য হয়, তবে একবার যখন সুখের উদয় হয়, তখন হইতে নিরন্তর ইহার সংবেদন স্থিত থাকে না। ইহার কারণ কি? (সাংখ্যবাদীর সমাধান) ব্যঞ্জক সামগ্রীর অভাবে ইহা সূক্ষ্ম হইয়া যায়। এইজন্য সংবেদন স্থিত থাকে না। (মাধ্যমিকের আক্ষেপ)—একই বস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম কিরূপে হয়?]

১৩৪। স্থৌল্যং ত্যক্ত্বা ভবেত্ সূক্ষ্ম মনিত্যে স্থৌল্য সূক্ষ্মতে।
সর্বস্য বস্তুনস্তদ্বত্ কিং নানিত্য ত্বমিষ্যতে॥

স্থূলতা পরিত্যাগ করিয়া ভাব সকল সূক্ষ্ম হয়, তখন স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনিত্য। সর্ব বস্তুর এইরূপ অনিত্যতা কি ইষ্ট হওয়া উচিত নহে?

[স্থূলতা পরিত্যাক্ত হইয়া সুখাদি সূক্ষ্মতা লাভ হয়। যদি এরূপ স্বীকার করা যায় তবে স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনিত্য। এবং যখন কোন বস্তুকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্বকে এইরূপে কেন অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না?]

১৩৫। ন স্থৌল্যং চেত্ সুখাদন্যত্ সুখস্যানিত্যতা স্ফুটং।

যদি স্থূলতা সুখ হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা সুখের অনিত্যতা সুস্পষ্ট। (২)

[যদি এই কথা স্বীকার কর যে স্থূলতা সুখ হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে স্থূলতার অনিত্যতা যেমন স্পষ্ট, সুখের অনিত্যতাও তেমনি স্পষ্ট।]

নাসদুত্পদ্যতে কিংচিদ সত্ত্বাদিতি চেন্মতং।।

অবিদ্যমানতা হেতু কোন অসৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়—ইহা যদি আপনাদের মতে হয়, তবে—(২)

১৩৬। ব্যক্তস্যাসত উত্পত্তির কামস্যাপি তে স্থিতা।
অন্নদো[২] মেধ্যভক্ষঃ স্যাত্ ফলং হেতৌ যদি স্থিতং।।

১৩৭। পটার্ঘেনৈব কর্পাস বীজং ক্রীত্বা নিবস্যতাং।
মোহাচ্চেন্নেক্ষতে লোকস্ তত্ত্বজ্ঞস্যাপি সা স্থিতিঃ।।

তোমাদের মতে—ইচ্ছা না থাকিলেও ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হয় (যাহা অব্যক্তাবস্থায়) অসৎ। ফল যদি হেতুতে স্থিত থাকে, তবে অন্ন-ভোজী অমেধ্য ভোজী হইবে। (১৩৬)

বস্ত্র-মূল্য দ্বারা কার্পাস-বীজ ক্রয় করিয়া পরিধান করুন। লোকে মোহ বশতঃ কারণের মধ্যে কার্যের অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞগণেরও এই একই অবস্থা। (১৩৭)

[যদি স্বীকার কর যে, কোন অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না। কেননা, ইহার অস্তিত্বই বিদ্যমান নাই। তবু ইহা ঠিক নহে; কেননা, তোমাদের মতে—ইচ্ছা না থাকিলেও ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, (যাহা অব্যক্তাবস্থায়) অসৎ। যদি হেতুর মধ্যে ফল স্থিত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে অন্ন ভক্ষককে মল-ভক্ষক বলা হইবে এবং কাপড়ের দাম দিয়া কার্পাস-বীজকে খরিদ করিয়া পরিধান করা হইবে। যদি ইহা বল যে, লোক মোহ বশতঃ তত্ত্ব-দর্শন করিতে পারে না। এই জন্য কেহ এরূপ

বলে না ; তাহাও ঠিক নহে ; কেননা, তত্ত্ব জ্ঞানীরও এই একই দশা। তিনিও পরিধানের জন্য কাপড় খরিদ করিবেন, কার্পাসের বীজ খরিদ করিবেন না।]

১৩৮। লোকস্যাপি চ তজ্‌জ্ঞানমস্তি কস্মান্ন পশ্যতি।
লোকা প্রমাণং তাম্নাং চেদ্‌ ব্যক্ত-দর্শন মপ্যসত্‌ ॥

সাধারণ লোকেরও সেই জ্ঞান আছে। কেন তাহারা দেখিতে পায় না। যদি বল, লোকের দৃষ্টি অপ্রামাণিক, তাহা হইলে ব্যক্তের দর্শনও অসৎ। (১৩৮)

[তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সংসারী ব্যক্তিরও এই কার্য-কারণ-ভাবের জ্ঞান আছে। তথাপি তিনি কেন কারণের মধ্যে কার্যের সত্তা দেখিতে পান না? যদি সংসারী লোকের প্রমাণ না মানা যায়, তাহা হইলে, এই ব্যক্ত দর্শন অর্থাৎ দৃশ্যমান সংসারকেও পরমার্থতঃ অসৎ বলিয়া মানিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা বৌদ্ধ, এবং তোমরা সাংখ্য এক হইয়া গেলাম। আমরাও তত্ত্ব-চর্চায় লোক-ব্যবহার-সম্মত প্রমাণকে মানি না।]

১৩৯। প্রমাণ ম প্রমাণং চেন্ননু তৎপ্রমিতং মৃষা।
তত্ত্বতঃ শূণ্যতা তস্মাদ্‌ ভাবানাং নোপপদ্যতে ॥

১৪০। কল্পিতং ভাবমস্পৃষ্ট্বা তদভাবো ন গৃহ্যতে।
তস্মাদ্‌ ভাবো মৃষা যো হি তস্যা ভাবঃ স্ফুটং মৃষা ॥

১৪১। তস্মাত্‌ স্বপ্নে স্থতে নষ্টে সো নাস্তীতি বিকল্পনা।
তদ্‌ভাব কল্পনোৎপাদং বিবধ্নাতি মৃষা চ সা ॥

তোমাদের মতে—প্রমাণ যদি অপ্রমাণ হয়, তবে সেই প্রমিত বিষয় মিথ্যা হইবে। পরমার্থতঃ ভাব পদার্থের শূণ্যতা প্রমাণও উপলব্ধ হইবে না। (১৩৯)

কল্পিত এক ভাব পদার্থ গ্রহণ করিলে অভাব গৃহীত হয় না। তদ্ধেতু ভাব মিথ্যা হইলে অভাব স্পষ্টতঃই মিথ্যা। (১৪০)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অতএব স্বপ্নে পুত্র নষ্ট হইলে 'সে নাই' বলিয়া যে বিকল্পনা জাগে, তাহা সেই পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনার উৎপাদ নিষিদ্ধ হইলেও সেই কল্পনা মিথ্যাই। (১৪১)

[সাংখ্য : যদি প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া না মানিয়া লও, তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত পদার্থকে ভ্রান্ত মানিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য পদার্থের শূন্যতা যাহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় তাহা পরমার্থতঃ সিদ্ধ হইতে পারে না।

মাধ্যমিক : ভাবের কল্পনা না করিলে অভাব ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। এ জন্য যেই ভাব মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ, ইহার অভাব স্পষ্টই মিথ্যা। অতএব স্বপ্নে পুত্রের ক্ষতি সাধিত হইলে উহার না হওয়ার কল্পনা উহার হওয়ার কল্পনাকে অবরোধ করে নিজেকে নিজেই মিথ্যারূপে সিদ্ধ করে।]

১৪২। তস্মাদেবং বিচারেন নাস্তি কিংচিদ্ হেতুতঃ।

অতএব এরূপ বিচার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে অহেতুতে কিছুই নাই। ($\frac{1}{2}$)

[অহেতু অর্থাৎ স্বভাব, মহেশ্বর, প্রকৃতি, পরমাণু ইত্যাদি হইতে কিছুতেই উৎপন্ন হয় না।]

অজাতিবাদের প্রতিপক্ষ হেতুবাদের আলোচনা

ন চ ব্যস্ত সমস্তেষু প্রত্যয়েষু ব্যবস্থিতং ॥

ব্যস্তে বা সমস্তে কোনরূপেই বস্তুর উৎপাদ ব্যবস্থিত নহে। ($\frac{1}{2}$)

১৪৩। অন্যতো নাপি চায়াতং ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি।
মায়াতঃ কো বিশেষোহস্য যন্মূঢ়ৈ সত্যতঃ কৃতং ॥

১৪৪। মায়য়া নির্মিতং যচ্চ হেতুভির্যচ্চ নির্মিতং।
আয়াতি তত্ কুতঃ কুত্র যাতি চেতি নিরূপ্যতাং ॥

১৪৫। যদন্য সংনিধানেন দৃষ্টং ন তদ ভাবতঃ।
প্রতিবিম্ব সমে তস্মিন্ কৃত্রিমে সত্যতা কথং ॥

কোন পদার্থ অন্য হইতে আসে না, স্থিত থাকে না, গমন করে না। এই সব মায়া ছাড়া কিছু নহে। মূর্খগণই ইহাকে সত্য বলিয়া মানে। (১৪৩)

যাহা মায়া দ্বারা নির্মিত এবং যাহা হেতু দ্বারা নির্মিত—তাহা কোথা হতে আসে, কোথায়ই বা যায় তাহা নিরূপণ করুন। (১৪৪)

যে বস্তু অন্য সংন্নিধান দ্বারা দৃষ্ট হয় কিন্তু অভাবে দৃষ্ট হয় না, তাহা প্রতি বিম্বের মত কৃত্রিম, ইহাতে সত্যতা কোথায়? (১৪৫)

[ব্যস্ত অর্থাৎ স্ব কিংবা কর-কার্য এবং সমস্ত অর্থাৎ স্ব ও পর উভয় কার্য। ইহারা প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল নহে। কেন নির্ভরশীল নহে—ইহার স্পষ্ট এই: (১) কার্য আপনাপানি উৎপন্ন হয় না, কেননা, উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে ইহার কোন সত্তা ছিল না। পুনশ্চঃ আপনাপনি উৎপন্ন কিরূপে? (২) কার্য আপনা ছাড়া পর পদার্থ দ্বারাও সৃষ্ট হয় না। যদি কোন কিছু আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। তবে সব কিছু সব কিছু হইতে উৎপন্ন হইত। কোদো (ঘাস হইতে উৎপন্ন শস্য) হইতে ধানের উৎপত্তি হইত। (৩) কার্য উভয় হইতে অর্থাৎ নিজে নিজে কিংবা নিজ ভিন্ন অন্য পদার্থ দ্বারাও উৎপন্ন হয় না। কেননা, উভয় যুক্তিই আপত্তিজনক।

ত্রৈকাল্যবাদীগণের (সর্ব্বাস্তিবাদী) মত এই যে, 'হেতু-প্রত্যয় দ্বারা পদার্থ অনাগত হইতে বর্তমানে ও বর্তমান হইতে অতীতে চলিয়া যাইতেছে। এই কাল পরিবর্তনের নামই উৎপত্তি স্থিতি ও ভঙ্গ। বস্তুতঃ পদার্থ সর্ব্বদাই স্থিত। তাহা পরমার্থতঃ সৎ,—এই মতবাদ ঠিক নহে। কেননা, কোন পদার্থ অন্য কোন জায়গা হইতে আসে না, স্থিত থাকে না এবং অন্যত্র কোথাও চলিয়া

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যায় না। কেননা, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা নিত্য। কিন্তু তোমাদের মতে যাহা সৎ—তাহা ক্ষণিক, নিত্য নহে। মূর্খ ব্যক্তি যাহাকে পরমার্থ সৎ বলিয়া মানে, তাহা মায়া ভিন্ন কিছুই নহে। যাহার নির্মাণ মায়া দ্বারা হইয়াছে এবং যাহার নির্মাণ হেতু দ্বারা হইয়াছে—তাহা কোথা হইতে আসে আর কোথায় যায়? কাজেই ইহার বিচার করা প্রয়োজন। যাহা অপরের সামীপ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ঠিক যেন প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব দর্পণ হইলে দেখা যায়, না হইলে দেখা যায় না। ইহাতে সত্যতা কোথায়?]

১৪৬। বিদ্যমানস্য ভাবস্য হেতুনা কিং প্রয়োজনং।
অথাপ্য বিদ্যমানো' সৌ হেতুনা কিং প্রয়োজনং॥

যদি পদার্থ সৎ হয়, তবে ইহার হেতুর কি প্রয়োজন? আর যদি অসৎ হয়, তাহা হইলেও বা হেতুতে কি প্রয়োজন? (১৪৬)

এই প্রকারে পদার্থ শূন্য। এই শূন্য পদার্থের দ্বারা কি লাভ হইবে? কাহার দ্বারা কে-ই বা পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয়? (১৫২)

১৪৭। না ভাবস্য বিকারো 'স্তি হেতু কোটি শতৈরপি।
তদবস্থঃ কথং ভাবঃ কো বান্যো ভাবতাং গতঃ॥

শত কোটি হেতু হইলেও অসতের মধ্যে বিকার জন্মিবে না। এবং ঠিক তদ্রূপ বিকৃত না হইলে তাহা সৎ কিরূপে হইতে পারে? (১৪৭)

১৪৮। নাভাবকালে ভাবশ্চেত্ কদা ভাবো ভবিষ্যতি।
না জাতেন হি ভাবেন সো 'ভাবে 'পগমিষ্যতি॥

যদি অসতের সময় সৎ না হয়, তবে সৎ হওয়ার সময় কখন? সৎ যদি উৎপন্ন না হয়, তবে অসতের অপগমন হয় না।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪৯। ন চান পগতে 'ভাবে ভাবাবসর সংভবঃ।
ভাবশ্চাভাবতাং নৈতি দ্বি-স্বভাব প্রসংগতঃ ।।

আর, অসৎ দূরভূত না হইলে সৎ সংস্থিত হওয়ার অবকাশ মিলে না। সৎ কখনও অসৎ হয় না। যদি হয়, তবে উহা পরস্পর বিরোধী বস্তু অগ্নি জল তুল্য একত্রে সংস্থিত হইতে পারে না। (১৪৯)

১৫০। এবং চ ন বিরোধে 'স্তি ন চ ভাবো 'স্তি সর্বদা।
অজাত মনিরুদ্ধং চ তস্মাত্ সর্বমিদং জগত্ ।।

এইরূপে সর্বদা কোন বস্তুর বিনাশও নাই, কোন বস্তুর সত্তাও নাই। অতএব এই সমগ্র জগৎ অজাত ও অনিরুদ্ধ অর্থাৎ সমগ্র জগৎ জন্মায়ও নাই, বিনাশও নাই। (১৫০)

১৫১। স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলী সমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাং চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ ।।

গতি (নরক, প্রেত, তির্যক্, মনুষ্য ও দেব—এই পাঁচ প্রকার গতি) বিচার করিলে ইহারা স্বপ্নবৎ মনে হয়। কদলী স্তম্ভবৎ নিঃসার। পরমার্থতঃ বদ্ধ ও মুক্তে কোন পার্থক্য নাই। (১৫১)

শূন্যবাদের উপসংহার

১৫২। এবং শূন্যেষু ধর্মেষু কিং লব্ধং কিংহৃতং ভবেত্ ।
সত্কৃতঃ পরিভূতো বা কেন কঃ সংভবিষ্যতি ।।

১৫৩। কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা কিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ং ।
কা তৃষ্ণা কুত্র বা তৃষ্ণা মৃগ্যমাণা স্বভাবতঃ ।।

সুখ কিংবা দুঃখ কিসে? প্রিয় বা কি? অপ্রিয়ই বা কি? বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতঃ তৃষ্ণা কোথায়? কিংবা তৃষ্ণা কিরূপ? (১৫৩)

১৫৪। বিচারে জীবলোকঃ কঃ কো নামাত্র মরিষ্যতি।
কো ভবিষ্যতি কো ভূতঃ কো বন্ধুঃ কস্য কঃ সুহৃত্ ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বিচার করিলে জীবলোক কি? এখানে মরণই কাহার? কে জন্ম গ্রহণ করিবে? কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? কে কাহার বন্ধু? কে বা কাহার মিত্র? (১৫৪)

১৫৫। সর্বমাকাশ সংকাশং পরিগৃহ্ণন্তু মদ্বিধাঃ।
প্রহৃষ্যন্তি প্রকুপ্যন্তি কলহোত্‌সব হেতুভিঃ॥

সমগ্র জগৎকে আকাশবৎ শূন্য বুঝিতে হইবে। আমার মত মূঢ় ব্যক্তিদেরই উৎসবের কারণ হইলে আনন্দ জাগে কলহের কারণ হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। (১৫৫)

১৫৬। শোকায়াসৈ বিষাদৈশ্চ মিথশ্ছেদন ভেদনৈঃ।
যাপয়ন্তি সুকৃচ্ছ্রেণ পাপৈরাত্ম সুখেচ্ছরঃ॥

শোক, শ্রম ও বিষাদ দ্বারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে। পাপ উপার্জন করে। সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়াও দুঃখের সহিত কালাতিপাত করে। (১৫৬)

১৫৭। মৃতাঃ পতন্ত্যপায়েষু দীর্ঘ তীব্র ব্যথেষু চ।
আগত্যাগত্য সুগতিং ভূত্বা ভূত্বা সুখোচিতাঃ॥

বারবার সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া এবং বারবার সুখ ভোগ করিয়াও পাপবশে প্রাণিগণ মরিয়া দীর্ঘকালীন তীব্র ব্যথা-সম্পন্ন নরকে পতিত হয়। (১৫৭)

১৫৮। ভবে বহু প্রপাতশ্চ তত্র চাতত্ত্ব মীদৃশং।
তত্রান্যোন্য বিরোধশ্চন ভবেত্‌ তত্ত্ব মীদৃশং।

অতত্ত্ব অর্থাৎ মোহ এমনি একপদার্থ যাহার প্রভাবে ভবে বহুবার পতিত হয়, সেখানেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধের ঝগড়া-বিবাদ নিত্যই বিহিত হয়। আর, তত্ত্ব—এমনি এক পদার্থ—যেখানে এই সব কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। (১৫৮)

১৫৯। তত্র চানুপমা স্তীব্রা অনন্ত দুঃখ সাগরাঃ
তত্রৈব মল্পবলতা তত্রাপ্যল্পত্ব মায়ুষঃ॥

সেই ভবে তীর দুঃখের অনন্ত সমদ্র—যাহার উপমা কোথাও মিলে না। উহাতে আবার শক্তির হীনতা ও আয়ুর ক্ষীণতা রহিয়াছে। (১৫৯)

১৬০। তত্রাপি জীবিতারোগ্য ব্যাপারৈঃ ক্ষুৎক্লমশ্রমৈঃ।
নিদ্রয়োপদ্রবৈর্বাল সংসর্গৈ নিষ্ফলৈ স্তথা।।

১৬১। স্বথৈ বায়ুর্বহত্যাশু বিবেকস্তু সুদুর্লভঃ।।

তাহাতেও আবার জীবনের কামনায়, রোগ নিবারণ-কল্পে, রৌদ্র-তাপে, ক্ষুৎ-পিপাসা, পরিশ্রম, নিদ্রা, উপদ্রব ও নিষ্ফল বাল-সংসর্গে শীঘ্র শীঘ্র আয়ু বিনষ্ট হয় এবং বিবেক লাভ দুর্লভ হয়। (১৬০, ½)

তত্রাপ্যভ্যস্ত বিক্ষেপ নিবারণ গতিঃ কুতঃ।।

১৬২। তত্রাপি মারো যততে মহাপায় নিপাতনে।
তত্রাসন্মার্গ বাহুল্যাদ্ বিচিকিত্সা চ দুর্জয়া।।

ঐখানেও কামনা-বলে মানসিক চাঞ্চল্যের যেই অভ্যাস আসিয়া দাঁড়ায়, ইহাকে কোন দিকেই অবরোধ করা যায় না। ঐখানেও মার মহানরকে নিপাতিত করার জন্য অবিরাম যত্ন করিতেই থাকে। ইহাতে অনেক অসৎ পন্থা উদ্ভাবিত হয় বলিয়া সদ্ধর্মের প্রতি যে সন্দেহ—তাহা জয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। (১৬২, ½)

১৬৩। পুনশ্চ ক্ষণ-দৌর্লভ্যং বুদ্ধোৎপাদো 'তি দুর্লভঃ।
ক্লেশৌঘো দুর্নিবারশ্চেত্য হো দুঃখ পরম্পরা।।

ঐখানে ক্ষণ-সম্পত্তি দুর্লভ। বুদ্ধের আবির্ভাব অধিকতর দুর্লভ। ক্লেশের বৃদ্ধি অবরোধ সম্ভবপর নহে। অহো! দুঃখের কি পরম্পরা? (১৬৩)

১৬৪। অহো বতাতি শোচ্যত্বমেষাং দুঃখৌঘ বর্তিনাং।
যে নেক্ষন্তে স্বদৌঃস্থিত্যমেব মপ্যতি দুঃস্থিতাঃ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অহো। দুঃখের কবলে পড়িয়া এই সকল প্রাণী অত্যন্ত শোচনীয়। তাহারা অত্যন্ত দুর্গত হওয়া সত্ত্বেও আপনার দুর্গতি দেখিতে পায় না॥ (১৬৪)

১৬৫। স্নাত্বা স্নাত্বা যথা কশ্চিদ্ বিশেদ্ বহ্নিং মুর্হু মুহুঃ।
স্বসৌস্থিত্যং চ মন্যন্তে এব মপ্যতি দুঃস্থিতা।।

পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া যেমন কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি অতীব দুঃখিত লোক নিজকে সুখী বলিয়া মনে করে। (১৬৫)

১৬৬। অজরামর লীলা নামেবং বিহরতাং সতাং।
আয়াস্যন্ত্যা পদো ঘোরাঃ কৃত্বা মরণ মগ্রতঃ।।

অজর অমরের মত লীলা বা চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বিহরণ কারী প্রাণীদের মরণকে সম্মুখে রাখিয়া ঘোর আপদ সকল উপস্থিত হয়।

১৬৭। এবং দুঃখাগ্নি তপ্তানাং শান্তিং কুর্যামহং কদা।
পুণ্য মেঘ সমুদ্ভূতৈঃ সুখোপকরনৈঃ স্বকৈঃ।।

এই প্রকারে দুঃখের অগ্নিতে তপ্ত প্রাণিগণকে আমি পুণ্য মেঘ হইতে উৎপন্ন সুখ সাধনে কখন শীতল করিব?

১৬৮। কদোপলংভ দৃষ্টিভ্যো দেশয়িষ্যামি শূণ্যতাং।
সংবৃত্যানুপ লংভেন পুণ্য সংভার মাদরাত্।।

আমি ব্যবহারে ত্রি-কোটি পরিশুদ্ধি দ্বারা (দাতা, দেয় বস্তু ও প্রতিগ্রাহক ভাব ত্যাগ করিয়া) আদরের সহিত পুণ্য সম্ভার ও শূন্যতা সম্পর্কে কখন সেই প্রাণিগণকে দেশনা করিব যাহারা উপলম্ভ-দৃষ্টি অর্থা প্রপঞ্চে পরমার্থ-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

দশম পরিচ্ছেদ

বোধি পরিণামনা

১। বোধিচর্যাবতারং মে যদ্বিচিন্তয়তঃ শুভং।
তেন সর্বে জনাঃ সন্তু বোধিচর্যা বিভূষণাঃ ।।

বোধিচর্যাবতারের চিন্তা করিতে করিতে আমার যত পুণ্য উপার্জিত হইল,—তৎপ্রভাবে সমগ্র লোক বোধিচর্যায় বিভূষিত হউক।।

২। সর্বাসু দিক্ষু যাবন্তঃ কায়চিত্ত ব্যথাতুরাঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তু মৎপুণ্যৈঃ সুখ প্রামোদ্য সাগরাঃ ।।

সর্ব দিকে যত লোক—শারীরিক ও মানসিক ব্যথায় ব্যাকুল, তাহারা সকলই আমার পুণ্যরাশি লাভ করিয়া সুখ-প্রমোদের সাগরে নিমগ্ন হউক।।

৩। অসংসারং সুইজ্যানির্মাভূত্ তেষাং কদ্রুচন।
বোধিসত্ত্ব সুখং প্রাপ্তং ভবত্ব বিরতং জগত্ ।।

যতদিন ইহাদের আসা-যাওয়া থাকিবে, ততদিন তাহাদের যেন সুখ-শান্তির কোনরূপ হানি না ঘটে। জগত নিরন্তর বোধিসত্ত্ব-সুখ লাভ করুক।

৪। যাবন্তো নরকাঃ কেচিদ্ বিদন্তে লোক.ধাতুষু।
সুখবতী সুখামোর্দৈমোদন্তো তেষু দেহিনঃ ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

লোক ধাতুর মধ্যে যত নরক বিদ্যমান আছে, নারকীয় সমস্ত প্রাণী সুখাবতীর সুখামোদে প্রমোদিত হউক।

৫। শীতার্তাঃ প্রাপ্ন বন্তুষ্ণমুষ্ণার্তাঃ সন্তু শীতলাঃ।
বোধিসত্ত্ব মহামেঘ সংভবৈর্জল সাগরৈঃ ।।

শীত দুঃখে দুঃখিত লোক গরমত্ব লাভ করুক। গরম দুঃখে দুঃখিত লোক বোধিসত্ত্বরূপ মহামেঘ হইতে উৎপন্ন জল-সাগরে শীতল হউক।

৬। অসিপত্র বনং তেষাং স্যান্নন্দন বনদ্যুতিঃ।
কুট শাল্মলি বৃক্ষাশ্চ জায়ন্তাং কল্প পাদপাঃ ।।

ইহাদের অসি পত্র বন নন্দন-বনে পরিণত হউক। এবং কুট শাল্মলি-বৃক্ষ কল্প-বৃক্ষে পরিণত হউক।

৭। কাদংব কারংভব চক্রবাক হংসাদি কোলাহলরম্য শোভৈঃ।
সরোভিরুদ্দামসরোজ গন্ধৈর্ভবন্তু হৃদ্যা নরক প্রদেশাঃ।

কাদম্ব, কারণ্ডব, চক্রবাক, হংস ইত্যাদির কোলাহলে সুশোভিত কমল দলের তীব্র সুগন্ধযুক্ত সরোবর অপেক্ষা নারকীয় প্রদেশ মনোহর হউক।

৮। সোঽঙ্গার রাশির্মনি রাশিরস্তু তপ্তা চ ভূ স্ফাটিক কুট্টিমংস্যাৎ।
ভবন্তু সংঘাত মহীধরাশ্চ পূজা বিমানাঃ সুগত প্রপূর্ণাঃ ।।

সেই অঙ্গার রাশি মনিরাশিতে পরিণত হউক। উত্তপ্ত ভূমি স্ফটিক-কুট্টিমে পরিণত হউক। সংঘাত নরকের বুদ্ধাধিষ্ঠিত পূজা বিমানে পরিণতি লাভ করুক।

৯। অংগার তপ্তোপল শস্ত্র বৃষ্টিরদ্য প্রভৃত্যস্তু চ পুষ্প বৃষ্টিঃ।
তচ্ছস্ত্র যুদ্ধং চ পরস্পরেণ ক্রীড়ার্থ মদ্যাস্তু চ পুষ্প যুদ্ধং ।।

অঙ্গার, জলন্ত পাথর এবং শস্ত্র-বর্ষণ আজ হইতে পুষ্প-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বর্ষণে এবং পারস্পরিক শস্ত্র-যুদ্ধ আজ হইতে ক্রীড়া কৌতুকের জন্য পুষ্প বর্ষণে পরিণত হউক।

১০। পতিত সকল মাংসা কুন্দবর্ণাস্থি দেহা দহনসম জলায়াং বৈতরণ্যাং নিমগ্নাঃ।
মম কুশল বলেন প্রাপ্ত দিব্যাত্মভারাঃ সহসুরবণিতাভিঃ সন্তু মন্দাকিনীস্থাঃ।।

যাহারা অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত জলপূর্ণ বৈতরণীর মধ্যে নিমগ্ন। যাহাদের দেহ হইতে সমস্ত মাংস স্খলিত হইয়া কুন্দ-তুল্য শ্বেতবর্ণ অস্থির আকার ধারণ করিয়াছে, তাহারা আমার পুণ্য-বল প্রভাবে দিব্য শরীর লাভ করিয়া সুরাঙ্গনা-গণের সহিত মন্দাকিনীর মধ্যে বাস করুক।

১১। ত্রস্তাঃ পশ্যন্তু কস্মাদিহ যমপুরুষাঃ কাক গৃধ্রাশ্চ ঘোরা
ধ্বান্তং ধ্বস্তং সমন্তাৎ সুখরতি জননী কস্য সৌম্যা প্রভেযং।
ইত্যূর্ধ্বং প্রেক্ষমাণা গগণতলতলং বজ্রপানিং জ্বলন্তং
দৃষ্টা প্রাসোদ্ব বেগাদ্ ব্যপগত দুরিতা যান্তু তেনৈব সাধং।।

ভয়ঙ্কর যমদূত, কাক ও গৃধ্র হঠাৎ দেখুক যে চারি দিকের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। সুখ-প্রীতি উৎপাদনকারী এই প্রভা কিসের? এই প্রকারে উপরি আকাশতল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তেজস্বী বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বকে দর্শন করিয়া প্রমোদ বেগে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহার সহিত বিচরণ করুক।

১২। পততি কমল বৃষ্টির্গন্ধ পানীয় মিশ্রা শমিত নরক বহ্নিং দৃশ্যতে নাশযন্তী।
কিমিদ মিতি সুখেনা হলাদিতং নাম কস্মাদ্ ভবতু কমল পানের্দর্শনং নারাকালাং।।

সুগন্ধিযুক্ত জলধারার সহিত কমল-বর্ষণ অবিরত হইতেছে। উত্তপ্ত নরকাগ্নি নির্বাপিত হইতে দেখিতে পায়।

ইহা কি ? সুখ দ্বারা তনু-মন সব কিছু কি কারণে আহ্লাদিত হইল ? এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে নারকীয় প্রাণিগণ কমল পাণি বোধিসত্ত্বের দর্শন পাইল।

১৩। আয়াতায়াত শীঘ্রং ভয়মপ নয়ত ভ্রাতরো জীবিতাঃ স্ম
সংপ্রাপ্তো 'স্মাকমেষ জলদ ভয়করঃ কো 'পি চীরী কুমারঃ।
সর্ব্বং যস্যানু ভাবাদ্ ব্যসন মুপগতং পীতিবেগাঃ প্রবৃত্তাঃ
জাতং সংবোধিচিত্তং সকল জন পরিত্রাণ মাতা দয়া চ ॥

আস, শীঘ্র আস, ভয় দূর কর, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! জীবন বাঁচিয়া গেল। আমাদের প্রতি করুণাভরে কোন চীরধারী, অভয় দাতা, তেজস্বী কুমার আসিয়া পৌছিয়াছেন। যাঁহার প্রভাবে সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। এখন প্রীতি-সুখ বহিতেছে। সম্বোধিচিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রাণিগণকে মুক্তি প্রদায়িনী দয়াময়ী মাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

১৪। পশ্যন্ত্বেনং ভবন্তঃ সুরশত মুকুটৈরর্চ্যমানাঙ্ঘ্রি পদ্মং
কারুণ্যা দার্দ্রদৃষ্টিং শিরসি নিপতিতানেক পুষ্পৌঘ বৃষ্টিং।
কূটাগারৈর্মনোজ্ঞৈঃ স্তুতি মুখর সুর স্ত্রী সহস্রোপ গীতৈর্
দৃষ্টাগ্রে মুজুঘোষং ভবতু কলকল সাংপ্রতং নারকাণাং ॥

স্তুতি দ্বারা মুখরিত সুরাঙ্গনাগণের সহস্র সহস্র গীতযুক্ত ও মনোজ্ঞ কুটাগারের সহিত মংজুঘোষ বোধিসত্ত্বকে নিজেদের সম্মুখে দেখিয়া নারকীয়গণের মধ্যে এইরূপ কলরব হইতেছে "আপনারা সকলেই ইঁহাকে দেখুন। ইঁহার চরণ কমল দেবতাগণের শত শত মুকুট দ্বারা পূজিত হইতেছে। ইঁহার শিরে নানাবিধ পুষ্প বর্ষণ হইতেছে। ইঁহার নয়ন যুগল করুণায় আর্দ্র।"

১৫। ইতি মত্কুশলৈঃ সমন্ত ভদ্র প্রমুখা নাবৃত বোধিসত্ত্ব মেঘান্।
সুখ শীত সুগংধবাহ বৃষ্টীনভিনন্দন্তু বিলোক্য নারকাস্তে ॥

এই প্রকারে আমার পুণ্য প্রভাবে সুখদ, শীতল, সুগন্ধি যুক্ত পবনের সহিত বর্ষণকারী, ক্লেশাদি আবরণ-হীন, সমস্ত ভদ্রলোকে অভিনন্দন করুক।

১৬। শাম্যন্তু বেদনা স্তীব্রা নারকানাং ভয়ানি চ।
দু'গতি ভ্যো বিমুচ্যন্তাং সর্ব দুর্গতি বাসিনঃ॥

নারকীয়গণের দারুণ বেদনা উপশমিত হউক। ভয় দূরীভূত হউক। সকল দ'গতিবাসিগণের দ'গতি হইতে মুক্তি লাভ হউক।

১৭। অন্যোন্য ভক্ষণ ভয়ং তিরশ্চামপ গচ্ছন্তু।
ভবন্তু সুখিনঃ প্রেতাঃ যথোত্তর কুরো নরাঃ॥

পশু-পক্ষিগণের পরস্পরের ভক্ষণ-ভয় দূরীভূত হউক। প্রেতগণ উত্তর কুরুবাসী মনুষ্যগণের ন্যায় সুখী হউক।

১৮। সংতপ্যন্তাং প্রেতাঃ স্নাপ্যতাং শীতলা ভবন্তু সদা।
আর্যাবলোকিতেশ্বর করগলিত ক্ষীর ধারাভিঃ॥

আর্য অবলোকিতেশ্বরের হাত হইতে বিচ্ছুরিত দুধের ধারায় প্রেতগণ সর্বদা তৃপ্ত হউক। স্নান করুক, শীতল হউক।

১৯। অংধাঃ পশ্যন্তু রূপানি শৃণ্বন্তু বধিরাঃ সদা।
গর্ভিণ্যশ্চ প্রসূয়তাং মায়াদেবীর নির্ব্যথাঃ॥

সর্বদা অন্ধগণ রূপ দর্শন করুক। বধির শব্দ শুনুক। মায়াদেবীর ন্যায় বিনা ব্যথায় গর্ভবতী স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করুক।

২০। বস্ত্র ভোজন পানীয়ং স্রক-চন্দন বিভূষণং।
মনো 'ভিলষিতং সর্বং লভন্তাং হিত সংহিতং॥

বস্ত্র, ভোজন, পেয়, মালা, চন্দন, আভূষণ এবং হিতকর সব মনোবাসনানুসারে সব কিছু লাভ করুক।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২১। ভীতাশ্চ নির্ভয়া সন্তু শোকার্তাঃ প্রীতি লাভিনঃ।
উদ্বিগ্নাশ্চ নিরুদ্বেগা ধৃতিমন্তো ভবন্তু চ ॥

ভীত নির্ভয় হউক। শোক পীড়িত আনন্দ লাভ করুক। ব্যাকুল নিরাকুল ও ধৃতিমান হউক।

২২। আরোগ্যং রোগিনামস্তু মুচ্যন্তাং সর্ব বন্ধনাত্।
দুর্বলা বলিনঃ সন্তু স্নিগ্ধ চিত্তা পরস্পরং ॥

রোগী নিরোগ হউক। সবাই সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করুক। দুর্বল বলবান হউক। আন্তরিকভাবে পরস্পর মৈত্রী-আবদ্ধ হউক।

২৩। সর্বা দিশঃ শিবাঃ সন্তু সর্বেষাং পথি বর্তিনাং।
যেন কার্যেন গচ্ছন্তি তদুপায়েন সিধ্যতু ॥

সব পথিকের জন্য সর্ব দিক মঙ্গলময় হউক। যে যেই কার্যে নিযুক্ত হয়, সেই কার্য কৃতিত্বের সহিত সিদ্ধ হউক।

২৪। নৌযান যাত্রা রূঢ়াশ্চ সন্তু সিদ্ধ মনোরথাঃ।
ক্ষেমেন কুলমাসাদ্য রমন্তাং সহ বন্ধুভিঃ ॥

জাহাজে গমনকারিগণের মনোবাসনা সিদ্ধ হউক। কুশল প্রভাবে যথা সুখে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধু বর্গের সাথে অবস্থান করুক।

২৫। কান্তারোন্মার্গ পতিতা লভন্তাং সার্থ সংগতিং।
অশ্রমেন চ গচ্ছন্তু চৌর ব্যাঘ্রাদি নির্ভয়াঃ ॥

কান্তার (মরুদেশ, মহারণ্য, চোর-ডাকাতের ভয়াবহ স্থান) ও ভ্রম পথে উপনীত লোক সার্থবাহ দলের সঙ্গে মিলিত হউক এবং চোর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি ভয় হইতে মুক্ত হইয়া বিনা শ্রমে নিরাপদে গমন করুক।

২৬। সুপ্ত প্রমত্ত মত্তানাং ব্যগ্রারণ্যাদি সংকটে।
অনাথ বাল বৃদ্ধানাং রক্ষাং কুর্বন্তু দেবতাঃ ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পথ-হীন জঙ্গলাদি সংকটে সুপ্ত, প্রমত্ত, মত্ত অনাথ ও বাল, বৃদ্ধলোককে দেবতাগণ রক্ষা করুক।

২৭। সর্বাক্ষণ বিনির্মুক্তাঃ শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা কৃপান্বিতাঃ।
আকারাচার সম্পন্নাঃ সন্ত স্বাধীন বৃত্তয় ।।

সকলে অক্ষণ হইতে বিমুক্ত, শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞা-কৃপাযুক্ত, আকার আচারসম্পন্ন হইয়া সর্বদা পূর্ব জন্মকে স্মরণকারী হউক।

২৮। ভব ত্বক্ষয় কোষাশ্চ যাবদ্ গগন গংজবত্।
নির্দ্বন্ধা নিরুপায়াসাঃ সন্ত স্বাধীন বৃত্তয় ।।

২৯। অল্পৌজসশ্চ যে সত্ত্বাস্তে ভবন্ত মহৌজসঃ।
ভবন্ত রূপ সম্পন্নাঃ যে বিরূপাস্ত পস্বিনঃ ।।

অল্প ওজঃ সম্পন্ন প্রাণী মহা ওজস্বী হউক। বিচারে যাহারা কু-রূপ, তাহারা সু-রূপ হউক।

৩০। যাঃ কাশ্চন স্ত্রিয়ো লোকে পুরুষত্বং ব্রজন্ত তাঃ।
প্রাপ্ন বন্ত চ তাং নীচা হতমানা ভবন্ত চ ।।

জগতে যত স্ত্রীলোক আছে—সবাই পুরুষ হইয়া যাউক। আর যত নীচ, পাপী—তাহারা স্ত্রীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করুক এবং হতমান হউক।

৩১। অনেন মম পুণ্যেন সর্ব সত্ত্বা অশেষতঃ।
বিরম্য সর্ব পাপেভ্যঃ কুর্বন্ত কুশলং সদা ।।

আমার এই পুণ্য প্রভাবে সমস্ত প্রাণী সর্ববিধ পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্য অর্জন করুক।

৩২। বোধিচিত্তা বিরহিতা বোধিচর্যা পরায়ণা।
বুদ্ধৈঃ পরি গৃহীতাশ্চ মার কর্ম বিবর্জিতাঃ ।।

৩৩। অপ্রমেয়ায়ুষশ্চৈব সর্বসত্ত্বা ভবন্ত তে।
নিত্যং জীবন্ত সুখিতা মৃত্যু শব্দো 'পি নশ্যতু ।।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সে-সব প্রাণী বোধিচিত্ত হইতে হীন না হউক। বোধি-চর্য্যায় রমিত থাকুক। উহাদের উপর বুদ্ধগণের অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। তাহারা মার-কর্ম (পাপ কর্ম) হইতে দূরে থাকুক। তাহাদের আয়ু অপার হউক। তাহারা নিত্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিত থাকুক এবং তাহারা যেন মৃত্যুর নাম পর্যন্ত না শুনে॥

৩৪। রম্যাঃ কল্প দ্রুমোদ্যানৈঃ দিশঃ সর্বা ভবন্তু চ।
বুদ্ধ বুদ্ধাত্মজাকীর্ণ ধর্মধ্বনি মনো হরৈঃ॥

সর্ব দিক—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ধর্ম-ধ্বনিতে মনোহর ও কল্প-বৃক্ষের উপবন দ্বারা রমণীয় হউক।

৩৫। শর্করাদিপেতা চ সমা পানি তলোপমা।
মৃদ্বী চ বৈডূর্যময়ী ভূমিঃ সর্বত্র তিষ্ঠতু॥

ভূমি সর্বত্র প্রস্তরাদি রহিত, হস্ততল তুল্য সমতল, কোমল ও বৈদূর্য্যময়ী হউক।

৩৬। বোধিসত্ত্ব মহা পর্ষন্মংডলানি সমন্ততঃ।
নিষীদন্তু স্বশোভা ভির্মণ্ডয়ন্তু মহীতলং॥

বোধিসত্ত্বের মহাপরিষদমণ্ডল চতুর্দিকে উপবেশন করুক এবং আপন শোভায় ভূতল অলঙ্কৃত করুক।

৩৭। পক্ষিভ্যঃ সর্ব বৃক্ষভ্যো রশ্মিভ্যো গগনাদপি।
ধর্ম ধ্বনির বিশ্রামং শ্রুয়তাং সর্ব দেহিভিঃ॥

সকল দেহধারী পক্ষী হইতে, সব বৃক্ষ হইতে, কিরণ হইতে এবং আকাশ হইতেও ধর্মধ্বনি নিরন্তর শুনিতে পাউক।

৩৮। বুদ্ধ বুদ্ধ সুতৈর্নিত্যং লভন্তাং তে সমাগমং।
পূজা মেঘৈরনন্তৈশ্চ পূজয়ন্তু জগদ্ গুরুং॥

তাঁহারা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের নিত্য সমাগম লাভ করুক। এবং অনন্ত পূজা—মেঘ দ্বারা জগৎ-গুরুর পূজা করুক॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩৯। দেবো বর্ষতু কালেন শস্য সংপত্তি রস্তু চ।
স্ফীতো ভবতু লোকশ্চ রাজা ভবতু ধার্মিকঃ ॥
যথাকালে দেব বর্ষণ করুক। শস্য সম্পত্তি লাভ করুক।
জগৎ সমৃদ্ধ হউক। রাজা ধার্মিক হউক।

৪০। শক্তা ভবন্তু ওষধ্যো মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তু জাপিনাং।
ভবন্তু করুণাবিষ্টা ডাকিনী রাক্ষসাদয়ঃ ॥
ঔষধের মধ্যে শক্তি লাভ হউক। যিনি জপ করেন,
তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হউক। ডাকিনী, রাক্ষস প্রভৃতি করুণা
পরায়ণ হউক।

৪১। মা কশ্চিদ্ দুঃখিতঃ সত্ত্বো মা পাপী মা চ রোগিতঃ।
মাহীনঃ পরিভূতো বা মা ভূত্ কশ্চিচ্চ দুর্মনাঃ ॥
কোন প্রাণী দুঃখিত না হউক, পাপপরায়ণ না হউক,
রুগ্ন না হউক, হীন না হউক, তিরস্কৃত না হউক, দুর্মনা না
হউক।

৪২। পাঠ স্বাধ্যায় কলিলা বিহারা সন্তু সুস্থিতাঃ।
নিত্যং স্যাত্ সংঘ সামগ্রী সংঘ কার্যং চ সিদ্ধ্যতু ॥
বিহার সমূহ—পাঠ ও স্বাধ্যায় দ্বারা মুখরিত হউক,
সুশোভিত থাকুক। কখনও সংঘভেদ না হউক এবং সর্বদা
সংঘ কর্ম সুসম্পন্ন হউক।

৪৩। বিবেক লাভিনঃ সন্তু শিক্ষা কামাশ্চ ভিক্ষবঃ।
কর্মন্য চিত্তা ধ্যায়ন্তু সর্ব বিক্ষেপ বর্জিতাঃ ॥
ভিক্ষু বিবেক লাভী ও শিক্ষাকামী হউক, সর্ব প্রকার
মনো বিক্ষেপ রহিত হউক, কর্মন্য—চিত্ত হইয়া ধ্যানরত হউক।

৪৪। লাভিণ্যঃ সন্তু ভিক্ষুণ্যঃ কলহাযাসা বর্জিতা।
ভবন্ত্বখণ্ড শীলাশ্চ সর্বে প্রব্রজিতা স্তথা ॥

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ভিক্ষুণীগণের মধ্যে বিবাদ না হউক, ক্লেশ না হউক, তাহারা লোভী হউক। এবং সকল প্রব্রজিত ব্যক্তির শীল খণ্ডিত না হউক।

৪৫। দুঃশীলা সন্তু সংবিগ্নাঃ পাপক্ষয়রতাঃ সদা।
সুগর্তেলাভিনঃ সন্তু তত্র চাখংডিত ব্রতাঃ ।।

দুঃশীলের মধ্যে সংবেগ হউক, তাহারা সর্বদা পাপক্ষয়ে রত হউক, অখণ্ডিতভাবে ব্রত-উদ্‌যাপনকারী সগতি লাভ করুক।

৪৬। পণ্ডিতাঃ সত্‌কৃতাঃ সন্তু লাভিনঃ পৈণ্ডপাতিকঃ।
ভবন্তু শুদ্ধ সংতানাঃ সর্ব দিক্‌খ্যাত কীর্তয়ঃ ।।

পণ্ডিতগণের সম্মান হউক, তাঁহারা লাভী হউক, পিণ্ড-পাত লাভ করুক। জীবন ধারা পবিত্র হউক, সর্বদিকে তাঁহাদের কীর্তি প্রসারিত হউক।

৪৭। অভুক্তাপায়িকং দুঃখং বিনা দুষ্কর চর্যয়া।
দিব্যেনৈকেন ক্যযেন জগদ্ বুদ্ধত্ব মাপ্নয়াত্ ।।

দুর্গতি দুঃখ ভোগ না করুক, দুষ্কর চর্যা সম্পাদিত না হউক। জগৎ একই দিব্য-শরীর লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করুক।

৪৮। পূজ্যন্তাং সর্ব সংবুদ্ধা সর্ব সত্ত্বৈরনেকধা।
অচিন্ত্য বৌদ্ধ সৌখ্যেন সুখিনঃ সন্তু ভূয়সা ।।

সমস্ত প্রাণী সকল সম্বুদ্ধকে অনেক প্রকারে পূজা করুক। বোধির অচিন্তনীয় সুখে একান্ত সুখী হউক।

৪৯। সিধ্যন্তু বোধিসত্ত্বানাং জগদর্থং মনোরথাঃ।
যচ্চিন্তয়ন্তি তে নাথাস্ত ত্‌সত্ত্বানাং সমৃধ্যতু ।।

জগতের হিত সাধনই বোধিসত্ত্বগণের মনোবাসনা, তাহা সফল হউক। সেই প্রভু বোধিসত্ত্বগণ প্রাণিগণের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

হিতকল্পে যাহা চিন্তা করেন, তাহা সর্বতোভাবে সম্পন্ন হউক।

৫০। প্রত্যেক বুদ্ধা সুখিনো ভবন্ত শ্রাবকাস্তথা।
দেবাসুর নরৈর্নিত্যং পূজ্য মনোঃ সগৌরবৈঃ।।

গৌরবের সহিত দেব, অসুর ও মনুষ্যগণ দ্বারা পূজিত হইয়া প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ সুখী হউন।

৫১। জাতিস্মরত্বং প্রব্রজ্যা মহং চ প্রাপ্নুয়াং সদা।
যাবত্ প্রমুদিতা ভূমিং মংজুঘোষ পরিগ্রহাত্।।

বোধিসত্ত্ব মংজুঘোষের অনুগ্রহে প্রমুদিত ভূমি পর্যন্ত সর্বদা আমার পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মৃতিপটে জাগরিত হউক এবং প্রব্রজ্যা লাভ হউক।

৫২। যেন তেনা শনেনাহং যাপযেযং বলান্বিতঃ।
বিবেক বাস সামগ্রীং প্রাপ্নুয়াং সর্ব জাতিষু।।

আমি সবল হই, যে কোন ভোজনে আমার জীবিকা নির্বাহিত হউক। সব জন্মেই আমার পূর্ণ বিবেক-বাস বিহিত হউক।

৫৩। যদা চ দ্রষ্টুকামঃ স্যাং প্রষ্টুকামশ্চ কিংচন।
তমেব নাথং পশ্যেমং মংজুনাথ মবিঘ্নতঃ।।

যখন আমার দর্শন করিবার ইচ্ছা জাগে কিংবা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয়, তখন যেন প্রভু মঞ্জুনাথকে বিনা বিঘ্ন-বাধায় লাভ করি।

৫৪। দশদিগ্ব্যোম পর্যন্ত সর্ব সত্ত্বার্থ সাধনে।
যথা চরতি মংজুশ্রীঃ সৈব চর্যা ভবেন্মম।।

দশ দিকে আকাশের প্রান্তদেশ অবধি, নিখিল প্রাণীর হিতসাধন করিতে মঞ্জশ্রী যেরূপ চর্যার সাধন করিয়াছেন, সেইরূপ চর্যা আমারও হউক।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫৫। আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াজ জগদ্ দুঃখানি নিঘ্নতঃ ।।

যতদিন আকাশের স্থিতি থাকিবে, যতদিন জগৎ স্থিত থাকিবে, জগতের সর্ব দুঃখের বিনাশ সাধনে যতদিন লাগিবে, জগতে ততদিন আমার স্থিতি হউক।

৫৬। যৎ কিঞ্চিজ্ জগতো দুঃখং তত্ সর্বং ময়ি পচ্যতাং।
বোধিসত্ত্ব শুভৈঃ সর্বৈ র্জগত্ সুখিত মস্তু চ ।।

জগতে যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহা সমস্তই আমার যোগ্য হউক এবং বোধিসত্ত্বগণের পুণ্য প্রভাবে জগৎ সুখী হউক।

৫৭। জগদ্ দুঃখৈক ভৈষজ্যং সর্ব সংপত্ সুখা করং।
লাভ সত্কার সহিতং চিরং তিষ্ঠতু শাসনং ।।

জাগতিক দুঃখের একমাত্র ঔষধ, সর্ব সম্পদ ও সর্ব সুখের আকর হইতেছে—বুদ্ধের শাসন। তাহা লাভ ও সৎকারের সহিত চির-স্থিতি লাভ করুক।

৫৮। মংজুঘোষং নমস্যামি যত্ প্রসাদান্মতিঃ শুভে।
কল্যাণ মিত্রং বন্দে 'হং যত্ প্রসাদাচ্চ বর্ধতে ।।

যাঁহার কৃপায় পুণ্যে মতি জন্মে, সেই মঞ্জুশ্রীকে নমস্কার করিতেছি। যাঁহার কৃপায় পুণ্য বর্দ্ধিত হয়, সেই কল্যাণ মিত্রকে বন্দনা করিতেছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বিষয় সূচী

১। বোধিচিত্তানুশংসা (শ্লোক ১-৩৬)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১।	মঙ্গলাচরণ।
২, ৩।	গ্রন্থের প্রয়োজন।
৪, ৫।	ক্ষণ-সম্পত্তির দুর্লভতা।
৬-১৪।	বোধিচিত্ত মহিমার সাধারণ রূপ।
১৫।	বোধিচিত্তের দুই প্রকার ভেদ। বোধি প্রণিধিচিত্ত এবং বোধি প্রস্থান চিত্ত।
১৬।	এই দুই চিত্তের মধ্যে পার্থক্য।
১৭-২৭।	বোধিচিত্ত মহিমার বিশিষ্ট রূপ।
২৮।	লোক চরিত্র।
২৯-৩৩।	বোধিসত্ত্ব মাহাত্ম্য।
৩৪।	বোধিসত্ত্বের প্রতি কলুষভাব পোষকের গতি।
৩৫।	বোধিসত্ত্বের প্রতি হিতৈষণা পোষক লোকের গতি।
৩৬।	নমস্করণীয় শরীর।

২। পাপ দেশনা (শ্লোক ১-৬৬)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১-৯।	বন্দনা—মানসিক পূজা।
১০-১১।	স্নান পূজা।
১২-১৩।	বস্ত্র পূজা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১৪।	গন্ধ পূজা।
১৫।	মাল্য পূজা।
১৬।	(পূর্বার্দ্ধ) ধূপ পূজা।
১৬।	(উত্তরার্দ্ধ) নৈবেদ্য পূজা
১৭।	(পূর্বার্দ্ধ) দীপ পূজা
১৭।	(উত্তরার্দ্ধ) পুষ্প পূজা
১৮।	বিমান পূজা
১৯।	ছত্র পূজা
২০-২৩।	গীত বাদ্য পূজা
২৪-২৫।	প্রণাম পূজা
২৬।	ত্রিশরণ গমন
২৭-৬৬।	পাপ দেশনা

৩। বোধিচিত্ত পরিগ্রহ (শ্লোক ১-৩৩)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১-৩।	পুণ্যানুমোদন
৪।	অধ্যেষণা (প্রার্থনা)
৫।	যাচনা
৬-৯।	আত্ম-সমর্পণ
১০-১১।	উৎসর্গ
২২-৩৩।	বোধিচিত্তোৎপাদন

৪। বোধিচিত্তা প্রমাদ (শ্লোক ১-৪৮)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১-৩।	বোধিচর্যাবলম্বীর পরহিতাচরণ পরম কর্তব্য
৪-১১।	বোধিচর্যাবলম্বীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে অপরাধ
১২-৪৮।	বোধিচর্যাবলম্বীর হৃদয়-মন্থন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। সংপ্রজন্য রক্ষণ (শ্লোক ১-১০৯)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১-৩।	চিত্ত রক্ষা
৪-৬।	চিত্তের প্রাধান্য
৭, ৮।	নরক—চিত্তের কল্পনা মাত্র
৯, ১০।	দান পারমিতা—চিত্তের উৎসর্গ বৃত্তি
১১।	শীল পারমিতা—চিত্তের বিরতি বৃত্তি
১২।	চিত্ত বিজয়ই বিশ্ব বিজয়
১৩, ১৪।	চিত্ত নিবৃত্তিই সর্ব নিবৃত্তি
১৫।	ব্রহ্মত্ব—চিত্ত বৃত্তির বিশেষ অবস্থা মাত্র
১৬-১৮।	ধর্ম-কর্ম চিত্তের উপর নির্ভরশীল
১৯-২২।	চিত্ত রক্ষা—পরম কর্তব্য
২৩।	স্মৃতি সংপ্রজন্য রক্ষা
২৪-২৮।	অসংপ্রজন্যের দোষ
২৯-৩২।	স্মৃতি রক্ষার সাধনা
৩৩।	সংপ্রজন্য সাধনায় স্মৃতিই চিত্তস্থিরতার উপায় উপায়
৩৪-৩৯।	কায় প্রত্যবেক্ষণ
৪০-৪৫।	চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ
৪৬।	অনাচরণীয় বিষয়
৪৭-৫৮।	পুনরায় চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ
৫৯-৭০।	পুনরায় কায় প্রত্যবেক্ষণ
৭১-১০৭।	আচরণীয় ও অনাচরণীয় ধর্ম
১০৮।	সংপ্রজন্যের লক্ষণ
১০৯।	আচারের প্রাধান্য

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬। ক্ষান্তি পারমিতা (শ্লোক ১-১৩৪)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১-১০ ।	ক্রোধের নিন্দা
১০-২০ ।	দুঃখে অসহিষ্ণু হওয়া অনুচিত
২১ ।	দুঃখ মাহাত্ম্য
২২-৩৪ ।	দুঃখ দায়কের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া উচিত
৩৫-৪১ ।	আত্ম-পীড়ক জগতের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর্তব্য
৪২-৫১ ।	দুঃখে দুঃখদায়কের প্রতি কিরূপ ভাবা উচিত ?
৫২, ৫৩ ।	নিন্দা, কঠোর বচন ও অপযশে চিত্তক্ষোভ অনুচিত
৫৪-৬১ ।	লাভ হানিতে ক্রোধ অনুচিত
৬২-৬৬ ।	নিন্দাকারীর প্রতি ক্ষমা
৬৭-৬৯ ।	অপরাধীর প্রতি ক্ষমা
৭০-৭২ ।	ক্রোধ সংবরণ পরম কর্তব্য
৭৩, ৭৪ ।	ক্রোধ দুঃখের হেতু
৭৫ ।	ক্ষমা প্রদর্শনে দুঃখ কল্যাণময় হয়
৭৬-৮২ ।	পরের প্রীতি সুখকে আপনার প্রীতি সুখ বলিয়া স্বীকার
৮৩-৮৫ ।	পর সম্পদে প্রসন্নতা
৮৬ ।	পুণ্যাত্মার সহিত স্পর্দ্ধা করা উচিত নহে
৮৭-৮৯ ।	শত্রুরও শত্রু থাকা অবাঞ্ছনীয়
৯০, ৯১ ।	মানবের প্রকৃত স্বার্থ
৯২-১০১ ।	যশ কীর্তিতে ব্যাঘাত জন্মিলে ক্রোধ অনুচিত
১০২-১১১ ।	অপকারী ও পুণ্যে বিঘ্নকারীর প্রতি ক্ষমা
১১২-১১৬ ।	(পূর্বার্দ্ধ) সত্ত্ব-ক্ষেত্র আর বোধি ক্ষেত্রের সমতা
১১৬-১১৮ ।	(উত্তরার্দ্ধ) সত্ত্ব-ক্ষেত্র ও বোধি ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য
১১৯-১২৭ ।	সত্ত্বারাধনাই বুদ্ধারাধনা
১২৮-১৩২ ।	দুর্বল অপরাধীর প্রতিও ক্ষমা
১৩৩ ।	সত্ত্বারাধনার ফল

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৭। বীর্য পারমিতা (শ্লোক ১-৭৫)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১।	বীর্য-মহিমা।
২।	বীর্য ও ইহার বিপক্ষ।
৩।	আলস্যের হেতু।
৪-১৫।	সংবেগ উৎপাদন।
১৬।	বীর্য বৃদ্ধির সাধনা
১৭-৩০।	অবিষাদোৎপাদ ভাবনা
৩১।	বল-ব্যূহ
৩২।	বলের প্রকার ভেদ
৩৩-৪৬।	(পূর্বার্দ্ধ) ছন্দ বল
৪৬-৬১।	(উত্তরার্দ্ধ) মান বল (চিত্তের দৃঢ়তা)
৬২-৬৫।	রতি-বল
৬৬।	ত্যাগ-বল
৬৭-৭৩।	তাৎপর্য (তৎপরতা) বল
৭৪, ৭৫।	আত্ম বিধেয়তা।

৮। ধ্যান পারমিতা (শ্লোক ১-১৮৬)

শ্লোকাঙ্ক	বিষয় সূচী
১।	সমাধি ভাবনার সপ্রয়োজনতা।
২।	কায় চিত্ত বিবেক।
৩-৮।	কায় বিবেকের সাধনা, লোক সম্পর্ক পরিত্যাগ।
৯-২৫।	মূর্খ সংসর্গ পরিত্যাগ
২৬-২৮।	বিবেক (নির্জ্জন বাস)
২৯-৭৯।	চিত্ত বিবেকের সাধনা, কাম-সংস্পর্শ পরিত্যাগ
৮০-৮৫।	সংবেগ-কথা
৮৬-৮৯।	নির্জন বাসের সুফল

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

শ্লোকাঙ্ক বিষয় সুচী

৯০-১১০। পরাত্ম সমতা

১১১-১৬৫। পরাত্ম পরিবর্তন

শ্লোকাঙ্ক বিষয় সুচী

১৬৬-১৭৩। আত্ম দমন

১৭৪-১৮৪। কায় দমন

১৮৫। পণ্ডিতানুসরণ

১৮৬। সমাধির ধ্যেয়-অন্তরায় বিনাশ

৯। প্রজ্ঞা পারমিতা (শ্লোক ১-১৬৮)

শ্লোকাঙ্ক বিষয় সুচী

১। দুঃখ নিবৃত্তির উপায়—প্রজ্ঞা।

২। ব্যবহারিক সত্য ও পরমার্থ সত্য ভেদে সত্য দুই প্রকার।

৩। সাধারণ ও তত্ত্বদর্শী ভেদে লোক দুই প্রকার।

৪-৮। বাহ্য জগতের মায়াময়তা

৯-১৫। (পূর্বার্দ্ধ) সর্বাস্তিবাদিগণের আক্ষেপ ও ইহার সমাধান।

১৫-৩৫। (উত্তরার্দ্ধ) বিজ্ঞানবাদিগণের আক্ষেপ ও ইহার সমাধান।

৩৬-৪০। শূন্যবাদে বুদ্ধ-পূজার ফল।

৪১-৪৮। আগম প্রামাণ্য

৪৯-৫৬। শূন্যতার সপ্রয়োজনতা

৫৭-৬০। শরীর অহঙ্কারের বিষয় নহে (১)

৬১-৬৮। জ্ঞান বা চেতন অহঙ্কারের বিষয় নহে (২)

৬৯-৭৩। অচেতন অহঙ্কারের বিষয় নহে

৭৪-৭৮। বিজ্ঞানবাদিগণের মতানুসারে চিত্তকে পরমার্থ সৎ বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না

৭৯, ৮০। কায়-স্মৃত্যুপস্থান

৮১-৮৫। প্রসঙ্গবশে অবয়বীর সমীক্ষা।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৮৬-৮৮। প্রসঙ্গবশে পরমাণু সমীক্ষা
৮৯-১০২। বেদনা স্মৃত্যুপস্থান
১০৩-১০৬। চিত্ত স্মৃত্যুপস্থান ও ধর্ম স্মৃত্যুপস্থান
১০৭-১১৬। সংবৃত্তি সত্য ভ্রমমাত্র
১১৭, ১১৮। অজাতিবাদের প্রতিষ্ঠা, অজাতিবাদের প্রতিপক্ষ দর্শনের আলোচনা এবং স্বভাববাদের উপর বিচার
১১৯-১২৬। ঈশ্বরবাদের আলোচনা
১২৭। (পূর্বার্দ্ধ) পরমাণু বাদের আলোচনা
১২৭ (উত্তরার্দ্ধ)-১৪২ (পূর্বার্দ্ধ)। প্রকৃতিবাদের আলোচনা
১৪২ (উত্তরার্দ্ধ)-১৫১। হেতুবাদের আলোচনা
১৫২-১৬৮। শূন্যবাদের উপসংহার

১০। বোধি পরিণামনা (শ্লোক ১-৫৮)

শ্লোকাঙ্ক বিষয় সূচী

১। সকলের জন্য বোধিচর্যা প্রার্থনা
২, ৩। জগতের সকলের জন্য সুখ এবং বোধিসত্ত্বোচিত সুখ প্রার্থনা।
৪-১৫। নারকীয় জীবের সুখ প্রার্থনা
১৬। দুর্গতি প্রাপ্ত প্রাণিগণের জন্য সুখ প্রার্থনা
১৭, ১৮। প্রেত ও তির্যগ্ যোনিগত জীবের জন্য সুখ প্রার্থনা।
১৯-২৯। মনুষ্য যোনিগত প্রাণিগণের জন্য সুখ প্রার্থনা
৩০। নারী জাতির জন্য বিশেষ প্রার্থনা
৩১-৩৩। সমস্ত প্রাণীর জন্য কুশল প্রার্থনা
৩৪-৪৬। বিবিধ হিত প্রার্থনা
৪৭। সকলের জন্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি প্রার্থনা
৪৮-৫০। বুদ্ধ, 'প্রত্যেক' বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নিমিত্ত পূজাদি প্রার্থনা
৫১-৫৬। নিজের জন্য বিবিধ প্রার্থনা
৫৭। সঙ্ঘের জন্য লাভ সৎকার প্রার্থনা
৫৮। গ্রন্থান্তে মঙ্গলাচরণ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

শ্লোকানুক্রমণী

(দণ্ডের পূর্ব সংখ্যা—পরিচ্ছেদাঙ্ক এবং পারের সংখ্যা—শ্লোকাঙ্ক)

অ

অংশা অপ্যনু ভেদেন ৯।৮৭
অকারণেনৈব রিপুক্ষতানি ৪।৩৯
অকুর্বতশ্চ কুশলং ৪।১৯
অকৃষ্ট জাতানি চ শস্যজাতানি ২।৫
অঙ্কুরাদন্ততো জ্ঞানাত্ ৯।১১৬
অঙ্কুরো জায়তে বীজাত্ ৯।১১৫
অঙ্গচ্ছেদার্থ মপ্যস্থ ২।৪৪
অঙ্গারতপ্তোপন শস্ত্র বৃষ্টিঃ ১০।৯
অচেতনশ্চ নৈদাহম্ ৯।৬৯
অচিন্তকে কৃতা পূজা ৯।৩৯
অজরামর লীলানাম ৯।১৬৬
অজানানং যদি জ্ঞানম্ ৯।৬২
অতঃ পরং প্রতিষ্ঠন্তাম্ ২।২০
অতঃ পরার্থং কৃত্বাপি ৮।১০৯
অতএব বিচারো ঽয়ম্ ৯।৯৩
অতএবাহ ভগবান্ ৪।২০
অতঃ সুপুষ্প চন্দ্রেন ৮।১০৬
অতীতানা গতং চিত্তম্ ৯।৭৩
অতীত্য যুষ্মবচনম্ ২।৫৪
অত্যনিষ্টা গমৈনাপি ৬।৯
অত্যপ্রমত্ত স্থিষ্ঠামি ২।৫৮
অত্যযমত্য যত্নেন ২।৬৬
অত্রগ্রহী ভবিষ্যামি ৪।৪৩
অত্র মে চেতনা নাস্তি ৪।২৭
অথ জ্ঞেয়বশাজ্ জ্ঞানং ৯।১১৩
অথ জ্ঞেয়াদ্ ভবেত্ পশ্চাত্ ৯।১০৬
অথ ত্বদিচ্ছয়া সিদ্ধম্ ৬।৮৮
অথ দোষো ঽথ মাগন্তঃ ৬।৪০
অথ প্রত্যপকারী স্যাম্ ৬।৫১
অথ যস্য মনঃ প্রস্তদ মেপ্তি ১।৩৫
অথাপি হস্ত পাদাদি ৭।২০
অথাবিকৃত এবাত্মা ৯।৭
অথাহ মচিকি তে স্যা ঽস্য ৮।১৪৫
অথাহমাত্ম দোষেণ ৬।১০৩
অথৈব মুচ্য মানে ঽপি ৮।১৬৮
অদরিদ্রং জগত্ কৃত্বা ৫।৯

অদান্তা মত্ত মাতঙ্গাঃ ৫।২
অদ্য মে সফলং জন্ম ৩।২৫
অদ্যাপি চেত্ত থৈব স্যাম্ ৪।১৪
অদ্যাপ্যস্তি মম স্বার্থঃ ৮।১৭০
অদ্যৈব মরণং নৈতি ২।৫৯
অদ্যৈব শরণং যামি ২।৪৮
অধ্যতিষ্ঠদতো নাথঃ ৮।১১৮
অধবানং প্রতিপন্নস্য ৮।৩৪
অনাথা নামহং নাথঃ ৩।১৭
অনাদি গতি সংসারে ২।২৮
অনিত্য জীবিতাসঙ্গাত্ ২।৪৩
অনিষ্ট করাণা জ্জাতম্ ৬।৭
অনিষ্য মান মপ্যেত্ ৬।২৩
অনুণীতং প্রতিহতং ৫।৪৮
অনুত্পন্নং হিতন্নাস্তি ৬।২৮
অনেক দোষ দুষ্টেন ২।৩১
অনেকে শ্রুত বন্তো 'পি ৫।২৬
অনেন মম পুণ্যেন ১০।৩১
অনেন হি বিহারেণ ৫।২১
অন্ধঃ সংকার কুটেভ্যঃ ৩।২৭
অন্ধাঃ পশ্যন্ত রূপানি ১০।১৯
অন্যতো নাস্তি চায়াতম্ ৯।১৪৩
অন্যত্র ময়ি বা প্রীত্যা ৬।৯৫
অন্যদীযশ্চরো ভূত্বা ৮।১৫৯
অন্যদ্রূপ মসত্যং চেত্ ৬।৬৭
অন্য সংবদ্ধ মস্মীতি ৮।১৩৭
অন্যাধিক যশোবাদৈঃ ৮।১৬৩
অন্যেনা পি কৃতং দোষম্ ৮।১৬২
অন্যোন্য ভক্ষণ ভয়ং ১০।১৪
অপকারা শয়ো 'স্যেতি ৬।১১৭
অপশ্যন্নরতিং যাতি ৮।৬
অপায় দুঃখ বিশ্রামম্ ৩।১
অপি ত্বনেকে 'নিত্যাশ্চ ৯।১২০
অপি সর্বত্র মে লোকে ৮।১৪৮
অপুন্যবান মহা দরিদ্রঃ ২।৭
অপেক্ষতে চেত্ সামগ্রীম্ ৯।১২৫
অপ্রমেয়া গতাঃ কল্পা ৮।১৫৫
অপ্রমেযা গতা বুদ্ধা ৪।১৩
অপ্রমেয়া ময়া দোষাঃ ৭।৩৩
অপ্রমেয়া যুষশ্চৈব ১০।৩৩
অপ্রহীনা হিতত্কর্তুঃ ৯।৩২
অপ্রিয়া ন ভবিষ্যন্তি ২।৩৬
অভযং কেন মে দত্তম্ ২।৬০
অভবিষ্যদিদং কর্ম ৮।১৫৭
অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ ৩।১৬
অভ্যাসাদন্য দীযেষু ৮।১১১
অভুক্ত্ব পাযিকং কর্ম ১০।৪৭
অমমেষু প্রদেশেষু ৮।২৮
অমেধ্য ভব মল্ল ত্বাদ্ ৮।৬০
অযং সুস্থঃ পরো দুঃস্থঃ ৮।১৬০
অয়মেব হি কায়ো মে ৮।৩১
অযুক্তমপি চেদেতত্ ৮।১০০
অর্জন রক্ষণ নাশ বিষাদৈঃ ৮।৭৯
অল্পৌজসশ্চ যে সত্ত্বাঃ ১০।২৯
অবর্ণবাদিনি দ্বেযঃ ৮।৬২
অবশ্যং গন্তুরল্পস্য ৮।৭২

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অবিষাদ বল ব্যূহ ৭।১৬
অব্যাপার সুখা স্বাদ ৭।৩
অশক্য মিচ্ছতঃ ক্লেশঃ ৮।১৭৬
অশুচি প্রতি মামিমাং গৃহীত্বা ১।১০
অশ্রমোপার্জিত স্তস্যাত্ ৬।১৭৪
অসত্যপি যথা মায়া ৯।২৮
অসহিষ্ণু বল সং ভীতম্ ৫।৫৩
অসংস্তবা বিরোধাভ্যাস্ ৮।৩৬
অসংপ্রজন্য চিত্তস্য ৫।২৫
অসংপ্রজন্য চৌরেণ ৫।২৭
অসি পত্রবনং তৈষাম্ ১০।৬
অসি পত্রবনং যদ্বত্ ৬।৪৬
অস্তি সূক্ষ্মতষা দুঃখম্ ৯।৯১
অস্থীন্যপি পৃথক্ কত্বা ৫।৬৩
অস্যাপি হি বরাকস্য ৮।১৫১
অস্যৈবং পতিত স্যাপি ৮।১৭৫
অস্বামিকানি দুঃখানি ৮।১০২
অহমেব তদাপীতি ৮।৯৮
অহমেবা পকার্যেষাম্ ৬।৪৯
অহং করোমি কর্মাণি ৮।১৪২
অহো বতাতি শোচ্যত্বম্ ৯।১৬৪

আ

আকাশস্য স্থিতির্যাবত্ ১০।৫৫
আগমাচ্চ ফলং তত্র ৯।৪০
আচারো বোধি সত্ত্বানাম্ ৫।৯৭
আত্ম প্রগাণ মজ্জাত্বা ৪।৪২
আত্মভাবাং স্তথা ভোগান্ ৩।১০
আত্ম সত্ত্বশং নিত্যম্ ৫।৫৭
আত্মান মপরিত্যজ্য ৮।১৩৫
আত্মানং চ পরাং শৈচ ৮।১২০
আত্মার্থং পরমাজ্ঞাপ্য ৮।১২৮
আত্ম সত্ত্ব বশং নিত্যম্
আত্মীকৃতং সর্বমিদং জগত্তৈঃ ৬।১২৬
আত্মোৎকর্ষঃ পরাবর্ণং ৮।১৩
আদায় বুদ্ধ্যা মুনি পুংগবেভ্যঃ ২।৬
আদীপ্ত কায়স্য যথা সমন্তাত্ ৬।১২৩
আদৌ শাকাদিদানে 'পি ৭।২৫
আযাতাযাত শীঘ্রং ভযমপ্লর্যত ১০।১৩
আরাধনাযাস্ত তথাগতানাম্ ৬।১২৫
আরোগ্য দিবসং চেদং ৪।১৬
আরোগ্য রোগিণামস্তু ১০।২২
আর্য মাকাশ গর্ভং চ ২।৫২
আশয়স্য চ মাহাত্ম্যম্ ৬।১১৪
আসংসারং সুখজ্যানিঃ ১০।৩
আস্তাং তাবৎপরো লোকঃ ৮।১৩২
আস্তাং ভবিষ্যদ্বুদ্ধত্বম্ ৬।১৩৩

ই

ইতি ধ্যাত্বা তথা তিষ্ঠেত্ ৫।৩২
ইতি মৎকুশলৈঃ সমন্ত ভদ্র ১০।১৫
ইতি সত্রপতৌ জিনস্য পুত্রে ১।৩৪
ইতি সংতত দীর্ঘ বৈরিষু ৪।৩৪
ইত্বর ব্যাধি ভীতো 'পি ২।৫৫
ইদং চ তে হৃষ্টি সুখম্ ৬।৭৭
ইদং তু মে পরিমিতম্ ৭।২২

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ইদং ন প্রাপ্ত মারব্ধম্ ৭।৮
ইদং সুবাহু পৃচ্ছাযম্ ১।১০
ইমং চর্মপুটং তাবত্ ৫।৬২
ইমং পরিকরং সর্বম্ ৯।১
ইমং যে কায়মিচ্ছন্তি ৮।১৮৩
ইযমেব তু মে চিন্তা ২।৬৩
ইহ শয্যাগতে নাপি ২।৪১
ইহৈব তিষ্ঠত স্তাবত্ ২।৩৮

ঈ

ঈর্ষ্যোৎকৃষ্টাত্ সমাদ্ দ্বন্দ্বঃ ৮।১২
ঈশ্বরো জগতো হেতুঃ ৯।১১৯

উ

উত্তরোত্তরতঃ শ্রেষ্ঠাঃ ৫।৮৩
উদ্দংশদংশমশক ৬।১৫
উদ্ধতং সোপহাসংবা ৫।৪৯
উদ্ বন্ধন প্রপাতৈশ্চ ৬।৩৬
উন্নাম্যমানং যত্নাত্ ৮।৪৪
উপদ্রবা যে চ ভবন্তি লোকে ৮।১৩৪
উপাধ্যাযানু শাসিন্যা ৫।৩০
উরসারাতি ধাতান্ যে ৬।২০

ঋ

ঋজুপশ্যেত্ সদা সত্বান্ ৫।৮০

এ

এক উৎপদ্যতে জন্তুঃ ৮।৩৩
একক্ষণ কৃতাত্ পাপ্যাত্ ৪।২১
একস্মাদশনাদেষাম্ ৮।৪৯
একস্য ত্রিস্বভাবত্বম্ ৯।১২৯
একেস্যাপি হি সত্বস্য ৪।১০
একেনাগম্য মানেন ৯।৫১
একৈকস্যাপি কায়স্য ৮।৩২
একেনাপি যতঃ সর্বে ৭।৭২
একৈকস্যাপি কায়স্য ৮।৩২
এতদেব সমাসেন ৫।১০৮
এতদ্ধি বড়িশং ঘোরং ৬।৮৯
এতানাশ্রিত্য মে পাপম্ ৬।৪৮
এতাবাংশ্চ ভবেৎস্বার্থঃ ৬।৯১
এবং বশীকৃত স্বাত্মা ৫।৭১
এবং বিনিশ্চিত্য করোমি যত্নম্ ৪।৪৮
এবং বিপক্ষ মুখ্মূল্য ৭।৩২
এবং শূন্যেষু ধর্মেষু ৯।১৫২
এবং সংক্লিষ্ট মালোক্য ৫।৫৪
এবং সর্বমিদং কৃত্বা ৩।৬
এবং সুখাত সুখং গচ্ছন্ ৭।৩০
এবং স্বপ্নোপমে রূপে ৯।৮৮
এবং হি সুকৃতং সর্বম ৫।৪৪
এব মংগুলি পুংজত্বাত্ ৯।৮৬
এব মন্বিষ্য যত্নেন ৬।৬৪
এব মাকাশ নিষ্ঠস্য ৩।২১
এব মাগন্তুকো স্মীতি ২।৩৯
এব মাত্মগুণান্ শ্রুত্বা ৮।১৫২
এব মাদিভিরা কারৈঃ ৮।৮৯
এব মাদীনবো ভূযান্ ৮।৮০
এব মাদীনি দুঃখানি ৬।৬
এব মাপত্তি বলতঃ ৪।১৯
এব মুদ্ বিজ্য কামেভ্যঃ ৮।৮৫
এবং কুরুষ তিষ্ঠৈবম্ ৮।১৬৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

এবং ক্ষমো ভজেদ্ বীর্যম্ ৭।১
এবং গৃহীত্বা মতিমান্ ৩।২৪
এবং গৃহীত্বা সুদৃঢ়ম্ ৪।১
এবং চন বিরোধো হ'স্তি ৯।১৫০
এবং চানেকধা দত্বা ৮।১৭২
এবং চামেধ্য মপ্যেতত্ ৮।৭১
এবং চিত্তং যদা সংগাত্ ৬।৭১
এবং তস্যাপি তৎসংগাত্ ৮।১৪
এবং তে রক্ষতশ্চাপি ৫।৬৭
এবং দুঃখাগ্নি তপ্তানাম্ ৯।১৬৭
এবং পরবশং সর্বম্ ৬।৩১
এবং পদার্থং কৃত্বাপি ৮।১১৬
এবং বুদ্ধাতু পুণ্যেষু ৬।৬৭
এবং বুদ্ধ্বা পরার্থেষু ৫।৮৪
এবং ভাবিত সংতানাঃ ৮।১০৭
এষ সংক্রিয়তে নাহম্ ৮।১৪১

ক

কঃ পণ্ডিতস্ত মাত্মানম্ ৮।১২৪
কংকালান্ কতিচিদ্ দৃষ্ট্বা ৮।৭০
কতিপয় জন সত্রদায়কঃ ১।৩২
কথং চ নিঃসরাম্য স্মাত্ ২।৩২, ৩৩
কথং চিদপি সংপ্রাপ্তঃ ৪।২৬
কথং চিন্নভ্যতে সৌখ্যম্ ৬।১২
কদলীব ফলং বিহায যাতি ১।১২
কদা তথাগতোৎপাদম্ ৪।১৫
কদোপলংভ দৃষ্টিভ্যঃ ৯।১৬৮
কল্পোত্য নিচ্ছন্নীশশ্চেত্ ৯।১২৬
কর্পূরাদিষু হৃদ্যেষু ৮।৬২
কর্মণঃ সুখ দুঃখে চ ৯।১২৩
কল্পনা কল্পিতং চেতি ৯।১০৯
কল্পান নল্পান প্রবিচিন্ত্য যদ্ভিঃ ১।৭
কল্পিতং ভাবম স্পৃষ্ট্বা ৯।১৪০
কস্মাৎ সদা ন কুরুতে ৯।১২৪
কস্যাদেবং কৃতং পূর্বম্ ৬।৬৮
কস্য মাতুঃ পিতুর্বাপি ১।২৩
কস্যা নিত্যেষ নিত্যস্য ৮।৫
কাতরৈর্দৃষ্টি পাতৈশ্চ ২।৪৬
কান্তারোন্মার্গ পতিতাঃ ১০।২৫
কাদংব কারংভব চক্রবাক ১০।৭
কামাহ্যনর্থ জনকাঃ ৮।৪০
কামৈর্ণ তৃপ্তিঃ সংসারে ৭।৬৪
কাযচিত্ত বিবেকেন ৮।২
কায়ভূমিং নিজাং গত্বা ৮।৩০
কায়স্যাত্র কিমাযাতম্ ৮।৬৭
কায়স্যাব য়বত্বে ন ৮।১১৪
কাযেনৈব পঠিষ্যামি ৫।১০৯
কাযেনৈব মবস্থেযম্ ৫।৩৯
কাযে নৌবুদ্ধি মাধায় ৫।৭০
কাযে হ্যস্তো হ'ন্যযং গন্ধঃ ৮।৬২
কাযো ন পাদৌ ন জংঘা ৯।৮৯
কায়বস্তু চ কর্মানি ৩।১৪
কার্যং কস্য ন চেত্ সত্ত্বঃ ৯।৭৭
কিং বারয়তু পুণ্যানি ৬।৮৫
কিং বীর্যং কুশলোৎসাহঃ ৭।২
কিং কৃতৌ হেতুভেদশ্চেত্ ৯।১১৮
কিং চ নিশ্ছদ্ম বন্ধুনাম্ ৬।১১৯

কিং নির্গুণেন কর্তব্যম্ ৮।১৪৩
কিং পুনর্ভৈরবা কারৈঃ ২।৪৫
কিং ময়ানেন যন্ত্রেণ ৮।১৭৯
কিমুত সতত সর্ব দুঃখ হেতুন্ ৪।৩৮
কিমুতানুত্তরং সৌখ্যম্ ৪।৬
কিমুতা প্রমিতং শূলম্ ১।২২
কিমুতাহং ন নরো জাত্যা ৭।১৯
কিমু নিরবধি সত্ত্ব সংখ্যযা ১।৩৩
কিযতো মারযিষ্যামি ৫।১২
কৃতাকৃত পরীক্ষো হ'যম্ ৩।৩৪
কৃতে যঃ প্রতি কুর্বীত ১।৩৯
কৃত্বাপি পাপানি সুদারুণানি ১।১৩
কৃপযা বহু দুঃখং চেত্ ৮।১০৪
কেচিত্ স্বশোণিতং দৃষ্টা ৬।১৭
কেচিদ্ দিনান্ত ব্যাপারৈঃ ৮।৭৬
কোপার্থ মেব মেবাহম্ ৬।৭৪
কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা ৯।১৫৩
কুত্র মে বর্তত ইতি ৫।৪৯
কুপিতঃ কিংনৃপঃ কুর্যাত্ ৬।১৩৯
কুপ্যামীতি ন সংচিন্ত্য ৬।২৪
কুশলানাং চ সর্বেষাম্ ৭।৪০
ক্রিয়া মিমামপ্যু চিতাম্ ৭।২৪
ক্রীড়ন্ত মম কায়েন ৩।১৩
ক্লেশ জ্ঞেযা বৃত্তিতমঃ ৯।৫৫
ক্লেশ তস্কর সংঘো হ'ম্ ৫।২৮
ক্লেশ প্রহারান্ সংরক্ষেত্ ৭।৬৩
ক্লেশ প্রহাণান্ মুক্তিশ্চেত্ ৯।৪৬
ক্লেশ বাগুরিকা ঘ্রাতঃ ৭।৪৯
ক্লেশ স্বতন্ত্রো লোকো হ'যম্ ৭।৫০
ক্লেশোম্মত্তী কৃতশ্চেব ৬।৩৮
ক যাস্যসি ময়া দৃষ্টঃ ৮।১৬৯
কাসৌ যাযান্মম নষ্টো নিরস্তঃ ৪।৪৬
ক্ষণ সংপদিযং সুদুর্লভা ১।৪
ক্ষণাদ্ ভবন্তি সুহৃদঃ ৮।১০
ক্ষপযন্ পূর্ব পাপানি ৭।২৯
ক্ষমা সিদ্ধযা শযো নাস্তি ৬।১০৯
ক্ষুৎপিপাসা ব্যথাং হন্তাম্ ৬।১৮

গ

গণ্ডো হ'যং প্রতিমাকারঃ ৬।৪৪
গন্তুকামস্য গন্তশ্চ ১।১৬
গংভীরোদার সগ্রেষু ৫।৮৯
গলন্তু প্রাণি মে কামম্ ৪।৪৪
গুণ লেশে হ'পি নাভ্যাসঃ ৭।৩৬
গুণ সারৈক রাশীনাম্ ৬।১১৭
গুণাভাবে চ শব্দা দেঃ ৯।১৩০
গুণা ময়ার্জনীযাশ্চ ৭।৩৫
গুণো হ'পরশ্চ দুঃখস্য ৬।২১
গুরু সালোহিতা দীনাম্ ৬।৬৫
গৃধ্রৈরামিষ সংগৃদ্ধৈঃ ৫।৫৯
গ্রাহ্য মুক্তং যাদ চিত্তম্ ৯।৩০
গ্লানানামপ্রি ভৈষজ্যম্ ৩।৭

চ

চতুর্ভিঃ পুরুষৈর্যাবত্ ৮।৩৫
চর্মনুাৎ পাটিতে যস্মাত্ ৮।৬৪
চিত্তং রক্ষিতু কামানাম্ ৫।২৩
চিত্তমেব যদা মাযা ৯।১৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চিত্তাদন্যা ন মাষা চেত্ ৯।২৭
চিত্তোৎপাদ সমুদ্রাংশ্চ ৩।৩
চিন্তামণিঃ কল্পতরুঃ ৯।৩৬
চিন্তামণি র্ভদ্র ঘট ৩।১৯
চেতনা চেতনকৃতা ৬।৬৬
চেতনা চেতনে চৈক্যম্ ৯।৬৮
চির ধক্ষ্যতি মে'কাযম্ ৪।২৫
চিরাত্ প্রাপ্তং ক্ষণবরম্ ৫।৫৮

ছ

ছন্দস্থাম রতি মুক্তি ৭।৩১
ছাত্ত্বেরন্নপি মে দোষাঃ ৮।১৪৯
ছিন্থন্তে কামিনঃ কেচিত্ ৮।৭৮
ছেত্তব্যশ্চাপি ভেত্তব্যঃ ৭।২১

জ

জগদ জ্ঞান তিমির ৩।৩১
জগদস্থ নিমন্ত্রিতং ময়া ৩।৩৩
জগদানন্দ বীজস্য ১।২৬
জগদ্দুঃখৈক ভৈষজ্যম্ ১০।৫৭
জগদ্ ব্যাধি প্রশমনম্ ৩।২৯
জগন্মৃত্যু বিনাশায় ৩।২৮
জন্মান্তরে হ'পি সোভ্যাসঃ ৭।৪৮
জপাস্ত পাংসি সর্বানি ৫।৯৬
জাতং চেদপ্রিয়ং শত্রোঃ ৬।৮৭
জাতিস্মরত্বং প্রব্রজ্যাম্ ১০।৫১
জীবমৎস্য ইবাস্মীতি ৭।১১
জীবলোক মিমং ত্যক্তা ২।৬২
জ্ঞাত্বা সদোষ মাত্মানম্ ৮।১১৩
জ্ঞেয়াৎপূর্বং যদি জ্ঞাতম্ ৯।১০৫

ত

তচ্চিত্র রত্ন গ্রহণায় সম্যক্ ২।১
তচ্চিত্তস্য দৃঢ়ত্বেন ৬।১৮
তচ্চিন্তয়া মুধা যাতি ৮।৮
তচ্ছস্ত্রং মম কাযশ্চ ৬।৪৩
তং চাবলোকিতং নাথম্ ২।৫১
ততঃ কোটি শতে নাপি ৮।৮৩
ততঃ প্রভৃতি সুপ্তস্য ১।১৯
তত্তৎ স্মরণতাং যাতি ২।৩৭
তত্র খড়্গং যথা দ্রষ্টম্ ৭।৬৮
তত্র চানুপমাস্তীরাঃ ৯।১৫৯
তত্র দোষ ক্ষয়ারং ভে ৭।৩৪
তত্র লোকো দ্বিধা দৃষ্টঃ ৯।৩
তত্র সর্বজ্ঞ বৈদ্যস্য ২।৫৭
তত্রাপি জীবিতারোগ্য ৯।১৬০
তত্রাপি মারো যততে ৯।১৬২
তৎসর্বং দেশয়াম্যেষঃ ২।৬৫
তৎ সুখেন সুখিত্বং চেত্ ৬।৯৬
তথা কাযোন্য দীযো হ'পি ৮।১১২
তথা কিংচিত্ পরাপেক্ষম্ ৯।২০
তথাগতা রাধন মেতদেব ৬।১২৭
তথাধুনা ময়া কার্যম্ ৩।২৬
তথা যত্তপ্য সংবেদ্যম্ ৮।৯৩
তদেবং শূন্যতাপক্ষে ৯।৫৪
তদেবং স্পর্শনাভাবে ৯।৯৮
তদেব রূপং জানাতি ৯।৬২
তদেবান্যেন রূপেন ৯।৬৬
তদ্দুঃখেন নমে বাধা ৮।৯৭

তদ্দুষ্টাশয় মেবাতঃ ৬।১১১
তদ্ধেতু রূপা ভাবাশ্চেত্ ৯।১৩১
তদ্ বোধিচিত্তং দ্বিবিধম্ ১।১৫
তদ্ধদুৎপাদয়া ম্যেষঃ ৩।২৩
তন্নাস্তি কায়মোহাত্তু ৯।৮৪
তন্মুখং স্বৎপরি ক্লেশম্ ৮।৪৫
তস্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যম্ ১।৬
তস্মাত্ কর্মাবসানে হ'পি ৭।৬৫
তস্মাত্ কার্যঃ শুভচ্ছন্দঃ ৬।৪৬
তস্মাত্ প্রাজ্ঞো ন তামিচ্ছেত্ ৮।১৯
তস্মাত্ স্তুতি বিঘাতায় ৬।৯৯
তস্মাত্ স্তুতির্মনোদ্বারাত্ ৫।২৯
তস্মাত্ স্বদুঃখ শান্ত্যর্থম্ ৮।১৩৬
তস্মাত্ স্বধিষ্ঠিতং চিত্তম্ ৫।১৮
তস্মাত্ স্বপ্নে সুতে নষ্টে ৯।১৪১
তস্মাদ মিত্রং মিত্রং বা ৬।৩৩
তস্মাদহং স্তুতো হ'স্মীতি ৬।৯৭
তস্মাদাবরণং হন্তুম্ ৮।১৮৬
তস্মাদেকাকিতা রম্যা ৮।৩৮
তস্মাদেবং বিচারেণ ৯।১৪২
তস্মাদুৎ সংগমে সর্পে ৭।৭১
তস্মাদ্ দৃঢ়েন চিত্তেন ৭।৫৪
তস্মাত্ যথান্ধদীয়েষু ৮।১৫৮
তস্মাদ্ যথা প্রতিজ্ঞাতম্ ৪।১২
তস্মাদ্ যথাতি শোকাদেঃ ৮।১১৭
তস্মাদ্ যথাহশো হ'বর্ণাত্ ৮।১১০
তস্মাদ্ বিঘাতয়িষ্যামি ৬।৮
তস্মান্ন তাবদহমত্র ধুরং ক্ষিপামি ৪।৩৬
তস্মান্ন প্রসরো দেয়ঃ ৮।১৭৭
তস্মান্ময়া যজ্জন দুঃখদেন ৬।১২৪
তস্যাস্বাদল বস্যার্থে ৮।৮১
তস্যৈব সুখ মিত্যেবম্ ৬।৭৮
তান্যেবাস্মীনি নান্যানি ৮।৪৩
তুষ্টঃ কিং নৃপতির্দদ্যাত্ ৬।১৩২
তুল গর্ভৈর্ম্ দু স্পর্শে ৮।৫০
তৃষ্ণা তাবদ্ পাদানম্ ৯।৪৭
তেন কিং স্রষ্টু মিষ্টং চ ৯।১২২
তেন সত্ত্বপরো ভূত্বা ৮।১৩৯
তেনালং লোক চরিতৈঃ ৮।১৮৫
তে হ'প্যাসন্ দংশমশকাঃ ৭।১৮
তে মানিনো বিজয়িনশ্চত এবশূরা ৭।৫৯
তেষাং শরীরাণি নমস্করোমি ১।৩৬
তেষামেব চ সক্তানাম্ ১।২৪
তৈল পাত্র ধরো যদ্বত্ ৭।৭০
তৈশ্চাপ্যধিগতং ধর্মম্ ২।৪৯
ত্যক্তাপ্যন্য সুখোং পাদম্ ৮।১৩৩
ত্যজেন্ন জীবিতং তস্মাত্ ৫।৮৭
ত্রস্তাঃ পশ্যন্ত কস্মাত্ ১০।১১১
ত্রাণ শূন্যা দিশো দৃষ্ট্বা ২।৪৭
ত্রিষু মানো বিধাতব্যঃ ৭।৪৯
ত্রৈলোক্য পূজ্যং বুদ্ধত্বম্ ৬।৮১
ত্বাং সত্ত্বেষু ন দাস্যামি ৮।১৭১

দ

দক্ষ উত্থান সংপন্ন ৫।০২
দণ্ডাত্রাভির পরে ৮।৭৪
দত্ত্বাস্মৈ বেতনং তস্মাত্ ৫।৬৯

দদামি চাত্মা নমহং জিনেভ্যঃ ২।৮
দন্ত কাষ্ঠস্য খেটস্য ৫।৯১
দন্তকেশ নখা নাহম্ ৯।৫৮
দরিদ্রাণাং চ সত্ত্বানাম্ ৩।৯
দশ দিগ্যোম পর্যন্ত ৪।৪১
দশ দিগ্যোম পর্যন্ত ১০।৫৪
দহ্যমানে গৃহে যদ্বত্ ৬।৭০
দিব্যৈর্দুশ্লক্ষণ বিচিত্র শোভৈঃ ২।১৩
দীপঃ প্রকাশত ইতি ৯।২২
দীপার্থ নামহং দীপঃ ৩।১৮
দুঃখং হন্তুং সুখং প্রাপ্তম্ ৫।১৭
দুঃখং কস্মান্নিবার্যং চেত্ ৮।১০৩
দুঃখং নেশ্চামি দুঃখস্য ৬ ৪৫
দুঃখং স্বস্কার পারুষ্য ৬।১১
দুঃখ মেবাভি ধাবন্তি ১।২৮
দুঃখং প্রবেষ্টুং কামস্য ৬।১০১
দুঃখ হেতুর হংকারঃ ৯।৭৮
দুঃখানি দৌর্মনস্যানি ৭।৪১
দুঃখে হ'পি নৈব চিত্তস্য ৬।১৯
দুর্গতির্নীচতা মৌর্খ্যম্ ৮।১২৭
দুর্গতি ব্যাড় বক্রস্থে ৮।১৪৬
দুর্গত্যুত্তরণে সেতুঃ ৩।৩০
দুর্গাপুত্রক কর্ণাটাঃ ৬।১৩
দুঃশীলাঃ সন্তু সংবিগ্নাঃ ১০।৪৫
দুষ্করান্ন নিবর্তেত ৯।১১৯
দৃশ্যতে স্পৃশ্যতে চাপি ৯।১০৭
দৃষ্টি বিশ্রাম হেতোস্ত ৫।৩৬
দেবাদি লোকেষু চ গন্ধধূপাঃ ২।৪
দেবো বর্ষতু কালেন ১০।৩৯
দ্বযোর প্যাবয়োঃ সিদ্ধে ৯।৭২

ধ

ধন্যৈঃ শশাংককর চন্দন শীতলেষু ৮।৮৬
ধর্মচ্ছন্দ বিযোগেন ৭।৩৯
ধর্মং নির্গৌরবে স্বস্থে ৫।৮৮
ধর্মার্থ মাত্র মাদায় ৮।১৬

ন

ন কর্তব্যাত্মনি প্রীতিঃ ৮।১৭৩
ন কর্মফল সংবন্ধঃ ৬।৭১
ন কিং চিদস্তি তদ্বস্ত ৬।১৪
ন কেবলং স্বমাত্মানম্ ৬।৮৬
ন কেবল মমেধ্যত্বম্ ৮।৬১
ন ক্লেশা বিষয়েষু ৪।৪৭
ন খাদিতব্য মশুচি ৫।৬৫
ন চ তন্মাত্র মেবাসৌ ৪।২২
ন চ দ্বেষ সমং পাপং ৬।২
ন চ প্রত্যয় সামগ্রঘ্যা ৬।২৬
ন চান পগতে ভাবে ৯।১৪৯
ন চান্তিক চরাঃ কেচিত্ ৮।৩৭
ন চাত্র মে ব্যয়ঃ কশ্চিত্ ৫।৭৬
ন চাস্তি বেদকঃ কশ্চিত্ ৯।১০২
ন চেদং তাদৃশং দুঃখম্ ৬।৭৫
ন চ্ছিনত্তি যথাত্মানম্ ৯।১৮
ন দুঃখী ত্যক্ত পাপত্বাত্ ৭।২৭
ন দোষো যোগি সংবৃত্যা ৯।৮
ন নাম সাধ্যং বুদ্ধত্বম্ ৮।১৩৯
ন নু নিবর্ততে সৌখ্যম্ ৬।৫৮

ন স্ব সিদ্ধং মহাযানম্ ৯।৪২
ন পশ্যতি যথাভূতম্ ৮।৭
ন প্রাপ্তং ভগবৎ পূজা ৭।৩৭
ন বালঃ কস্য চিন্মিত্রম্ ৮।২৪
ন বাহুৎ ক্ষেপকং কংচিত্ ৫।৯৫
ন যুক্তং স্বার্থ দৃষ্ট্যাপি ৮।১৩৮
ন শস্ত্রং ন বিষং নাগ্নিঃ ৮।৮৪
ন স্থাস্যতীতি ভৃত্যাম্ ৫।৬৮
ন স্থৌল্যং চেত্ সুখাদন্যত্ ৯।১৩৫
ন স্বীকরোষি হে মূঢ় ৫।৬১
ন হস্তৌ নাপ্যয়ং পার্শ্বৌ ৯।৮০
ন হি কালোপ পন্নেন ৬।১০৫
ন হি কিং চিদ পূর্বমত্র বাচ্যম্ ১।২
ন হি তদ্ বিদ্যতে কিংচিত্ ৫।১০০
ন হি সর্বান্ত শত্রূণাম্ ৪।৩২
ন হীদৃশৈর্ম চ্চরিতৈঃ ৪।১৭
নাকাশমীশো 'চেষ্টত্বাত্ ৯।১২৯
নাগন্তুক গুণাংশেন ৮।১৬৪
নাংগুত্যা কারযেত্ ৫।৯৪
নাণোরনো প্রবেশো হ'স্তি ৯।৯৫
নাতঃ পরা বংচনাস্তি ৪।২৩
নাথ নির্বাণ শয্যাবত্ ৫।৯৬
নানাধি মুক্তিকাঃ সত্ত্বাঃ ৮।২২
নানাবিধ প্রলাপেষু ৫।৪৫
নাভাব কালে ভাবশ্চেত্ ৯।১৪৮
নাভাবস্য বিকারো হ'স্তি ৯।১৪৭
নামেধ্যময় মন্যস্য ৮ ৫৬
নাবধ্যাযন্তি তরবঃ ৮।২৬
নাশযত্যপি সংমোহম্ ৯।৩০
নাহং মাংসং ন চ স্নায়ু ৯।৬০
নাহং বসা নচ স্বেদঃ ৯।৫৯
নিত্যো হ্যচেতনশ্চাত্মা ৬।২৯
নিন্দস্ত্যলা ভিনং সত্ত্বম্ ৮।২৩
নিরশস্য চ সংসর্গঃ ৯।৯৬
নিরুত্তম ফলাকাংক্ষিন্ ৭।১৩
নিরূপ্যঃ সর্ব যত্নেন ৫।৪০
নির্বাতু কামাংশ্চ জিনাম্ ৩।৫
নির্বাসিত স্যাপি হিনাম শত্রোঃ ৪।৫
নিশ্চলাদপি তে ত্রাসঃ ৮।৪৮
নিষ্ফলা নেত্র বিক্ষেপাঃ ৫।৩৫
নীচং কর্মং করোত্যন্যঃ ৭।৫১
নীলমেব হি কো নীলম্ ৯।২৯
নেন্দ্রিযেষু ন রূপাদৌ ৯।১০৩
নৈকযান্ত স্ত্রিযা কুর্যাত্ ৫।৯৩
নৈকস্য সর্ব সার্থ্যম্ ৯।১৩
নৈব প্রকাশ্যতে দীপঃ ৯।১৯
নৈবান্তর্ণ বহিঃ কাযঃ ৯।৮৬
নৈবাবসাদঃ কর্তব্যঃ ১।১৭
নৈবোত সাহো হ'স্য দাতব্যঃ ৮।১৬৬
নোদার ধর্ম পাত্রং চ ৫।৯০
নৌযান যাত্রারূঢ়াশ্চ ১০।২৪
ন্যকারঃ পরুষং বাক্যম ৬।৫৩

প

পক্ষিভ্যঃ সর্বব্যক্ষেভ্যঃ ১০।৩৭
পটাদেস্ত সুখাদি স্যাত্ ৯।১৩২
পটার্ঘৈর্নৈব কর্পাস ৯।১৩৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পণ্ডিতা সংকৃতাঃ সন্ত ১০।৪৬
পতত্তু কমল বৃষ্টির্গন্ধ পানীয় মিশ্রা ১০।১২
পতিত সকল মাংসাঃ কুংদ বর্ণাস্থি দেহাঃ ১০।১০
পরচক্ষু নিপাতেভ্যঃ ৮।৪৬
পরচিত্ত বিকল্পো হ'সৌ ৯।১০৮
পরচোদন দক্ষাণাম ৫।৭৪
পরস্পর বিরুদ্ধাভিঃ ৫।৫৬
পরাত্ম সমতা মাদৌ ৮।৯০
পরাযত্ত প্রমাদত্বাত ৬।৬৩
পরার্থ রূক্ষং স্বার্থাথি ৫।৫২
পরি গ্রহেণাস্মি ভবৎকৃতেন ২।৯
পরোক্ষ চ গুণান্ ব্রূযাত ৫।৭৬
পশ্চদ্বেনং ভবন্তঃ ১০।১৪
পশ্যামো মুদিতা স্তাবত ৮।১৫০
পাঠ স্বাধ্যাযক লিলাঃ ১০।৪৩
পাপকারি সুখেচ্ছাতু ৭।৪৩
পাপক্ষয়ং চ পুণ্যং চ ৬।৬৭
পাপ চিত্ত সমুদ ভূতম ৫।৮
পারং পর্যেন সাক্ষাদ্ধা ৫।১০৯
পিত্রাদিষু ন মে কোপঃ ৬।২২
পুণ্যবিঘ্নঃ কৃতো হ'ন্যেন ৬ ১০২
পুণ্যেন কায়ঃ সুখিতঃ ৭।২৮
পনশ্চ ক্ষণ দৌর্লভাম ৯।১৬৩
পূজাতি যত্ত্বযা পোষ্যাম ৬ ৮২
পূজয়ত্যর্থ মানৈর্য ন্ ৬।৪
পূজ্যন্তাং সর্ব সম্বুদ্ধাঃ ১০।৪৬
পূর্ব তাবদিদং চিত্তং ৫।৩৪
পূর্বং নিরূপ্য সামগ্রীম ৭।৪৭
পূর্বং পশ্চাচ্চ জাত্যেন ৯।১০১
পূর্বানুভূত নষ্টেভ্যঃ ২।৬৯
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি ৩।২০
প্রকাশ্যা বা প্রকাশ্যা বা ৯।২৩
প্রকৃতি মরণ দুঃখিতান্ধকারান্ ৪।৩৭
প্রক্ষিপ্তশ্চ ভয়ে হ'প্যাস্মা ৮।৪২
প্রতিমাস্তপ সদ্ধর্ম ৬।৬৪
প্রত্যক্ষমপি রূপাদি ৯।৬
প্রত্যযানাংতু বিচ্ছেদাত্ ৯।১৫
প্রত্যযান্তর যুক্তস্য ৯।২৫
প্রত্যেক বুদ্ধাঃ সুখিনঃ ১০।৫০
প্রধূপিতৈর্ধৌত মলৈর তুল্যৈঃ ২।১২
প্রমাণসপ্রমাণং চেত্ ৯।১৩৯
প্রমাদাদত্মনাত্মানস ৬।৩৫
প্রলম্ব মুক্তামনিহার শোভান্ ২।১৮
প্রসাদিকত্ব মারোগ্যম্ ৬।১৩৪
প্রিয়াপ্রিয় নিমিত্তেন ২।৩৫

ফ

ফলেন সহ সর্বস্ব ৫।১০

ব

বকো বিড়াল চৌরশ্চ ৫।৭৩
বদ্ধশ্চেচ্চিত্ত মাতঙ্গঃ ৫।৩
বলনাশানু বন্ধে তু ৭।৬৬
বলীযসাভি ভূতত্বাত্ ৯।৯০
বহবোলাভিনো ভূবন্ ৮।২০
বহুন বা কিমুক্তেন ৮।১৩০
বহুনামেক দুঃখেন ৮।১২৫
বাধ্যন্তে ধীবিশেষেণ ৯।৪

বালাদ দূরং পলাযতে ৮।১৫
বালৈঃ সভাগ চরিতঃ ৮।৯
বাহ্যা ভাবা মযা তদ্ধত্ ৫।১৪
বুদ্ধং গচ্ছামি শরণম ২।২৬
বুদ্ধ ধর্মাগমাংশেন ৬।১১৬
বুদ্ধ ধর্মোদযাংশস্ত ৬।১১৮
বুদ্ধ বুদ্ধসুতৈর্নিতমঃ ১০।৩৮
বুদ্ধাশ্চ বোধিসত্ত্বাশ্চ ৫।৩১
বুদ্ধো'পি সংসদেদেবমঃ ৯।১৪
বোধি চর্যানুরূপেণ ৯।৩৮
বোধিচর্যাবতারং মে ১০।১
বোধিচিত্তং সমুৎপাদ্য ৬।৮০
বোধিচিত্তা বিরহিতা ১০।৩২
বোধিপ্রণিধি চিত্তস্য ১।১৭
বোধিসত্ত্ব মহাপর্বম্ ১০।৩৬
বোধিসত্ত্বস্য তেনৈবম্ ৪।৮

ভ

ভযোৎসবাদি সংবন্ধে ৫।৪২
ভব চারক পালকা ইমে ৪।৩৫
ভব চারক-বন্ধনো বরাকঃ ১।৯
ভব দুঃখ শতানি তর্তুকামৈঃ ১।৮
ভবন্ত্বক্ষয় কোষাশ্চ ১০।২৮
ভবে বহু প্রপাতশ্চ ৯।১৫৮
ভবেন্মমাশয় গুণঃ ৬।৫০
ভস্মনিষ্ঠাবসানেয়মঃ ৮।১৭৮
ভিন্দন্তি দেহং প্রবিশন্ত্যবীচীম্ ৬।১২০
ভীতাশ্চ নির্ভয়াঃ সন্তু ১০।২১
ভীতেভ্যো নাভযং দত্তমঃ ৭।৩৮
ভূমিং ছাদযিতুং সর্বাম্ ৫।১৩

ম

মচ্চিত্তাবস্থিতা এব ৪।২৯
মংজুঘোষ প্রভৃতয়ঃ ২।২২
মনঃ শমংন গৃহ্ণাতি ৬।৩
মনসা চিন্তযিত্বাপি ৪।৫
মনোজ্ঞ গন্ধোদক পুষ্পপূর্ণৈঃ ২।১১
মনোরথঃ শুভ কৃতাম্ ৭।৪২
মনো হন্তুমমূর্তত্বাত্ ৬।৫২
মন্ত্রাদীনা মসামর্থ্যাত্ ৯।১২
মৎকর্মচোদিতা এব ৬।৪৭
মৎস্যাদয়ঃ ক নীযন্তাম্ ৫।১১
মদবিজ্ঞপ্ত্যা তথাত্রাপি ৮।১৫৬
মম তাবদনেন যাতি বৃদ্ধিম্ ১।৩
মযা প্রসাদো যো হ'স্মেষাম্ ৬।৫৪
ময়া চানেন চোপাত্তম্ ৬।১০৮
ময়াপি পূর্বং সত্ত্বানাম্ ৬।৪২
ময়া হি সর্বং জেতব্যম্ ৭।৫৫
ময়ান্যদ্দুঃখং হন্তব্য ৮।৯৪
ময়া বালেন মূঢ়েন ২।৬৪
মযা বা পালিতস্ত্যেবম্ ৮।১৮১
মহৎস্বপি হিকৃচ্ছ্রেষু ৭।৬১
মহাকাশ্যপ মুখ্যাশ্চ ৯।৫২
মহীধরা রত্নময়াস্তথান্যে ২।৩
মাংসপ্রিযো হ'হমস্যেতি ৮।৫৪
মাংসোচ্ছ্রয়মিমং দৃষ্ট্বা ৮।৪৭
মা কশ্চিত্ দুঃখিতঃ সত্ত্বঃ ১০।৪১
মানুষ্যং নাবমাসাদ্য ৭।১৪
মানেন দুর্গতিং নীতাঃ ৭।৫৭

মান্দারবেন্দীবর মল্লিকাদ্যৈঃ ২।১৫
মা মেবান্যে জুগুপ্সতি ৮।২১
মাযযা নির্মিতং যচ্চ ৯।১৪৪
মাযাপুরুষ ঘাতাদৌ ৯।১১
মাযোপমত্বে হ'পি জ্ঞাতে ৯।৩১
মাযোপমাজ্জিনাত্ পুণ্যম্ ৯।৯
মারনীয়ঃ করং ছিত্বা ৬।৭২
মার্গাদৌ ভয় যো ধার্থম্ ৫।৩৭
মুক্তথিনশ্চাযুক্তম্ ৬।১০০
মুক্তা ধর্মরতিং শ্রেষ্ঠাম্ ৭।২৫
মুখপুরং ন ভুংজতি ৫।৯২
মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা ৬।৪১
মুচ্য মানেষু সত্ত্বেষু ৮।১০৮
মৃতং ভুক্তুভ মাসাশ্চ ৭।৫২
মৃতা পতন্ত্য পায়েষু ৯।১৫৭
মৃৎপাত্র মাত্র বিভবঃ ৮।২৯
মৃদাশ্চ মেধ্য লিপ্তত্বাত্ ৮।৫৮
মৃন্মর্দন তৃণোচ্ছেদ ৫।৪৬
মৈত্র্যাশয়শ্চ যৎপূজ্য ৬।১১৫
মোহাদ্দেকে 'পরাধব্যন্নিত ৬।৬৭

য

যঃ পূর্ববত্ ত্রিযাকালে ৬।৩০
যচ্চানুমোদিতং কিংচিত্ ২।২৯
যতস্ততো বাস্ত ভযম্ ৯।৫৭
যতো নিবার্যতে যত্র ৫।১০৭
যংকিঞ্চিজ্জগতো দুঃখম্ ১০।৫৬
যত্ প্রত্যযা চ তত্রাস্থা ৯।৪৩
যৎপ্রধানং কিলাভীষ্টম্ ৬।২৭
যতঃ প্রভৃত্য পর্যস্ত ৯।১৮
যত্রচ্ছন্নে হ'প্যযং রাগঃ ৮।৫১
যত্র যত্র রতিং যাতি ৮।১৮
যৎসূত্রে হ'বতরেদ্ বাক্যম্ ৯।৫০
যথা গারুড়িক স্তম্ভম্ ৯।৩৭
যথা গৃহীতং সুগতৈঃ ৩।২২
যথা চপল মধ্যস্থঃ ৫।১৯
যথাত্ম বুদ্দির ভ্যাসাত্ ৮।১১৫
যথা দৃষ্টং শ্রুতং জ্ঞাতং ৯।২৬
যথা পাংশুগৃহে ভিন্নে ৬।৯৩
যথা যথাস্য কায়স্য ৮।১৭৪
যথা সুখীকৃতশ্চাত্মা ৬।১২
যথৈকো রাজপুরুষ ৬।১২৮
যথৈব কদলী স্তম্ভঃ ৯।৭৫
যথৈব তুলকঃ বাযোঃ ৭।৭৫
যদন্য সংনিধানেন ৯।১৪৫
যদর্থং দূত দূতীনাম্ ৮।৪১
যদর্থমিব বিক্রীতঃ ৮।৭৫
যদর্থমেব জীবামি ৬।৬১
যদা কুশল যোগো হ'পি ৪।১৮
যদা চ দৃষ্ট্ মকা কামঃ স্থাম্ ১০।৫৩
যদা চলিতুকামঃ স্যাত্ ৫।৪৭
যদাত্মোৎকর্ষণাভাসম্ ৫।৫০
যদা ন ভাবো নাভাবঃ ৯।৩৫
যদা ন লভ্যতে ভাবঃ ৯।৩৪
যদা ন বেদকঃ কশ্চিত্ ৯।৯৯
যদা মম পরেষাং চ ৮।৯৫, ৯৬
যদা মায়ৈব তে নাস্তি ৯।১৬

যদা শাকেস্বিব প্রজ্ঞা ৭।২৬
যদি কেশনখেদী-ঘৈঃ ৮।৬৮
যদি চৈবং প্রতিজ্ঞায ৪।৪
যদি চৈবং বিস্ময্যামি ৪।২৪
যদিচ্ছসি ন তচ্চিতম ৮।৫৫
যদি তু স্বেচ্ছযা সিদ্ধিঃ ৬।৩৪
যদি তেন ন তন্নধবম ৬।৮৪
যদি তে নাশুচৌ রাগঃ ৮।৫২, ৫৯
যদি দাস্যামি কিং ভোক্ষে ৮।১২৫
যদি নাস্তি স্বসংবৃত্তিঃ ৯।২৪
যদি প্রত্যক্ষ মপ্যেতত্ ৮।৬৩
যদি প্রীতি সুখং প্রাপ্তম্ ৬।৭৬
যদি যস্ত্বেব যদ্ দুঃখম্ ৮।৯৯
যদি সত্ত্বো ন বিদ্যেত ৯।৭৬
যদি সর্বেষু কাযো ঽযম্ ৯।৮১
যদি স্বভাব দোর্গন্ধ্যাত্ ৮।৬৬
যদি স্বভাবো বালানাম ৬।৩৯
যদে বা পদ্যতে কর্ম ৭।৬২
যদৈবং ক্লেশ বশ্যত্বাত ৬।৩৭
যদ্দুঃখ জননং বস্তু ৯।৫৬
যদ বুদ্ধা কর্তুমাবধবম ৫।৪৩
যদ্যপ্যন্যেষু দেহেষু ৮।৯২
যদ্যপ্যস্য ভবেল্লাভঃ ৮।১৫৩
যদ্যস্তি দুঃখং তত্ত্বেন ৯।৮৯
যদ্যস্ত্যেব প্রতীকারঃ ৬।১০
যদ্যেতন্মাত্র মেবাদ্য ৬।৭৩
যদ্যেবং সংবৃতির্ণাস্তি ৯।১০৭
যং দৃষ্টৈব চ সংত্রস্তাঃ ২।৫৩
যন্ন কাযে ন চান্যত্র ৯।১০৪
যমদূতৈর্গৃহীতস্য ২।৪২
যম পুরুষাপনীত ৭।৪৫
যমেনোদ্বীক্ষ্য মাণস্য ৭।৬
যশো হ'র্থ হারযন্ত্যর্থম ৬।৯২
যস্তেষাং সুখরং মানাম্ ১।২৯
যস্মাদ ভয়ানি সর্বানি ৫।৬
যস্মান্নরক পালশ্চ ৬।১৩০
যস্মান্নৈব স একাকী ৬।২৯
যস্মাস্মযান পেক্ষেণ ৮।১৮৪
যস্মিন্নাত্মন্যতি স্নেহাত ৮।১২১
যস্য ত্বেতদ্ দ্বয়ং সত্যং ৯।১১২
যাঃ কাশ্চন স্ত্রিযো লোকে ১০।৩০
যা অবস্থাঃ প্রপদ্যেত ৫।৯৯
যাবৎ প্রত্যয় সামগ্রী ৯।১০, ৮৫
যাবন্তি পুষ্পানি ফলানি চৈব ২।২
যাবন্তো নরকাঃ কেচিত্ ১০।৪
যাবৎ সংভৃত সংভারম ৭।৭
যুক্তং গৃধ্র শৃগালাদেঃ ৫।৬৬
যুগান্ত কালানল বদ্মহ্যন্তি ১।১৪
যে কেচিদ পরাধাস্ত ৬।২৫
যে কেচিদ্ দুঃখিতা লোকে ৮।১২৯
যেন তেনা শনে নাহম্ ১০।৫২
যে ঽপি নিত্যান নূনাহুঃ ৯।১২৭
যেযং সুখে যান্তি মুদং মুনীন্দ্রা ৬।১২২
যেষাং ক্রুদ্ধা প্রসন্না বা ৩।১৫
যে সত্ত্বা মান বিজিতাঃ ৭।৫৬
যো ঽপ্যন্যঃ ক্ষণ মপ্যাস্য ৪।৯

যো মান্দ্য ক্ষুৎপিপাসাদি ৮।১২২
যো লাভ সৎক্রিয়া হে তোঃ ৮।১২৩
যো হি যেন বিনা নাস্তি ৬।১০৪

র

রক্ষসীমং মনঃ কস্মাত্ ৫।৬০
রণং জীবিত সন্দেহম্ ৮।৭৭
রত্নত্রয়ে ''পকারো যঃ ২।৩০
রত্ন প্রদীপাংশ্চ নিযেদয়ামি ২।১৭
রত্নোজ্জ্বল স্তংভ মনোরমেষু ২।১০
রম্যা কল্পদ্রু মোষ্ঠনৈঃ ১০।৩৪
রাত্রিং দিবং চ ত্রিস্কন্ধম্ ৫।৯৮
রাত্রিং দিবমবিশ্রাম্ ২।৪০
রাত্রৌ যথা মেঘ ঘনান্ধকারে ১।৫
রোষো যস্য খলীকারাত্ ৮।১৮২

ল

লঘুং কুর্যাত্ তথাত্মানম্ ৭।৭৪
লধবাপি চ বহুল্লাভান্ ৬।৫৯
লাভ সৎকার কীর্ত্যর্থি ৫।৫১
লাভা নশ্যন্তু মে কামম্ ৫।২২
লাভান্তরায় কারিত্বাত্ ৬।৫৫
লাভিন্যঃ সন্তু ভিক্ষুণ্যঃ ১০।৪৪
লাভী চ সৎকৃতশ্চাহম্ ৮।১৭
লোকঃ প্রত্যক্ষতস্তাবত্ ৯।১৯৭
লোকস্যাপি চ তজ্ জ্ঞানম্ ৯।১৩৮
লোকাবতারণার্থং চ ৯।৭
লোকেন ভাবা দৃশ্যন্তে ৯।৫

ব

বরমদ্যৈব মে মৃত্যুঃ ৬।৫৬
বর্ধযিত্বৈব মুতসাহম ৮।১
বস্ত্র ভোজন পানীযম্ ১০।২০
বস্ত্বাশ্রযেনা ভাবস্য ৯।২৯
বারণাপি ন যুক্তৈবম্ ৬।৩২
বিক্রীত স্বাত্মভাবানাম ৮।৭৬
বিঘনা কাংশু বিকচং ৮।৫৭
বিচারিতং তু যদবুদ্ধৈ ৪।৩
বিচারিতেন তু যদা ৯।১১০
বিচারিতে বিচার্যে তু ৯।১১১
বিচারে জীবলোকঃ কষ্ট ৯।১৫৪
বিজ্ঞানস্য ত্বমূর্তস্য ৯।৯৭
বিজ্ঞাপয়ামি সংবুদ্ধান্ ২।২৭
বিদ্যমানস্য ভাবস্য ৯।১৪৬
বিনা শূন্যতয়া চিত্তম্ ৯।৪৯
বিনিপাত গতানাথে ৫।৮৬
বিপুল সুগন্ধি শীতল ৭।৪৪
বিরুদ্ধপ্রত্য যোৎপত্তৌ ৯।৯২
বিবেক লাভিনঃ সন্তু ১০।৪৩
বিশ্বস্ত বিন্যস্ত পদং ৫।৭৯
বিষং রুধির মাসাক্ত ৭।৬৯
বিষাদ কৃত নিশ্চেষ্ট ৭।৫৬
বিহ্যত্য যত্র কচিদিষ্ট কালম ৮।৮৭
বৃথৈ বায়ুর্বহ হত্যাশু ৯।১৬৯
বেত্তি সর্বজ্ঞ এবৈতাম ৪।৭
বেদনা প্রত্যযা তৃষ্ণা ৯।৪৮
ব্যক্তস্যাসত উৎপত্তিঃ ৯।১৩৬
ব্রাঘ্রাঃ সিংহা গজা ঋক্ষাঃ ৫।৪
ব্যাধ্যাকুলো নরো যদ্বত ৫।২৪

ব্রণ দুঃখলবাদ ভীতঃ ৫।২০

শ

শক্তা ভবন্তু চৌষধ্যঃ ১০।৪০
শব্দ গ্রহণ রূপং যত্ ৯।৬৪
শব্দ জ্ঞানং যদি তদা ৯।৬১
শব্দ স্তাবদ চিত্তত্বাত্ ৬।৯৪
শমথেন বিপশ্যনালু যুক্তঃ ৮।৪
শরীর পঙ্ক পাতেন ৮।১৮০
শর্করা দিব্য পেতা চ ১০।৩৫
শস্ত্রানি কেন নরকে ৫।৭
শাম্যন্তু বেদনাস্তীব্রা ১০।১৬
শাসনং ভিক্ষুতা মূলম্ ৯।৪৫
শিক্ষাং রক্ষিতু কামেন ৫।১
শিক্ষা সমচ্চয়ো ২’বংশ্যে ৫।১০৫
শিক্ষা সূত্রেষু দৃশ্যন্তে ৫।১০৪
শিরঃ শূলানি সত্ত্ব নাম্ ১।২১
শিশোর্ণার্জন সামর্থ্যম্ ৮।৭২
শীতাতীঃ প্রাপ্নু বন্তূষ্ণাম্ ১০।৫
শীতোষ্ণ বৃষ্টি বাতাধব ৬।১৬
শীল দৃষ্টি বিপত্যাদি ৮।১৪৪
শূন্যতা বারসনা ধানাত্ ৯।৩৩
শূন্য দেবকুলে স্থিত্বা ৮।২৭
শোকবেগ সমুচ্ছুন ৭।৯
শোকাযাসৈ বিষাদৈশ্চ ৯।১৫৬
শ্রীসংভব বিমোক্ষচ্চ ৫।১০৩

স

সংবৃত্তিঃ পরমার্থশ্চ ৯।২
সংসর্গং কর্ম বা প্রাপ্তম্ ৭।৭৩
সংসার দুঃখ নির্মোক্ষম্ ৩।২
স কিং নেচ্ছতি সত্ত্বানাম্ ৬।৮৩
স কিং সংক্লিশ্যতে যত্নাত্ ৮।৬৯
সুক্তি ত্রাসান্ত নির্মুক্ত্যা ৯।৫৩
সংক্লেশ পক্ষ মধ্যস্থঃ ৭।৬০
সংক্ষেপাদ যদ্ যদাত্মার্শ্যে ৮।১৬৫
সংক্ষেপেনাথ বা তাবত্ ৫।১০৫
সত্যদর্শনতো মুক্তিঃ ৯।৪১
সত্যামেব সুখব্যক্তৌ ৯।১৩৩
সত্ত্ব ক্ষেত্রং জিন ক্ষেত্রম্ ৬।১১২
সত্ত্ব রত্না বিশেষো ২’যম্ ১।২৫
সত্ত্বেভ্যশ্চ জিনেভ্যশ্চ ৬।১১৩
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ৯।১২৮
সত্ত্বং রজস্তমো বা পি ৯।৬৪
সদা কল্যাণ মিত্রং চ ৫।১০২
সদ্ধর্ম সেবকং কায়ম্ ৫।৮৬
সংতর্পয্যন্তাং প্রেতাঃ ১০।১৮
সন্তানং সমুদায়শ্চ ৮।১০১
সমন্ত ভদ্রাযাত্মানম্ ২।৫০
সমমাত্মান মালোক্য ৮।১৪৭
সংপ্রজন্যং তদাযাতি ৫।৩৩
সরেদর্প সরেদ্ বা পি ৫।৩৮
সর্বক্ষেত্রানু সংখ্যেশ্চ ২।২৪
সর্ব চৈত্যানি বন্দেহম্ ২।২৫
সর্বতঃ পরি ভূতাশ্চ ৭।৫৮
সর্ব ত্যাগশ্চ নির্বাণম্ ৩।১১
সর্বত্রি সাহস্রা বিসারি গন্ধৈঃ ২।১৪
সর্ব মাকাশ সংকাশম্ ৯।১৫৫

সর্ব মেতৎ স্থচরিতম্ ৬।১
সর্ব সদ্ধর্মরত্নেষু ২।২১
সর্বাক্ষণ বিনির্মুক্তাঃ ১০।২৭
সর্বাত্মনা চেত্ সর্বত্র ৯।৮২
সর্বা দিশঃ শিবাঃ সন্তু ১০।২৩
সর্বান্ত চিন্তানির্মুক্তঃ ৮।৩৯
সর্বারম্ভা হি তুষ্ট্যর্থাঃ ৫।৭৭
সর্বাসু দিক্ষু যাবন্তঃ ১০।২
সর্বাসু দিক্ষু সংবুদ্ধান্ ৩।৪
সর্বে দেবা মনুষ্যাশ্চ ৪।৩০
সর্বে ঽপি বৈদ্যাঃ কুর্বন্তি ৭।২৩
সর্বে বদ্ধা ভবন্ত্যেতে ৫।৫
সর্বে হিতায় কল্পন্তে ৪।৩৩
সবিবাদং মহাযানম্ ৯।৪৪
সশব্দ পাতং সহসা ৫।৭২
সহসা যৎ সমাবদ্ধম ৪।২
সহাপি বকছশীরাভ্যাম্ ৫।১২
সাতত্যা ভিনি বেশোত্থম্ ৫।৮১
সান্তরা বিন্দ্রিয়ার্থো চেত্ ৯।৯৪
সিধ্যন্তু বোধি সত্ত্বানাম ১০।৪৯
স্থখ ভোগ বুভুক্ষিতস্য বা ৩।৩২
স্থখাচ্চ চ্যবনীয়ো ঽযম্ ৮।১৫৪
স্থখাচ্চ চ্যাব যাত্মানম্ ৮।১৬১
স্থখার্থং ক্রিয়তে কর্ম ৭।৬৩
স্থগতান্ সস্থতান্ সধর্ম কায়ান্ ১।১
স্থনিশ্চিতং স্থপ্রসন্নম ৫।৫৫
স্থপরীক্ষিত মপ্রমেয় ধীভিঃ ১।১১
স্থপ্ত প্রমত্ত মত্তানাম্ ১০।২৬
স্থভাষিতেষু সর্বেষু ৫।৭৫
স্থলভা যাচকা লোকে ৬।১০৬
স্থবর্ণ দন্তৈঃ কমনীয় রূপৈঃ ২।১৯
স্থহৃদো ঽপ্যুদ্ বিজন্তে ঽস্মাত ৬।৫
সো ঽঙগারাশি র্মনিরাশিরস্তু ১০।৮
স্তুতির্যশো ঽথ সৎকারঃ ৬।৯০
স্তুত্যাদযশ্চ মে ক্ষেমস ৬।৯৮
স্থৌল্যং ত্যক্তা ভবেৎ সূক্ষ্মম্ ৯।১৩৪
স্নত্বা স্নত্বা যথা কশ্চিত্ ৯।১৬৫
স্নেহান্ন ত্যজ্যন্তে লোকঃ ৮।৩
স্পৃষ্ট উষ্ণোদকেনাপি ৭।১২
স্ফীত স্ফুরদ্ গন্ধ মনো রমৈশ্চ ২।১৬
সগুণৈঃ কীর্ত্য মানে চ ৬।৭৯
স্বচ্ছন্দ চার্য নিলয়ঃ ৮।৮৮
স্বজীবিকামাত্র নিবদ্ধ চিত্তাঃ ৪।৪০
স্বপাপ স্মৃতি সংতপ্তঃ ৭।১০
স্বপ্নে বর্ষশতং সৌখ্যম ৬।৫৭
স্বাপ্নোপমাস্তু গতয়ঃ ৯।১৫১
স্বমেব বহ্বমেধ্যম্ ৮।৫৩
স্বযং মম স্বামিন এব তাবত্ ৬।১২৯
স্বযুথান্ মার্যমানাং স্তম্ ৭।৫
স্বরাংগ সাগরৈঃ স্তোত্রৈঃ ২।২৩
স্বার্থ ভাবেন যা প্রীতিঃ ৮।২৫

হ

হস্ত পাদাদি রহিতাঃ ৪।২৮
হস্তাদি ভেদেন বহু প্রকারঃ ৮।৯১
হিতা মুক্তাঃ প্রকুপ্যন্তি ৮।১১
হিতাশংসন মাত্রেন ১।২৭
হীনাদিষ্বাত্মতাং কৃত্বা ৮।১৪০
হেতুমান্ ফলযোগীতি ৯।৭৩

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF. Created by:
Ven. Sugato Bhikkhu
Bangkok, Thailand

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor